

# ইংরেজের ডয়

ৰা

আরকট-অবরোধ” ও “পলাশী”।

---

‘বিদ্যাসাগর’, ‘শুন্তলা-রহস্য’, ‘তিতুমীর’,  
‘রতপুরের যুদ্ধ’, ‘বঙ্গে বঙ্গী’, ‘মহারাণী-  
স্বর্ণময়ী’, ‘গান’ প্রভৃতি

এই প্রণেতা

শ্রিবিহারিলাল সরকার পণ্ডিত।

---

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা,

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ট্রীট, বেঙ্গল লাইব্রেরী হইতে

শ্রী শ্রুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক  
প্রকাশিত।

---

সন ১৩১৪ সাল;

# For Intermediate St

General Editor :

Prof. A, DASGUPTA, M

1. Notes on Inter. Prose Selections
2. " " "
3. Notes on Inter. Poetical Selections
4. " " "
5. Notes on One-Act Plays

## NOTES ON

6. Story of Civilization
7. Our Growing Human Family For
8. Select Short Stories
9. Discoverers in Modern Science

By Far the Best Notes in the Mar

Compare and then buy

1. MOZUMDER BROS.  
12/1, BANKIM CHATTERJEE STREET  
CALCUTTA-12

2. G. E. AGENCY  
12, CORNWALLIS STREET  
CALCUTTA-6.

AND

All other respectable Book-shops.

**TORN PAGE(S)**

## সন্ধিশপ ।

— :- —

“আরকট-অবরোধ” ও “পলাশী”,—ভাৰত-ইতিহাসেৰ ছইটি পৱিত্ৰিত পৱিত্ৰিত লহয়। “ইংৱেজেৰ জয়।” সত্য সত্যই ছইটিতেই ইংৱেজেৰ জয়,—ছইটিতেই ইংৱেজেৰ সৌভাগ্য-সুচনা। একে সৌভাগ্যেৰ বীজ উপ্ত,—অপৱে অঙ্কুৱিত। তবে জয়েৰ পথ ও প্ৰণালী স্বতন্ত্ৰ। একে জয়,—বল-বীৰ্য্যে; অপৱে জয়,—ছল-চাতুৰ্য্যে। এই হেতু “ইংৱেজেৰ জয়” ইংৱেজ-চাৰিঙ্গুলিৰ মক্কল প্ৰকট প্ৰিয়মন্ত্ৰ।

“আরকট-অবরোধে”ৰ বিবৃত বিবৱণ বাঞ্চালা ইতিহাসে নাই। পলাশীৰ আছে বটে; কিন্তু “পলাশী”ৰ প্ৰসঙ্গাধীন অনেক গৃহ ভদ্ৰেৰ প্ৰকৃত রহস্য-উদ্দেদ হয় নাই। অনুকূপ হত্যাৰ নৃশংস কাণ্ডেৰ অতিনয় হয় নাই; পৱন্ত নবাব সিৱাজুদ্দীলা নাৱকীয় নৱপিশাচ নহেন। এ সিদ্ধান্ত “আমাৰ কল্লনা-সন্তুত নহে,—জলনাৰ্বিজ্ঞিতও নহে;—সম্পূৰ্ণ ইতিহাসিক প্ৰমাণসিদ্ধ। “ইংৱেজেৰ জয়ে” সেই প্ৰমাণহই প্ৰকটিত হইল।

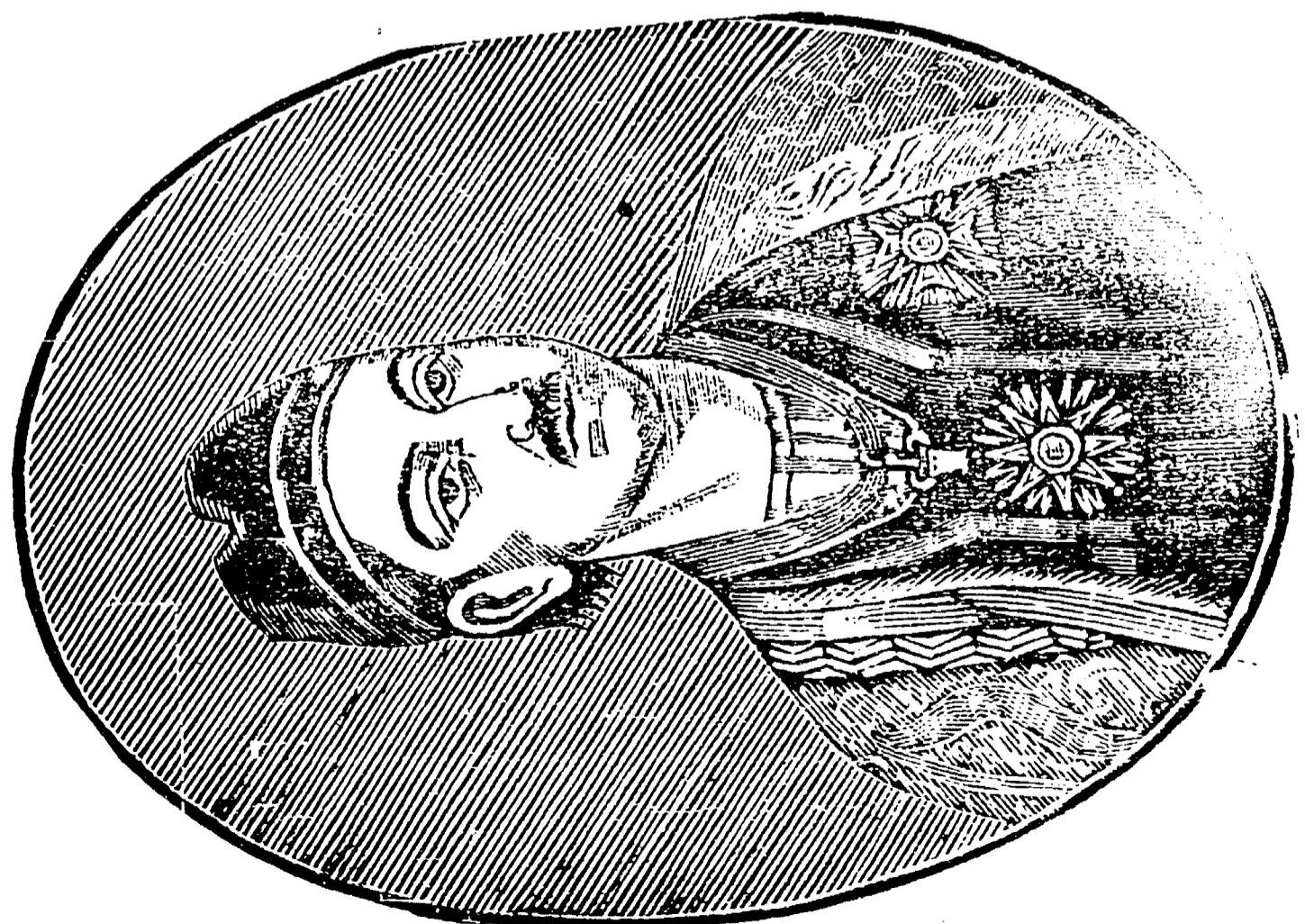
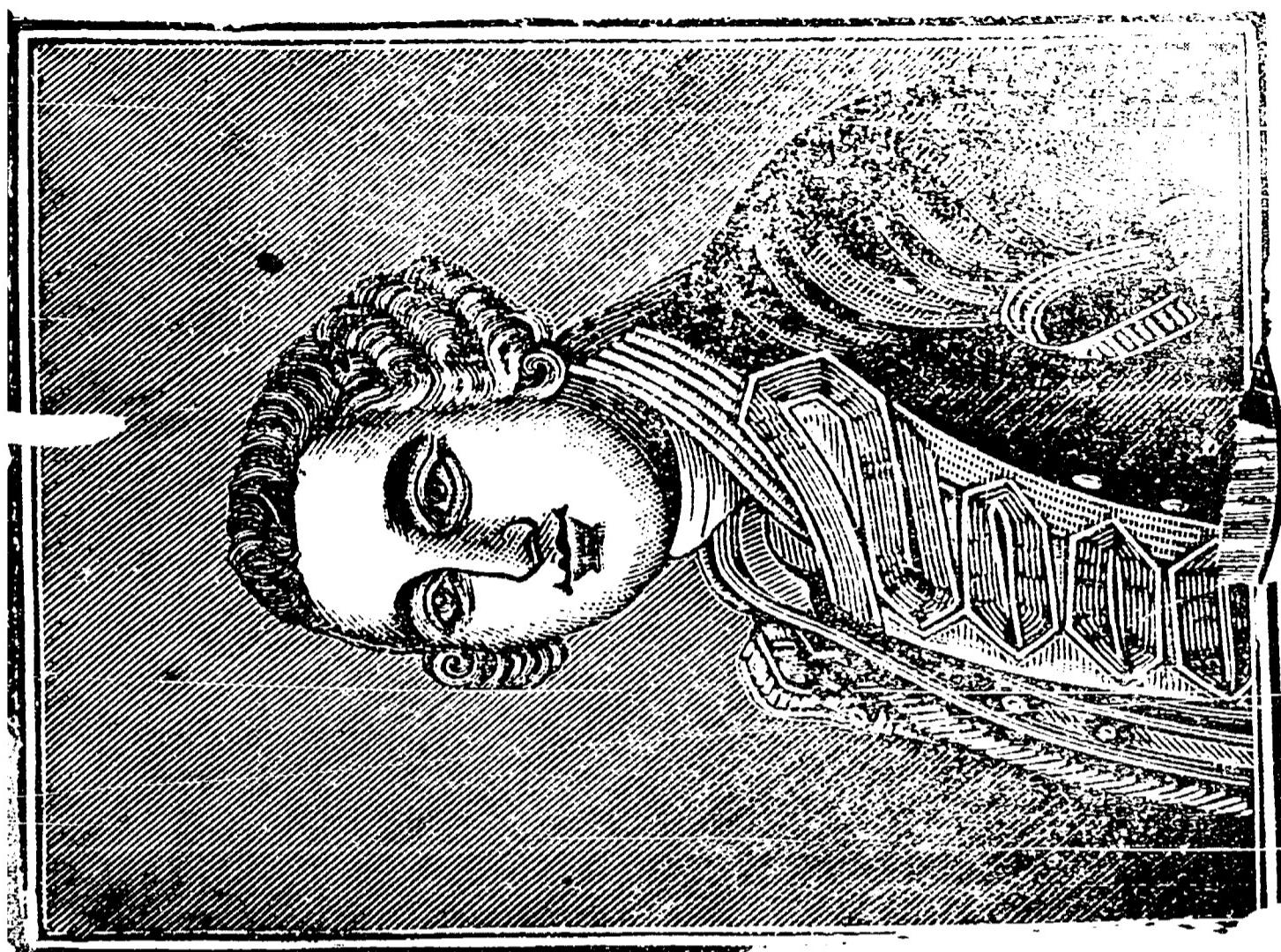
“বঙ্গবাসী”ৰ সৰ্বস্ব পৱন্ত পূজনীয় স্বৰ্গীয় ঘোগেন্দ্ৰচন্দ্ৰ বস্তু মহাশয় ১২৯৯সালে “জন্মভূমিতে” আমাৰ “আৱকট-অবরোধ” এবং “পলাশী” স্বক্ষে প্ৰেৰণ লিখিতে অনুৱোধ কৱেন। সেই প্ৰেৰণ লিখিবাৰ সময় যামাৰ ইংৱেজ ও মুসলমান গ্ৰহকাৰগণেৰ প্ৰণীত বহু ইতিহাস এবং পুৱাতন কাগজ-পত্ৰ আলোড়ন কৱিতে হইয়াছিল। সেই সময় “সময়ৰ মতৃক্ষেত্ৰীণ” শ্ৰেণী ৭৫—

বলিয়া আমার ধারণা হয়। সেই ধারণার বশবর্তী হইয়া ঐ বিষয়ে আমি বিশেষরূপ অনুসন্ধান ও আলোচনা আরম্ভ করি। তাহাতে আমার ধারণা সত্য বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়াছিল। তৎপরে “জন্মভূমি”তে আমি “আরকট-অবরোধ” ও “পলাশী” প্রবন্ধ লিখি। শোষোক্ত প্রবন্ধে আমি প্রতিপন্ন করি,—অঙ্কুপ-হত্যা কল্পিত বিবরণ, উহাতে ঐতিহাসিক সত্য আদৌ নাই। আমার সেই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পূর্বে অঙ্কুপ হত্যার অমূলকতা সম্বন্ধে কেহ কথনও কোনও প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া আমার মনে হয়ে না। আমার সেই প্রবন্ধ এবং “ইংরেজের জয়” গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পর, এক্ষণে আমার সিদ্ধান্তই সত্য বলিয়া অনেকেই গ্রহণ করিতেছে। পরবর্তী অনেক ইতিহাসে, ন্যায়সে ও নাটকে আমার সেই প্রবন্ধের অনুসরণে অঙ্কুপহত্যার বিবরণ ও সিরাজুদ্দোলার চরিত্র-কথা লিখিত হইতেছে। বহুকাল হইতে ঐ দুই বিষয় সম্বন্ধে লোকের যে ভাস্ত ধারণা ছিল, এক্ষণে তাহা ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইতেছে।

আমার প্রবন্ধ ও গ্রন্থ প্রকাশে নৃতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হওয়ায় দেশের চিন্তাশ্রেণি পরিবর্তিত হয়। বড়লাট লর্ড কর্জন কিন্তু অঙ্কুপহত্যার স্মৃতি-স্তুতি প্রতিষ্ঠায় এবং পলাশী-ক্ষেত্রে ক্লাইবের স্মৃতিনির্দশন স্থাপনের চেষ্টায় সাধারণের মনের বিশ্বাস দূর করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন। তৎসম্বন্ধে তাহার বক্তৃতা এই “ইংরেজের জয়” গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে উদ্ধৃত হইল। তাহার মুক্তি সম্বন্ধে দুই চারি কথা “বঙ্গবাসী”তে আলোচিত হইয়াছিল। তাহাও উপসংহারে উদ্ধৃত হইয়াছে।

“আরকট-অবরোধ” এবং “পলাশী”

ବୁଦ୍ଧାର ସିରା ଜୁଦୋଲା ।



তাহা

“জন্মত্ৰ

লিখি ।

কল্পিত ।

সেই প্ৰব্ৰ

দ

অ

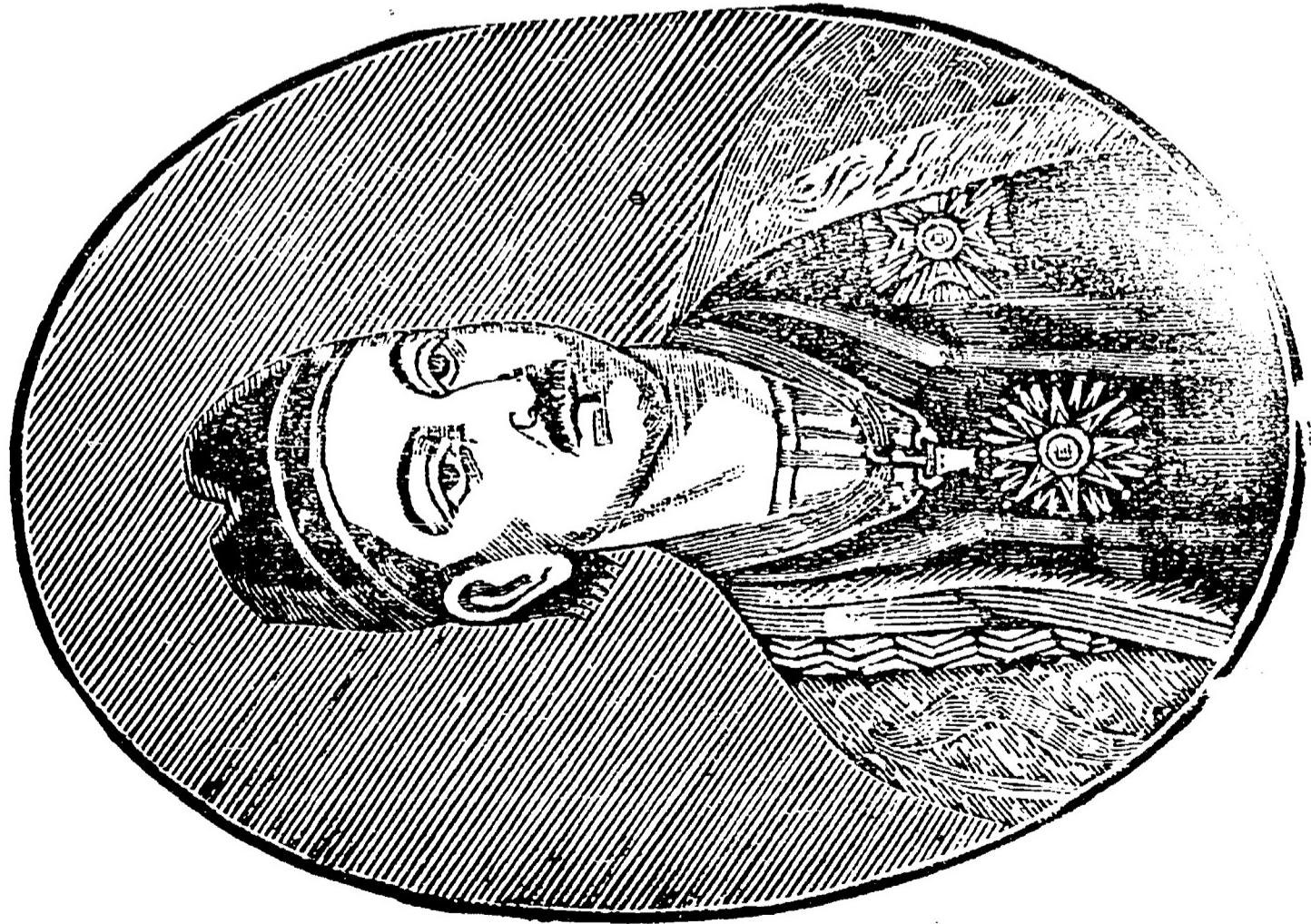
কেহ ।

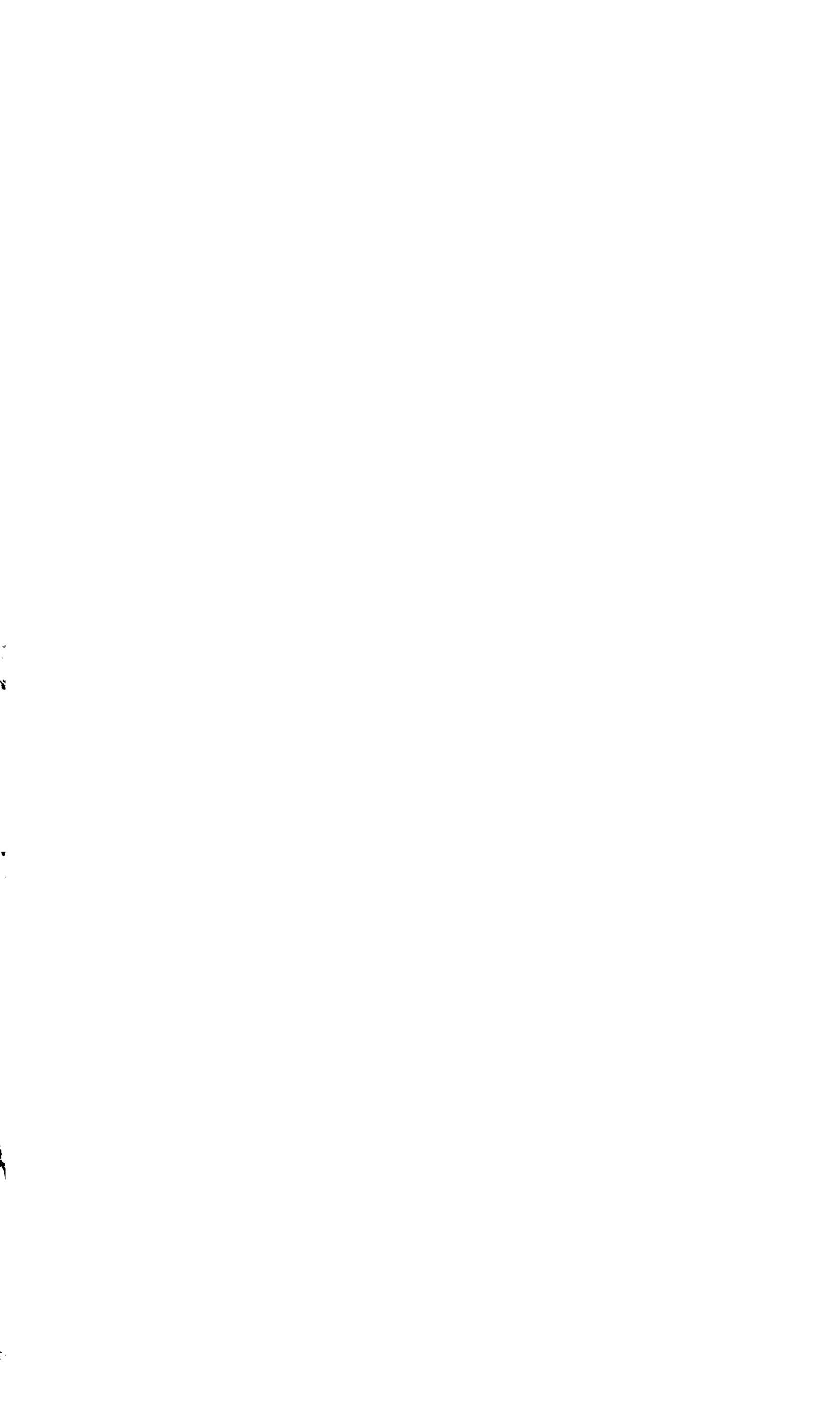
নাটকে আমাৰ সেই প্ৰবক্ষেৱ অনুশাসন-পত্ৰ (১৮৩১)।  
মিৱাজুদ্দোলাৰ চৱিত্ৰ-কথা লিখিত হইতেছে। বহুকাল ইহতে  
ঐ দৃষ্টি বিষয় সম্বন্ধে লোকেৱ যে ভাস্তু ধাৰণা ছিল, এক্ষণে তাহা  
ধীৱে ধীৱে অন্তহীন হইতেছে।

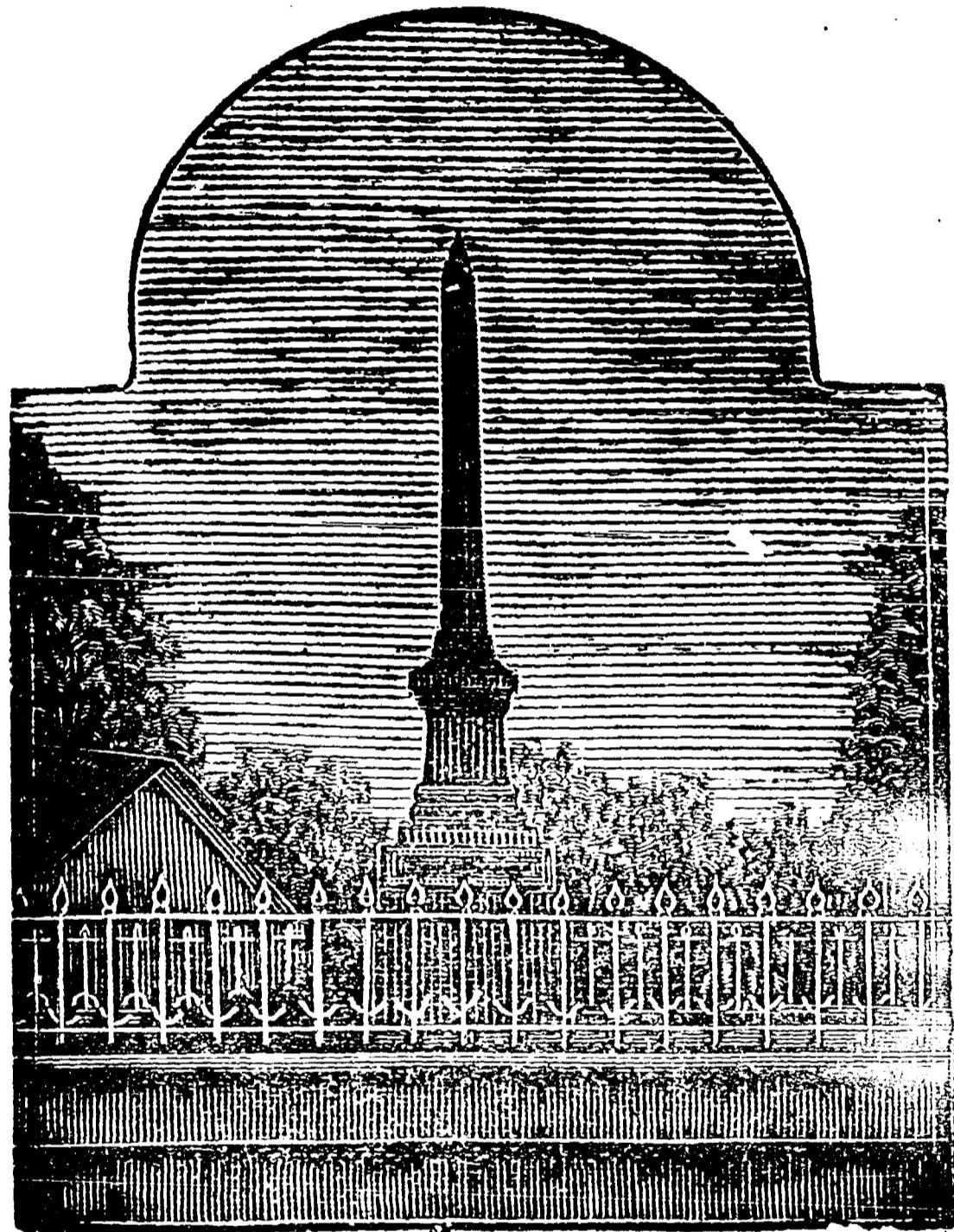
আমাৰ প্ৰবক্ষ ও গ্ৰন্থ প্ৰকাশে নৃতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হওয়ায়  
দেশেৰ চিঞ্চাস্তোত্ৰ পৰিবৰ্ত্তিত হয়। বড়লাট লড় কৰ্জন কিন্তু  
অন্ধকূপহত্যাৰ স্মৃতি-স্মৃতি প্ৰতিষ্ঠায় এবং পলাশী-ক্ষেত্ৰে ক্লাইবেৰ  
স্মৃতিনিৰ্দশন স্থাপনেৱ চেষ্টায় সাধাৰণেৱ মনেৱ বিশ্বাস দূৰ কৱি-  
বাৰ জন্ম ব্যস্ত হইয়া পড়েন। তৎসম্বন্ধে তাঁহাৰ বক্তৃতা এই  
“ইংৰেজেৱ জয়” গ্ৰন্থেৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণে উদ্বৃত্ত হইল। তাঁহাৰ  
যুক্তি সম্বন্ধে দুই চাৰি কথা “বঙ্গবাসী”তে আলোচিত হইয়াছিল।  
তাহাৰ উপসংহাৰে উদ্বৃত্ত হইয়াছে।

“অনুসন্ধান-অবৱোধ” এবং “পলাশী”

ନବାବ ସିରାଜୁଲୋଲା ।







পলাশীর স্মৃতিস্তম্ভ ।





নবাব আলিবদ্দী ।



নবাব মীরজাফর ।



মীরণ ।



# হুংরেজের জয় ।

---

## আরকট-অবরোধ ।

---

### মুখ্যবন্ধ ।

“আরকট-অবরোধ”র মতন অক্রমণ বা অবরোধের ঘটনা সামরিক ইতিহাসে বিরল । \* “আরকট-অবরোধ” লড় ক্লাইব, যে দুর্জয় দৃঃসাহসিকতা এবং বিপুল বীর্যবত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন, অধুনা তাহার তুলনা বা উপমা নাই বলিলেও, বোধ হয়, অত্যুক্তি হয় না ।

এই “আরকট-অবরোধ”র অভিনয়ান্তে কাণ্ডেন ক্লাইব প্রতিষ্ঠাশালী সৈনিক পুরুষদের সর্বোচ্চ

---

\* “Military history records few events more remarkable than this memorable siege.” Thornton’s History of the British Empire in India.

শ্রেণীতে আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে ক্লাইব  
পলাশী-প্রান্তৰে বাঙ্গালার প্রবল প্রতাপান্বিত দুর্দৰ্শ  
নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার গর্বোন্নত মস্তক অবনমিত  
করিয়া, ভারতে ব্রিটিশ রাজের সিংহ-পতাকা  
প্রোথিত করেন; যে ক্লাইব বীরত্বের পরিণাম-পুর  
ক্ষারস্বরূপ কনক্যমাণিক্যবিনিন্দী ‘লর্ড’-উপাধিভূষায়  
বিভূষিত হইয়াছিলেন; যে ক্লাইবের নামেচ্চারণে  
বঙ্গের নবাব মীরজাফর, একদিন কোম্পানীর কোন  
সিপাহীর সহিত কলহকারী এক জন উচ্চশ্রেণীস্থ  
দেশীয় রাজাকে বলিয়াছিলেন, আপনি এখনও  
জানেন না, “ক্লাইব কি, এবং কোন্ মহত্ত্ব পদে  
তাঁহাকে ভগবান প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন !” যে  
ক্লাইবকে মীরজাফর একমাত্র হর্তা-কর্তা-বিধাতা মনে  
করিয়া তাঁহার নামমাত্রে থরহরি কম্পান্বিত হইতেন;  
এক সময়ে যে ক্লাইবের পদ-প্রাপ্তে কি ইউরোপীয়,  
কি দেশীয়, সকলেই অবনত মস্তকে বিলুপ্তি হইত;  
যে ক্লাইবের কীর্তি-কথা, ইংরেজের ইতিহাসে এবং  
বাঙ্গালীর কাব্যে জলদস্তরে সুবর্ণ-রাগে উন্মাদিত;  
মেই ক্লাইব “আরকট-অবরোধে”র বৎসর-কতক  
পূর্বে ঈষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানীর একটী সাম্মান্য

কেরাণীমাত্র হইয়া আসিয়াছিলেন।\* বিলাতে  
ক্লাইবের দুর্দমনীয় দৌরাত্ম্যে বিরক্ত হইয়া তাহার  
আত্মীয় পরিজন তাহাকে ভারতে পাঠাইয়াছিলেন।  
তাহারা শুনে করিয়াছিলেন, হয় তাহার চরিত্র  
পরিশোধিত হইবে; না হয় তাহাকে ভারতীয় জুরে  
ইহলোক পরিতাগ করিতে হইবে। সেই দীন-হীন  
কেরাণী ক্লাইব নিজ স্বভাবসিদ্ধ রাজসিক তেজস্বিতায়  
কিঞ্চিৎ সৈনিক বৃত্তির পরিচয় দিবার অবসর পাইয়া  
‘আরকট-অবরোধ’র পূর্বে সামান্য কাষ্টেন  
উপাধিমাত্র পাইয়াছিলেন।

এই কাষ্টেন ক্লাইব একাদিত্রয়ে পঞ্চাশ দিন  
“আরকট-অবরোধ” ব্যাপৃত থাকিয়া, অমোঘ  
বীর্যপ্রভাবে, অসীম অসমসাহসিকতাগুণে এবং  
অতুলনীয় স্বদেশহিতৈষণার বৈদ্যতিক স্পর্শে, মুষ্টি-  
মেয় মৈন্য ও সহচরসহায়ে, প্রবল প্রতিবন্ধী বহু-  
বলসম্পন্ন ফরাসিপুষ্ট আরকটের নবাবকে পরাভৃত  
করিয়া, আপনার ভবিষ্য সর্বোন্নতির এবং স্বজাতির  
সমুচ্ছ শ্রীরূপের পথ পরিষ্কৃত করিয়াছিলেন।

\* লড় ক্লাইব ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আসিয়াছিলেন।

আরকটে ক্লাইবের কৌর্তি বিস্মিত না হইলে, কলিকাতার ইংরেজবিজয়ী নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার সহিত যুদ্ধ করিয়া বৈরনির্যাতন করিবার তার ক্লাইবের হস্তে সমর্পণ করিতে কাহার সাহস হইত? ক্লাইবের উপর মে তার বিন্দুস্ত না হইলে বা কে বলিতে পারে, পলাশীর পরিণতি অন্যরূপ হইত কি না? বিধির ইচ্ছায় আমাদের মঙ্গলার্থ ইংরেজ ভারতের রাজা। সেই ইংরেজ রাজের রাজত্ব-প্রতিষ্ঠা পলাশী-প্রান্তরে। অতি সূক্ষ্মহিসাবে এবং ঘটনা-পরম্পরার সূক্ষ্ম তাৎপর্যার্থে বলিতে হইবে, তাহার মূলাধাৰ ক্লাইবের সেই স্বেচ্ছার্জিত ও স্বোপার্জিত “আরকট-অবরোধে”র পূর্ণ প্রতিষ্ঠা।

পলাশী-প্রান্তরের মে নিভৃত আত্ম-কাননে, নবাব-সৈন্যের সহিত ক্লাইবের ঘে সংবর্ধণ সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা “যুদ্ধ” নামে অভিহিত হইয়া থাকে। শক্তিশালী প্রাচীন ইংরেজি ইতিহাসলেখক অর্মি হইতে আমাদের মলিন মাতৃভূমিৰ কৃতী কবি নবীনচন্দ্র পর্যন্ত ইহাকে “যুদ্ধ” বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। আবার ম্যালিসনের গ্রায় নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক তাহাকে যুদ্ধ বলিতে চাহেন না, কিন্তু

সে পরিচয়ে কি আসে যায় ? সে সংঘর্ষণ-সূত্রের আনুষঙ্গিক ও প্রাসঙ্গিক ইতিহাসিক সত্য তত্ত্ব বা প্রকৃত ঘটনা কবিকল্পনার সৌন্দর্যসূচির সমাবেশেও আবরিত হয় নাই। সহস্র সূর্যসম জ্যোতিশান সত্য আপন তেজে ফুটিয়া উঠে। ক্লাইব যেরূপে, যে ভাবে, গুপ্ত ষড়যন্ত্রে মিশিয়াছিলেন ; যে ভাবে যেরূপে উমিচ্ছাদকে প্রতারণা করিয়াছিলেন ; এবং যে ভাবে যেরূপে বিশ্বসন্ধাতক গীরজাফুরের কপটতার জন্য পলাশী-ক্ষেত্রে রণজয়ী বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, তাহা একে একে বিশদরূপে ইতিহাসে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। ক্লাইবের জীবনচরিতলেখক মেজর জেনারেল স্থার জন মালকম্ সে ঘটনা লুকাইতে পারেন নাই ; তবে সময়োচিত বলিয়া, সে সব কার্য্যের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন ; এমন কি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন,—“উমিচ্ছাদকে প্রতারণা করা আবশ্যিক হইয়াছিল ; নহিলে কার্য্যসিদ্ধি নিশ্চিতই দুষ্কর হইত ।” অর্থাৎ, থরনটন্ প্রভৃতি ইতিহাস-লেখকগণও সে সব ঘটনা চাপিয়া রাখেন নাই ; অথচ তদনুমোদনেও পশ্চাত্পদ হন নাই। আংলো-ইঞ্জিয়ান লেখক মেকলে কিন্তু স্পষ্টাক্ষরে

বলিয়াছেন,—“উমিঁ'দকে প্রবক্ষনা করা অনাবশ্যক ও অনুচিত। আমরা ইহার অনুমোদন করি না।”

আমরা বলিতে পারি, ক্লাইব ঘেরপ অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, তাহাতে তাহার ন্যায় ইহ-কালসর্বস্ব পরকালে অবিশ্বাসী ইংরেজের পক্ষে অন্ত কোন উপায় অবলম্বন করা একান্ত অসম্ভাবিত বৈরনিষ্যাতন্ত্রবল, আর স্বজাতির সম্যক অভুত্যথান্ত্রবল, ক্লাইবের তাহাই চরম কামনা ; সুতরাং এই পার্থির গঙ্গীর মধ্যে তাহাকে ঘেরপেই হটক, তাহার সাধন করিতে হইয়াছিল। পার্থির চরমেমতি যাহাদের চরম কামনা, তাহাদের স্বকার্যসাধনে, সকল সময়ে সরল বা সৎপথাবলম্বন সম্ভবপর হয় না। যাহাদের বিশ্বাস, জীবনের পূর্ণচেদ ইহ-জম্বে, তাহারা যে প্রকারেই হটক, স্বদেশের বা স্বকীয়ের স্বার্থ সাধন করা অবশ্যকত্ব মনে করেন।

পলাশী-প্রান্তরে ক্লাইব পুরাকালে যে নৌতির পরিচয় দিয়াছিলেন, অধুনা এই মুহূর্তে পরকাল-বিশ্বাসহীন বৈদেশিক জাতিসমূহের কার্যকলাপে

তাহারই পরিচয় পদে পদে। ইংরেজ জাতির চরিত্রে  
আজ যাহা গোরবান্বিত ও মহিমাপূর্ণ বলিয়া  
নির্দেশিত হইয়া থাকে, কাইবে তাহার পূর্ণ পরিচয়।  
ইংরেজ যখন যে অবস্থায় পতিত হন, তখন সেই  
অবস্থানুসারে আপন কার্য্যান্বারের সহজসাধ্য  
উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। এরূপ অবস্থা-  
ভিজ্ঞতা ঐতিক বাহ্যদৃষ্টিশক্তির প্রকৃষ্ট পরিচায়ক।  
এ দৃষ্টিশক্তি ইংরেজের অতীব প্রখর। তাই  
ইংরেজের ঐতিক জগতে এতাদৃশী সমৃদ্ধি, সৌভাগ্য  
ও অভ্যন্তরিতি। সমস্ত ইংরেজ জাতির আজ যে  
অবস্থাভিজ্ঞতার এত প্রতিষ্ঠা, সেই অবস্থাভিজ্ঞতার  
পরিচয় যেমন পলাশী-প্রান্তরে, তেমনই “আরকট-  
অবরোধে”। পলাশীর অবস্থায় পড়িয়া কাইবকে  
হুন্মুকি অবলম্বন করিতে হইয়াছিল; আরকটের  
অবরোধে কিন্তু তাহার বিপরীত মৌতিরই প্রাধান্য।  
পলাশী-প্রান্তরে কামান গর্জিয়াছিল; গোলাগুলি  
চুটিয়াছিল; বরশা বন্দুক তরবারি চলিয়াছিল;  
মানুষ মরিয়াছিল; শোণিতের স্নেত বহিয়াছিল;  
কিন্তু তাহা যুদ্ধ নহে। প্রকৃত যুদ্ধ হইয়াছিল,—  
“আরকটে”। পলাশীতে পূর্ণ প্রতারণা ও প্রবক্ষনা,

চতুরতা ও চট্টলতার প্রমাণ ; আরকটে তাহার সম্পূর্ণ অসন্দাব । পলাশীর ব্যাপার বাঙ্গলা ইতিহাসে ও কাব্যে বিহুত হইয়াছে ; এবং সবিস্তারে স্থানাধিকার করিয়াছে । “আরকট-অবরোধে”র কথা বিশদ ও বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয় নাই । ইহাতে ক্লাইবের প্রকৃত অবসরাভিজ্ঞতা বুঝিয়া লওয়া যায় । মেই জন্য যথাসাধ্য স্ববিস্তৃত ভাবে “আরকট-অবরোধ” তত্ত্ব প্রকটিত হইল ।

---

### স্থান-নির্দেশ ।

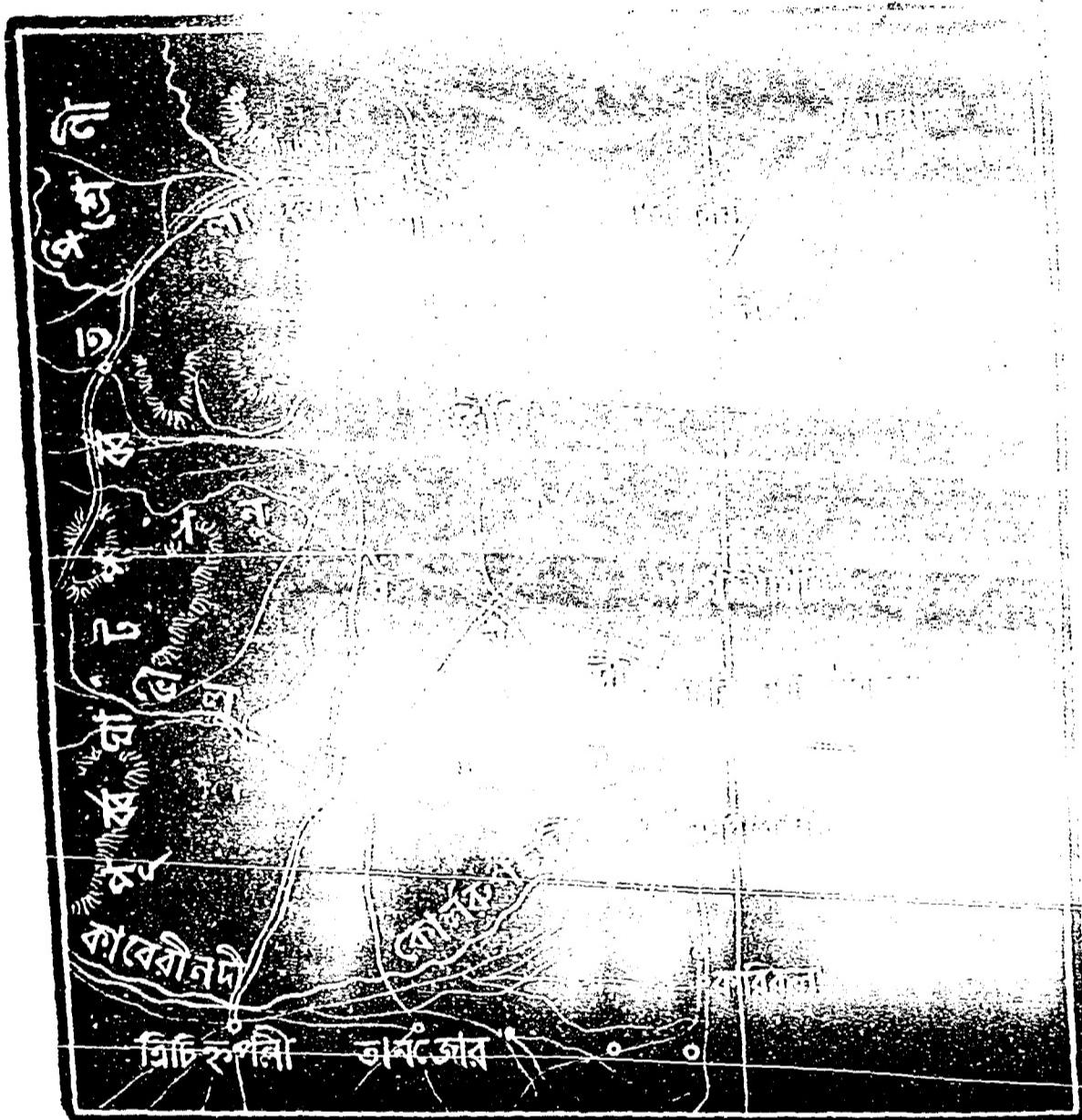
“আরকট-অবরোধ”-সংক্রান্ত সমর বা সংঘর্ষণ বর্ণনা করিবার পূর্বেই পাঠকবর্গকে আরকটের অবস্থিতিতত্ত্ব এবং “আরকট-অবরোধে”র কারণ-ভাস্টুকু বুবাইয়া দেওয়া কর্তব্য । আরকট কর্ণাটক রাজ্যের রাজধানী । আরকটের নামে ভারতের সমগ্রে কর্ণাটকরাজ্য আরকট বলিয়া অভিহিত হইত । কর্ণাটক দেশ নিম্নলিখিত রূপে সীমাবদ্ধ ।

বঙ্গোপসাগরের করমণ্ডল উপকূলে, কৃষ্ণানন্দী  
হইতে কাবেরৌর উত্তরশাখা পর্যন্ত যে ভূভাগ  
বিস্তৃত, তাহারই নাম কর্ণাট। সমুদ্র হইতে  
পশ্চিম দিকে বিস্তৃত হইয়া ইহা দুই ভাগে  
বিভক্ত। সমুদ্র এবং ঘাট-পর্বতের প্রথম  
শ্রেণীর মধ্যে যে সমতল ভূভাগ, তাহা প্রথম  
বিভাগ। ইহাকে বলে ঘাটের নিম্নস্থ কর্ণাট।  
পর্বতের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে যে  
উচ্চ ভূভাগ বিস্তৃত, তাহা দ্বিতীয় বিভাগ।  
ইহা ঘাটের উপরিস্থ কর্ণাট। উভয় ভূভাগই  
চিরগ্ন্যামল উর্বর ক্ষেত্রে পরিশোধিত। তবে  
উপরিস্থিত কর্ণাট অপেক্ষাকৃত অন্ধ উর্বরতা-  
সম্পন্ন।

সীমার পরিচয় আর একটু পরিষ্কার করিয়া  
দেওয়া ভাল। উত্তরে গোদাবরী নদী; পশ্চিমে  
মহৎ ঘাট পর্বতশ্রেণী; দক্ষিণে ত্রিচিহুপল্লী,  
তাঙ্গোর এবং মহীশূর রাজ্যের সীমান্ত; এবং  
পূর্ব দিকে সমুদ্র।

“আরকট-অবরোধে”র কথা বলিতে বলিতে  
অনেক স্থানের নাম করিতে হইবে; সেই গুলির

অবস্থিতিনির্ণয়ের স্ববিধার্থ নিম্নে কর্ণাট রাজ্যের  
আংশিক মানচিত্র প্রকাশ করিলাম,—  
কর্ণাটের মানচিত্র।



### অবরোধের কারণ।

১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা  
মিজাম-উল-মুক্কের মৃত্যু হয়। \* ইনি পাঁচ পুত্ৰ  
রাখিয়া যান। জ্যোষ্ঠপুত্র গাজি-উদ্দীন দিল্লীর দর  
বারে নিযুক্ত ছিলেন। তাহার বিতৌয় পুত্ৰ

\* বিদ্যাত ইতিহাসলেখক অমি বলেন, ১০৪ বৎসর বয়সে ইহার মৃত্যু হয়।

নাসির জঙ্গ সবলে পিতৃ-সিংহাসন অধিকার করিয়া-  
ছিলেন।\* তাঁহার ভাগিনৈয় মুজঃফর জঙ্গ দাক্ষণ্য-  
ত্যের সিংহাসন-লালসায় তাঁহার বোর প্রতিদ্বন্দ্বী  
হইয়াছিলেন। কর্ণাট রাজ্য নিজাম রাজ্যের অধীন  
বটে; কিন্তু এ কর্ণাট রাজ্যও নিরুত্তৰে ছিল না।  
নিজাম-উল-মুক্ক জীবিতাবস্থায় আনর-উদীন নামক  
এক ব্যক্তিকে কর্ণাটের নবাব-পদে অভিষিক্ত করিয়া  
গিয়াছিলেন। † আনর-উদীনেরও এক জন  
প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তাঁহার নাম চাঁদ সাহেব।  
চাঁদ সাহেব, আনর-উদীনের পূর্বগত নবাব দোস্ত-

•

\* নাসির জঙ্গকে ইংরেজ সাহায্য করিয়াছিলেন। এই জন্য কি, অন্য কোন কারণে বলিতে পারি না, যেকলে লিখিয়াছেন,—“নাসির জঙ্গই নিজাম-সিংহাসনের প্রকৃত অধিকারী।” কিন্তু প্রকৃত কথা তাঁ নহে। নাসির জঙ্গ লম্পট ও দুশ্চরিত্ব ছিলেন। এই জন্যই নিজাম-উল-মুক্ক দৌহিত্র মুজঃফ-  
জঙ্গকে সিংহাসন দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

† একপ শাসকনিয়োগ করিবার ক্ষমতা অবশ্য নিজামের পূর্বে ছিল না।  
নিজাম দিল্লীশ্বরের অধীন ছিলেন। কর্ণাট নিজামের অধীন বটে; কিন্তু  
তাঁহার শাসকনিয়োগ করিবার ভার দিল্লীশ্বর তখনও ত্যাগ করেন নাই।  
আরেঞ্জবের মৃত্যুর পর দিল্লীসাম্রাজ্যের অধঃপতনের স্ফূর্তিপাত হয়। ইহার  
পর শাসনশক্তি একবারে শিথিল হইয়াছিল। এই অবসরে নিজাম-উল-মুক্ক  
স্বয়ং স্বাধীন হইয়া পড়েন। তিনি কর্ণাটের শাসকনিয়োগের ভার নিজ  
হস্তে লইয়াছিলেন।

আলির জামাতা। শ্বশুরের জীবিতাবস্থায় চাঁদ  
সাহেব কর্ণট রাজ্যে লোভাত্তক দৃষ্টি নিষ্কেপ  
করিয়াছিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন  
নাই। ক্রমে দোস্ত-আলি, তদীয় পুত্র সদর-আলি  
এবং তৎপুত্র মহম্মদ থাঁ যুক্তে বা গুপ্তাঘাতে  
পর্যায়ক্রমে হত হইলে, নিজাম-উল-মুল্ক কর্তৃক  
আনর-উদ্বীন নবাবপদে নিয়োজিত হন। চাঁদ  
সাহেবের লালসার নিবৃত্তি হয় নাই। মধ্যে বহু দিন  
তিনি মহারাষ্ট্ৰীয়দের হস্তে বন্দী ছিলেন। নিজাম-  
উল-মুল্কের মৃত্যুর পর তদীয় দৌহিত্র মুজঃফুর জঙ্গ  
তাঁকালিক পঞ্জিচারীর গবর্নর চতুরবৃন্দি এবং ধন-  
শালী ব্যবসায়ী ডুপ্লের \* সাহায্য প্রার্থনা করেন।  
ডুপ্লে বহুতর অর্থ দিয়া মহারাষ্ট্ৰীয় হস্ত হইতে চাঁদ

\* জোসেফ ডুপ্লে ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ল্যাঙ্গুদি সহরে জন্ম প্রাপ্ত করেন। ইনি  
১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের পঞ্জিচারী সহরে আসিয়াছিলেন। তখন পঞ্জিচারীর্স্ট  
ফরাসী বণিকের নাম ছিল, “কোম্পানী অব দি ইণ্ডিয়া।” ডুপ্লে এই কোম্পা-  
নীতে চাকুরী পাইয়াছিলেন। ইনি নিজ অধ্যবসায়ে বহু সম্পত্তি অর্জন  
করিয়া এবং ক্রমে পঞ্জিচারীর গবর্নর হইয়া ভারতের এক জন শক্তিশালী ব্য-  
কুক্ষ হইয়াছিলেন। ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রেল ইনি পঞ্জিচারী-কৌসিলের পুত্র  
অন্যতম সত্য মুসে ভিনসেনসের বিধবা পত্নীর পাণিগ্রহণ করেন। এ রমণীর  
অত্যন্ত অখরা বুদ্ধি ছিল।

সাহেবকে উদ্বার করেন। ইতিপূর্বে করমণ্ডল উপকূলে ইংরেজকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া ফরাসীরা অতীব ঘশন্বী হইয়াছিলেন। ফরাসীর সাহায্যে মুজঃফর 'জঙ্গ এবং চাঁদ সাহেব কর্ণাট রাজ্য আক্রমণ করেন।

উচ্চাভিলাষী উচ্চমনা ফরাসী গবর্নর ডুপ্লের সম্মুখে দুর্বল প্রলোভন উপস্থিত। কর্ণাটের নবাবকে ও দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা এবং তাঁহাদের নামে প্রস্তুত পক্ষে সমগ্র দক্ষিণ ভারতের শাসনকার্য পরিচালনা করা কি কম একটা প্রলোভনের পদাৰ্থ? এইরূপ উচ্চাভিলাষে উত্তেজিত এবং উৎসাহিত হইয়াই ডুপ্লে মুজঃফর জঙ্গ এবং চাঁদ সাহেবকে সাহায্য করিবার জন্য ইউরোপীয় প্রথায় সুশিক্ষিত চারি শত ফরাসী সেনা এবং দুই সহস্র সিঙ্গাহী প্রেরণ করেন। একটা যুদ্ধ হইয়া গেল। ফরাসীরা জয়লাভে মহোল্লাসিত হইয়া উঠিল। আনর-উদীন \* রূপে পরাজিত ও

\* প্রায় সকল ইংরেজ ইতিহাস-লেখক লিখিয়াছেন,—যাহাতে ফরাসী ইংরেজ বিকক্ষে সহস্র উত্তেজিত হইতে না পারেন, আনর-উদীন তাহারই চেষ্টা ক

হত হন। তদীয় পুত্র মহম্মদ আলি যৎসামান্য ধনসম্পত্তি লইয়া ত্রিচিহ্নপন্থীতে পলায়ন করেন। বিজেতৃমণ্ডলী প্রায় সমগ্র কর্ণাট প্রদেশের অধিষ্ঠাত্রী হইলেন।

পাঠক ! যেন স্মরণ থাকে, পশ্চিমারীর গবর্নর ডুপ্লের শাসন-অভ্যর্থনের এই প্রারম্ভমাত্র। কয়েক ঘণ্টা আহমদবিধাজনক ঘুন্দ, ঘড়যন্ত্র ও সন্ধিকাণ্ডে লিপ্ত বা ব্যাপৃত হইয়া সর্বব্রহ্ম তিনি আপন শক্তি ও সম্মান সম্বৰ্ধিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। নাজির জঙ্গ আজ্ঞা-অনুচরবর্গের হস্তে নিহত হন।\* ইতিপূর্বে মুজঃফর জঙ্গ মাতুল নাজির জঙ্গের কোশলে বন্দীকৃত হইয়াছিলেন। এখন নাজির জঙ্গের পতনে তাহার উদ্ধার হইল। তিনি দান্ড-গাত্যের নবাব হইলেন। আনন্দের আর সীমা নাই। উন্মত্ত উচ্ছৃঙ্খলে দৃঢ়দিগন্ত পরিপ্লাবিত হইয়া উঠিল। ডুপ্লের শৌভাগ্য-শ্রী ও ঐশ্বর্যসম্পত্তি

\* অমি'বলেন,—ফরাসিপুষ্ট চাঁদ সাহেব ও মুজঃফর জঙ্গ প্রবল বিজয়ে নাজির জঙ্গের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেও তিনি প্রথমত অক্ষেপ করেন নাই; আগোদ-আহলাদে এবং ইন্দিয়হুখ-বিলাসে নিমগ্ন ছিলেন; কিন্তু যখন শুনিলেন, শক্রপক্ষ সন্নিকটবর্তী, তখন তিনি এক জন অনুগত সাহাব্যকারী রাজাকে ভৎসনা করেন; বন্দুকের গুলিতে কিন্তু তাহারই হস্তে হত হন।

সহস্রগুণে এবং সহস্র প্রকারে বৃদ্ধি পাইল। ফরাসীর বিজয় এবং ফরাসীর নীতি ও অভিধায় পূর্ণ হইল।

অপরাহ্নে নাজির জঙ্গের পতন-বার্তা বিষেষিত হয়। চাঁদ সাহেব প্রথমে এই সংবাদ প্রাপ্ত হন। তিনি বিনা রাজোচিত আড়ম্বরে বা সমাঝোহে একাকী স্বগৃহ পরিত্যাগ করিয়া ডুপ্লের প্রাসাদভবনে প্রবেশ করেন। দুই জন ভগ-তরীর আরোহী, বহুদিনের পর সাক্ষাতে, যেন্নেপ আনন্দে বিগলিত হয়, ডুপ্লে ও চাঁদ সাহেব সেইন্নেপ আনন্দ-বিশ্বলচ্ছিত্রে প্ররম্পর প্রগাঢ় প্রেমালিঙ্গন করিলেন। ঘন গভীর কামানগর্জনে সমস্ত সহরে এ শুভ সংবাদ উদ্দেশ্যায়িত হইতে লাগিল। সায়ংকালে দরবার বসিল। রাজ্যের প্রধান প্রধান সমুদ্দিশালী প্রজাবন্দ সাক্ষাৎ করিতে আসিল। শ্বেত-পতাকা-শোভিত হস্তি-পৃষ্ঠে মুজঃফর জঙ্গের সম্মানার্থ একটা বহুমূল্য শিরপা প্রেরিত হইল।

যত কিছু আনন্দ-উৎসব সবই হইল পঙ্গ-চারীতে। শ্রীষ্টান ফরাসীর গীর্জা-মন্দিরে তালে

তালে ষষ্ঠানিনাদে ফরাসীর বিজয়সঙ্গীত গীত হইল। নবীন নিজাম মুজিবুর জঙ্গ স্বয়ং পণ্ডিচারীতে আসিয়া ডুপ্পে ও চাঁদ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ডুপ্পে উচ্চপদস্থ মুসলমান কর্মচারীর বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া, নিজামের সঙ্গে এক পাঞ্চাংতে আরোহণ করিয়া, নগরে প্রবেশ করেন। \* কৃষ্ণা নদী হইতে কুমারিকা পর্যন্ত ফুন্দের সমতুল্য বিস্তৃত ভারত-ভূভাগের অধীশ্বর বলিয়া বিদেশী ফরাসী ডুপ্পের নাম-সম্মান কীর্তিত হইতে লাগিল। এমন কি, চাঁদ সাহেবের উপরও তাহার সর্বোচ্চ শক্তি সমাহিত হইল। তিনি সাত হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের অধিপতি-পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। চারিদিকে রাষ্ট্র হইল, পণ্ডিচারী ভিন্ন কর্ণাটের অন্য কুত্রাপি মুদ্রাশালা থাকিতে পাইবে না। দাক্ষিণাত্যের ধন-ভাণ্ডারের অধিকাংশ ধনসম্পত্তি ফরাসী গবর্ণরের অর্থভাণ্ডারে আসিয়া পড়িল। এইরূপ প্রবাদ আছে, ডুপ্পে

\* অমি' লিখিয়াছেন,—যে সকল পাঠ্নিসর্দার তাহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহারা অবসর বুঝিয়া, আপনাদের পারিশ্রমিকের জন্য ভয়ানক পীড়াপীড়ি করেন। এ সম্বন্ধে গোপনে পরামর্শ করিবার জন্য তিনি ডুপ্পে সঙ্গেএক পাঞ্চাংতে গিয়াছিলেন।

নগদ বিশ লক্ষ টাকা এবং বহু মূল্যবান জহর-  
অলঙ্কার প্রাপ্তি হইয়াছিলেন। প্রকৃত কথা এই,  
ডুম্পের লাভ বা প্রাপ্তি এ ক্ষেত্রে অপরিমেয়।  
এই সময় তিনি আমূল শক্তি-সঞ্চালনে তিনি কোটি  
লোকের শাসন-দণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন। \*তাহার ইচ্ছা না হইলে কেহ সম্মান বা এনাম  
প্রাপ্তি হইতেন না। তাহার স্বাক্ষর না থাকিলে,  
নিজাম কাহারও আবেদন-পত্র গ্রাহ করিতেন না।  
সত্য সত্যই ডুম্পে এমনই শক্তিশালী হইয়া উঠিয়া-  
ছিলেন। কোথাকার মেই ক্ষুদ্র পঞ্চিচারীর ক্ষুদ্র-  
শক্তি গবর্ণর তিনি কোটি ভারতবাসীর দণ্ডমণ্ডের  
বিধাতা এবং অতুল শক্তিসম্পন্ন রাজ্যশৱ !

\* অমি' লিখিয়াছেন,—ফরাসী ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী ঐ সময় পঞ্চিচারীর নিকট বাস্তৱিক ছিয়ানকুই সহস্র টাকা ব্যয়সম্পন্ন ও তর্জীর রাজ্য-  
চারিকলের নিকট এক লক্ষ ছয় সহস্র টাকার আয়সম্পন্ন ভূখণ্ড এবং এক লক্ষ  
ক হাজার টাকার আয়সম্পন্ন মসলিপত্তন ও তদবীন ভূভাগ প্রাপ্তি হইয়া-  
ছিলেন। কোন কোন ইতিহাস-লেখক বলেন,—নাজির-উদ্দিনের ধনভাণ্ডারে  
ই কোটি টাকা এবং পঞ্চাশ লক্ষ টাকার অলঙ্কারাদি পাওয়া গিয়াছিল। ইহার  
মধ্যে ডুম্পেকে যাহা দেওয়া হইয়াছিল, তাহা বাদে, সাহায্যকারী কর্মচারী  
সম্মতিগ্রহকে পাঁচ লক্ষ এবং ফরাসী খাজাজিখানায় পাঁচ লক্ষ টাকা দেওয়া  
হয়। মালিসন লিখিয়াছেন,—ডুম্পে যে টাকা পাইয়াছিলেন, তাহা তিনি  
সরকারী তহবিলভূক্ত করিয়াছিলেন।

নিজামের সৌভাগ্য-দাহায়ে ডুল্লের প্রতিপত্তি চরম সীমায় উথিত হইল বটে ; কিন্তু নবাব-নিজাম মুজঃফর জঙ্গের সম্পদ সম্মানের ধর্জপতাকা অচিরে খসিয়া পড়িল । তিনি পাঠান নবাবদিগের অর্থ-কামনা পূরণ করিতে পারেন নাই, তাই তাঁহাদিগের হস্তে তাঁহাকে প্রাণ বিসর্জন করিতে হয় ।

মুজঃফর জঙ্গের পতন হইল ; কিন্তু ফরাসীর প্রভুশক্তিপ্রভাবে সলবংজঙ্গ নামে তাঁহার এক ভাতা নিজামসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন । ডুল্লে এখন ভারতের সর্বোচ্চ শক্তিশালী পুরুষ-সিংহ । তদীয় দেশবাসীরা সগর্বে বলিয়া বেড়াইত যে, দিল্লীর দরবারেও তাঁহার নামমাত্রে ভীতি সঞ্চার হইত ! ভারতবাসীরা তাঁহার এতাদৃশ সমৃদ্ধি-সম্মান অবলোকন করিয়া বিস্ময়-বিস্ময় হইয়া পড়িয়াছিল ।

লোক-সম্মুখে স্বকীয় প্রাধান্ত্য প্রচারার্থ তিনি একটী কীর্তিস্তম্ভ নির্মাণ করাইয়া, তাঁহার চারিভিত্তে প্রতিপত্তি-পরিচায়ক সমুজ্জ্বল খোদিত অক্ষরে চারিটী ভাষায় চারিটী শ্রেক লিখিয়া রাখিবার সম্ভল করিয়াছিলেন । তাঁহার বিজয়-

নিশানা মুদ্রাঙ্কণে অঙ্কিত হইয়া এই কীর্তিস্মত্তের  
পাদদেশে প্রোথিত হইয়াছিল ; এবং ইহারই  
চতুর্দিকে একটী অতি উচ্চচূড় মন্দিরে “ডুপ্লে  
ফতেয়াবাদীর” অর্থাৎ “ডুপ্লের বিজয়-সহর” নাম  
লিখিত হইয়াছিল । পরে ইংরেজ সৈন্যকুত এই  
স্মত্ত বিধিস্মত্ত হয় । \* ফরাসী ডুপ্লের এতাদৃশ শক্তি-  
বৃদ্ধি জন্য ইংরেজের ভয় ও দীর্ঘ হইয়াছিল ।  
ইহাই আরকট-অবরোধের মূল কারণ ।

---

## উত্তোগ, যাত্রা ও অবরোধ ।

---

ভারতে ফরাসীর শক্তি ও শীর্ষবৃদ্ধি দেখিয়া,  
ইংরেজ বণিক বাস্তবিকই ভীত, চকিত ও সন্ত্রিত  
হইয়াছিলেন । তাহাদের মনে মনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার  
কামনা বলবত্তী ছিল বটে ; কিন্তু ফরাসীর  
গতিরোধপক্ষে তাহাদের তাদৃশ ভূয়সী শক্তি  
ছিল না ; তবে মধ্যে মধ্যে অতি ক্ষীণ এবং দুর্বল

\* Macaulay's Lord Clive, P.510.

উদ্যমে ফরাসীর হুর্দমনীয় গতিরোধ করিতে চেষ্টা  
করিয়াছিলেন মাত্র। যুত আনর-উদ্দিনের পুত্র  
মহম্মদ আলি ইংরেজের শরণাপন হইয়াছিলেন।  
শরণাগতকে আশ্রয় দিবার ব্যপদেশে ইংরেজ-  
ফরাসি-পুষ্ট চাঁদ সাহেব ও মুজঃফর জঙ্গের বিরুদ্ধে  
সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু মহম্মদ আলি অব-  
শ্যে ইংরেজ সৈন্যের ব্যয়ভার বহনে সম্মত হন নাই;  
সেই জন্য ইংরেজ-সৈন্য স্বত্বনে পুনরাহৃত হয়।  
মহম্মদ নিরাশ্রয় হইলেন; কিন্তু ইংরেজ তাহাকে  
আরকটের জবাব বলিয়াই স্বীকার করেন। মহম্মদ  
একমাত্র ত্রিচিহ্নপল্লী অধিকার করিয়াছিলেন।  
সে ত্রিচিহ্নপল্লীও চাঁদ সাহেব এবং তদীয় সহায়  
ফরাসী কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। তাহাদিগকে  
দূরীভূত করা অসম্ভব। মাদ্রাজে অল্লসংখ্যক মাত্র  
সৈন্য ছিল; অধিকন্তু তাহারা সেনাপতিশুণ্য। সুদূর  
সেনাপতি ঘেজের লরেন্স বিলাত গমন করিয়া-  
ছিলেন। কোন খ্যাতনামা সেনানী উপস্থিত  
ছিলেন না। ভারতবাসী ইংরেজ জাতিকে ঘৃণার  
চক্ষে দেখিত। তাহারা দেখিয়াছিল, মাদ্রাজে  
ইংরেজ দুর্গে ফরাসী পতাকা উড়তীয়মান; তাহারা

দেখিয়াছিল, ইংরেজ কুঠীর বহু কর্তৃপক্ষকে বন্দীভাবে পশ্চিমারীর রাজপথ দিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল; তাহারা দেখিয়াছিল, ডুল্লে সর্বত্রই যশস্বী ও বিজয়ী; মাদ্রাজের কর্তৃপক্ষ তাঁহার গতিতে প্রতিবন্ধকতা করিতে গিয়া, আপনাদের দৌর্বল্য প্রকাশ এবং ডুল্লের গোরব স্বৰ্ণি করিতেছেন। এই মুহূর্তে এক জন অজাতশ্মশান যুবকের অন্তুত বীর্যবিক্রম এবং প্রতিভা সহসা অদৃষ্টচক্র ফিরাইয়া দিল।

এই সময় ক্লাইব, মাত্র পঞ্চবিংশবর্ষ-বয়স্ক যুবক ছিলেন। কিয়দিন তিনি সামরিক কার্য্যে এবং ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিলেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহার তত মনঃসংযোগ ছিল না; পরে উভয় বিষয়ে তিনি আত্মসমর্পণ করেন। কান্তেন উপাধি লাভ করিয়া এবং ফৌজের কমিসারিয়েট কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, ক্লাইব আবাল্য-অর্জিত প্রবন্ধি-পরিচালনে সক্ষম হইয়াছিলেন। বর্তমান ঘটনায় তাঁহারই সর্বশক্তি সমাহুত হইবার প্রয়োজন হইল। তিনি স্বত্বাবসিক্ষ নির্ভয় চিত্তে আপন কর্তৃপক্ষকে বলিলেন,—আজ যদি আমরা বিপুল বিক্রমে যুক্তে প্রবৃত্ত না হই,

তাহা হইলে ত্রিচৰ্হপন্নীর অধঃপতন অবশ্যস্তাবী ; আনন্দ-উদ্দিন থার বংশলোপ হইবে ; এবং ফরাসী সমগ্র ভারতের প্রকৃত রাজ্যের হইবেন । সকলে উদ্দেয়াগী হউন ; আর কালবিলম্বের প্রয়োজন নাই ; আসুন সর্বাগ্রেই আরকট আক্রমণ করি ; তাহা হইলে, শক্রপক্ষের দৃষ্টি আরকটে আকৃষ্ট হইবে ; তাহারা ত্রিচৰ্হপন্নী পরিত্যাগ করিয়া আরকটে দিকে অগ্রসর হইবে । ডুল্লোর কৃতকার্য্যতা দেখিয়া ইংরেজ কৰ্ত্তৃপক্ষ এতাদৃশ ভীত হইয়াছিলেন, এবং ফরাসী-ইংরেজের সমর-সংঘটনে মাদ্রাজের অধঃপতন নিশ্চিত ভাবিয়া, এত আতঙ্কিত হইয়া-ছিলেন যে, তাহারা আর কাল বিলম্ব না করিয়া, মৃত্যুকে তৃণবৎ ভাবিয়া, ক্লাইবের উপরেই আরকট আক্রমণের ভার অর্পণ করেন ।

---

# କାହିବେରାରକଟ-ଘାତା ।



১৭৫১ সালের ২৬শে আগস্ট, ক্লাইব মাদ্রাজ হইতে তিনি শত সিপাহী এবং দুই শত ইউরোপীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে আরকট অভিমুখে যাত্রা করেন। এই সকল সৈন্য পরিচালনের অভিপ্রায়ে তিনি আট জন “অফিসর” বা উচ্চ-পদস্থ সৈনিক পুরুষকে সঙ্গে লইয়াছিলেন। এই আট জনের মধ্যে ছয় জন ইতিপূর্বে কোন যুদ্ধকার্যে কখনও প্রবৃত্ত হন নাই। চারি জন সত্য সত্যই সম্পূর্ণ রণান্বিজ্ঞ। তাঁহারা এণ্ডিজ্য-ব্যবসায়ে ব্যাপ্ত ছিলেন। কেবল, ক্লাইবের সেই অসীম অসমসাহসিকতা এবং অমান্তরিক বৌর্যবল্লার জুলন্ত ও জীবন্ত দৃষ্টান্তে উৎসাহিত ও উভেজিত হইয়া স্বদেশ এবং স্বজাতি জন্য তাঁহারা অন্ত ধারণ করিয়াছিলেন।

পঞ্চবিংশবর্ষায় ক্লাইব এই আট জন মানসিক কর্তৃতকর্মী রণ-সহচর এবং অল্লসংখ্যক সৈন্য সহ ১৭৫১ সালের ২৯শে আগস্ট কাঞ্চীপুরে উপস্থিত হন। এই সময় তিনটী মাত্র কামান তাঁহার সহায় ছিল। কাঞ্চীপুরে গিয়া, তিনি সংবাদ পাইলেন, আরকটের দুর্গে এগার শত লোক এবং এক জন গবর্নর অবস্থিতি করিতেছেন।

তিনি তৎক্ষণাতঃ আরও দুইটি কামান আনাইবার জন্য মাদ্রাজে লোক পাঠাইয়া দেন। অতঃপর তাহাকে আরকট দুর্গের প্রায় পাঁচ ক্রোশ পূর্ববর্তী স্থানে সৈন্য অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল। কাইবের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। ভগবতী শ্রী তাহাকে আপন সুকোমল ক্রোড় দান করিয়াছিলেন। ভাগ্যবান পুরুষ-সিংহের সুবিধা ও সুযোগ কোথা হইতে কেমন করিয়া আসিয়া পড়ে এবং সৌভাগ্যচক্র কোন্ দুর্নিরীক্ষ্য দুর্নিবার্য গতিতে সঞ্চালিত হয়, কে তাহা বলিতে পারে ?

আরকট-দুর্গাধিকারী কর্ত্তারা<sup>\*</sup> গুপ্তচর-মুখে সংবাদ পাইল, কাইব বাত-বৃষ্টি-বজে উক্ষেপ না করিয়া অদম্য এবং অনিবার্য গতিতে অগ্রসর হইতেছেন। \* তখন তাহারা ইহাকে বিষম দুর্লক্ষণ লাভিয়া তয়-ব্যাকুলিতচিত্তে তন্মুহূর্তে দুর্গাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। ইহার ঘটাকাতক

\* নবীনচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

“সেই দিন প্রভুজন পৃষ্ঠে-আরোহিয়া,  
সাহসে পশ্চিম সবে আর্কট নগরে,  
বজ্রাঘাত ঝঞ্চাবাত ঝড়ে উপেক্ষিয়া,  
পশ্চিম বিদ্যুৎ বেগে দুর্গের ভিতরে।”

পরে ইংরেজ সৈন্য নগরে প্রবেশ করে। নগর, প্রাচীর বা অন্য কোন প্রকারে সুরক্ষিত ছিল না। ক্লাইব দল-বল-সহ প্রায় এক লক্ষ সম্মানবন্ত দর্শকরূপের বিস্ময়-বিস্ফারিত পলকহীন দৃষ্টিতে মধ্যে আরকট-দুর্গ অধিকার করিয়া ফেলিলেন।

সৌভাগ্য, সাহস, বীর্য ও কৌশল এবং ততু অবস্থা বুঝিয়া তদনুপাতে ব্যবস্থা ; একাধি এত শক্তি ও জ্ঞান, গুণ ও সাধনা, কয় জনে দেখিয়ে পাও ? ক্লাইব দুর্গ আক্রমণাত্মে বহু পরিমাণে পরিত্যক্ত শীশা, বারুদ এবং আটটী কামান প্রাপ্ত হইলেন। বর্ণিকর্ত্ত সুদৃঢ় সংরক্ষণকল্পে দুর্গমধ্যে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রাখিয়াছিলেন। যাঁহার ঘে সম্পত্তি, ক্লাইব তাহাকে তাহা প্রত্যপূর্ণ করিলেন। ক্লাইবের অলোভবিক্ষ সদনুষ্ঠানে বহুসংখ্যক সহরবাসী তৎপ্রতি সাতিশয় অনুরোহ হইয়াছিলেন। দুর্গে তিন চারি সহস্র লোক বাস করিত। তাহারা আবেদন-প্রার্থনায় আপন আপন আবাসবাটীতে থাকিবার অনুমতি পাইয়াছিল। পাঠক ! বুঝিলেন ত, ক্লাইবের কি অবসরাভিজ্ঞতা ! পরে পরিচয় আরও প্রকৃষ্টরূপে পাইবেন।

হুগ ত হস্তগত হইল। এখন রসদ এবং আত্মাগোপযোগী দ্ব্যাদি সংগ্রহের ভাবনা। কাইব বুঝিয়াছিলেন, শক্রমণ্ডলী শীঘ্ৰই হুগ অবরোধ কৰিবে। হুগ অবরোধ ত পৱের কথা, যে সব হুগাধিকারী শক্র তাহার আগমনবাঞ্চা পাইয়া হুগ পরিত্যাগপূর্বক স্থানান্তরে গিয়াছিল, তাহাদেরও নগরে পুনরাগমন কৱিবার সম্পূর্ণ সন্ত্বনা ছিল। কাইব আৱ স্থিৱ থাকিতে পাৱিলেন না। ৪ঠা সেপ্টেম্বৰ তিনি স্বয়ং অধিকাংশ সৈন্য এবং চারিটী কামান লইয়া তাহাদের অন্বেষণে যাত্রা কৱেন। পলাতক হুগাধিকারীদের প্রায় ছয় শত অশ্বারোহী এবং পাঁচ শত পদাতিক আৱকটের তিনি ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে টীমারী নামক স্থানে অবস্থিতি কৱিতেছিল। তাহাদের সঙ্গে একটী মাত্ৰ কামান ছিল। দুই তিন জন ইউ-ৰোপীয় সৈনিক সেই কামান পরিচালনা কৱিয়া, ইংৰেজসেনার প্রতি গোলা বৰ্ষণ কৱিতে লাগিল। ইংৰেজ পক্ষে একটা উষ্টু হত এবং এক জন সিপাহী আহত হইল। কিন্তু যখন তাহারা দেখিল, ইংৰেজ সৈন্য প্রায় নিকটবর্তী হইয়াছে, তখন

তাহারা যুদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিয়া শৈলাশ্রয়ে পলায়ন করিল। কাইব সৈন্য দুর্গে প্রত্যাগমন করেন।

৬ই সেপ্টেম্বর আবার প্রায় দুই সহস্র ক্রসেন্ট টীমারীতে একটী কাননের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। এই কাননের চারিদিক খাতে ও বাঁধে বেষ্টিত ছিল। সম্মুখে প্রায় একহাত দূরে একটী পুকুরিণী ছিল। এই পুকুরিণীর চারি দিকে উচ্চতর বাঁধের বেষ্টন ছিল। পক্ষেদ্ধার-বিহনে পুরাকালের এই পুকুরিণী কাইয়া প্রায় মজিয়া গিয়াছিল। কাইব সৈন্য তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হন; কিন্তু শক্রপক্ষের গোলার আঘাতে তাহার তিনটী ইউরোপীয় সৈন্য আহত হয়। কাইব এই দুর্ঘটনায় বিচলিত না হইয়া অতি তীব্র বেগে শক্রবিপক্ষে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সে দুর্দমনীয় তেজ সহ করিতে না পারিয়া শক্রগণ পুকুরিণীর পার্শ্বে গিয়া আশ্রয় লইল। তাহারা পুকুরিণীর পাড়ের উপরে কামান রাখিয়া গোলা বর্ষণ করিতে লাগিল। পাড়ের নিম্নে দেহ অদৃশ্য; কিন্তু উপর হইতে গোলা প্রধাবিত; সুতরাং ইংরেজের গোলা ব্যর্থ হইতেছে; শক্রের গোলায়

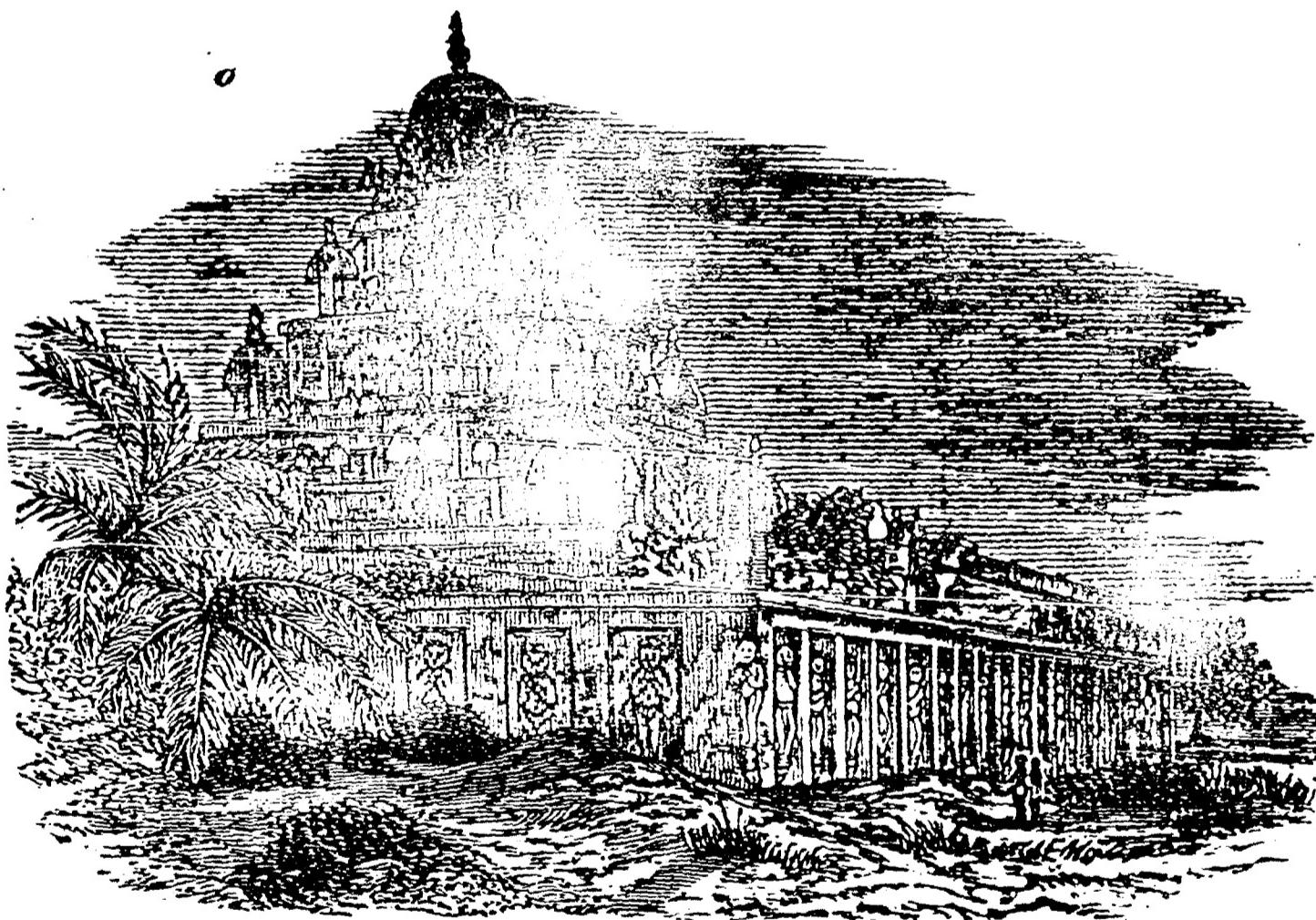


ইংরেজ ব্যতিব্যস্ত। তখন ক্লাইব নিকটবর্তী কতকগুলি বাড়ীতে আশ্রয় লইয়া, সেন্টদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, একভাগ নিজের ও অপর ভাগ লেপ্টেনাণ্ট-বল্কলীর অধীনে স্থাপন করিয়া দুই দিক হইতে শক্রদিগের প্রতি গোলা বর্ষণ করিতে আদেশ করিলেন। অজস্রধারে গোলাবর্ষণ হইতে লাগিল। শক্রপক্ষ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল।

ক্লাইব দুর্গমধ্যে সমৈন্দ্র প্রত্যাবর্তন করিয়া সুদৃঢ় সংস্কারকার্যে এবং অস্ত্র-শস্ত্রাদি বলসঞ্চয়-ব্যাপারে ব্যাপৃত ছিলেন। যে উদ্দেশে আরকট দুর্গ অধিকৃত হইল, সে উদ্দেশ্য এখনও সিদ্ধ হয় নাই; অর্থাৎ প্রবল শক্র ফরাসিপুষ্ট চাঁদ সাহেবে ত্রিচিহুপন্নী পরিত্যাগ করিয়া, এখনও আরকটাভিমুখে অগ্রসর হন নাই। তবে দীর্ঘদৰ্শী ও তৌক্ষ-বুদ্ধি ক্লাইব নিশ্চিতই বুঝিয়াছিলেন যে, চাঁদ সাহেবের আগমন ও আক্রমণ আসন্ন; এবং তাঁহাকেও দুর্গ-মধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া আত্মরক্ষা করিতে হইবে। এই জন্যই এই সময় দুর্গের সংস্কার, আহার্য-সংগ্রহ, বল-সঞ্চয় প্রভৃতি তাঁহার প্রগাঢ় চিন্তার বিষয়ীভূত হইয়াছিল। অন্য কোন দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিবার

তাহার আদৌ অবসর ছিল না । প্রায় তিনি সহস্র  
পলায়িত দুর্গাধিকারী এই অবসরে দুর্গের বহু দিক  
বেষ্টন করিয়া শিবির স্থাপন করিয়াছিল । গভীর  
নিশ্চীথে ক্লাইব অক্ষয়াৎ অতর্কিতভাবে শত্রুশিবির  
আক্রমণ করিয়া, সুপ্তোথিত শত্রুমণ্ডলীর প্রতি গুলি  
বর্ষণ করিয়া তাহাদের সংহার সাধন করেন ।

### কাঞ্চীপুরের মন্দির ।



এই সময় মাদ্রাজ হইতে ক্লাইব-প্রার্থিত  
দুইটী কামান আরকটের পথে কাঞ্চীপুরের  
নিকট আসিয়া উপস্থিত হয় । সঙ্গে কয়জনমাত্ৰ  
সিপাহী ছিল । শত্রুপক্ষ প্রতিবন্ধকতা করিবার

উদ্দেশে সৈন্য প্রেরণ করে। সেই প্রেরিত সৈন্য প্রথমত কাঞ্চীপুরের প্রসিদ্ধ মন্দির অধিকার করিয়া লয়। ক্লাইব সমাগত শক্রসৈন্যকে তাড়াইয়া দিবার উদ্দেশ্যে ত্রিশ জন ইউরোপীয় সেনা এবং পঞ্চাশ জন মিপাহীকে পাঠাইয়া দেন। শক্রসৈন্য তখনই একটা নিকটবর্তী হুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। তখন ক্লাইব হুর্গে কয়েকজনমাত্র সৈন্য রাখিয়া অবশিষ্ট শক্রদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন। শক্ররা এই অবসরে রজনীযোগে পূর্ণ তেজে হুর্গ আক্রমণ করে; কিন্তু ক্লাইবের বৈদ্যুতিক বক্তৃতায় উভেজিত মুষ্টিমেয়মাত্র সৈন্য কর্তৃক তাহারা পরাভূত হয়।

এইবার দেই বিষম অবরোধ। চাঁদ সাহেব ত্রিচিঙ্গপল্লী হইতে চারি সহস্র সৈন্য আরকট অভিমুখে প্রেরণ করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে এই সকল সৈন্য চাঁদপুর রাজা সাহেবের সহিত মিলিত হয়। রাজা সাহেব পশ্চিমারীর ফরাসীদিগের নিকট হইতে এক শত পঞ্চাশ জন ইউরোপীয় সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন; এবং তিনি স্বয়ং নিকটবর্তী স্থান হইতে বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই

বহুবলসম্পন্ন বিপুল বাহিনী ২৩শে সেপ্টেম্বর  
আরকট নগরে প্রবেশ করেন। নবাবপ্রাসাদে রাজা  
সাহেবের প্রধান সেনানিবাস প্রতিষ্ঠিত হইল।

ক্লাইব রাজা সাহেবকে আক্রমণ করিবার  
উদ্দেশ্য করিলেন। আক্রমণে তাদৃশ ফললাভের  
সন্তাবনা নাই বুঝিয়াও কেবল শক্রপক্ষকে আপন  
বীর্যবর্তার একটা আকস্মিক উচ্ছৃঙ্খে বিচলিত  
করিবার উদ্দেশে ক্লাইব দুর্গ পরিত্যাগপূর্বক নবাব-  
প্রাসাদের সম্মুখস্থ পথের মধ্যে উপস্থিত হন। দুই  
পক্ষে তুমুল ঘূঁঢ় বাধিল। উভয় পক্ষে গতীর  
গর্জনে মৃহুমুহু গোলা বর্ষণ হইতে লাগিল।  
রাজা সাহেবের সৈন্য, ইংরেজ সৈন্যের ভীষণ গোলা-  
বর্ষণের বেগ সহিতে না পারিয়া, প্রাসাদমধ্যে  
আশ্রয় গ্রহণ করে। ক্লাইবের সৈন্য তখন বিপক্ষ-  
পরিত্যক্ত কামান ও অন্যান্য অস্ত্রাদি সংগ্রহে  
অগ্রসর হইল। এই সময় শক্রসৈন্য নিকটস্থ গৃহের  
পার্শ্ব হইতে গোলা বর্ষণ করিয়া ইংরেজ পক্ষীয়  
চৌদ্দ জন লোককে হত ও আহত করিয়াছিল।  
তখন বুদ্ধিমান ক্লাইব আপন সৈন্যকে আর অগ্রসর  
হইতে না দিয়া, নিকটস্থ একটী বাটীর মধ্যে পূরিয়া

ফেলিলেন। তথায় তাহার সৈন্য সকল যথাযথরূপে  
স্মসজ্জিত হইয়া গৃহাভিমুখে অগ্রসর হয়। এই সময়  
শক্রপক্ষের এক জন সিপাহী গবাক্ষমধ্য হইতে  
ক্লাইবকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িবার উপক্রম  
করিতেছিল। ক্লাইবের সহচর ট্রেনউইথ তাহা  
দেখিতে পাইয়া, ক্লাইবকে টানিয়া লইলেন; কিন্তু  
সিপাহী তদন্তেই লক্ষ্য পরিবর্তন করিয়া ট্রেনউইথের  
প্রতি গুলি নিক্ষেপ করে। তাহাতেই ট্রেনউইথের  
মৃত্যু হয়। এই সংঘর্ষণে ইংরেজপক্ষে পুনের জন  
ইউরোপীয় হত হয়; তন্মধ্যে ট্রেনউইথ অন্যতম।  
লেপ্টেনাণ্ট রেভেল ও আরও ষোল জন আহত  
হইয়াছিল।

পর দিন মর্টেজ আলি ভেলোর দুর্গ হইতে দুই  
সহস্র সৈন্য লইয়া রাজা সাহেবের সৈন্যের সহিত  
মিলিত হয়। এই সব সৈন্য দুর্গাভিমুখের পথসমূহ  
আক্রমণ করিয়া বসিল। ক্লাইব এইবার বুঝিলেন,  
বহু দিন ধরিয়া অবরুদ্ধ থাকিতে হইবে; কিন্তু  
সেই আবাল্য-হুর্দম বীর বিচলিত হইলেন না।  
ক্রমে কিন্তু অবস্থা শোচনীয় হইল। ষাট দিনের  
মাত্র আহার ছিল। আট জন অফিসরের মধ্যে

এক জন হত, দুই জন আহত হন এবং এক জন মাদ্রাজে ফিরিয়া যান। কার্য্যাপর্যোগী দেড় শত ইউরোপীয় সৈন্য এবং দুই শত সিপাহী মাত্র অবস্থিতি ছিল। শক্রপক্ষের গোলার আঘাতে অনেক ইংরেজ সৈন্যকে জীবন বিমর্জন করিতে হইয়াছিল। ক্লাইব এই সময় কয়েকটীমাত্র কার্য্যকুশল শিল্পীকে রাখিয়া অবশিষ্ট লোককে দুর্গ হইতে স্থানান্তরিত করেন। \*

\* বিপক্ষের চৌদ্দ দিন ধরিয়া গুলি ও সামান্য গোলা চালাইয়া ছিল; কিন্তু তাহাতে দুর্গের কোন ক্ষতি হয় নাই। মর্টেজ আলি রাজা সাহেবের প্রতি বিরক্তির ভাগ করিয়া, ক্লাইবের সৈন্যদিগকে দুর্গের বাহিরে আনিবার চেষ্টা করে; কিন্তু ক্লাইব তাহার কোশল বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

---

\* এই সময় অন্নকষ্ট উপস্থিত হওয়ায় সিপাহীরা ভাতের ফেন খাইয়া ইউরোপীয় সৈন্যদিগকে ভাত খাইতে দিয়াছিল। যেকলে বলেন,—“এটা প্রগাঢ় প্রভুভক্তির কথা; অথবা ক্লাইবের নিয়ন্ত্রী শক্তিরই পরিচয়।” যাহারা এ পর্যান্ত সিপাহীচরিত পর্যালোচনা করিয়াছেন, তাহারা নিশ্চিতই তাহাদিগের আঙ্গোৎসর্গে নিয়ন্ত্রিতার কারণ আরোপ করিতে প্রস্তুত হইবেন না। প্রভুর জন্য আঙ্গোৎসর্গ সিপাহীদের প্রাকৃতিক প্রবৃত্তি ও ধর্ম। সিপাহীদের অবস্থা তখনও যেমন, এখনও তেমনই। তখনও তাহারা যেমন প্রভুর জন্য বুক চিরিয়া রক্ত দিত, এখনও তেমনই দিয়া থাকে। ডুপ্পের নিয়ন্ত্রী শক্তি অনেক কম ছিল; কিন্তু তাহার জন্যও সিপাহীরা প্রাণ দিয়াছিল।

শত্রুপক্ষের দেড় শত ইউরোপীয় এবং দশ সহস্র  
দেশীয় সৈন্য হুগ অবরোধ করিয়াছিল। অচিরে  
তাহারা আবার পশ্চিমী হইতে প্রেরিত দুইটী -  
কামান এবং অনেকগুলি বন্দুক পাইয়াছিল।

হঘ দিন অনবরত শত্রুপক্ষ দুর্গস্থ ইংরেজ সৈন্যের  
প্রতি গোলা বর্ষণ করিয়াছিল। হুগের এক স্থানে  
প্রায় এক ফুট প্রাচীর ভয় হইয়া যায়। ক্লাইবের  
একটী কামান অকর্মণ্য হইয়া পড়ে এবং আর একটী  
ভাঙ্গিয়া যায়। ক্লাইব স্বয়ং এবং অন্য অনুচরগণ  
সংস্কারে প্রবৃত্ত হন। ক্রমে ব্যাপার বড় বিভীষিকা-  
ময় হইয়া উঠিল। শত্রুবল দিন দিন পরিবর্দ্ধিত  
হইতে লাগিল। দুর্জ্জয় বীর ক্লাইব তখন হুগের  
সর্বোচ্চ প্রকোষ্ঠশীর্ষে একটী প্রকাণ যুতপ্রাচীর  
নির্মাণ করাইয়া তদুপরি একটা প্রকাণ কামান  
বসাইয়া দিলেন। কথিত আছে, পূর্বে আরেঞ্জিব  
দিল্লী হইতে এই কামান পাঠাইয়াছিলেন। এই  
কামান দুই সহস্র বলদ টানিয়া লইয়া যাইত।  
ক্লাইব এই কামান, রাজা সাহেবের সেনানিবেশের  
অভিমুখে রক্ষা করিয়া, গোলা বর্ষণ করিতে লাগি-  
লেন। তিন দিন গোলাবর্ষণের পর চতুর্থ দিনে

কামান ফাটিয়া যায় । এই সময় শক্রপক্ষ এমন একটী উচ্চ মৃৎপ্রাচীর নির্মাণ করে যে, তাহা হইতে আরকট দুর্গের সকল কার্য অবলোকিত হইতে পারিত । ক্লাইবের গোলায় সেই প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়ে । শক্রপক্ষের কতকগুলি হত এবং কতকগুলি আহত হয় ।

বহুবলসম্পন্ন বিষমপ্লাবী সাহসী শক্রসৈন্য আচম্ভিতে আরকট দুর্গ আক্রমণ করিবে, ক্লাইব তাহা বুঝিয়াও বিচলিত হন নাই । কি উপায়ে তিনি আত্মরক্ষা করিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন । তাগ্যবানের ভগবান্ সহায় । ক্লাইব শুনিলেন, নিকটে মহম্মদ আলিকে সাহায্য করিবার জন্য বহুসংখ্যক মহারাষ্ট্র সেন্য উপস্থিত আছে । তাহারা নীরবে অদূরে অপেক্ষা করিতেছিল ; পরন্তু ইংরেজ ও তদীয় শক্রপক্ষের গতিবিধি পর্যালোচনা করিয়া, জয়-পরাজয়ের লক্ষণ নির্ণয় করিতেছিল । ক্লাইব মহারাষ্ট্র সেনাপতি মুরারি রাওয়ের মাহায়-প্রার্থনায় লোক পাঠাইয়াছিলেন । তিনি ক্লাইবের অমানুষিক দুর্গরক্ষার প্রণালী ও প্রক্রিয়া দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন ; অধিকন্তু

মুক্তকণ্ঠে শতবার বলিয়াছিলেন ;—“ইংরেজ যোদ্ধা।” ক্লাইবকে সাহায্য করিতে তিনি সাদরে ও মহোৎসাহে সম্মত হইলেন।

রাজা সাহেব এই সংবাদ পাইলেন। তিনি বুঝিলেন, জয়ের আশা নাই। তখন তিনি দুর্গ সমর্পণ করিবার অতিপ্রায়ে ক্লাইবের নিকট শান্তি-সূচক সংবাদ পাঠাইলেন ; অধিকন্তু তিনি দুর্গ-বিজয়ী সৈন্যদিগকে এবং স্বয়ং ক্লাইবকে অনেক অর্থ দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। ক্লাইব যদি তাহাতে সম্মত না হন, তাহা হইলে, তাহাকে সৈন্য দুর্গশুল্ক ধর্ষণ করিয়া ফেলিবেন বলিয়া ভয়ও দেখাইয়াছিলেন। ক্লাইব এই কথা শুনিবামাত্র একটা উপহাসের হাসি হাসিয়া বীরমদোম্বত্ত তীব্র বিজ্ঞপ্তি ও ব্যঙ্গ-বাক্যে বলিয়া পাঠাইলেন,— “চাঁদ সাহেব ! তোমার টাকা তৃণ-তুল্য তুচ্ছ জ্ঞান করি ; তোমার জ্ঞানুটীভঙ্গেরও ভয় রাখি না ; জানি, তোমার সাধ্য কি ; জানি, তোমার শক্তি কি !”

ক্লাইব যে একবার উক্কে আপনার অদৃষ্ট-ফলক-উদ্দেশ্যে দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া, এক মুহূর্ত

সমগ্র স্বদেশের ও স্বজাতির পরিণাম অদৃষ্ট-চির-  
পর্টে কল্লমার তীব্র কটাক্ষে একটা জ্যোতিশ্চান্-  
দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া, এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন,  
তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পাঠক! এই কাহিনী  
এক দিন উমিচাঁদকে প্রবক্ষনা করিবার জন্য জাল-  
সঞ্চিপত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন ; এবং জাল  
স্বাক্ষরেও পশ্চাদ্পদ হন নাই ; এক দিন এই  
কাহিনী কলঙ্ক-কলুষিত হস্ত প্রসারণ করিয়া  
নবাব মীরজাফরের নিকট হইতে বহুল অর্থ গ্রহণ  
করিয়াছিলেন। বুঝিলেন পাঠক ! কাহিনীর অবস্থা-  
ভিজ্ঞতা কিরূপ ! \*

যাহাই হউক, কাহিনী বুঝিলেন, এইবার চাঁদ  
সাহেব বিপুল বিক্রমে দুর্গ আক্রমণ করিবেন।  
১৪ই নবেন্দ্র সেই আক্রমণের দিন, এ সংবাদ কাহিনী  
পূর্বেই পাইয়াছিলেন। ১৪ই সময়ে আবার মহরম,  
মহরমের সময় মুসলমানেরা রণক্রীড়ায় উন্মত্ত হইয়া  
থাকে, কাহিনী তাহাও জানিতেন, এই সমস্ত কারণে  
তিনি বিপুল উৎসাহে যথাযোগ্য যুদ্ধসরঞ্জাম সংগ্ৰহ  
করিয়া রাখিয়াছিলেন। পূর্ব দিন রঞ্জনীযোগে

\* পরে “পলাশী”-প্রবক্ষে ইহার বিস্তৃত বিবরণ পাইবেন।

ক্লান্তিদূরীকরণার্থ নির্দা যান ; কিন্তু বলিয়া রাখেন,  
কোন বিপদ-বিষ্ণ উপস্থিত হইলেই আমাকে যেন  
জাগরিত করা হয় ।

এই সময় মহারাষ্ট্র সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হয় ;  
কিন্তু রাজা-সাহেবের সৈন্য-বৃক্ষে আরকটছুর্গ এমনই  
সুদৃঢ় এবং শুসম্ভবতাবে বেষ্টিত হইয়াছিল যে,  
মহারাষ্ট্র সৈন্য কিছুতেই সেই দুর্ভেদ্য বৃক্ষ ভেদ  
করিয়া দুর্গমধ্যে ক্লাইবের সহিত মিশিতে পারিল না ।  
পরম্পর ১৪ই নবেন্দ্র প্রাতঃকালে চাঁদ-সাহেবের  
সেনানীমণ্ডলী বিপুল বিক্রমে এবং প্রাণপণে অসম-  
সাহসে দুর্গ আক্রমণ করিল । ক্লাইব জাগরিত  
হইলেন । তিনি যেখানকার যেরূপ বন্দোবস্ত করিয়া  
রাখিয়াছিলেন, তাহাই ঠিক ছিল ।

যে প্রাচীরের যে যে স্থান দিয়া দুর্গের মধ্যে  
প্রবেশ করিবার সুবিধা ছিল, শক্ররা সেই সেই  
স্থানে সিঁড়ি লাগাইয়া দুর্গে প্রবেশ করিবার চেষ্টা  
করিতে লাগিল । তাহাদের সৈন্য চারি ভাগে  
বিভক্ত হইয়া চারি দিকে ধাবিত হইল । অদ্যই  
ক্লাইবের ভাগ্য-পরীক্ষা ! অদ্যই জয় ও প্রাজ্য !  
অদ্যই অবরোধের অবসান !

কতকগুলি শক্রসৈন্য হস্তীর উপর আরোহণ করিয়া দুর্গদ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইল। এই সব হস্তীর মস্তক লোহ-আবরণে আরত ছিল। হস্তীর সুদারুণ লোহমণ্ডিত মুণ্ডে কঠোরতম বিন্ধ বিপদ প্রতিহত হইবে, শক্রপক্ষের ইহাই ধারণা ও বিশ্বাস ছিল; কিন্তু ফলে বিপরীত হইল। ইংরেজের অব্যর্থ ও দুর্নিবার্য গোলার আঘাত সহ করিতে না পারিয়া, হস্তিগণ আরোহীদিগকে ফেলিয়া দিয়া, পদদলিত করিয়া, পলায়ন করিল। দলে দলে নিতীক শক্রসৈন্য দুর্গ পার হইবার উপক্রম করিল; কিন্তু দুর্গস্থ ইংরেজ সেনার অব্যর্থ-সন্ধান কামানের অজস্র বর্ষিত গোলার আঘাতে অগ্রসর হইতে না পারিয়া, কেহ পড়িয়া প্রাণ বিসর্জন করিল; কেহ প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল; কেহ অর্দ্ধমৃতাবস্থায় পড়িয়া রহিল।

অপর এক দল দক্ষিণ পশ্চিমের ভগ্নাংশ ভাগে একটী পরিখা পার হইবার চেষ্টা করে। তাহারা যে যানাবলম্বনে পার হইতেছিল, ইংরেজের অগ্নিময় দুর্বল গোলায় তাহা ডুবিয়া যায়। ক্লাইব স্বয়ংক্রিয় গোলাবর্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহাতে কতক

আরোহী ডুবিয়া প্রাণ ত্যাগ করিল ; এবং অনেকে  
সন্তুষ্ট দিয়া পলায়ন করিল। এক ঘণ্টার মধ্যে এ  
সব ঘটনা হইয়া গেল। এক ঘণ্টার মধ্যে ইংরেজের  
বহু লোক\* হত ও আহত হইল। মৃতের সমাধি-  
সাধনার্থ কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ স্থগিত রহিল। নির্দ্ধারিত  
সময় অতীত হইলে পর আবার শত্রুপক্ষ হইতে  
গোলা বর্ষণ হইতে লাগিল। এইরূপ রাত্রি দুইটা  
পর্যন্ত হইয়াছিল। তাহার পর সব একেবারে নীরব।  
প্রাতঃকালে ইংরেজ উঠিয়া দেখুন, শক্তিরা বন্দুক  
বারুদ প্রভৃতি রাখিয়া পলায়ন করিয়াছে। পঞ্চাশ  
দিনের অবরোধ ও আক্রমণের অবসান হইল।

### উপসংহার।

সামরিক ইতিহাসে এমন অবরোধ বিরল নহে  
কি ? বলিয়াছি, ইহার পর ক্লাইব সেনিক শ্রেণীর  
সর্বোচ্চ স্থান প্রাপ্ত হন। এই জন্য মেজর লরেন্স  
তাহাকে বলিতেন,—“আজন্ম বীর।” \* বীরত্বের

\* Major Lawrence's Narrative of the war on the coast of Coromondel. Page 14.

সার্থকতা আরকটে। এই বৌরন্ত-বিকাশের পূর্বে ক্লাইব এক দিন আত্মজীবন সংহারার্থ গুলি করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন। কিন্তু লঙ্ঘ্য ব্যর্থ হয়। বারুদ-ভরা বন্দুকের লঙ্ঘ্য ব্যর্থ দেখিয়া ক্লাইব বিশ্বাসিত্বিতে মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন,— “আমার দ্বারা কোন মহৎ কার্য সম্পন্ন হইবার উদ্দেশে আমি জীবিত রাখিলাম।” \*

দীর্ঘদৰ্শী পুরুষ-সিংহের এই ভবিষ্যদ্বিবেক-বাণীর আংশিক সার্থকতার পরিচয় “আরকটে” মাত্র ; কিন্তু তার পূর্ণ পরিণতির প্রমাণ এই মুহূর্তে চক্ষের সম্মুখেই দেদীপ্যমান। ইংরেজশাসন-সন্তোগের প্রত্যেক ইঙ্গিতেই লড় ক্লাইবের মুক্তি অক্ষিত হয়।

আরকট-যুদ্ধের পর ক্লাইব ফরাসীর সহিত দুর্বার সংগ্রামে বিজয়ী হন। কিন্তু তাহার আরকট-অবরোধের কীর্তি-কাহিনী বিলাতে প্রচারিত

\* After satisfying himself that the pistol was really well-loaded, he burst forth into an exclamation that surely he was reserved for something great.

হইলে সমগ্র বিলাতবাসী বিশ্বয়াবিষ্ট হইয়াছিলেন। ক্লাইবের পিতা প্রথমে এ কথা বিশ্বাস করেন নাই। তাহার দৃষ্টি পুরু এমন কীর্তিমান হইবেন, তিনি তাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই; কিন্তু যখন তিনি বুঝিলেন, পুত্রের কীর্তি মিথ্যা নহে, তখন তাহার আনন্দের সীমা ছিল না। ১৭৬০ সালে তিনি বিলাতে প্রত্যাগমন করিলে বিলাত-বাসী ও তাহার আত্মীয় পরিজন তাহাকে প্রগাঢ় আনন্দের সহিত গ্রহণ করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানী তাহাকে হীরক-খচিত তরবারি উপহার দিয়াছিলেন। তিনি কিন্তু তাহা লইতে সম্মত হন নাই। তিনি বলেন,—“সেনাপতি ও বঙ্গ লরেন্সকে অগ্রে উপহার দেওয়া হউক।” পাঠক ! ইহাও ক্লাইবের সহদয়তা ও অবসরাভিজ্ঞতার পরিচয়।

যে বীরবেশে ক্লাইব, আরকট-অবরোধে শক্ত-সৈন্য সংহার করিয়াছিলেন, সেই বীরবেশে তিনি পর পৃষ্ঠায় অক্ষিত হইয়াছেন। পাঠক ! সেই তেজস্বী দীর্ঘদৰ্শী পুরুষের প্রতিমূর্তি দেখিয়া নয়ন-মন সার্থক করুন।

# ରଣବେଶେ କ୍ଷାତ୍ରି ।



এই মূর্তি দেখিয়া স্বতঃই মনে এই প্রশ্নের উদয় হয়, এই কি সেই পলাশীর কাইব ! বিশ্বয়ের কথা বটে ; কিন্তু অবসরাভিজ্ঞ ইংরেজ-চরিত্রের এইরূপই বৈচিত্র্য !

এইখানে ডুম্পে সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়া উপসংহার করিব। আরকট অবরোধের পর ডুম্পের শক্তি প্রতিপত্তির হাস হয়। প্রতিভায় এবং প্রকৃতিতে নেপোলিয়নকে ও ডুম্পেকে মালিসন এক আসন প্রদান করিয়াছেন। উভয়েই উচ্চাভিলাষী ; উভয়কেই বিষম সমস্তায় আত্মোৎসর্গ করিতে হইয়াছে ; উভয়েই পরিণাম-জীবন-সংগ্রামে শক্তি ও তেজস্বিতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন ; উভয়েরই প্রতিভা এবং শক্তি এত প্রচুর ও প্রবল ছিল যে, তাহাতে উভয়েই লোকের সম্মান ও ভৌতি আকর্ষণ করিতেন। পরিণামে উভয়েই স্বদেশবাসী কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন ; কিন্তু এ কষ্ট-কঙ্করিত-জীবন-সংগ্রামে, সুদৃঢ় প্রবৃত্তি-পরিচালনে, প্রত্বৃত শক্তি-সম্পন্ন মস্তিষ্ক কিরূপে কার্য্য করিতে পারে, তাহারই সাক্ষি-স্বরূপে তাহারা আজিও ভবিষ্যদ্ব বংশধরবর্গের

স্মরণান্তভুত হইয়া রহিয়াছেন ; এবং চিরকালই  
রহিবেন । \*

মেকলে ডুপ্লের যে চরিত্র-চিত্র অঙ্কিত করিয়া-  
ছেন, তাহার ছায়া অন্তরূপ । মেকলে সাহেব,  
ডুপ্লের উন্নত মস্তকে “অব্যবস্থচিত্ত”, “আত্মস্পন্দনা”,  
“আত্মযশোলিপ্স” ইত্যাকার বহুবিধ উপাধিমালা  
বর্ণন করিয়াছেন । অন্যান্য ইতিহাস-লেখকও সে  
সম্বন্ধে মন্দ-যশস্বী নহেন । ইংরেজ ইতিহাস  
লেখকেরা কোন কোন ঐতিহাসিক চরিত্রে  
কানুনিক কলঙ্ক আরোপ করিয়া থাকেন, এমন  
একটা কলঙ্ক আছে । বাঙালার নবাব সিরাজ-  
উদ্দোলার সম্বন্ধেও তাঁহাদের কলঙ্ক ঘনীভূত ।  
ইংরেজ ইতিহাস-লেখক মালিসনের উপর এ কলঙ্ক

\* “There was a marked resemblance in feature and in genius between Napoleon and Dupleix. Each was animated by unbounded ambition, each played for a great stake ; each displayed, in their final struggles, a power and a vitality, a richness of resource and a genius such as compelled fear and admiration both, alas, were finally abandoned by their countrymen. But their names still remain, and will ever remain to posterity as examples of the enormous value, in a struggle with adversity, of a dominant mind directed by a resolute will.”

আরোপিত হইতে পারে না। ডুল্লে সম্বন্ধে শালিসন  
বলিয়াছেন ;—

“ডুল্লে দেশহিতৈষী ; ডুল্লে রাজনীতিমূল্যে  
দীর্ঘদৰ্শী ; ডুল্লে স্বার্থপর নহেন ; ফ্রান্সের গোরব  
এবং স্বার্থ তাঁহার চরম কামনা।”

ক্লাইবের মত ডুল্লে, অবসরাভিজ্ঞ ও প্রথর  
বাহ্যদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন ; কিন্তু তাঁহার তাদৃশী  
নিয়ন্ত্রী শক্তি ছিল না। তাঁহার স্বজাতি তাঁহার  
কার্য্যনীতির তাদৃশ মর্মান্তিব করিতে না পারিয়া,  
তাঁহাকে যথাযোগ্য সাহায্যদানে বিরত হন।  
ফরাসী অপেক্ষা ইংরেজ যে অধিকতর প্রথর  
বাহ্যদৃষ্টিশালী, এখানে তাহার প্রচুর প্রমাণ।  
তাঁহারা ক্লাইবকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া-  
ছিলেন। ডুল্লে দাক্ষিণাত্যে যে দাবান্ত প্রজলিত  
করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি যদি স্বজাতির  
নিকট সাহায্য পাইতেন, তাহা হইলে ইহ-জগতে  
ক্লাইব ফুটিতে পারিতেন কি না, সন্দেহ; আর  
আমরাই বা কি হইতাম, তা উগবানই জানেন।  
সাহায্য করা দূরের কথা, ফরাসী কর্তৃপক্ষ ডুল্লেকে  
তাঁহার সংগ্রামময় ভারতীয় জীবন-ক্ষেত্র হইতে

অকস্মাত ফিরাইয়া লইয়া যান । \* স্বরাজ্য ডুপ্লে  
দারণ মর্ম-ব্যথায় জীবনের অবশিষ্ট কাল অতি-  
বাহিত করেন । ফরাসী যখন ডুপ্লের কার্য্যনীতির  
মূল তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করেন, ইংরেজ তখন ভারতের  
সোভাগ্য-সোপানের অত্যন্ত স্তরে সুদৃঢ় পদে  
দণ্ডায়মান ; হৃতাগ্য ফরাসী বহু চেষ্টায় কি আর  
তথায় পেঁচিতে পারিলেন ?

তবে আজ ইংলণ্ড যে গৌরব ও লাভের  
অধিকারী, তাহার প্রথম পথপ্রদর্শন করেন, ফ্রান্সের  
প্রতিভা । মালিসন ঠিক এই কথা বলিয়াছেন । †

ডুপ্লের জীবনী-সমালোচনা এ প্রবক্তৃর প্রতি-  
পাদ্য নহে ; নতুবা দেখাইতে পারিতাম, মালিসন  
সাহেব কিরূপ প্রকৃত সত্যবাদী ; এবং সত্যে  
যথাবিগৃহ্ণ আলোক-ছায়াপাতে ডুপ্লের চরিত্র-চিত্র  
তাহার গ্রন্থে কিরূপ অঙ্কিত হইয়াছে ।

\* ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই আগস্ট ডুপ্লে ইউরোপ যাত্রা করেন । অমি-  
বলেন, ডুপ্লে ভারতের কার্য্যাপযোগী নহেন । এই বিশ্বাসে তাহার স্বদেশীয়  
কর্তৃপক্ষ তাহাকে ভারত হইতে ফিরাইয়া লইয়া যান ।

† “England, which is reaping the profit and the glory,  
has had but to follow the path which the Genius of France  
opened out to her.” Rulers of India, Page 186.

# পলাশী ।

## মুখবন্ধ ।

বাহু দৃষ্টির চরণ শক্তি-ফলে মানুষের বাহামন্ত্রে  
চরমোন্নতি । উনবিংশতি শতাব্দীর এই উপস্থিত  
মুহূর্তে ভারতের ইংরেজ-রাজবৃত্তে তাহার প্রত্যক্ষ  
প্রমাণ । ভারতীয় পরাধীন প্রকৃতিপুঞ্জের রক্তমাংসে  
গঠিত প্রত্যেক বাহাবয়বে তাহার জাজুল্যমান  
নির্দর্শন । অধুনা অতুলনীয় বাহুদৃষ্টিসম্পন্ন : ইংরেজ-  
রাজ্যের বাহোন্নতি বাহু-জগতে প্রত্যেক পর-  
মাণুতে প্রতিভাত । ইংরেজ-রাজের প্রসাদে  
আমাদের বাহাবয়বের পরিপূর্ণ পলকে পলকে ।  
অন্তদৃষ্টিহীন অন্ধ হইলেও, ইংরেজরাজের নিকট  
এ বাহাবয়ব-পরিপূর্ণির জন্য কৃতজ্ঞতা-স্বীকারে  
কৃষ্টিত হইলে প্রত্যবায় হইবে ।

সর্বাগ্রে সেই শক্তিধর স্বভাব-সাহসী লড়  
কাইবের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্তব্য ।  
তিনি ভারতে বৃটিস রাজবৃত্তের প্রতিষ্ঠাতা । এ

পরিপূর্ণ বাহাবয়বে দৃষ্টিক্ষেপ হইলে জগন্মান্ত  
সমগ্র ব্রিটিশ জাতির একটা বিশাল ও বিরাট  
প্রতিমা সম্মুখে আবিভূত হয়। সে প্রতিমার  
সর্বোচ্চ শীর্ষস্থলে এবং শক্তিমান ব্রিটিশ সেনিক-  
পুরুষবর্গের মধ্যভাগে লড় ক্লাইবের মুর্তি অঙ্কিত  
দেখিতে পাই। ক্লাইবকে দেখিলে মনে পড়ে,  
সেই পলাশীর কথা। পলাশীর কথা মনে হইলে  
মনে হয়, সেই সর্বজনত্বাসকর “অঙ্ককূপে”র  
কথা। “অঙ্ককূপে”র কথা মনে হইলে, মনে পড়ে,  
বঙ্গের শেষ স্বাধীন নবাব হতভাগ্য সিরাজুদ্দৌলার  
চরিত্র-কথা।

ক্লাইবের চিত্রে এতগুলি চিত্র ধীরে ধীরে  
আপনি অঙ্কিত হইয়া আসে। অধিকন্তু ক্লাই-  
বের চিত্রে তদীয় চরিত্র-সমালোচনার একটা  
স্বতঃপ্রাপ্তি আসিয়া পড়ে। সে সমালোচনায়  
একটা চিরন্তন তন্ত্রের সহজ মীমাংসা হইয়া যায়।

মানুষ যখন যে অবস্থায় ঘেরপ কার্য্যে প্রবৃত্ত  
হউক, সেই অবস্থার সেই কার্য্যে তাহার আবাল্য-  
অঙ্গিত স্বত্বাবসিন্ধু প্রকৃতি-বাহল্যের পূর্ণ বা  
আংশিক পরিচয় পাওয়া যাইবেই যাইবে। “ক্লাইব

আজন্ম-সৈনিক”, লরেন্সের এই স্তুতিবাণীর সার্থকতা ক্লাইবের প্রত্যেক কার্যে পরিলক্ষিত হয়। “আজন্ম-সৈনিক” চির-সাহসী এবং নিত্য-নির্ভীক। ক্লাইব চির-সাহসী ও নিত্য-নির্ভীক। “আরকট-অবরোধে” তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয়। “পলাশীতে” ক্লাইবের চরিত্র নানা কারণে কল্পিত বটে; কিন্তু তাহার মে “আজন্ম-সাহসিকত্বে”র পরিচয় “পলাশী”তেও পূর্ববৎ। আরকটের কথা পূর্বে বলিয়াছি। “পলাশী”র জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা !

“পলাশীর” কথা বলিতে হইলে অঙ্ককৃপের কথা বলিতে হয়। “অঙ্ককৃপে”র কথা বলিতে হইলে সিরাজুদ্দৌলা কর্তৃক কলিকাতায় ইংরেজ-হুগের অবরোধের কথা বলিতে হয়; নহিলে “পলাশী”র তেমন গুরুত্বান্বিত হইবে না।

এই পলাশীর কথায় সিরাজদ্দৌলার প্রকৃত চরিত্রের আভাস আসিবে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার ও দীয় মাতাঘরের পারিষদ কর্মচারিবর্গেরও কতকটা হক উঠিবে।

## কিঞ্চিত্ পূর্বাভাস।

১৭৫৬ খ্রষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল বঙ্গের নবাব  
আলিবদ্দী থার মৃত্যু হয়। সিরাজুদ্দৌলা তদীয়  
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তাহার বয়ঃক্রম তখন  
চতুর্বিংশতি বৎসর মাত্র। \*

সিরাজুদ্দৌলা নবাব আলিবদ্দী থার দোষিত।  
আলিবদ্দী থার তিনটী মাত্র কন্যা ছিল। পুত্র আর্দ্ধ  
হয় নাই। তাহার জ্যোষ্ঠ ভাতা হাজি আহমদের  
তিনটী পুত্র ছিল। হাজি আহমদের তিন পুত্রের  
সহিত আলিবদ্দী থার আপনার তিন কন্যার বিবাহ  
দিয়াছিলেন। আহমদের প্রথম পুত্র নবাজিস্  
আহমদ থার; দ্বিতীয় পুত্র, সৈয়দ আহমদ থার;  
তৃতীয় পুত্র জেন-উদ্দীন আহমদ থার। জ্যোষ্ঠ  
নবাজিস্ আহমদ থার সন্তান-সন্ততি হয় নাই।  
মধ্যম সৈয়দ আহমদ থার একটী পুত্র ছিল। কনিষ্ঠ  
জেন উদ্দীন আহমদের তিনটী পুত্র হইয়াছিল।  
প্রথম পুত্র ঘীরজা মহম্মদ আলিবদ্দী থার কর্তৃক

সিরাজের বয়ক্রম সম্বলে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ আছে।  
মুক্তাক্ষরীগের মতে ঐ সময়ে তাহার বয়স ২৪ বৎসর ছিল; কিন্তু অমির ও  
ষষ্ঠ যাট সাহেব বলেন, ১৯ বৎসর; আমরা এ বিষয়ে মুক্তাক্ষরীগকে প্রাণ্য  
বলিয়া মনে করি।

পোষ্য-পুত্ররূপে গৃহীত হয়। এই মৌরজা মহম্মদ  
নবাব সিরাজুদ্দোলা। নবাজিস্ আহম্মদ খাঁ ভাতা  
জেন উদ্দীনের দ্বিতীয় পুত্র এক্রাম উদ্দোলাকে  
পোষ্য-পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। \*

১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে নবাব আলিবদ্দী খাঁ সিরা-  
জুদ্দোলাকে আপনার উত্তরাধিকারী বলিয়া  
স্বীকার করেন। সেই সময় হইতে সিরাজু-  
দ্দোলা রাজ-কার্য পর্যালোচনা, এমন কি,  
মাতামহের সঙ্গে রণ-প্রাঙ্গণে উপস্থিত থাকিয়া  
সৈন্য-সঞ্চালনও করিতেন।

মাতামহের জীবিতাবস্থায় ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে  
সিরাজুদ্দোলা জ্যোষ্ঠতাত নবাজিস্ আহম্মদ খাঁর

\* এ সব পরিচয় আমরা সৈয়দ গোলাম হোসেন কৃত “সৈয়দ মুতা-  
ক্ষরীণ” নামক গ্রন্থে সংগ্রহ করিয়াছি। ইংরেজি ইতিহাস-লেখক অর্মি  
বলেন,—“নবাব আলিবদ্দী খাঁর একটী মাত্র কণ্ঠা ছিল। জেন-উদ্দীন তাঁহার  
মধ্যম ভাতৃপুত্র।” এইরূপ বংশতত্ত্ব-নির্ণয়ে অর্মি অনেক ভুল করিয়াছেন।  
এজন্য ইতিহাস-লেখক ঘিল, মুসলমান নবাবাদির নামনির্ণয়সম্বন্ধে অর্মির কথা  
তাদৃশ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। কুরক্ষেত্রের ঘেমন “মহাভারত”,  
“পলাশীর” তেমনই অর্থকৃতি “ইন্দোস্তান”। আমরা কিন্তু “ইন্দোস্তান”  
অপেক্ষা “মুতাক্ষরীণকে” অধিকতর প্রমাণ বলিয়া মানি। কেননা, সৈয়দ  
গোলাম হোসেন সিরাজুদ্দোলার সমসাময়িক লোক। কেবল সমসাময়িক  
কেন, তিনি এবং তাঁহার অন্যান্য আঙ্গীয়বর্গ আলিবদ্দী ও সিরাজুদ্দোলার  
নিকট-সম্পর্কীয়।

মন্ত্রী হোসেন কুলী খাঁকে মুরসিদাবাদের প্রকাশ  
পথে দিব্য দিবালোকে হত্যা করিয়াছিলেন।  
এই সময় হোসেন কুলী খাঁর সাহসী বীর  
অঙ্গ ভাতা হায়দার আলি খাঁ সিরাজুদ্দৌলার  
হস্তে হত হইয়াছিলেন। হতভাগ্য হায়দার  
আলি মরিবার সময় ভগ্নকষ্টে বলিয়াছিলেন—  
“হা অকর্মণ্য জীব ! এইরূপেই তুই সাহসী  
বীরগণকে হত্যা করবি।” আরও বলিবার  
ইচ্ছা দ্বিল ; কিন্তু বলা আর হইল না ;  
মুহূর্তমধ্যে শাণিত খড়েগ বিরাট মৃণ কাটিয়া  
পড়িল।

হোসেন কুলী খাঁ এবং তদীয় ভাতা হায়দার  
আলি খাঁর উপর আলিবদ্দী খাঁর মহিষী বিরক্ত  
হইয়াছিলেন। সিরাজুদ্দৌলা মাতামহীর আদেশে  
তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছিলেন। আলিবদ্দী-  
মহিষীর প্ররোচনায় স্বয়ং আলিবদ্দী খাঁ এবং নবা-  
জিম খাঁ এ হত্যাকাণ্ডে মত দিয়াছিলেন। ঘাসিটি-  
বেগমের সঙ্গে হোসেন কুলী খাঁর প্রস্তুতি ছিল।  
কেবল তাহাই নহে, সিরাজুদ্দৌলার মাতা আমিনা  
বেগমের সহিত এই প্রস্তুতির আভাস “মুতাফ্রীণে”

পাওয়া যায়। আলিবদ্দী খাঁর প্রিয় কন্তাকুলের চরিত্র সম্বন্ধে যে কথা শোনা যায়, তাহা সুসভ্য মাহিত্যে উল্লেখ করিবার যোগ্য নহে। আলিবদ্দীর স্ত্রী এই জন্য হোসেনকুলী খাঁর প্রতি বিরুদ্ধ হন। এই জন্য তাহার হত্যা সম্বন্ধে প্ররোচনা। হোসেনকুলী খাঁকে অতি নিষ্ঠুররূপে হত্যা করা হইয়াছিল; কিন্তু তাহার কুচরিত্র স্মরণ করিলে সিরাজুদ্দৌলার প্রতি সমবেদনাশুন্য হইতে হয় না।

হোসেন কুলী খাঁর ভাতুপুত্র ঢাকার শাসকপদ লাভ করিয়াছিলেন। আলিবদ্দী খাঁর জীবিতাবস্থায় ইনি গুপ্তধাতকের হস্তে হত হন। কেহ কেহ সিরাজুদ্দৌলার উপর এ হত্যার কলঙ্ক আরোপিত করিয়া থাকেন। তাহারা কিন্তু কোন দোষ ছিল না। নবাব আলিবদ্দী<sup>\*</sup> জামাতা নবাজিস খাঁর নিকট স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন,—“আমি বা সিরাজুদ্দৌলা, এ হত্যাকাণ্ডের বিষয় কিছুই অবগত নহি।” হোসেন কুলী খাঁর মৃত্যুর পর রাজবংশত তদীয় পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

হোসেন কুলী খাঁর মৃত্যুর পর রাজবংশভূত নবাজিস্ পরিবারে আধিপত্য বিস্তার করেন। নবাজিসের পত্নী রাজবংশভের কথায় উঠিতেন বসিতেন। নবাজিসের মৃত্যুর পরও এই ভাব ছিল। সেইজন্য কোন কোন ইংরেজ ঐতিহাসিক অনুমান করেন যে, নবাজিসের পত্নীর সহিত রাজবংশভের যেকোন ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাহা তাহার ধর্মসঙ্গত ও পদোচিত নহে। আমরা কিন্তু ইহার সমর্থন করিতে প্রস্তুত নহি। নবাজিস-পত্নীর সহিত সিরাজের অসন্তোষ থাকায় এবং রাজবংশভকে তাহাদের মন্ত্রদাতা জানিয়া সিরাজ রাজবংশভের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। \*

সিরাজুদ্দৌলা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া আপনার মাতৃধ্যা বা জ্যেষ্ঠতাত্পত্তী ঘাসিটী বেগমকে বন্দী করেন। আলিবদ্দী খাঁর জীবিতা-

---

\* A Gentoo, named Rajah-bullub, had succeeded Hossein Cooley Khau in the post of Duan or prime-minister to Nowagis; after whose death his influence continued with the widow, with whom he was supposed to be more intimate than became either his rank, or his religion. Indostan Vol, II P, 48.

বস্তায় ঘাসিটী বেগম সিরাজুদ্দোলার মহাশক্তি  
হইয়া উঠিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পূর্বে তিনি  
বিধবা হন। ইতিপূর্বে এক্রাম উদ্দোলারও মৃত্যু  
হইয়াছিল। বেগমের আর কেহই ছিল না। কেবল  
এক্রামের একটীমাত্র শিশুপুত্র জীবিত ছিল।  
ঘাসিটী তাহাকে বাঙালার শাসক-পদে বসাইবার  
সম্মতি করেন; এই জন্য তিনি সিরাজুদ্দোলার শক্তি  
হইয়া দাঢ়াইয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে,  
সিরাজুদ্দোলা আলিবদ্দী খাঁর প্রাণাপেক্ষা প্রিয়।\*  
আলিবদ্দী সিরাজুদ্দোলাকে সিংহাসন দিয়া যাইবেন,

---

\* সত্য সত্যই সিরাজুদ্দোলা আলীবদ্দী খাঁর প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ছিলেন। বৃক্ষ  
আলিবদ্দী, দৌহিত্র সিরাজুদ্দোলাকে এক মুহূর্ত ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন  
না। একবার তিনি যখন মহারাষ্ট্ৰাচ্ছিগের বিৱুকে যুদ্ধযাত্রা করেন, তখন  
তাহার সহচর আফগান, কর্মচারীৱা তাহার উপর বিৱুত্ত হইয়া তাহাকে  
সাহায্য কৰিতে কুষ্ঠিত হন। সিরাজুদ্দোলা সে সময় আলিবদ্দীৰ সঙ্গে  
ছিলেন। একদিন রাত্রি হই প্ৰহৱের সময়, আলিবদ্দী সিরাজুদ্দোলাকে  
সঙ্গে কৰিয়া লইয়া বিৱুত্ত আফগান-কর্মচারীৰ দলপতিৰ শিবিৱে গিয়া  
বলেন,—“হয় তোমৰা আমাকে ও আমাৰ এই প্রাণাপেক্ষা প্রিয় দৌহিত্ৰকে  
বিনাশ কৰ; না হয় যুদ্ধে যথাৱীতি সাহায্য কৰ।” এ কথায় আফগান  
কর্মচারীৰ ক্ষেত্ৰ বিদূৰিত হইয়াছিল। একবার কাহারও কু-পৰামৰ্শে  
মাতামহেৱ বিৱুকে যুদ্ধ কৰিবাৰ সংকল্পে সিরাজুদ্দোলা মুৰশিদাবাদ  
পৱিত্যাগ কৰিয়া আজিমাবাদে গিয়াছিলেন। আলিবদ্দী খাঁ এ সংবাদ  
পাইয়া অত্যন্ত কাতৰ হন। তিনি সিরাজুদ্দোলাকে আনিবাৰ জন্য

ইহা তিনি বেশ বুঝিতেন। এই জন্য সিরাজু-  
দ্দৌলাকে বলবিক্রমে সিংহাসনচূর্ণ করিবার  
উদ্দেশে তিনি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন।  
সিরাজুদ্দৌলা এ কথা জানিতেন। তাই সিংহাসনে  
আরোহণ করিবার দুই একদিন পরে তিনি  
জ্যৈষ্ঠতাত-পহুঁচকে পরাজিত করিয়া বন্দী  
করেন।

---

## ইংরেজবিদ্বেষ ।

ইহার পর ইংরেজের সহিত সিরাজুদ্দৌলার  
সুদারুণ সংঘর্ষণ উপস্থিত হয়। আলিবদ্দী খাঁর

লোক পাঠাইয়া দেন। সিরাজুদ্দৌলা লেকের কথা রাখেন নাই। আলিবদ্দী  
খাঁ স্ময়ং হস্তীতে আরোহণ করিয়া দোহিত্রকে আনিতে যাত্রা করেন। তিনি  
অতি কাতর ভাবে পত্র লিখিয়া, সিরাজুদ্দৌলাকে ফিরিয়া আসিতে বলেন।  
সিরাজুদ্দৌলা তদ্বত্তে লিখিয়াছিলেন,—“হয় তোমার কাটা মুণ্ড আমার  
কোলে আসিয়া পড়িবে ; না হয় আমার কাটা মুণ্ড তোমার হস্তীর পদতলে  
পড়িবে।” আলিবদ্দী পত্র পাইয়া বলিয়াছিলেন,—“প্রথমটীই সত্য হউক।”  
অতঃপর সিরাজুদ্দৌলাকে নানা কারণে ফিরিয়া আসিতে হয়। আলিবদ্দীর  
তাহাতে আনন্দের সীমা ছিল না।

জীবিতাবস্থায় সিরাজুদ্দোলা ইংরেজের প্রতি  
বিরুদ্ধ হইয়াছিলেন। আলিবদ্দী খাঁর জীবিতাব-  
স্থায় ঢাকার দেওয়ান রাজবন্দিরের পুত্র কৃষ্ণদাস  
কলিকাতায় ইংরেজের আশ্রয় লইয়াছিলেন।  
কৃষ্ণদাসের নিকট অনেক টাকা খাজনা বাকি  
ছিল। খাজনা আদায় না হওয়ায় সিরাজুদ্দোলা  
তাহাকে বন্দী করিবার সম্ভব করেন। কৃষ্ণদাস  
জগন্নাথ তীর্থ যাইবার ছলনা করিয়া বিপুল সম্পত্তি  
সহ কলিকাতায় ধান এবং তথায় গিয়া ইংরেজ  
কোম্পানির শরণাপন হন। অর্মি সাহেব কিন্তু  
খাজনা পাওনার কথা আদৌ উল্লেখ করেন নাই।

অর্মি বলেন,—“রাজবন্দি দেখিলেন, সিরাজু-  
দোলা তাহার প্রতি বিরুদ্ধ। ঢাকায় থাকা  
নিরাপদ নহে ভাবিয়া, তিনি পুত্রকে আপন  
সম্পত্তিসহ কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। কলি-  
কাতার ইংরেজ কোম্পানীর কোঙ্গিল যাহাতে  
বিনা আপত্তিতে কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দেন, তাহার  
জন্য তিনি মুরশিদাবাদ-কাশিমবাজারে ইংরেজ  
কুঠির কর্তা ওয়াটস সাহেবকে অনুরোধ করিয়া-  
ছিলেন। অনুরোধ রক্ষা হইয়াছিল। কলিকাতার

কোন্সিলের কর্তা ডেক সাহেব তখন শরীর শোধ-  
রাইবার জন্য উড়িষ্যায় গিয়াছিলেন। কোন্সিলের  
অন্যান্য সভ্যেরা ওয়াটস্ সাহেবের কথায় নির্ভর  
করিয়া, কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দিতে সম্মত  
হন।” \*

কৃষ্ণদাসের প্রতি সিরাজুদ্দোলার বিরুপত্তি  
ষট্টিবার কোন কারণ অমি সাহেব স্পষ্টাক্ষরে  
উল্লেখ করেন নাই। তবে রাজবন্ধু সম্বন্ধে অমি-  
য়ে কলঙ্কের আভাস দিয়াছেন, তাহাকে এ বিরু-  
পত্তর কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া লইতে হয়।  
সে কারণ, তাহা হইলেও, অথবাচিত হয়  
না। তবে এ কলঙ্কের কথা “মুতাক্ষরীণে” বা

\* এই সময় উমিঁচাদ বা আমীর চাঁদ কলিকাতার এক জন ধনশালী  
সহরবাসী সওদাগর ছিলেন। ইনি ইংরেজ বণিকদিগকে টাকাকড়ি ধার  
দিতেন এবং এ দেশীয় বাণিজ্যব্যাদি সরবরাহ করিতেন। বাঞ্চালা এবং  
বিহারের সর্বাংশে তাহার ব্যবসায় প্রচলিত ছিল। তাহার বিপুল বিস্তৃত  
বাসভবন সর্বদা সশস্ত্র প্রহরী কর্তৃক রক্ষিত হইত। বিষয়বুদ্ধি তাহার যথেষ্ট  
ছিল। ইংরেজ কোম্পানী তাহাকে বড় বিশ্বাস করিতেন। ১৭৫৩খ্রীস্তাব্দে  
কোম্পানী তাহার প্রতি নানা কারণে বিরুদ্ধ হইয়া উঠেন। কৃষ্ণদাস যখন  
কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন, তখন কাশিমবাজারের ওয়াটস্ সাহেবের  
নিকট হইতে কোন অনুরোধ-পত্র আসে নাই। উমিঁচাদ তখন কৃষ্ণদাসকে  
অতি যত্নের সহিত থাকিবার স্থান দিয়াছিলেন।

মহম্মদ আলি খাঁ কৃত “টারিফি মুজাফরি” নামক গ্রন্থে; অথবা হরিচরণ দাস কৃত “চাহার গুলজার মুজাহি” নামক পুস্তকে আর্দ্দে উল্লিখিত হয় মাই। \* যে কারণেই হউক, সিরাজুদ্দোলার প্রতি একান্ত অন্যায় অযৌক্তিত্ব আরোপ করা যায় না।

ইংরেজের প্রতি বিরুদ্ধ হইলেও কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দিবার হেতু সিরাজুদ্দোলা মাতামহের খাতিরে ইংরেজকে বাসনামত দণ্ড দিতে সমর্থ হন নাই। তবে তিনি এ সব সংবাদ মাতামহকে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। এই সময় ফর্থ নামক

\* সিরাজুদ্দোলার মৃত্যুর পর এই গ্রন্থান্য রচিত হয়। এই কয়খানি গ্রন্থ পারস্পর ভাষায় লিখিত। “মুতাক্ষরীণ” গ্রন্থকর্তার পরিচয় পূর্বে দিয়াছি। “টারিফি মুজাফরি” ১৮০০ সালে রচিত হয়। গ্রন্থকর্তা মহম্মদ আলি খাঁ ত্রিহত এবং হাজিপুরের ফৌজদারী আদালতের দারগা ছিলেন। ইহার পিতা-মহ সামসুদ্দোলা লুৎফুল্লা খাঁ দিল্লীর স্মাট ফরকসিয়ার এবং মহম্মদ সাহার এক জন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। ইহার কৃত “টারিফি মুজাফরি” সম্বন্ধে ইংরেজ ইতিহাসলেখক, ইলিয়ট সাহেব বলিয়াছেন,—

“This is one of the most accurate General Histories o India which I know.”

অর্থাৎ ইহা ঠিক ইতিহাস। এই ইতিহাসে কৃষ্ণদাসের নিকট হইতে খাজনা পাওনার কথা উল্লেখ আছে। হরিচরণ নবাব কাসিম আলি খাঁর একজন কর্মচারী ছিলেন। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহার ইতিবৃত্ত সংগৃহীত।

এক জন ইংরেজ চিকিৎসক আলিবদ্দী খাঁর চিকিৎসা করিতেছিলেন। সিরাজুদ্দোলার মুখে কলিকাতায় কৃষ্ণদাসের আশ্রয়প্রাপ্তির কথা শবণ করিয়া, তাহার সত্যতা নিরূপণার্থ আলিবদ্দী খাঁ ফর্থ সাহেবকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করেন। ফর্থ সাহেব বলেন,—“ইহা শক্তিপক্ষের রটন।” সিরাজুদ্দোলা প্রমাণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। আলিবদ্দী খাঁকে আর প্রমাণ লইতে হয় নাই। ইহার ক্রিয়দিন পরেই তাহার মৃত্যু হয়।

অবাব আলিবদ্দী খাঁ ইংরেজের বিরুদ্ধে উদ্ধিত হইতে পারেন নাই। ইংরেজের লালসা কিরূপ, আলিবদ্দী তাহা জানিতেন; পরন্তু ইংরেজের ক্রমশঃ শক্তিবিস্তার কিরূপ, তাহাও বুঝিতেন। একদিন তাহার সেনাপতি মুস্তফা তাহার ছুই জন জামাতার সহায়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে তাহাকে উভেজিত করিবার জন্য চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তিনি উভেজনা-বাকের উত্তরচ্ছলে কেবল অশাস্ত্রির আশঙ্কায় সকলকে কতকটা শাস্ত করিবার জন্য কেবলমাত্র বলিয়া-ছিলেন,—“বাপ সকল ! মুস্তফা একজন

সৌভাগ্যশীল সৈনিক পুরুষ। তরবারি তাহার  
জীবিকা এবং নিয়ত যুক্তে নিযুক্ত থাকিবার প্রবৃত্তি।  
কিন্তু তোম্যদের এ প্রবৃত্তি কেন? তাহার সঙ্গেই  
বা একমত কেন? ইংরেজ আমার কি করিয়াছে? তাহাদের ঘন্দ কেন করিব? ঐ তৃণাবৃত প্রান্তরের  
পানে একবার চাহিয়া দেখ। উহাতে যদি একবার  
আগুন লাগিয়া যায়, তাহা হইলে কি, সহজে  
উহার নিরতি হইবে? যে আগুন সাগরে লাগিয়া  
স্থলাভিমুখে অগ্নসর হইবে, সে আগুন কে  
নিভাইবে? সাবধান! মুস্তকার কথায় কাণ দিও  
না; তাহাতে অনর্থ ঘটিবে!” ইংরেজ সম্মুক্তে  
আলিবদ্দী খাঁর যে মত উল্লিখিত হইল, তাহা  
মুত্তাক্ষরীণে লিখিত আছে;<sup>১</sup> কিন্তু অনেক ইংরেজি  
ইতিহাস-লেখক ঠিক ইহার বিপরীত কথা  
লিখিয়াছেন। দুই জন ইংরেজি ইতিহাস-লেখক  
স্পষ্ট বলিয়াছেন,—“আলিবদ্দী খাঁ যতুকালে  
সিরাজুদ্দোলাকে ইংরেজের সামরিক শক্তিকে  
দম্ভনে রাখিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন।\*

এক জন লিখিয়াছেন,—“ইংরেজদের রাজ্য ও

\* (1) Holwell's India Tracts, (2) Orme's Indostan.

অর্থলালসার কথা উল্লেখ করিয়া, আলিবদ্দী থাঁ  
মৃত্যুকালে সিরাজকে ইংরেজদমনের পরামর্শ  
দিয়াছিলেন। ইংরেজ ধেরপ স্বকৌশলে অল্লে  
অল্লে তাঁরতে আপন ক্ষমতার বৃদ্ধি করিতেছেন,  
তাহাতে তাঁহাদিগকে মাথা তুলিতে না দেওয়াই  
আলিবদ্দীর পক্ষে যুক্তিসঙ্গত বোধ হইয়াছিল।  
ইংরেজদিগের কৃষ্ণ নির্মাণ ও সৈন্য রক্ষা কার্যে  
বাধা না দিলে, বালক সিরাজ কিছুতেই রাজ্য  
রক্ষা করিতে পারিবে না, এ বিশ্বাসও তাঁহার  
জন্মিয়াছিল। তিনি নিজেই দেহিত্রিকে নিরা-  
পদ করিয়া রাখিবেন স্থির করিয়াছিলেন; কিন্তু  
মৃত্যু নিকট বুঝিয়া অনন্তেপায় হইয়া, তাঁহাকে  
শুন্ধমাত্র উপদেশ দিয়াই ইংরেজের অভিসন্ধির  
কথা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দেন।”\*

আলিবদ্দী থাঁ রাজনীতিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান।  
ইংরেজ যে সূচীরূপে প্রবেশ করিয়া ফালরূপে  
প্রসারিত হইতেছেন, ইহা যে তিনি না বুঝিয়া-  
ছিলেন, এমন আমরা মনে করি না। মৃত্যু-  
কালে সিরাজকে এবশ্বকার পরামর্শ দেওয়াও

\* শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এ, এ তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছেন।

তাহার পক্ষে বিচিত্র নয় । তবে প্রশ্ন উঠিতে পারে, জীবন্দশায় তিনি নিজে ইংরেজদমন না করিলেন কেন? নিজেই করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি বর্গীর হঙ্গামায় ব্যস্ত ছিলেন; এমন অবস্থায় আবার ইংরেজের সহিত মুতন বিবাদের সূত্রপাত করিয়া রাজ্যে একটা ঘোর অশান্তি ও অরাজকতার প্রতিষ্ঠা করিতে তিনি ইচ্ছা করেন নাই ।

আলিবদ্দী খাঁর নিকট হইতে ইংরেজদমনের পরামর্শ পান আর নাই পান, ইংরেজদিগের অভ্যন্তরি স্বদেশের মঙ্গলের বিশেষ অন্তরায় বুঝিয়া, সিরাজ ইংরেজের প্রতি সতত সর্তক দৃষ্টি রাখিতেন । সিরাজ প্রকৃতই ইংরেজের ছুরা-কাঙ্কানির্ণয়ে দুর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছিলেন । আলিবদ্দী খাঁর জীবিতাবস্থায় ইংরেজের বিরুদ্ধে দারুণ বিদ্বেষান্ত তাহার হস্তয়ে প্রধূমিত হইয়াছিল । সিরাজ বুঝিয়াছিলেন, দীন হীন তিখারী ইংরেজ বণিক বাণিজ্য-ব্যপদেশে অসীম রত্নপ্রসবিনী বঙ্গভূমে শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছেন । মাতামহের জীবিতাবস্থায় তাহার হস্তয়ে যে অন্ত প্রধূমিত ছিল, মাতামহের মৃত্যুতে বঙ্গের “মস-

নদে” আরোহণ করিবার পর সেই অনল প্রজ্ঞলিত হইয়া উঠিয়াছিল। তখন স্বাধীন নবাব সিরাজুদ্দৌলা দেখিলেন, যে ইংরেজ মুসলমান নরপতি-দিগের নিকট ভিক্ষা করিয়া ভারতে বিপণী-পত্র-নের জন্য একটু স্থান পাইয়াছিলেন, সেই ইংরেজ দাক্ষিণাত্যে প্রভৃত বলশালী; বঙ্গে তাহারা অতীব ক্ষমতাপন্ন ; বীজ ক্রমে মহীরুহে পরিণত হইতেছে ; স্ফুলিঙ্গ দাবানলের আকার ধারণ করিতেছে ; ধুল্যব-পরমাণু ক্রমে ভীম গিরিকলে-বরে দেখা দিয়াছে ; দীন হীন ভিখারী দুর্জয় বীরত্ব-বিক্রমে এবং প্রচুর ধন-জন-সম্পদে বলীয়ান হইয়া মাঝাজে ও বঙ্গে দুর্গ-পরিখা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বঙ্গের স্বাধীন নবাব সিরাজুদ্দৌলার এ সব সহ হয় কি ?

সিরাজ বাল্যে প্রতিপালক পিতৃহানীয় আলিবদ্দীর বিলাস-লালসে পরিবর্দ্ধিত এবং অপরিপক্ষ ঘোবনে বাঞ্চালার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। সিরাজুদ্দৌলার ঘোবনবিলসিত চরিত্র কোন কোন কলঙ্কে কলুষিত সত্য ; কিন্তু অধুনাতন ইংরেজ ইতিহাস-লেখক তাহাতে গর্ববতীর

গর্ভবিদারণ, নেকা নিমজ্জন প্রভৃতি যে কলক্ষের আরোপ করিয়া থাকেন, তাহার দৃষ্টান্ত “মুতাফ্রীণে,” এম্বুন কি অমি'র “ইন্দোস্তানেও” পাইলাম না। “মুতাফ্রীণে”র মতে তিনি নিষ্ঠুর, নির্বোধ ও লম্পট। তাহার নিষ্ঠুরতা-প্রমাণার্থ “মুতাফ্রীণে” যে দৃষ্টান্তের উল্লেখ দেখিতে পাই, তাহাতে বুঝি, শক্রবিনাশকল্লেই তাহার যত কিছু নিষ্ঠুরতা ; সাধারণ প্রজা-পীড়াজনক নিষ্ঠুরতার প্রমাণ পাই নাই। কোনরূপ নিষ্ঠুরতাই মানবজীবনের প্রার্থনীয় নহে ; কোনরূপ নিষ্ঠুরতার পোষকতা ও আমরা করি না ; কিন্তু সত্য জগতেও ত নিষ্ঠুরতা বিরল নহে। “মুতাফ্রীণে” লাম্পট্যাল্লেখ আছে বটে ; কিন্তু সাধারণ-প্রজা-পীড়নসূচক কোনরূপ লাম্পট্য উদাহরণ প্রদর্শিত হয় নাই। সিরাজু-দেলা নিষ্ঠুর হউন, সিরাজুদ্দেলা লম্পট হউন, তিনি এই অল্প বয়েস ইংরেজ বণিকের দুরাকাঙ্ক্ষা স্থায়ঙ্গম করিয়া যে আত্মদুরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। তবে তিনি ইংরেজবিক্রমের পরিণাম স্থির করিয়া যে দুরদর্শিতাটুকুর পরিচয় দিয়া-

ছিলেন, আপন অব্যবস্থচিত্ত!-দোষে তৎপ্রতি-  
বিধানের প্রকৃত পথনির্ণয়ে তাহার পরিচয় দিতে  
পারেন নাই।

আলিবদ্দীর মৃত্যুর ছই দিন পরে সিরাজু-  
দেলা কলিকাতার ইংরেজ কোম্পানীকে পত্র  
লিখিয়া কৃষ্ণদোসকে চাহিয়া পাঠান। এই চিঠি-  
প্রেরণ সম্বন্ধে অমির ইতিহাসে একটু রহস্যতত্ত্ব  
অবগত হওয়া যায়। এ রহস্যের উল্লেখ কিন্তু  
মুসলিমান ইতিহাসে দেখিতে পাই না। যে  
পত্রবাহক সিরাজুদ্দেলার পত্র লইয়া আসিয়া-  
ছিলেন, তিনি রামরাম সিংহের ভাতা। \* তিনি  
একখানি ছোট নৈকা করিয়া কলিকাতার এক  
জন সামান্য ব্যবসাদারের বেশে উমিঁচাদের  
বাড়ীতে উপস্থিত হন; উমিঁচাদ তাহাকে সঙ্গে  
করিয়া হলওয়েল সাহেবের সঙ্গে পরিচয় করিয়া  
দেন। হলওয়েল সাহেব তখন কলিকাতার  
পুলিস-সুপারিশেটেডেণ্ট ছিলেন।

সিরাজুদ্দেলার প্রেরিত পত্রের ক্রিপ্ত ব্যবস্থা

\* রামরাম সিংহ আলিবদ্দী খাঁর একজন প্রিয় কর্মচারী ছিলেন।  
গুপ্তচরের উপর কর্তৃত করাই তাহার কাজ ছিল।

করা হইবে, তাহার মীমাংসার্থ কোনিলের অধি-  
বেশন হয়। কোনিলের অনেক সত্য তখন উমি-  
চাদের প্রতি বিরুপ ছিলেন। তাহারা ঠিক করি-  
লেন, এ লোক সিরাজুদ্দৌলার প্রেরিত নহে; এ  
সব উমিচাদের ‘কারচুপি’; উমিচাদ ভয় দেখা-  
ইয়া কোনিলের সঙ্গে পূর্ববৎ ব্যবসাসম্পর্ক  
রাখিতে প্রয়াসী হইয়াছেন; এ সময় সিরাজুদ্দৌলা  
তাহার জ্যৈষ্ঠতাত-পত্নীকে আক্রমণ করিতে  
উদ্যোগী হইয়াছেন; অতএব সিরাজুদ্দৌলার  
লোকপাঠান সন্তুষ্পর নহে। এইরূপ সন্দেহে  
কোনিল পত্রবাহককে অপমান করিয়া তাড়াইয়া  
দেন।

পত্রবাহক মুরশিদাবাদে নবাব সিরাজুদ্দৌলার  
নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া ইংরেজ কর্তৃক অপ-  
মানের কথা নিবেদন করেন। কাশীমবাজারের  
ওয়াটস সাহেব এদেশী লোকের দ্বারা সিরাজু-  
দৌলাকে সন্দেহের কথা বুঝাইয়া দেন।

ইহাতে সিরাজ ক্রোধ সংবরণ করেন; অধিকস্তু-  
ক্ষফদোস সম্বন্ধে আর কোন কথা উৎপন্ন করেন  
নাই। \* মুসলমান ইতিহাস-লেখক বলেন,

কৃষ্ণদাসকে সিরাজুদ্দোলার হস্তে অপর্ণ করিতে কলিকাতার কোম্পানী সম্মত হন নাই। এই জন্য সিরাজ ক্ষেত্রে প্রজ্ঞালিত হইয়া উঠেন।

সিরাজুদ্দোলার ক্ষেত্রে প্রাপ্তি হইবার আর এক সুদারণ কারণ উপস্থিত হয়। তিনি সংবাদ পাইলেন, ইংরেজ কলিকাতায় নৃতন দুর্গ নির্মাণ করিতেছেন। ইংরেজ পক্ষ হইতে পত্র গেল,—“নৃতন দুর্গ নির্মিত হয় নাই; ফরাসির সঙ্গে যুদ্ধের সন্ত্বনা, তাই পুরাতন দুর্গের সংস্কার হইতেছে!”

সিরাজুদ্দোলার ক্ষেত্রে হইবে, তাহা আর অসন্ত্বন কি? তিনি একজন স্বাধীন তেজস্বী নবাব। তাহার রাজ্যের একজন অপরাধী ইংরেজের আশ্রয় লইল; সিরাজুদ্দোলা তাহাকে চাহিয়া পাঠাইলেন; ইংরেজ কিন্তু তাহার কথা রাখিলেন না। আজ যদি কলিকাতা হইতে কোন অপরাধী ফরাসডাঙ্গায় পলাইয়া যায়, আর ইংরেজরাজ যদি তাহাকে চাহিয়া না পান, তাহা হইলে কি ইংরেজরাজের রাগ হয় না?

এই সময় সিরাজ পূর্ণিয়ায় মধ্যম জ্যৈষ্ঠতাত্সূত

সৈয়দ আহমদের পুত্র সকংজঙ্গের বিরুদ্ধে সঙ্গে  
যাত্রা করিয়াছিলেন ; কিন্তু রাজমহলের নিকট  
ইংরেজের পত্র পাইয়া ক্রোধকল্পিত কলেবরে  
প্রত্যাবর্তন করেন ।

নৃতন দুর্গ নির্মাণ না হউক, ইংরেজ আত্মরক্ষার্থ  
পুরাতন দুর্গের সংস্কার করিতেছিলেন, সন্দেহ  
নাই । যে সিরাজুদ্দৌলা মুহূর্তে মুহূর্তে ইংরেজ  
বণিকের ভবিষ্যৎ ছায়া-চিত্রের কল্পনা করিয়া  
কণ্ঠকিত হইয়া উঠেন, যে সিরাজুদ্দৌলা অঙ্গীর  
প্রত্যেক পলক-বিক্ষেপে জিটিশ সিংহের বিশাল  
বদন ব্যাদিত মনে করেন, যে সিরাজুদ্দৌলা সেই  
ব্যাদিত-বদনের মধ্য দিয়া বণিকের বিরাট  
বিশ্বেদরে সমগ্র ভারত ভূমি নিহিত দেখিতে পান,  
ইংরেজের দুর্গ-সংস্কার সেই সিরাজুদ্দৌলার  
সহনীয় হইবে কেন ? সিরাজুদ্দৌলা বয়সে নবীন  
হইলেও, মাতামহের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া যে রাজ-  
নীতির অভিজ্ঞতা পাইয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি  
ইংরেজকে বেশ ভাল করিয়া চিনিয়া লইতে  
পারিয়াছিলেন ।

---

## কলিকাতা জয়।

নবাব কালবিলম্ব না করিয়া কাশীমবাজারে ইংরেজ-হুগ আক্রমণ করিবার জন্য তিনি সহস্র সৈন্য প্রেরণ করেন। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২২ শে মে এই সৈন্য কাশীমবাজারে পৌঁছিয়া ইংরেজ হুগ বেষ্টন করিয়া থাকে। ২৩ জুন স্বয়ং নবাব অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া আসিয়া উপস্থিত হন।

কাশীমবাজারের হুগস্ত লোকেরা আগ্রহক্ষার্থ যুদ্ধ না করিয়া সিরাজুদ্দোলাকে আত্মসমর্পণ করে। \* কলিকাতার ইংরেজ-কোম্পানী কাশীম-বাজার পতনের সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত ভীতিগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। হুর্গে দুইশতেরও অধিক লোক ছিল না । ইহাদের মধ্যে আবার এক-তৃতীয়াংশের অধিক ইউরোপীয় ছিল না। ইহাদের ভিতর প্রকৃত রণক্ষম কেহ ছিল কি না সন্দেহ। হুর্গে কয়েকজন শিক্ষা-প্রাপ্ত সৈন্য ছিল আবশ্যক হইলে যুদ্ধ করিতে পারে, কলিকাতায়

\* অর্থি বলেন—সিরাজুদ্দোলার সৈনিকদিগের অতাচার অসহ ভাবিয়া কাশীমবাজারের ইংরেজ সেনাপতি এনসাইনা ইলিয়ট গুলি করিয়া আক্রম্য হত্যা করিয়াছিলেন।

† Thornton's History of British India, Vol, I. P. 188.

এমন অনেকগুলি ইউরোপীয় ও দেশবাসী প্রস্তুত ছিল ; কিন্তু তাহারা সমর-বিদ্যায় তাদৃশ শিক্ষা প্রাপ্ত হয় নাই। বন্দুকের “সোজা-উণ্টা” অনেকেই জানিত না। \* হুর্গের সৈন্য ও বাহি-রের সথের সৈন্য সর্বশুল্ক ৫১৪ জন মাত্র। সহ-রের প্রায় তিনি সহস্র লোক আসিয়া হুর্গে আগ্রায় লইয়াছিল। হুর্গও কিছু তেমন আক্রমণ-সহ ছিল না। বারুদাদি যাহা ছিল, তাহাতে তিনি দিন মাত্রও সম্মূলান হইবার সন্তাবনা ছিল না। যাহা ছিল, তাহার অধিকাংশ পুরাতন, পচা এবং সেতোধরা। কামান টানিবার গাড়ী ছিল না। অনেক অকর্মণ্য কামান প্রাচীরের নিকট পড়িয়া-ছিল।

বোম্বাই এবং মাদ্রাজ হইতে সাহায্য পাইবার প্রত্যাশায় লোক পাঠান হয় ; কিন্তু সেখান হইতে সময়ে সাহায্য আসিয়া পৌঁছানও কিছুতেই সন্তুষ্ট-প্রাপ্ত ছিল না। ওলন্দাজ ও ফরাসিদের নিকট হইতে সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছিল। ওল-ন্দাজ সাহায্য করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন।

\* Holwell's India Tracts.

ফরাসি রাজী হইয়াছিলেন বটে ; কিন্তু ইংরেজকে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া, চন্দনগরে যাইয়া বাস করিতে বলিয়াছিলেন। এ প্রস্তাবে অবশ্য ইংরেজ সম্মত হন নাই। এই সময় নবাবও ওলন্দাজ এবং ফরাসির নিকট সাহায্য চাহিয়াছিলেন ; কিন্তু সাহায্য পান নাই। নবাব মনে মনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন বটে ; কিন্তু অসন্তোষ কার্যে ! প্রকাশ করেন নাই। তিনি বুবিয়াছিলেন, এ সময়ে তাঁহাদের সহিত বিবাদ বাধাইলে তাহার ইংরেজের সঙ্গে ঘোগ দিবে। তাহা হইলে, অনর্থ ঘোরতর ঘনীভূত হইয়া উঠিবে। সিরাজুদ্দৌলার ইহা অবস্থাভিজ্ঞতা ও দুরদর্শিতার পরিচয়।

সিরাজুদ্দৌলা ১ই জুন সৈন্য কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন। ১৫ই জুন সকল সৈন্য ছাগলীতে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহার পূর্বে ১৩ জুন তারিখে কলিকাতায় উমিঁচাদের ভবনে এক ভয়ানক অনর্থ সংঘটিত হইয়াছিল। নবাবের গুপ্তচরের অধ্যক্ষ উমিঁচাদকে একখানি পত্র পাঠাইয়াছিলেন। তাহাতে উমিঁচাদকে সাবধান হইবার আভাস দেওয়া হইয়াছিল। তাহার

পরিবার ও সম্পত্তি কোন নিরাপদ স্থানে রাখিবার পরামর্শও এই পত্রে ছিল। পত্রখানি কোন রকমে ইংরেজের হস্তগত হয়। ইতিপূর্বে ইংরেজ-কোম্পানী উমিঁচাদের উপর বিরূপ হইয়াছিলেন। এই পত্রে তাঁহারা উমিঁচাদের উপর নানা সন্দেহ করিয়া তাঁহাকে ছুর্গে বন্দী করিয়া রাখিয়া দেন। বাড়ীর চারিদিকে সশস্ত্র বিংশতি জন রক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিল। উমিঁচাদের শালক হাজারিমল অন্দর-মহলে লুকাইয়াছিল। এক জন রক্ষী তাহার সন্ধান পাইয়া তাঁহাকে ধরিতে যায়; কিন্তু উমিঁচাদের প্রায় তিনি শত লোক তাহাতে বাধা দেয়। উভয়পক্ষে সংগ্রাম বাধিল। তুমুল সংগ্রামে উভয় পক্ষের অনেকেই আহত হইয়াছিল। এক জন উচ্চবংশসন্তুত কর্মচারী পরিবারবর্গকে রক্ষণ করা হৃঃসাধ্য ভাবিয়া বাড়ীতে আঙুন লাগাইয়া দেন। সন্ত্রাস্ত রমণীবর্গ পাছে অপরিচিত লোকের দৃষ্টি-পথবর্তিনী হন; পাছে তাঁহাদের কোনরূপ কলঙ্ক ঝটে, এই ভয়ে তিনি স্বহস্তে যাবতীয় রমণীকে (১৩ জন) হত্যা করিয়া আপনার গলদেশে অস্ত্রাঘাত করেন। ইহাতে কিন্তু তাঁহার যত্ন

হয় নাই। এই সময় ক্ষণদাম উমিঁচাদের বাড়ীতে ছিলেন। ইংরেজ-দুর্গ হইতে এক দল লোক গিয়া তাহাকে তথা হইতে লইয়া যায়।

হগলীতে উপস্থিত হইয়া সিরাজুদ্দোলা সতেজে সম্পৃক্ষে কলিকাতা অভিযুক্ত যাত্রা করেন। ১৬ই জুন কলিকাতা-দুর্গবাসীরা নবাবের আগমন-বার্তা প্রাপ্ত হইল। মুহূর্ত মধ্যে একটা হলস্তুল কাণ্ড বাঁধিয়া গেল। বিষম গঙ্গোল বাঁধিল। সকলেই কর্তৃত্বতার গ্রহণে উদ্যোগী। কেহ কাহারও কথা মানে না। সেই সময়েরই এক জন দুর্গস্থ লোক লিখিয়া গিয়াছেন,—“সকলেই পরামশ’ দিতে প্রস্তুত; কিন্তু প্রকৃত পরামশ’ দিতে কাহারও শক্তি নাই।” \*

শত্রুপক্ষ হইতে অবিরলধারে ইংরেজ-দুর্গাভিযুক্ত গোলাবর্ণ হইতে লাগিল। দুর্গবাসীরা আত্মরক্ষণ চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু সেই অসংখ্য অগ্নিবর্ষী গোলার মুখে কতক্ষণ? দুর্গ-রক্ষা দুষ্কর দেখিয়া : ৮-ই জুন তারিখে দুর্গস্থ

\* Cook's Evidence in First Report of Select Committee of the House of Commons, 1772.

স্বীলোকদিগকে জাহাজে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। তাহাদিগকে জাহাজে পৌঁছাইয়া দিবার ভার লইয়া মানিংহাম এবং ফ্রাকলাণ্ড নামে দুই সিবিলিয়ান পুঁজি জাহাজে পলায়ন করেন। ক্রমে অনেকেই তাঁহাদের পথানুসরণ করিল। গবর্ণর ডেক এবং সেনাপতি কাপ্টেন মিনচিনও জাহাজে পথ দেখিলেন। জাহাজে পলাইতে গিয়া রোকাডুবিয়া অনেকেই মারা পড়িল।

হুর্গ এখন অধ্যক্ষস্থীন। যাহারা হুর্গে ছিল, তাহারা সাধ্যানুসারে আত্মরক্ষার্থ প্রয়াসী হইয়া কোলিনের অন্তর্ম সভ্য হলওয়েল সাহেবের উপর কর্তৃত্বভার অর্পণ করিল। হলওয়েল সাহেব সাহসে বুক বাঁধিয়া হুর্গ-রক্ষার্থ শক্তপ্রতি গোলা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। \*

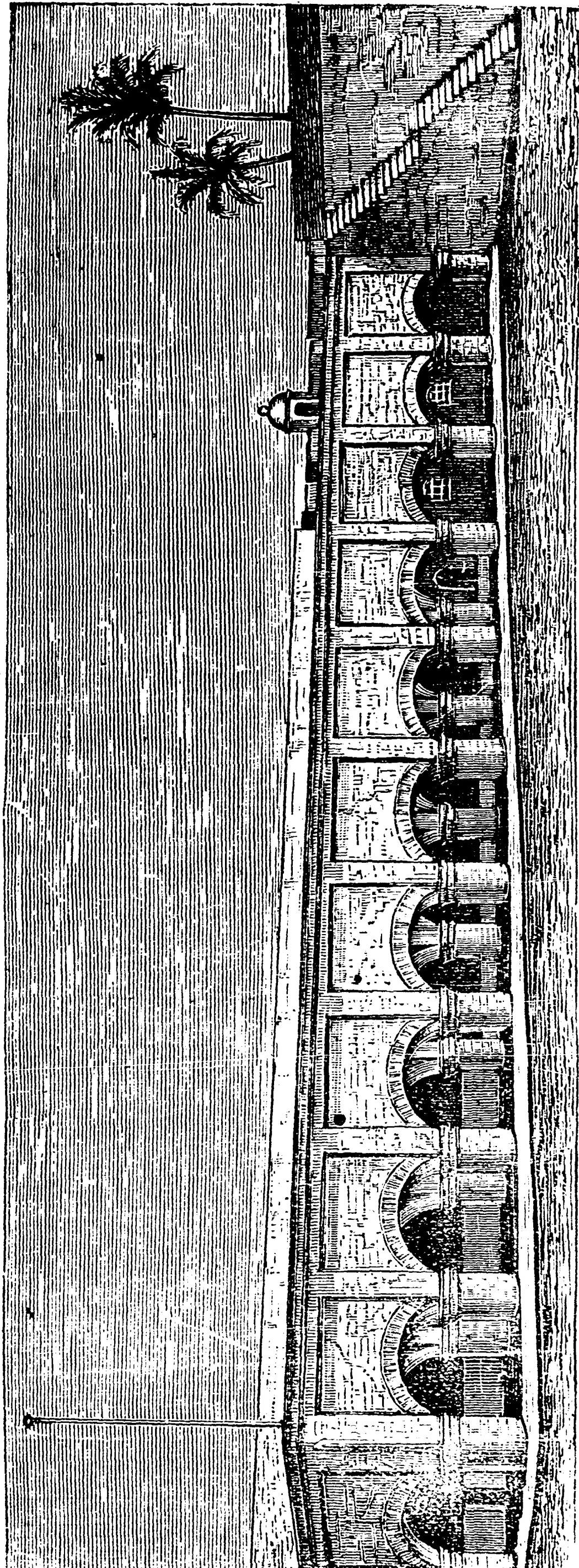
হুর্গের উপর নিশান উড়িল। পলায়িত জাহাজবাসীদিগকে সাহায্য প্রার্থনায় আহ্বানের সঙ্কেত হইল। জাহাজ নদী-তটের নিকট আসিতে লাগিল,

\* এই সময়ের লোকেরা বলেন, হলওয়েলের সাহস-বীর্য ছিল না; তবে অন্ত কোন উপায় ছিল না বলিয়া তাঁহাকে অগত্যা যুক্ত করিতে হইয়াছিল।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে চড়ায় আটকাইয়া গেল। দুর্গ-বাসীদিগকে সাহায্য করিতে কেহই আসিল না। কেহ কেহ বলেন,—এই সব কাপুরুষ ইংরেজ কুলাঙ্গার। কাপুরুষতা ইংরেজ চরিত্রের মহাকলঙ্ক। এই সব কাপুরুষ ইংরেজের নাম হইলে লঙ্জা ঘণায় ইংরেজের মন্ত্রক অবনত হয়। হলওয়েল সাহেব দুই দিন অনবরত যুবিয়াচিলেন; কিন্তু বিপুলবিক্রম শক্রসৈন্য ক্রমে অগ্রসর হইয়া সহরের ঘরে ঘরে আগুন ধরাইয়া দিল। ক্রমে শক্রকর্তৃক দুর্গ অধিকৃত হইল।

দুর্গ অধিকৃত হইলে পর নবাব সেনাপতি মীরজাফরকে লইয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করেন। উমি-চাঁদ ও কৃষ্ণদাস তাঁহার সম্মুখে আনীত হইল। কাহারও প্রতি অসম্ভবহার হয় নাই। পরে হলওয়েল সাহেব আনীত হইলে নবাব তাঁহাকে অভয় প্রদান করেন। হলওয়েল সাহেবের নিজকৃত গ্রন্থে এই কথা স্বীকৃত হইয়াছে। \*

کلیکا تار پرستان ڈگر



## “ବ୍ରାକ ହୋଲ” ବା “ଅନ୍ଧକୁପ” ।

---

ଏହିବାର ମେହି ଲୋମହର୍ଷଣ ଅନ୍ଧକୁପ-ବିବରଣ । ଇଂରେଜି ଇତିହାସେ ଯେ ଅନ୍ଧକୁପେର ଭୀଷଣ ବର୍ଣନ ପାଠ କରିଲେ, ତମେ ବିଶ୍ୱଯେ ଅଭିଭୂତ ହିତେ ହୁଏ, ଏହିବାର ମେହି ଅନ୍ଧକୁପେର ବିବରଣ ! ଅନ୍ଧକୁପେର ବୈରନିର୍ଯ୍ୟାତନ ଭାରତେ ଇଂରେଜ ରାଜତ୍ବରେ ଭିଡ଼ି ! ଅନ୍ଧକୁପେର ଜନ୍ମ ନବାବ ସିରାଜୁଦୌଲାର ଉପର ଆଜିଓ ଅଜ୍ଞନ ଧାରେ ଅଭିସମ୍ପାତ ବର୍ଷିତ ହିତେହେ । ଅନ୍ଧକୁପେ ସିରାଜୁଦୌଲାର ପୈଶାଚିକର୍ତ୍ତା ଅପ୍ରକଳନୀୟ ।

ଅର୍ମି, ଆଇଭିମ୍, ଟୁଯାଟ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ-ଲେଖକ ହିତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲେର ଲେଖାତ୍ମକ, ବିଭାଗିତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧକୁପେର ଅନ୍ଧବିସ୍ତର ବର୍ଣନ କରିଯାଛେ । ମେହି ବର୍ଣନେର ଏକଟୁ ପରିଚଯ ଲାଭ ।

୧୫୬ ଜନ ବନ୍ଦୀ ହଇଯାଛିଲ । ଏକଟୀ କୁଡ଼ି ବର୍ଗ-ଫୁଟ ଦୀର୍ଘ-ପ୍ରଷ୍ଠ ଗୁହେ ଏହି ମକଳ ବନ୍ଦୀକେ ରାଖିଯା କପାଟ ବନ୍ଧ କରିଯା ଦେଓଯା ହୁଏ । \* ଏହି ସରଟି

---

\* କେହି କେହି ବଲେନ ୧୮ ବର୍ଗ ଫୁଟ ।

অপরাধী সৈনিক পুরুষের কারাগারক্ষণপে ব্যবহৃত হইত। ২৩শে জুন। দারুণ গ্রীষ্ম। রাত্রিকালে ভয়ানক গ্রীষ্ম হইয়াছিল। এই গ্রহে দুইটী মাত্র ছোট ছোট বাতায়ন ছিল। ১৪৬টী প্রাণীর দেহ-সংঘর্ষণে এবং দারুণ গ্রীষ্মের অত্যধিক প্রাচুর্ভাবে এই রুদ্ধিমার গ্রহে থাকা একান্তই অসন্তুষ্ট। ক্রমে একান্তই অসন্তুষ্ট হইল। সকলেই আত্মরক্ষার্থ দ্বারে আঘাত করিয়া দ্বারভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিল। বিফল চেষ্টা! সকলেই উন্মত্ত হইয়া উঠিল! বন্দী হলওয়েল \* কথন সান্ত্বনায়, কথন ভৎসনায়, সকলকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি দ্বারবানকে বলিলেন,—“বাপু! তোমাকে এক সহস্র টাকা দিব, আমাদিগকে বাহির করিয়া দুইটী ঘরে রাখিয়া দাও।” রক্ষী চেষ্টা করিল; কিন্তু কেোন উপায় হইল না। হলওয়েল আবার তাহাকে তদপেক্ষা অধিক টাকা

\* ১৭৬৪ সালে হলওয়েল সাহেব বিলাতে “India Tracts” নামে গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের ভিতর একখানি পত্রে অক্কুপের বিবরণ পুজ্ঞান্তরক্ষণপে বিবৃত ইয়াছে। অন্যান্য ইতিহাস-লেখক তাহারাই বর্ণনা গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি এক স্থলে লিখিয়াছেন,—“আমিও বন্দী হইয়াছিলাম। যামে আমার জামার আস্তানা ভিজিয়া গিয়াছিল। ভয়ানক তৃক্ষায় আমি দেই ঘর্ষাত্ত্ব আস্তানা চুষিয়াছিলাম।”

দিতে স্বীকার করিলেন। রক্ষী চলিয়া গেল ; কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—“হইবার যো নাই ; মবাব যুমাইতেছেন ; তাহাকে কে জাগাইবে বল ?”

ক্রমে যাতনা বাড়িল ! ঘর্ষের শ্রেত ছুটিল ! পিপাসায় ছাতি ফাটিল ! শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধপ্রায় হইল ! সকলে দেহের বন্ধ খুলিয়া ফেলিল ! টুপি ফেলিয়া দিল ! পিপাসায় জ্ঞানশূন্য ! বেদনায় ঘোর আর্তনাদ ! অবিরাম ঘর্মনিঃসরণে একান্ত বলক্ষয়ে অবেকেই পড়িয়া গেল ! দণ্ডায়মান ব্যক্তিবর্গের কঠোর পদচালনে তাহারা প্রাণত্যাগ করিল ! কেবল আর্তনাদ—“জল ! জল !” জমাদার কয়েক “মসক” জল আনাইয়া জানালার নিকট ধরিল ! সকলেই “আহি” “আহি” শব্দে জানালার নিকট অঙ্গসর হইতে লাগিল। জলে কিন্তু যাতনা বাড়িল ! সকলেরই চেষ্টা অগ্রে জল থাইবে। যে বলবান्, সে হুর্বলকে ঢেলিয়া জল থাইতে অগ্রসর হইল। হুর্বল পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল ! জানালার নিকট থাকিয়া, কেহ কেহ টুপিতে করিয়া জল লইয়া, পচাস্তৌ লোককে দিল ; কিন্তু তাহাতে তৃষ্ণা মিটিল না। পিপাসায় বিষম বিকার ! রক্ষিগণ

দেখিয়া আমোদ করিতে লাগিল ! কেহ বা  
জানালার নিকট আলো ধরিয়া বন্দীদিগের হুরবস্থ  
দেখিয়া বিস্রূত-ব্যঙ্গ করিল ! গালি থাইয়া, ঘদি  
রক্ষীরা গুলি করিয়া মারিয়া ফেলে, এই উদ্দেশ্যে  
অনেকে তাহাদিগকে গালি পাড়িল ! কেহ বা  
অন্তিম ভাবিয়া ভগবানের নাম লইল ! ক্রমে ক্রমে  
২৩টী প্রাণী ব্যতীত আর সকলেই ইহলোক পরি-  
ত্যাগ করিল । হলওয়েল অঙ্গান হইয়া মৃতবৎ  
পড়িয়া ছিলেন । প্রাতঃকালে কারাগারের দ্বার  
উমুক্ত হয় । জীবিত ব্যক্তিরা নবাবের নিকট  
প্রেরিত হইল । মৃতদেহসমূহ নিকটস্থ পয়ঃপ্রণা-  
লীতে সমাহিত হইল ।

এইরূপ বিভীষণ বর্ণন সংকল ইংরেজি ইতিহাসে  
দেখিতে পাইবে । হই চারি জন ইংরেজি ইতিহাস-  
লেখক ভিন্ন সকলেই অঙ্ককূপের নিষ্ঠুরতা জন্য  
সিরাজুদ্দৌলাকে দায়ী করিয়া থাকেন ।

মালিসন সাহেবের মতে অঙ্ককূপের নিষ্ঠুরতা  
সিরাজুদ্দৌলার উপর আরোপিত হইতে পারে না ।  
এটা তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারীদের কর্ম । তাঁহার  
বিবেচনায় ইংরেজ বন্দীদিগকে বিনাশ করিবার

আদেশ ছিল না। তিনি হলওয়েলের কথা প্রমাণে  
এইরূপ মহ-পোষণে সক্ষম হইয়াছেন। \*

ইতিহাস-লেখক টরেন্স বলেন,—“সিরাজুদ্দৌলার  
আদেশমতে যে এ কাজ হইয়াছে, তাহার এমন  
কোন প্রমাণ নাই; ইংরেজ বন্দীদিগকে হত্যা করি-  
বার ইচ্ছা থাকিলে, তিনি কথনই ২৩ জনকেও এ  
ভীষণবার্তা ঘোষণা করিবার অবসর দিতেন না।” †

যে সকল ইতিহাস-লেখক অঙ্কুপের কথা  
তুলিয়া, নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে অতি বড় নিষ্ঠুর  
ভাবিয়া, ঘণাকটাক্ষে দেখিয়া থাকেন, টরেন্স  
তাহাদিগকে “গ্রানকোর” হত্যাকাণ্ড শুরু করা-  
ইয়া দিতে চাহেন। হণ্টার সাহেবও সিরাজু-  
দৌলার ঘাড়ে দোষ চাপাইতে প্রস্তুত নহেন।  
আমাদের ভূতপূর্ব বড়লাট লর্ড কর্জেন বাহাদুরেরও  
সেই মত।

অঙ্কুপ-সূত্রে লর্ড মেকলে সর্বাপেক্ষা ঘোর-  
তর ঘনীভূত রংপুর সিরাজুদ্দৌলার প্রকট পৈশাচিক  
মুক্তি অঙ্কিত করিয়া নরচক্ষু-গোচর করিয়াছেন। ‡

\* Malleson's Decisive Battles of India P. 45.

† Torrens' Empire in Asia P. 26.

‡ Lord Clive in Critical & Historical Essays P. 516

অঙ্ককৃপের কথা কোন ইংরেজি ইতিহাসে অস্বীকৃত হয় নাই; কিন্তু সিরাজুদ্দৌলার দায়িত্ব সম্বন্ধে মতবিরোধ বহুবিধ। অঙ্ককৃপ-কাণ্ডের অস্তিত্বস্বীকারে কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ অসম্মত। যদিও ইউরোপীয়েরা ইহার উল্লেখ করিয়াছেন, তথাপি সে সম্বন্ধে বলিবার অনেক কথা আছে। আমরা এক্ষণে দেখিতে পাইতেছি যে, নবাব সিরাজুদ্দৌলা কর্তৃক কলিকাতা অধিকারের কিছু পরে লিখিত কোন কোন পত্রে অঙ্ককৃপাঙ্গার উল্লেখ আছে; কিন্তু সেই সমস্ত পত্রের লিখিত বিবরণের পরপরের ঐক্য নাই। আমাদের দেশীয় কোন গ্রন্থে অঙ্ককৃপের কথা দেখা যায় না। পূর্বোক্ত তিনি খানি পারস্য ভাষায় লিখিত ইতিহাসে ইহার আদৌ উল্লেখ নাই। “মুতাফ্রীণ” \*

\* এই গ্রন্থ ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে সৈয়দ গোলাম হোসেন কর্তৃক পারস্য ভাষায় লিখিত। সৈয়দ গোলাম হোসেন তাহার পিতার সহিত বাঞ্ছালা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব দরবারে থাকিতেন। ভারতের ভূতপূর্ব গৱর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংস এই গ্রন্থ দেখিয়াই ইহার অনুবাদ করাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে রেমণ নামে একজন ফরাসি ইহার ইংরেজী অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। মেকলে, জেমস মিল, এইচ এইচ উইলসন, সার এইচ ইলিয়ট, মেজর চালস ষ্টুয়ার্ট, এইচ জেকিন প্রভৃতি ইংরেজ ইতিহাস-লেখক মুতাফ্রীণের যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়াছেন।

একখানি প্রামাণ্য ইতিহাস। “মুতাফ্রীণ” বলিয়া-  
ছেন,—“দুর্গ অধিকারের পর লুঠতরাজ হইয়াছিল।  
কতকগুলি ইংরেজ বন্দীকৃত হয়। কতকগুলি  
বিবি মৌরজাফরের অনুগত অনুচর মৌরজা আমৌর  
বেগের হস্তগত হয়। মৌরজা বেগ প্রভুর অনুমতি  
লইয়া তাহাদিগকে জাহাজে পৌঁছিয়া দিয়া  
আসেন। \* এই মুতাফ্রীণ এন্টে সিরাজদৌলার

\* মিষ্টর ডিরেগ তাং হোকর মুজতরিবানা কাঈ আদমিয়োসি জহাজপর  
সবার হীন্কর অলগ হী গয়া; ঔর বাকি সাঁদা জবতক বারুদ গোলা রহা  
লড়তে রহে। আখিরকো বাজী মারি গয়ে, ঔর বাজী পকড়ে আয়ে; ঔর  
বড়া মাল ঔর জিনসি অফীস কাস্পনিয়ে অঙ্গরেজ ঔর দীগৰ সৌদাগৰে  
হিন্দ ঔর ইঞ্জলিস্তান ঔর আরমন বগৈরহ কী কৌটিয়োসি, লশ্করকী  
লুচ্চোনি লুট লিয়া। বহু হাল ২২ বৰ্ষ তাৰীখ রমজান কৈ, সন ১১৬৯  
হিজরীমেং দী মহীনে বড়ে দিন বাদ মহাবত জংগকে মৰনেসি বাকি হুআ।

মিষ্টর বাটস্ বগৈরহ ( জী কাশিম বাজারকে কীঠীমেং থে ) জিন্দা কৈদ  
হুয়ে; ঔর কাঈ ঔরতেঁ ইঞ্জলিস্তানী, মিরজা অমীর বেগকে ( জী কি  
রফীক মহমদ জাকর খাঁ কা থা ) হাথ আয়ী; লেকিন মিরজায় মজুরনী  
কামাল অমানত ঔর দেয়ানতসি সীর মহমদ জাকর রখাঁকী খবৰ কৰকে,  
পীশোদা সিরাজুদ্দীলাসি, উনকী মিষ্টর ডিরেগকে জহাজ পৰ, জী লশ্করসি  
দশ বারহ কীস থা পহঁচা দী; ঔর কলকত্তেকী বেৰানীকে বাদ মানিক-  
চন্দকী, জী দীৱান থা, রাজা বৰ্ষমানকা পাঁচ হজার সবার আঠ নৌ হজার  
পৈথাসি সেঁ, কলকত্তেমেঁ ছীড় কৰ সিরাজুদ্দীলা আপ সুৰশিদাবাদ ( অপনি  
দারুল অমারত ) কী চলা আয়া। খুলসায় তবাৰীখ সিয়াৰুল সুতা  
আখিরোঁ।

দোষগুণের কথা আলোচিত হইয়াছে, এইজন্য অনেক ইংরাজি ইতিহাস-লেখকের কাছে ইহার আদর হইয়াছিল। ওয়ারেণ হেষ্টিংস্‌ আদর করিয়া ইহার অনুবাদ করাইয়াছিলেন, অঙ্ককৃপের কথা সমূলক হইলে, গোলাম হোসেন ইহার আদৌ উল্লেখ না করিয়া কি পার পাইতেন ?

মুক্তাঙ্করীণের ইংরেজি অনুবাদক বলেন, এ ঘটনা সমস্ত বাঙ্গালা, এমন কি কলিকাতারও বোধ হয়, কেহ জানিতে পারে নাই।

এ ঘটনা আদৌ হইলে কলিকাতাবাসী কেহ কি জানিতে পারিতেন না ? এ ঘটনার কল্পনাই হলওয়েলের। এত বড় একটা ভয়ানক কাণ্ড হইয়া গেল, কলিকাতার কাকে বকে জানিতে পারিল না, এও কি কখন হইতে পারে ? অর্মি সাহেব লিখিয়া-ছেন, এ ঘটনার পর অনেক ইংরেজ কলিকাতা-বাসীর কুটীরে আশ্রয় লইয়াছিলেন। যদি ঘটনা সত্য হইত, তাহা হইলে কি ইহাদিগের মুখে কলিকাতা-বাসীরা জানিতে পারিত না ? ফল কথা, অঙ্ককৃপের বিবরণ হলওয়েলের ভবিষ্যৎ কল্পনাসন্তুত। এইরূপ প্রকাশ, কাপ্তেন মিলস্‌ নিজে অঙ্ককৃপে ছিলেন

বলিয়া প্রকাশ করেন ; কিন্তু অঙ্কুপের কথায়  
তাহার নাম ত কেহ করেন না । কলিকাতায় এ  
ঘটনার কথা কেহ জানিল না, তৎকালিক এ  
দেশীয় ইতিহাসলেখক কেহ শুনিলেন না । ঘটনা  
সত্য হইলে কি এইরূপ হইতে পারে ? কোন  
কোন ফরাসী ওলোন্দাজ অধ্যক্ষগণের পত্রে অঙ্ক-  
কুপের উল্লেখ দেখা যায় বটে ; কিন্তু তাহা যে হল-  
ওয়েলের লিখিত বিবরণের পূর্বে লিখিত, ইহার  
প্রমাণ নাই ।

মহম্মদ আলি ধাঁর কৃত, “টারিফি মুজফরি”  
গ্রন্থে অঙ্কুপের কোন উল্লেখ নাই । এই গ্রন্থ-  
খানিকে ঠিক বলিয়া ইংরেজী ইতিহাস-লেখকের  
সুন্দর বিশ্বাস । কিন সাহেবের মতে এখানি খুব মান্য  
ও প্রামাণ্য গ্রন্থ । এই গ্রন্থেই লিখিত আছে,—

“ডেক সাহেব পলায়ন করিলে পর দুর্গের  
অবশিষ্ট লোক অতি সাহসের সহিত যুদ্ধ-করে,  
কিন্তু ক্রমে তাহাদের বারুদাদি ফুরাইয়া গেলে,  
দুর্গ শক্তির করতলগত হয় । যুদ্ধে কতক লোক  
মরিয়াছিল এবং কতক পরে বন্দী হইয়াছিল” ।

তরিচরণকৃত “চাহার গুলজারে” অঙ্কুপের

নামমাত্র নাই। জর্জ ইলিয়ট এই সব গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন ; কিন্তু এই সব গ্রন্থে অঙ্ককৃপের উল্লেখ না পাইয়া তিনি ত কিছু বলেন নাই। অঙ্ককৃপ সমূলক হইলে, ইলিয়ট কি সহজে ছাড়িতেন ?

অঙ্ককৃপের প্রকৃত অস্তিত্ব প্রমাণ কি ? সত্য সত্যই কি অঙ্ককৃপের বিবরণ অমূলক মনে হয় না ? অঙ্ককৃপের বিবরণকে অমূলক মনে করিবার আরও অকার্ট্য প্রমাণ পাই। কলিকাতা পুনর্গঠনসঙ্গে মাদ্রাজ হইতে আসিয়া ব্রিটীশ রণপোতাধ্যক্ষ ওয়াটসন সাহেব নবাবকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে আমাদের ধারণা ঘনীভূত হইয়া যায়। অঙ্ককৃপের নিষ্ঠুরতার কোন উল্লেখ সে পত্রে নাই। \*

ওয়াটসনের পত্রে অঙ্ককৃপের আভাসমাত্র

\* নবাব ইংরেজকে এবং ইংরেজ নবাবকে অনেক পত্র লিখিয়াছিলেন। নবাবের পত্র অবশ্য পারস্য ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। আইভিস্ সাহেব তাহার ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। আইভিস্ সাহেব আড়মিরাল ওয়াটসন সাহেবের জাহাজের ডাক্তার ছিলেন। এই আইভিস্ সাহেব "Voyage from England to India" নামক বে পুস্তক লিখিয়াছিলেন, তাহাতে ইংরেজ ও নবাবের পত্রগুলি এবং সঙ্কিমসর্তাদি সন্নিবেশিত আছে। পুস্তকের মধ্যে সেগুলি প্রকাশ করিলে পাঠসৌকর্যের ব্যাঘাত ঘটিবার সত্ত্বাবন্ন। এই জন্য সেগুলি অনুবাদ সহ পুস্তকের পরিশিষ্টে প্রকাশ করিলাম।

নাই। যে অঙ্ককৃপের বার্তা পাইয়া, বলিতেছে, বৈরনিষ্যাতনকল্পে ওয়াটসন ও কাইব বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন, ওয়াটসনের ও কাইবের পত্রে তাহার উল্লেখমাত্র নাই। আছে ওয়াটসনের পত্রে - “আমাদের কারখানা লুঠিয়াছ ; অনেককে মারিয়াছ ।”

সে তীব্রণ “অঙ্ককৃপের” কথা কৈ ? সে নির্মম নিষ্ঠুরতার আভাস কৈ ? অত বড় সংঘর্ষণে কতক-গুলি প্রাণিহত্যা হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি ? যুদ্ধে কতকগুলি লোক মরিয়াছে, পত্রে এই ভৎসনা-সূচনা মাত্র। ইহার পূর্বে কিন্তু হলওয়েল মার্ডাজ-কাউন্সিলে অঙ্ককৃপের কথা লিখেন বলিয়া দেখা যায় ; কিন্তু তাহা লইয়া, কাউন্সিলে কোন বাদানু-বাদও ইয় নাই, এবং তথা হইতে আগত ওয়াটসন সাহেবও নবাবকে সে বিষয়ে কিছু লিখেন নাই।

একটী ক্ষুদ্র গৃহে এক শত ছচলিশ জন নর-জীব রুদ্ধ হইল ; “জল জল” করিয়া আর্তনাদ-ছাড়িল ; তৃষ্ণার যাতন্যায় এক শত তেইশটী প্রাণী প্রাণত্যাগ করিল এবং অবশিষ্ট তেইশটী মাত্র মৃত-প্রাণ রহিল। এ পত্রে সে দারুণ দৃশ্যের, সে নির্মম

নির্ষুরতার ঘাতনা-বিকাশ কিঞ্চিংমাত্রও হইল না। অঙ্ককৃপ সত্য হইলে, যে পত্রের ছত্রে ছত্রে, অঙ্করে অঙ্করে, মর্মতাপের তপ্তশ্বাস বিচ্ছুরিত, সেই পত্রে অঙ্ককৃপের বর্ণনা আগ্রহে অঙ্করে লেখা থাকিত। পত্রে সে “কৃপটী”র কথা, সে “কৃপটী”র অঙ্গুলি-পরিমাণটী পর্যন্ত উল্লিখিত হইত। এইরূপ পত্রে পিপাসিত রুদ্ধশ্বাসমৃত প্রাণিগণের প্রেতাভার এবং তাহাদের শোণিতসম্বন্ধ জীবিত আত্মীয় জনের জীবাভার তৃপ্তি হয় কি ?

ওয়াটসনের পত্রে অঙ্ককৃপের কথা নাই ; ক্লাই-বের পত্রেও নাই। ক্লাইব যখন মাদ্রাজ হইতে কালাপাণীতে উপস্থিত হন তখন তিনি সিরাজু-দেলাকে পত্র লিখিয়াছিলেন। এই পত্রে এই কয়টী কথা ছিল,—“ডেকের অনধিকারচর্চা হেতু যে অপরাধ হইয়াছে, তাহা ক্ষমা করুন ; টাকা দিতেছি, পূর্বের মতন কুঠী স্থাপন করিবার অনুমতি দিন ; আপনার রাজত্বে আবার ইংরেজের বাণিজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক, ইহাতেই উভয়ের মনোমালিন্য দূরীভূত হইবে। \*

\* মুক্তাঙ্করীণ।

অঙ্ককুপকে বিশ্বাস বা প্রকৃতর মনে করা হয় নাই, তখন ওয়াটসন ও ক্লাইবের পত্রে যে তাহার উল্লেখ থাকিবে না, ইহা সম্পৃষ্ট রূপেই বুঝা যাইতেছে।

তবুও কি বলিবে না, অঙ্ককুপের অস্তিত্ব বিবরণ অমূলক? তবুও কি মনে হয় না, ইহা একমাত্র হলওয়েলের ও তাহার কোন কোন সঙ্গীর রটনা? দুর্ভাগ্যে দুরাসদ ক্লাইব বৈরনিয়াতনে বাঙালায় আসিয়া বাঙালার নবাবকে যে পত্র লিখিলেন, তাহাতে নবাবের দুরপনেয় কলঙ্ক অঙ্ককুপের উল্লেখ ত আদৌ নাই; বরং স্পষ্টাক্ষরে ইংরেজপক্ষে ক্রটী স্বীকার হইয়াছে। অঙ্ককুপ প্রকৃত হইলে, বৈরনিয়াতনে আসিয়া সে কথা না বলিবার পাঞ্জ  
ক্লাইব নহেন।

ইহার পর ক্লাইব ইন্ট ইঞ্জিয়া কোম্পানীর চেয়ারম্যানকে নবাবের সহিত সন্ধিসম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও অঙ্ককুপের কথা লইয়া আন্দোলনের অঙ্কুরমাত্র ছিল না। \* তৎকালিক অন্যান্য ইংরেজ কর্তৃপক্ষের সহিত ক্লাইবের যে মনোবাদ হইয়াছিল, এই পত্রে তাহারই উল্লেখ

\* Thornton's British India Vol. I. P. 213.

ছিল ; আর ছিল, এই কয়টী কথা,—‘কলিকাতার হতভাগ্য ইংরেজ অধিবাসীদিগের পক্ষে নবাবকে যাহা কিছু বলিবার, তাহার কোন ক্রটী করি নাই।’ এ পত্রে অঙ্কৃপের আভাসমাত্রও নাই। ইংরেজ ইতিহাস-লেখক থরনটন সাহেব লিখিয়া-ছেন,—“নবাবের সঙ্গে যে সব সঙ্কিস্ত হয়, তাহাতে নবাবকুত অনিষ্টের ক্ষতিপূরণ ধরিয়া লওয়া হইয়াছে ; কিন্তু অঙ্কৃপের কোন ক্ষতিপূরণ ধরিয়া লওয়া হয় নাই।”\* অঙ্কৃপ প্রকৃত হইলে ত তাহার ক্ষতিপূরণ ! তাহা হইলে ক্লাইব কি নিশ্চিন্ত থাকিতেন ? পরে অঙ্কৃপের একটা বিভীষিকাময় চিত্র অঙ্কিত হইবে, বিধাতা যদি ক্লাইবকে এ ভবিষ্যৎ বুঝিবার শক্তি দিতেন, তাহা হইলে, যে ক্লাইব জাল-জুয়াচুরি করিতে কিঞ্চিন্মাত্র কুণ্ঠিত হন নাই, তিনি অঙ্কৃপের সামান্য সূত্রেও নবাবের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ চাহিতে তিল পরিমাণেও লজ্জান্তুভব করিতেন না। ক্লাইব মাদ্রাজ হইতে নবাবের নামে যে সব পত্র আনিয়াছিলেন, তাহাতেও অঙ্কৃপের ঈষৎ আভাসমাত্র থাকিলেও,

\* সঙ্কিস্তগুলি পরে প্রকাশিত হইয়াছে।

ক্লাইব নিশ্চিতই সে আত্মসম্মত হইতেই অন্ধকৃপের  
সর্বত্রাসকর একটা ভীষণ বিক্রট বিশাল চির  
অঙ্গিত করিয়া রাখিয়া যাইতেন।

অন্ধকৃপ হয় নাই। অন্ধকৃপের কথা অলৌক।  
অলৌকভোগ সন্দেহ নাই। হলওয়েল সাহেবের  
“নারেটিভ” এবং “সিলেক্ট কমিটি”র রিপোর্ট অন্ধ-  
কৃপের অকার্ট্য প্রামাণয়কৃপে পরিচিত; এবং বর্তমান  
সময়ে আবিস্কৃত কোন কোন পত্রও তাহার সাক্ষ্য  
দিতেছে। যদি পলাশীর পূর্বে এই সব প্রকটিভ  
হইত, তাহা হইলে হয়ত আমাদের ধারণার  
পক্ষে কঠকটা বিষ্ফ হইত। পলাশীতে যখন  
ইংরেজভাগ্য নির্ণীত হইয়া গিয়াছে, যখন পলাশীর  
সেই কলঙ্ককাহিনী জগন্ময় বিঘোষিত হইয়াছে,  
তখন হলওয়েলের “নারেটিভ” এবং তাহার বহু  
পরে “সিলেক্ট কমিটি”র “রিপোর্ট” প্রকাশিত হয়।  
আর একটি অনেক পত্র আবিস্কৃত হইয়াছে। ভাৰত  
গবৰ্ণমেণ্টের আদেশে শ্রীযুক্ত এফ.সি. হিল সাহেব  
বঙ্গের Bengal in 1756-57 নামক গ্রন্থে এই  
সমস্ত পত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। অন্ধকৃপের ভীষণ  
বর্ণনায় হলওয়েল যে লেখনী চালাইয়াছিলেন,

সে লেখনী কলিকাতায় দুর্গের পতনের সময়  
স্মারিত ছিল।

যে সকল লোক “অঙ্করূপে” হত হইয়াছিল বলিয়া  
কথিত হইয়াছে, সেই সকল লোকের স্মরণচিহ্ন  
স্বরূপ হলওয়েল সাহেব আপন ব্যর্যে একটী স্মারক  
প্রস্তুত করিয়াছিলেন। অঙ্করূপ হত্যার উল্লেখ

\* এই স্মারকে কয়টী কথা লেখা ছিল বলিয়া প্রকাশ, তাহা এই,—

To  
THE MEMORY  
of

Edw. Eyre. Wm. Baillie. Esqrs, The Rev. Fervas Bellamy  
Messrs. Jenks. Revely Law, Coales, Valicourt, Jebb, Torriano,  
E. Page, S. Page Grub, Street, Harod P. Johnstone, Ballard.  
N. Darke, Carse, Kuapton, Gosling, Dod, Dalrymple ; Cap-  
tains Clayton, Buchanan, Witherington ; Lieuts, Bishop, Hays,  
Biagg, Simpsom, J. Bellamy ; Ensigns Paccard Scot, Hastings,  
C. Wedderburn, Dumbleton ; Sea Captains Hunt, Osburne.  
Purnell ; Messrs. Carey, Leech, Stevenson, Guy, Porter, Par-  
ker, Caulker, Bendall, Atkinson, who with sundry other In-  
habitants, Military and Militia to the Number of 123 Persons,  
were by the tyranic violence of Sirajud Dowal, Suba of Ben-  
gal suffocated in the Black Hole Prison of Fort William in the  
Night of the 20th Day of June 1756 and promiscuously thrown  
the succeeding morning into the Ditch of the Ravelin of this  
Place,

This  
Monument is erected  
by

Their Surviving Fellow Sufferer,  
J. Z. HOLWELL.

নির্ণয়ে যে সব ইতিহাসের নাম করিয়াছি, সেই সব ইতিহাসে এ স্মরণ-স্তম্ভ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ পাই নাই। ইতিপূর্বে কলিকাতার হলমস্কোপানী কর্তৃক প্রকাশিত কোন গ্রন্থপাঠে অবগত হওয়া যায়, ১৮১৮ সালে “কষ্টম হার্ডিস্” নির্মাণের সময় এই স্মরণ-স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। বংশিদ্বাহেও এই কথার পোষকতা করেন। কোন নুতন গ্রন্থে \*

১৮২১ খঃ অব্দে উক্ত স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া ফেলা হয় বলিয়া দেখি যায়। অঙ্ককূপে যাঁহারা হত হইয়াছিলেন, শুন্দি তাঁহাদের নহে, যাঁহারা হুর্গ রক্ষার্থ আত্মপ্রাণ বিসর্জন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের স্মরণ জন্য এই স্তম্ভ নির্মিত হইয়াছিল, বংশিদ্বাহও বলেন। এহেন পবিত্র স্মরণ-স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল কেন? ইহা কি কম সন্দেহোজ্জেক? তাহা না হইলেও, অঙ্ককূপের কথা যদি প্রকৃতপক্ষে সন্দেহজনক হয়, তাহা হইলে, একটা “স্মরণ-স্তম্ভ”র কল্পনা করা বা “স্মরণ-স্তম্ভ” খাড়া করা কি বড় শক্ত কথা? ঠিক কোন সময়ে এ স্তম্ভ নির্মিত হইয়াছে, তাহারও ঠিক নাই।†

\* Calcutta Past and Present.

† বংশিদ্বাহেন,—There is no record that I know of to show in

হলওয়েলকৃত গ্রন্থে যে পত্রখানিতে অঙ্ককুপের  
বিভীষিকাময় বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পাঠ  
করিলে, বুঝা যায়, হলওয়েল সাহেব ১৭৫৭ সালের  
২৮শে ফেব্রুয়ারি ডেবিড সাহেবকে পত্র লিখিয়া-  
ছিলেন। \* তৎপূর্বে লিখিত তাহার কোন কোন  
পত্রে কেবল অঙ্ককুপের উল্লেখ মাত্র আছে। ফলতঃ  
ইহা তাহার কোন কোন সঙ্গীর রটনামাত্র। সেই  
রটনাকে বলবতী করিবার জন্য নিশ্চিতই হলও-  
য়েলকে একটি বিভীষিকার চিত্র অঙ্কিত কৰিতে  
হইয়াছে। ফরাসী ওলন্দাজ অধ্যক্ষগণের পত্রে লিখিত  
হইয়াছে যে, হলওয়েল, ও তাহার সঙ্গিগণের রটনা  
হইতে লিখিত। তাহাতেও সুচারুরূপে বুঝা যায়  
যে, অঙ্ককুপের কোন মূল নাই; অধিকন্ত অধুনা

---

what year this monument was put up. As Holwell got himself painted in the supposed act of supervising its erection. It raises the presumption that the structure took place before he left India in 1760. Echoes from Old Calcutta, 2nd Edition, P, 46.

\* বষ্টিদ্ব লিখিয়াছেন,—“১৫৭ খঃ হলওয়েলের শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে।  
তাহাকে “সাইরেণ” জাহাজে করিয়া বিলাতে পাঠান হয়। পাঁচ মাসের পর  
তিনি বিলাতে পৌছান। জাহাজে থাকিয়া তিনি অঙ্ককুপবিবরণ লিপিবদ্ধ  
করেন।” এতদিন ভারতে থাকিয়া এ কথা লিখেন নাই; আর সমুজ্জ-বক্ষে  
“সাইরেণে”র নিভৃত-কক্ষে বসিয়া লিখিলেন কেন, এ কথার উত্তর কেহ  
দিতে পারেন?

আবার সেই অঙ্ককৃপের আবিষ্কার সম্বন্ধে নানারূপ “ধ্যাত্ম” দেখিয়াও আমাদের ধারণাই দৃঢ়ীভূত হইয়া থকে। \*

চারি দিকের অবস্থা সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলে অঙ্ককৃপের কথা একান্ত কঠিন। প্রসূত বলিয়াই আমাদের ধারণা হয়। হলওয়েলের এ রটন অহেতুক বলিয়া মনে হয় না। এ রটন কেন? ফরাসিশাসক ডুপ্লে ভারতে স্বদেশীয় কর্তৃপক্ষগণের সহানুভূতি ও সহায়তা পান নাই। সেই জন্য তাহার অধিঃপতন। তাহার অধিঃপতনে ভারতে ফরাসির

\* জন্মভূমিতে “পলাশী” প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর একটী বন্দু বলিয়াছিলেন,—ওহে। তুমি বলিতেছ, অঙ্ককৃপ হয় নাই; তবে যে মধ্যে মধ্যে অঙ্ককৃপের গৃহ আবিষ্কৃত ওস্থান নির্দেশিত হয়, সেটা কি? এই সে দিনও ত পোষ্ট আফিসে অঙ্ককৃপের ঘর আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এখনও পোষ্ট আফিসের উত্তর দিকের ফটকের খিলানে লেখা আছে—

“The stone-pavement close to this, marks the position and size of the prison cell in old Fort William, known in history as the Black Hole of Calcutta.”

অধিকন্ত যেখানে অঙ্ককৃপের গৃহ ছিল বলিয়া নির্দেশিত হইয়াছে, সেই খানে একখানি পাথর বসান আছে।” এই কথার উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম,—“বর্দ্ধমান যাইলে তথাকার অনেকেই একটী স্থান নির্দেশ করিয়া বলেন, এই ওখানে মালিনীর ঘর ছিল। তুমি কি বল, ঘর ছিল?” বন্দু আর কোন উত্তর করিলেন না। লড় কর্জিন একটা শ্বারকস্তুত খাড়া করিয়া গিয়াছেন। এ সম্বন্ধে স্থানস্তরে আলোচ্য।

অধঃপতন। ভারতের ইংরেজ, বিলাতী কর্তৃপক্ষগণের  
সহানুভূতি ও সহায়তা অভাবে পাছে ভারতে দাঢ়াই-  
বার স্থল না পান, হলওয়েলের এই ভাবনা হইয়াছিল।  
এই ভাবনার ফলে সিরাজুদ্দৌলার চরিত্রে চরম  
নৃশংসতাৰ আৱোপ কৱিয়া হলওয়েলের রটনায় অঙ্ক-  
কুপের স্ফুট হইয়াছিল। এই অঙ্ককুপের বিভীষণ  
বিবরণবর্ণনায় বিলাতী কর্তৃপক্ষের হৃদয়ে নিশ্চিতই  
সমবেদনার আবির্ভাব হইয়াছিল। একজন স্বাধীন  
নবাবকে অকারণে রাজ্যচূর্ণ কৱা হইয়াছে, পাছে  
ইংরেজের নামে এই এক সুদারুণ কলঙ্ক বিঘোষিত  
হয়, এই ভাবনায় স্বদেশপ্রিয় ও স্বদেশের সুনাম-  
প্রত্যাশী হলওয়েলের ঘনে সেই কলঙ্কপ্রকালনের  
উৎকৃষ্ট বাসনা হওয়া ত অস্ত্ব নহে। সেই কলঙ্ক-  
প্রকালনের প্রত্যক্ষ পথ সিরাজুদ্দৌলাচরিত্রে  
কলঙ্কারোপ। সেই কলঙ্কারোপের সহায় অঙ্ককৃপ-  
হত্যার স্ফুট। এখন যেমন ভারতে ইংরেজরাজহ্রে  
কোনরূপ অনৰ্থ বা অকার্য্যের দুনীগ হইলে বিলাতে  
পালি যামেগেটের একদল লোক তাহা লইয়া হৈ-চৈ  
কৰেন, তখনও বিলাতে এইরূপ একদল লোক  
ছিলেন। পাছে তাহারা ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর

কলঙ্ক-কথা লইয়া হৈ-চৈ করেন, হলওয়েল  
সাহেবের সে ভয়ও ছিল। তাহাদের মুখে চাপা  
দিবার জন্যে হলওয়েল অঙ্কুপহত্যার স্ফটি করেন  
নাই, তাহাই বা কে বলিতে পারে ?

অঙ্কুপ সম্বন্ধে এখন অনেকেরই অবিশ্বাস  
হইয়াছে। জন্মভূমিতে “পলাশী” প্রবন্ধ প্রকাশিত  
হইবার পূর্বে এরূপ অবিশ্বাস কাহারও হইয়াছিল  
কি না জানি না। পরে কিন্তু কোন কোন কৃত-  
বিদ্য স্মৃতেক অঙ্কুপে অবিশ্বাস করিয়া প্রবন্ধাদি  
লিখিয়াছিলেন। ডাক্তার ভোলানাথ চন্দ্ৰ একখানি  
ইংরেজি মাসিক পত্রে স্পষ্টভাবে লিখিয়াছিলেন যে,  
অঙ্কুপের অস্তিত্ব অবিশ্বাস্য। তাহার প্রমাণ  
এই,—আঠার বর্গফুট গৃহে এক শত ছচলিশ জন  
লোক কিছুতেই ধরিতে পারে না। \*

হলওয়েলের কথা মানিতে হইলে, ভোলানাথ  
বাবুর কথা মানিতে হয় ; কিন্তু অন্যান্য কথার  
আলোচনা করিলে কাহারও কথা মানা হয় না।  
এইরূপ প্রকাশ,—কলিকাতার দুর্গে ১৯০ জন লোক  
ছিলেন। ইহার মধ্যে কতক হত, কতক আহত হয় ;

অনেকে আবার পালাইয়াছিল ; মীরজাফর অনেককে নিরাপদে স্থানান্তরে পেঁচাইয়া দিয়াছিল । অর্মি বলেন,— ২০ জন হত ও আহত হয়, ৭ জন অল্প আঘাত পায়, এবং ৭০ জন পলাইয়া যায় । হতলোকের সংখ্যা ছাড়িয়া দিয়া, কেবল পলাতকের সংখ্যা ধরিলে, ১৪৬ জন থাকে কোথায় ? : ১০ জনের মধ্যে ৭০ জন বাদ গেলে ১২০ জন থাকে, ইহার পর হতলোকের সংখ্যা আছে । ১৪৬ জন কিছুতেই হইতেছে না । ৭০ জন পলাতকের উপর অন্ততঃ দশজন হত ধরিলে ৮০ জন বাদ যায় ত, তাহা হইলে থাকে ১১০ জন মাত্র । এক্ষেত্রে তোলানাথ বাবুর যুক্তি থাটে কৈ ? হয় হলওয়েল ঘরের মাপে, না হয় বন্দীর সংখ্যায় ভুল করিয়া-ছেন, অথবা অর্মি সাহেবের ভুল হইয়াছে । হল-ওয়েল যখন “অন্ধকূপে”র বিবরণ লিখেন, তখন ঘরের মাপে বা বন্দীর সংখ্যা সম্বন্ধে হিসাব ঠিক রাখেন নাই । একথা যে আবার পরে উঠিতে পারে, এ সবও তিনি ভাবেন নাই । তাহার কল্পনায় যা আসিয়াছিল, তিনি তাহাই লিখিয়া-ছিলেন । যাহা হউক, এ সব তর্ক ছাড়িয়া দিলাম ।

যে পক্ষেই হউক, হিসাবের ভুল ভাসি হইতে পারে। অঙ্কুপের অস্তিত্ব হীনতার প্রমাণপক্ষে এসব কথা বলবতী না হইলেও, একটা প্রমাণ বটে। প্রবল প্রমাণ ইতিহাসের প্রমাণাভাব। ওয়াটসন বা ক্লাইব, কাহারও পত্রে অঙ্কুপের কথা নাই; বরং সিরাজুদ্দোলা ইংরেজ কোম্পানীর হুগাদি লুঠন সম্বন্ধে আপনাকে নির্দেশ প্রতিপন্থ করিয়া আপনার সৈনিকদিগের উপর অনেকটা দোষাবোপ করিয়াছেন।

অঙ্কুপের বিবরণ অলৌক। তবে সিরাজুদ্দোলা যে কলিকাতা আক্রমণ করিয়া ইংরেজকে তাড়াইয়াছিলেন, ইহা সর্বাদিসম্মত।

সিরাজুদ্দোলা কলিকাতা জয় করিয়া ১লা জুলাই পর্যন্ত কলিকাতায় অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি আপন জয়ের কৌর্তিংগোরব স্বরূপ কলিকাতার নামটা “আলিনগর” অর্থাৎ “ভগবানের বন্দর” নামে পরিবর্তন করেন।

## বিজয়ে সিরাজ ।

---

ইংরেজ ইতিহাস-লেখকগণ বলেন,—নবাবের কলিকাতায় অবস্থিতি কালে অঙ্ককৃপমুক্ত জীবিত হলওয়েল নবাবের সম্মুখে আনীত হন। নবাব তাহার প্রতি কোনৰূপ সমবেদনা বা অপর মুত্ত বন্দীদের জন্য ছঃখ প্রকাশ করেন নাই ; বরং গুপ্ত ধন দেখাইয়া দিবার জন্য হলওয়েলকে পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন। কোন ধন লুকায়িত আছে বলিয়া হলওয়েল স্বীকার করেন নাই। এই জন্য নবাব তখন তাহাকে বন্দী করিয়া রাখিতে হকুম দেন। যাহাদের উপর হলওয়েলকে বন্দী করিয়া রাখিবার ভার দেওয়া হইয়াছিল, তাহারা তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া বন্দী করেন। তাহার সহিত কোট এবং ওয়ালকট সাহেবও বন্দী হন। অবশিষ্ট ব্যক্তিরা অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। যে ইংরেজ রঘনী অঙ্ককৃপ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন, তাহাকে মীরজাফরের অন্দরুমহলে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। \*

মুতাফ্রীগে এসব কথা নাই। যখন অঙ্ক-  
কুপেরই অস্তিত্ব নাই, তখন অঙ্ককুপ হইতে ঝাঁহার  
পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন বলিয়া ইংরেজ ইতিহাসে  
কথিত হইয়াছেন, তাহারা নবাবের সমবেনার পাত্র  
হইবেন কিরূপে? তবে পরাজিত হলওয়েলকে যে  
বিজেতা নবাব গুপ্ত ধন দেখাইয়া দিবার কথা  
বলিবেন, তাহা অবশ্য বিচিত্র নহে। ইংরেজ বণি-  
কের জন্য নবাবের অনেক টাকা ক্ষতি হইয়াছিল।  
সেই ক্ষতিপূরণের প্রত্যাশায় ইংরেজের গুপ্ত ধন  
বাহির করিবার চেষ্টাটা নবাবের পক্ষে কিছু অসন্তুষ্টি  
নহে। \* চতুর হলওয়েল জানিয়া গুনিয়া টাকা  
বাহির করিয়া দিতেছেন না, এরূপ বিশ্বাস হওয়া  
কিছু অস্বাভাবিক নহে। ইংরেজ-রমণীকে মীর-  
জাফরের অন্দরমহলে পাঠান হইয়াছিল, একথা  
মুতাফ্রীগে নাই; বরং মুতাফ্রীগে ইহাই লিখিত

\* অমি লিখিয়াছেন,— ইংরেজদিগকে বাণিজ্য করিবার অধিকার দিয়ে  
যে ছাড় দেওয়া হইয়াছিল, অনেক নীচমনা নীচপদবী ইংরেজ বণিক এদেশীয়  
ও অন্য দেশীয় বণিককে সে ছাড় বিক্রয় করিয়াছিলেন। এই সব এদেশীয়  
বণিক ও অন্য দেশীয় বণিকের বাণিজ্য করিবার অধিকার ছিল না, স্বতরাং  
এইরূপ ছাড় বিক্রয়ে নবাবের অনেক অর্থ ক্ষতি হইত। নবাব ইংরেজের  
উপর যে বিরক্ত হইয়াছিলেন, ইহাও তাহার আর একটা কারণ।

আছে যে, মীরজাফরের সাহায্যে অনেক ইংরেজ-  
রমণী ও পুরুষ পলাইবার পথ পাইয়াছিলেন।

২ৱা জুলাই নবাব কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া  
মুরশিদাবাদ ভিত্তিখে যাত্রা করেন। যাইবার দুই  
তিনি দিন পূর্বে তিনি পরাজিত ইংরেজদিগকে  
সহরে থাকিতে হকুম দিয়াছিলেন। উমিচ্ছাদ  
এই সব ইংরেজের আহারবাসের যথাযোগ্য  
ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। মাণিকচাঁদ কলি-  
কাতার কর্তৃত ভার পাইয়াছিলেন। \*

মাণিকচাঁদের আধিপত্য দেখিয়া মীরজাফর  
রহিম খাঁ প্রভৃতি নবাবের পুরাতন কর্মচারীরা  
বিদ্রেষবিষে জর্জরীভূত হইয়াছিলেন। পূর্বে  
যখন নবাব মোহনলালকে † মন্ত্রিপদে এবং

\* এখানে ইতিহাস-লেখকদের মতভেদ আছে। মুতাফ্রীণে লেখা  
আছে,—মাণিকচাঁদ বর্দ্ধমানরাজের দেওয়ান। তিনি ৮১৯ সহস্র পদাতিক  
ও ৬৫ সহস্র অশ্বারোহীর আধিপত্য পাইয়াছিলেন। ইংরেজ ইতিহাস  
লেখকেরা বলেন,—মাণিকচাঁদ হুগলীর ফৌজদার এবং সহস্র সৈন্যের অধ্যক্ষ  
ছিলেন।

† মোহনলাল মহারাজ উপাধি পাইয়াছিলেন। তাহার উপর পঁচ  
সহস্র অশ্বারোহী রক্ষার ভার অর্পিত হইয়াছিল।

মীরমদনকে সেনাপতিপদে অধিষ্ঠিত করেন, তখন  
মীরজাফরের হৃদয়ে বিদ্রোহ-বৈজ রোপিত হইয়া-  
ছিল। এখন মাণিকচাঁদের আধিপত্যে তাহা  
অঙ্কুরিত হইল। মীরজাফরের বিদ্রোহ হইতে পারে।  
কেননা, সমগ্র বঙ্গের মসনদের জন্য এবং যুবক  
সিরাজের উপর আধিপত্য স্থাপন করিবার  
জন্য উৎকট লালসায় মীরজাফর উদ্ভুত হইয়া  
পড়িয়াছিলেন। সিরাজুদ্দৌলা কি তাহা বুঝেন  
নাই? সিরাজুদ্দৌলা জানিতেন যে, এক দিন বঙ্গের  
মসনদলোভে এই মীরজাফর তাঁহার হস্ত মাতামহ  
আলীবদ্দী খাঁর বিরুদ্ধে উথিত হইয়াছিলেন। \*সুচতুর সিরাজ কোন্ সাহসে এই মীরজাফরের উপর  
বিশ্বাস স্থাপন করিবেন? মীরজাফরের উপর বিশ্বাস  
ছিল না বলিয়া, সিরাজ আপনার রাজপথ পরিষ্কৃত  
রাখিবার জন্য মোহনলাল ও ঘীরমদনকে উচ্চপদে  
অভিযিত্ত করিয়াছিলেন। এ নিয়োগের অপব্যবহার  
হয় নাই। পাঠক! পরে পরিচয় পাইবেন,—এই  
দুইটী পুরুষ প্রভুকে রক্ষা করিবার জন্য কিরণ  
আত্মবিসর্জনে উদ্যোগ হইয়াছিলেন এবং মীরজাফর

কিরূপ ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করিয়া সিরাজের সর্বনাশ করিয়াছিলেন।

মাণিকচাঁদ কলিকাতার ভার পাইয়া ইংরেজের সহিত সদ্যবহার করিয়াছিলেন। এক দিন একটী ইংরেজসৈন্য মাতাল হইয়া একটী মুসলমানকে হত্যা করিয়াছিলেন। মাণিকচাঁদ কুন্দ হইয়া সকল ইংরেজকে হত্যা করিবার হকুম দেন। ইংরেজেরা ভয়ে ফরাসী ও ওলন্ডাজদের হৃষীতে পলাইয়া যান। পরে তথা হৃষীতে তাঁহারা পলতায় আসিয়া আশ্রয় লন। তাঁহাদিগকে পলতার নিকট নদীর উপর জাহাজেই থাকিতে হইয়াছিল।

নবাব মুরশিদাবাদ যাইবার সময় হৃগলী হইয়া যান। হৃগলীতে ওলন্ডাজেরা সাড়ে চারি লক্ষ টাকা এবং ফরাসীরা সাড়ে তিন লক্ষ টাকা উপচোকন দিয়াছিলেন। মুরশিদাবাদে উপস্থিত হইয়া নবাব ১১ই জুলাই মাতামহীর অনুরোধে বন্দী হলওয়েল ও তাঁহার সঙ্গীদিগকে মুক্তি প্রদান করেন। ইতিপূর্বে হৃগলীতে বন্দী ওয়াটস্ ও তাঁহার সঙ্গীরা মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন।

ইংরেজকে কলিকাতা হইতে তাড়াইয়া  
সিরাজ কতকটা নিশ্চিন্ত ছিলেন। ইংরেজ অবগু  
নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। আর নিশ্চিন্ত হন  
নাই,—সেমাপতি মীরজাফর, রহিম খাঁ, প্রাচীন  
কর্মচারী ওমর খাঁ, রাজ দুল্লভ এবং জগৎসেট।  
তাহাদের হন্দয়ে বিদ্বেষের দাবানল ধু ধু প্রজ্জলিত  
হইয়াছিল। তাহারা অতি সন্তর্পণে ও সাবধানে  
সিরাজের সর্বনাশ করিবার সংকল্পসাধনায় প্রবৃত্ত  
হইয়াছিল। সিরাজকে সিংহানচ্যুত করিয়া  
পূর্ণিয়ার নবাব শকঁজঙ্গকে বাঞ্ছালার সিংহাসনে  
বসাইবার সংকল্পে সাংঘাতিক ঘড়্যন্ত হইয়াছিল।  
নির্বেৰাধ শকঁজঙ্গকে বাঞ্ছালার মসনদের মরীচিকায়  
মুক্ষ করিয়া ঘড়্যন্তকারীরা শকঁজঙ্গকে গোপনে  
পত্র লিখিয়াছিল।

শকঁজঙ্গ ঘড়্যন্তের মোহজালে আবদ্ধ হইয়া  
সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিশ্রুত  
হইয়াছিলেন। তাহার শুবিজ্ঞ হচ্ছতুর শিক্ষক ও  
সচিব তাহাকে এ কার্যে প্রবৃত্ত হইতে নিয়েধ  
করিয়াছিলেন।\* তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন,—

\* ইনি মুতাক্ষৰীণ রচয়িতা সৈয়দ গোলাম হোসেন।

“ষড়যন্ত্রকারীরা আজ তোমায় উৎসাহ দিতেছে,  
ইহার পর তাহারাই যে তোমায় তাড়াইবে না,  
কে বলিতে পারে?” শকংজঙ্গ এ সহপদেশ  
গুণিবার পাত্র নহেন। তিনি কুলোকের কুপরামশে  
বুদ্ধিমান্ম সচিবের কথা অগ্রহ করিয়া সিরাজু-  
দেলার সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য দৃঃসংকল্প  
হইয়াছিলেন। তিনি নামা উপায়ে দিল্লীর স্বাটের  
নিকট হইতে আদেশপত্র আনাইয়া আপনাকে  
বাঙ্গালা, বিহার ও উত্তিষ্যার নবাব বলিয়া ঘোষণা  
করেন।

সিরাজ রায় দুলভের ভাতা রাসবিহারীকে  
পূর্ণিয়ার বীরনগরের ফৌজদারীপদে নিযুক্ত  
করেন। শকংজঙ্গ রাসবিহারীর হস্তে বীরনগরের  
ভার অর্পণ করেন, এই মন্ত্রে একখানি পত্র লিখিয়া  
সিরাজ রাসবিহারীকে শকংজঙ্গের নিকট পাঠাইয়া  
দেন। রাসবিহারী রাজমহলের নিকট উপস্থিত  
হইয়া শকংজঙ্গকে সিরাজের পত্র প্রেরণ করেন।  
শকংজঙ্গ সিরাজের পত্র পাইয়া, কি করা কর্তব্য,  
ইহা স্থির করিবার জন্য আপনার মন্ত্রিবর্গকে আহ্বান  
করেন। মন্ত্রীদিগের মধ্যে সৈয়দ গোলাম হোসেন

পরামর্শ দেন,—“আপাততঃ সিরাজুদ্দোলাকে সৌজন্য সহকারে একখানি পত্র লেখা হউক। সম্মুখে বর্ণা। এই সময় কোন রূপ গোলযোগ বাধাইলে যুদ্ধকরা কষ্টকর হইবে। বর্ষা সানে যুদ্ধ করিবার সুবিধা। সেই সময় ইংরেজের সাহায্য পাইবারও অনেক প্রত্যাশা আছে।” \*

শক্ৎজঙ্গ সৈয়দ গোলাম হোসেনের পরামর্শ না লইয়া সিরাজুদ্দোলাকে এই মর্মে পত্র লিখেন,—“আমি বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব। তুমি আমার আত্মীয়। তোমার কোন ক্ষতি করিব না। তুমি রাজ্য ধন আমাকে অর্পণ করিয়া পূর্ব-বঙ্গের যথা ইচ্ছা চলিয়া যাও।” রাজমহলে রাসবিহারীর নিকট এই পত্র প্রেরিত হয়। রাস-বিহারীর নিকট হইতে সিরাজ অবশ্য এই পত্র প্রাপ্ত হন। পত্র পাইয়া সিরাজুদ্দোলার কোপানল প্রজুলিত হইয়া উঠে। তিনি তদন্তেই আপন

\* ইংরেজের নিকট সাহায্য পাইবার প্রত্যাশা আছে, এ কথায় সহসা কাহার না সন্দেহ হয়? সিরাজের বিপক্ষে মীরজাফর প্রমুখ মুরশিদাবাদের সন্ত্রান্ত ব্যক্তিরা যে বড়ুয়ন্ত করিয়াছিলেন, তাহাতে ইংরেজেরও সংস্কৰণ ছিল।

সেনাপতিদিগকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইবার জন্য আদেশ করিলেন। বিহারের সহকারী শাসনকর্তা রাজা রামনারায়ণের প্রতি হৃকুম হইল, তিনি যেন সৈন্যগণ লইয়া পূর্ণিয়া আক্ৰমণ করেন। অতঃপর সিরাজ স্বয়ং সৈন্যসহ রাজমহলের দিকে অগ্রসর হন। তাহার সেনাপতি রাজা মোহনলাল অপর এক দল সৈন্য লইয়া অপর দিকে যাত্রা করেন।

সিরাজের যুদ্ধাভাবের বার্তা পাইয়া শকঃজঙ্গ আপন মৈনাধ্যক্ষদিগকে যুদ্ধার্থ আদেশ করেন। ব্রাবণ্ডজের নিকট একস্থানে শকঃজঙ্গের সেনারা শিবির স্থাপন করেন। যে স্থানে সেনানিবেশ হইয়াছিল, তাহার সম্মুখে জলাহৃষি এবং চারিদিকে হৃদ ছিল। জলার মধ্যে কেবলমাত্র একটী পথ ছিল। শকঃজঙ্গের সেনাপতিরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভাবে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। পরে শকঃজঙ্গ সৈন্যসহ আসিয়া উপস্থিত হন। এই সময় সিরাজসৈন্য অগ্রসর হইয়া শকঃজঙ্গের শিবির অভিমুখে গোলাবর্ষণ করিল।

উভয় পক্ষে গোলা চলিয়াছিল। কিন্তু শকঃজঙ্গের সৈন্যমণ্ডলে শৃঙ্খলা ছিল না। এই বিশৃঙ্খল

অবস্থায় শ্যামসুন্দর নামে শকঃজঙ্গের এক জন হিন্দু সৈন্যাধ্যক্ষ অসম সাহসে ও বিপুল বীর্যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন ।

শকঃজঙ্গ তাঙ্গে উন্মত্ত ; বারাঙ্গনা বাইজির মধুর তানে বিমোহিত । এদিকে তাহার সেনাগণ সিরাজসৈন্যের প্রবল প্রতাপে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল । বিষম অবস্থা বুঝিয়া সেনাপতিরা ভাস্ফমত শ্লথশক্তি শকঃজঙ্গকে একটী হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ কর্ত্তাহ্যা যুদ্ধক্ষেত্রে আনয়ন করেন । যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইবামাত্র সিরাজসৈন্যের এক ভীম গোলার আঘাতে তিনি হস্তী হইতে পতিত হইয়া প্রাণ বিসর্জন করেন । শকঃজঙ্গের এই অবস্থা দেখিয়া তদীয় সৈন্যগণ পলায়ন করে ।

হই দিন পরে রাজা মোহনলাল পূর্ণিয়ায় প্রবেশ করিয়া ধন-রত্নরাজি হস্তগত করেন এবং আপন পুত্রকে পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা করিয়া অন্তঃ-পুরের স্ত্রীলোকদিগকে মুরশিদাবাদে পাঠাইয়া দেন । \*

ইংরেজ বিতাড়িত ; শকঃজঙ্গ নিহত ; হই

---

\* শকঃজঙ্গের বিস্তারিত বিবরণ মূলক্ষয়ীণে বর্ণিত আছে ।

মহাশক্রদায় হইতে নিস্তার পাইয়াছেন ভাবিয়া  
সিরাজ আপনাকে অনেকটা নিশ্চিন্ত ভাবিয়া-  
ছিলেন । . জয়োল্লাসে মুরশিদাবাদ পূর্ণ প্রবাহে  
উদ্বেল হইয়া উঠিল । হতভাগ্য সিরাজ ত  
তখন বুঝেন নাই, যত্যন্ত্রের কি পূর্ণপ্রদীপ্ত  
নিত্য-ঘূর্ণমান মহাচক্রের মধ্যে তিনি অধৃয়ষিত !  
তিনি ত বুঝেন নাই, নবাবী মসনদের মহালক্ষ্মী  
ভবিষ্যদ্ব বিভীষিকার বিরাট বিশাল ঘবনিকা ধীরে  
ধীরে আকৃষ্ণিত করিতে করিতে সতর্ক পদক্ষেপে  
কোন্দিকে অগ্রসর হইতেছেন !

---

## মাদ্রাজে মন্ত্রণা ।

——————

সিরাজ নিশ্চিন্ত ছিলেন ; ইংরেজ কি নিশ্চিন্ত  
থাকিতে পারেন ? কলিকাতা-চুর্গের অধঃপতনে  
ভারতে ব্রিটিশ বণিকের ভবিষ্যদ্ব হৰ্ভাগ্য সূচিত  
হইয়াছিল । বণিকের বাণিজ্য-বিলুপ্তির আশঙ্কা  
অপেক্ষা দুর্ভাবনা বা হৰ্ভাগ্যসূচনা আর কি আছে ?  
কলিকাতায় যখন ইংরেজ বণিক ঈদৃশ হস্তসর্বস্ব

এবং হতবিক্রম, তখন বাণিজ্য-সম্বন্ধির সম্ভাবনা  
কোথায়? তাই কলিকাতা-হুগের পতনসংবাদে  
মাদ্রাজে ইংরেজ কোম্পানীর প্রভু-শক্তি বাত্যা-  
বিক্ষুল সাগরবৎ বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল।  
দাক্ষিণাত্যে “আরকট অবরোধে”র পর হইতে নানা  
সংঘর্ষণে ইংরেজ কোম্পানী বিজয় লাভ করিয়া  
বাণিজ্যসম্বন্ধে বড় আশান্বিত হইয়াছিলেন।  
তদপেক্ষা একটা উচ্চতর আশাও তাঁহারা হৃদয়ে  
পোষণ করিতেছিলেন। সত্য সত্যই তখন ভার-  
তের শাসনশক্তিরই একটা আশাক্ষুর ইংরেজ  
বণিকের হৃদয়ে উদ্ভুত হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায়  
কলিকাতার পতনসংবাদে মাদ্রাজের কর্তৃপক্ষ যে  
মর্মাহত হইবেন, তাঁহাতে আর বৈচিত্র্য কি?  
তবে এ দারুণ মর্মাঘাতে কলিকাতার পুনরুদ্ধার  
জন্য একটা উৎকট উত্তেজনা উদ্ধিত হইয়াছিল।

১৫ই জুলাইয়ের পূর্বে মাদ্রাজে কাশীমবাজার-  
পতনের সংবাদ পেঁচায় নাই। যখন সিরাজ  
কলিকাতা আক্রমণ করেন, তখন ড্রেক সাহেব এবং  
তৎপশ্চাত্য অন্যান্য ইংরেজ পলায়ন করিয়া পলতায়  
আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাঁহারা পলতার নিকটেই

জাহাজের উপর অবস্থিতি করিতেছিলেন। পলতা  
অস্বাস্থ্যকর বলিয়া কেহ সাহস করিয়া জাহাজ  
হইতে অবতরণ করেন নাই। তথাকার অনেক  
গৃহাদি গোলাঘাতে জীর্ণ হইয়াছিল। কাজেই  
জাহাজে অবস্থিতি ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না।  
পলতায় ওলন্দাজদিগের জাহাজ রাখিবার প্রধান  
আড়ত। নবাবের ভয়ে ওলন্দাজেরা এবং অন্যান্য  
অধিবাসীরা ইংরেজদিগকে কোনরূপ সাহায্য  
করিতে অগ্রসর হন নাই। নবাব কলিকাতা পৌরি-  
ত্যাগ করিলে পর এদেশের লোকেরা ইংরেজ-  
দিগকে আহারাদি সম্বন্ধে সাহায্য করিয়াছিল।

পলায়িত ইংরেজমণ্ডলী এই দারুণ হৃদিশার  
জন্য ড্রেক সাহেবকে দোষী করিয়াছিলেন।  
মনোভঙ্গে ও মতভেদে বাস্তবিক তখন ইংরেজদের  
মধ্যে একটা বিষম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল।  
তবে ইংরেজের সৌভাগ্য এই যে, এইরূপ বিশৃঙ্খলা  
সত্ত্বেও সকলে গবরণর ও কোনিলের কর্তৃত্ব  
স্বীকার করিছিয়ালেন। জুলাই মাসের প্রথমে  
গবরণর ড্রেক সাহেব, এক জন সামরিক কর্মচারী-  
সহ সিবিলিয়ন মানিংহাম সাহেবকে মাঝাজে

পাঠাইয়া দেন। মার্ডাজের কর্তৃপক্ষরা তাহাদের মুখ হইতে ইংরেজের হৃসংবাদ পাইয়া ব্যথিত হইয়াছিলেন। বিশেষ এই সময় ইংলণ্ড হইতে সংবাদ আসিয়াছিল যে, ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ হইতেছে। তখন কি করা কর্তব্য নির্দ্বারণার্থ সকলেই পরামর্শ করিতে লাগিলেন। পরামর্শে সিদ্ধান্ত হইল, বাঙ্গালায় ইংরেজের দুর্গাদি স্থূল করা কর্তব্য। এইরূপ কর্তব্যনির্দ্বারণ করিয়া মার্ডাজের কর্তৃপক্ষরা হই শত ত্রিশ জন সৈন্যসহ মেজর কিল পেটরিককে বাঙ্গালায় প্রেরণ করেন।

৫ই আগস্ট মার্ডাজের কর্তৃপক্ষরা কলিকাতাপতনের সংবাদ পাইয়া কিংকর্তব্যবিমুচ্চ হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সময় পিগট সাহেব মার্ডাজের গবরণর ছিলেন। তিনি সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া ধার্য্য করিলেন, যেরূপেই হউক বৈরনির্যাতন করিয়া কলিকাতার উদ্ধার সাধন করিতেই হইবে। পিগট স্বয়ং বৈরনির্যাতনকল্পে সৈন্যাধ্যক্ষপদ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন; কিন্তু হৃঃথের বিষয়, রণকোশলে তাহার তাদৃশ ভূয়োদর্শন ছিল না; অধিকন্তু তিনি যত সৈন্য লইয়া যুদ্ধযাত্রা

করিতেছিলেন, তাহার অন্যান্য সঙ্গী কর্তৃপক্ষ তত সৈন্য সরবরাহ করা অসম্ভব বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। স্বতরাং পিগটের সৈন্যাধ্যক্ষ-পদ গ্রহণের চেষ্টা বিফল হইল।

উপস্থিত বিপত্তি-গ্রাণের উপায় কি? কলিকাতার পুনরুদ্ধার ভিন্ন ত ভারতে ইংরেজের অস্তিত্ব একরূপ অসম্ভব। সেই জন্য সাগর-লঙ্ঘনবৎ দুষ্করাদপি দুষ্করকার্য-ভার কাহার উপর সমর্পিত হইবে, তাহাই হইল বিষম ভাবনার বিষয়। যিনি মনে করিলে, রণক্ষেত্রে মুহূর্তে ৫০।৬০ সহস্র সৈন্য সমাবেশ করিতে পারেন, তাহার সঙ্গে সহস্রাধিক-মাত্র সৈন্য-সহায়ে যুদ্ধ করা অমানুষিক অসমসাহস্রের কাজ। সে সাহস কাহার আছে? কর্ণেল আলডরকন্ সাহসী ও শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন বটে; কিন্তু ভারতে কোথায় কি ভাবে কেমন করিয়া যুদ্ধ করিতে হয়, সে সম্বন্ধে তাহার কিঞ্চি-মাত্র অভিজ্ঞতা ছিল না। তাহাকে বিশ্বাস না করিবারও আর একটা বিশেষ কারণ ছিল। তিনি ইংলণ্ডের শ্বরপ্রেরিত কোন সেনাদলের অধ্যক্ষ স্বরূপে ভারতে অবস্থিতি করিতেছিলেন, ত্রিটিশ

বণিককোম্পানীর শাসনশক্তি মানিতে কোনরূপেই  
বাধ্য ছিলেন না : সুতরাং তাহার প্রতি যুদ্ধভাব  
সমর্পণ করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইল না  
কলিকাতা-পতনের প্রতিশোধ লইবার ঘোগ্যপ্রাপ্ত  
একমাত্র কর্ণেল লরেন্স। তিনি যদি অস্থস্থ ন  
হইতেন, তাহা হইলে তাহাকেই মনোনীত করা  
হইত ।

উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে অবশিষ্ট রহিলেন  
আর্কটিবিজয়ী বীর ক্লাইব। ক্লাইবের সাহসপ্রতিষ্ঠা  
তখন পূর্ণমাত্রায় সমৃদ্ধিত । যখন পর্যায়ক্রমে  
অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের কলিকাতায় যুদ্ধ-  
যাত্রা করিবার পক্ষে একটা না একটা বিস্রবাধা  
আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল, তখন সেই দুঃ-  
সাহসিক দুরন্ত ক্লাইবের প্রতি একেবারে সকলের  
দৃষ্টি পতিত হইল। অর্মি \* সাহেব, ক্লাইবকে  
সেনাপতি-পদে বরণ করিবার জন্য, প্রথম প্রস্তাব  
করেন। কর্ণেল লরেন্স কর্তৃক সে প্রস্তাব সমর্থিত  
হয়। তখন সকলে এক বাকেয় ক্লাইবকে সৈন্যাধ্যক্ষ-  
পদে অভিযন্ত করিলেন। সহস্রাধিক মাত্র সৈন্য

\* ইনিই ‘History of Hindostan’ নামক গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

লইয়া বিপুল বলসম্পন্ন হৃদর্শ নবাব সিরাজুদ্দেলার  
সঙ্গে যুদ্ধ করা বড় সহজ কথা নহে। ক্লাইব তাহা  
কুবিয়াও আপনার গৌরব-ক্ষয়-ভয়ে কেবল অসীম  
সাহসে নির্ভর করিয়া সহযোগীদের অম্ভতময়ী  
অভিযেক-বাণী মন্তক পাতিয়া লইয়াছিলেন।

সিদ্ধান্ত হইল, কলিকাতার ভূতপূর্ব গৰণ্ড এবং  
কৌশিল, অসামরিক এবং ব্যবসায়িক শক্তি সঞ্চা-  
লন করিবেন; কিন্তু সকল সামরিক ব্যাপ্তিরে  
ক্লাইব সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চলিবেন। মিঃ মানিং-  
হাম ইহাতে আপত্তি তুলিলেন। কলিকাতা  
আগ্ৰহণকালে এই মানিংহাম সাহেব, সর্বাগ্রে  
পলায়নের পথ দেখিয়াছিলেন এবং অন্তান্ত পলা-  
তকদিগের প্রতিনিধিস্বরূপে মাদ্রাজে প্রেরিত হই-  
য়াছিলেন। আপত্তি খুব সুদৃঢ় ভাবেই উথিত  
হইয়াছিল; কিন্তু কিছুতেই টিকিল না।

অল ডৱনকে সৈন্যাধ্যক্ষপদ প্রদান করা হয়  
এবলিয়া ক্ষেত্ৰোয়ে তাহার দারুণ মৰ্মদাহ  
য়ে টিয়াছিল। প্রত্যক্ষপ্রামাণে সে মৰ্মদাহ ফুটিয়াও  
বাহির হইয়াছিল।

ক্লাইব স্থলভাগে সৈন্য সঞ্চালনের ভার

পাইলেন ; আডমিরল ওয়াটসন রণ-পোতের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইলেন । বঙ্গের বৈরনিয়াতনকলে নয়শত ইউরোপীয় এবং পনের শত মাত্র সিপাহী সৈন্য সংগঠীত হইয়াছিল । ক্লাইব ও ওয়াটসন অসমসাহস্রে অকুল পাথারে ঝাঁপ দিলেন । এই সামান্য সংখ্যক সৈন্য লইয়া, তাঁহারা পাঁচখানি রণপোতে আরোহণ করিলেন ।\* পাঁচখানি পোতে ২৬৪টী কামান ছিল । এতদ্ব্যতীত রসদাদি বহনার্থ তাঁহারা আর পাঁচখানি পোত সঙ্গে লইয়াছিলেন । আডমিরল ওয়াটসন একখানি পোতে আপন পতাকা উড়াইয়া দিলেন । ক্লাইব অপেক্ষানিতে আরোহণ করিলেন । দাক্ষিণাত্যে নবাব সলিমজঙ্গ এবং আরকটের নবাব মহম্মদ আলি মিরাজুর্দোলাকে ভয়মৈত্রো প্রদর্শন করিয়া এই ভাবে পত্র লিখিয়া ছিলেন যে, তাঁহার দ্বারা ইংরেজ কোম্পানীর যে ক্ষতি হইয়াছিল, ত্বরায় তাহার পূরণ করিয়া দিতে উইবে । ক্লাইব এই পত্রগুলি সঙ্গে করিয়া লইয়াছিলেন । †

\* পাঁচখানি রণপোতের নাম,—কেণ্ট, কম্বলাঞ্চ, টাইগার, সলস্বার্ড এবং ব্রিজওয়াটার ।

† এই পত্রে অক্ষকৃপের উল্লেখমাত্র ছিল না ।

সকলেই সুসজ্জিত । বন্দর পরিত্যাগ করিবার অপেক্ষামাত্র । এই সময় এক ঘোর বিভ্রাট উপস্থিত হইল । মাদ্রাজের ব্রিটিশ বণিক আপনাদের পোতসমূহে আলডরকনের কর্তৃত্বাধীন ইংলণ্ডের কতিপয় সৈন্য, কামান এবং রসদাদি তুলিয়া দিয়া-ছিলেন । আলডরকন পূর্বাপমানের প্রতিশোধ লইবার অবসর বুঝিয়া বণিক-পোত হইতে আপনার যাবতীয় সৈন্যাদি নামাইয়া লইলেন । সেও প্রায় দুই শত জন হইবে ।

সাহসী নির্ভৌক ক্লাইব তাহাতেও কিঞ্চিৎমাত্র বিচলিত না হইয়া অদম্য বীরদণ্ডে বুক বাঁধিয়া ১৮৫৬ সালের ১৬ই অক্টোবর মাদ্রাজ বন্দর পরিত্যাগ করেন ।

## কলিকাতায় ক্লাইব ।

পথে বাত্যাবর্তে বহু বিঘ্ন সংঘটিত হইয়াছিল ;  
কিন্তু বিধি যা'রে সুপ্রসন্ন, তা'র বিপদ কতক্ষণ ?  
শকল বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ক্লাইব ও ওয়াট-  
সন সাহেব ১৫ই ডিসেম্বর পলতায় আসিয়া

উপস্থিত হন। দুইখানি বাদে অবশিষ্ট কয়েকখানি  
জাহাজ ২০শে ডিসেম্বর তথায় আসিয়া তাহাদের  
সহিত মিলিত হয়। কম্বলাণ্ড নামক রণপোতা ত  
খানি সর্বাপেক্ষা বহু। সেই খানিতে আডমিরাল  
পিগট সাহেব ছিলেন। তাহার সঙ্গে প্রায় আড় কুই  
শত ইউরোপীয় সৈন্য ছিল। সেইখানি আসেনা তি ;  
আর আসে নাই, মার্লবোর্ন নামক একখন তানি  
জাহাজ। এ খানিতেও অনেকগুলি কামান ছিল না।

ক্লাইব কাহারও জন্য অপেক্ষা করিতে চাই-ছি-  
লেন না। ইতিপূর্বে ক্লাইব বঙ্গোপসাগরে পৌর্ণাঙ্গ-  
যাই নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে পত্র লিখিয়াছিলেন, য  
মে পত্রের মর্ম পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। এ পত্রের তিনি কিন্তু উত্তর পান নাই। যাহাই হইক,  
তিনি যুদ্ধার্থে দৃঢ় সংকল্প করিয়াছিলেন। এর  
আগষ্ট তারিখে মেজর কিলপেট্রিক দুই শত ত্রিশ টু  
সৈন্য লইয়া পলতায় উপস্থিত হইয়া শিবির স্থাপন  
করিয়াছিলেন। এখানে প্রায় অর্ধেক সৈন্য  
ব্যারামে মারা পড়িয়াছিল। যখন ক্লাইব আসিয়া  
উপস্থিত হন, তখন পেট্রিকের অধীন ত্রিশ জনের  
অধিক যুদ্ধক্ষম সৈন্য ছিল না। ক্লাইব তাহাতেও

অক্ষেপ না করিয়া একেবারে কলিকাতা অভিমুখে  
যাত্রা করিতে দৃঢ়সংকল্প হন ।

সিরাজুদ্দোলার নামে ক্লাইব যে সব পত্র  
আনিয়াছিলেন, পলতায় পেঁচিয়াই, তিনি তাহা  
নবাবের নিকট পেঁচাইয়া দিবার জন্য কলিকাতার  
তৎকালিক গবরণর মাণিকচাঁদকে পাঠাইয়া দেন ।  
মাণিকচাঁদ উত্তরে লিখিয়া পাঠান,—“পত্র নবাবকে  
পাঠাইতে পারিব না ।”

১৫ই ডিসেম্বর ওয়ার্টসন সাহেব নবাবকে  
পত্র লিখিয়াছিলেন । অঙ্কুপবিচারে এ পত্রের  
মৰ্ম প্রকাশিত হইয়াছে । কলিকাতা এবং হগলী  
পুনরধিকৃত হইবার পূর্বে ওয়ার্টসন এ পত্রের কোন  
উত্তর প্রাপ্ত হন নাই ।

যুদ্ধ অনিবার্য, এই সিদ্ধান্ত করিয়া ওয়ার্টসন  
ও ক্লাইব কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন ।  
২৭শে ডিসেম্বর তাহারা মায়াপুরে উপস্থিত হন ।  
এইখানে সৈন্যেরা জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া  
বজ্বজ-হুর্গাভিমুখে যাত্রা করে । \*

\* বজ্বজ কলিকাতার দক্ষিণ-পূর্বে । ছয় ক্রোশ পথ হইবে ।  
মায়াপুর বজ্বজের পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণ ।

ক্লাইব স্থল-পথে সৈন্য সঞ্চালন করিয়া দারুণ কষ্টে বজ্বজের নিকট একটা স্থল অধিকার করিয়া লন। সেই খানে পথশ্রম-ক্লান্ত সৈনিকগণ নির্দিষ্ট হইলে শক্রগণ কর্তৃক আক্রান্ত হয়। আক্রমণ জাগরিত হইয়া সকলেই ভীত, চকিত ও স্তন্ত্রিত হইয়া পড়ে। কেবল ক্লাইবের রণেৎসাহবাকে উভেজিত হইয়া তাহারা শক্রগণসনে অদম্য বিক্রমে যুবিয়াচিল। মাণিকচাঁদের সমতিব্যাহারে তিনি সহস্রাধিক অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য ছিল অকস্মাৎ একটা গোলা তাহার উষ্ণীষের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যায়। ইহাতে তিনি ভীত হইয়া, হস্তীকে ফিরাইয়া, রণে ভঙ্গ দিয়া, পলায়ন করেন।

ক্লাইব যখন স্থলপথে মাণিকচাঁদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, ওয়াটমন সাহেব তখন নদীবক্ষ হইতে বজ্বজ্ব দুর্গে গোলাবর্ষণ করিতেছিলেন। দুর্গ হইতেও তদুত্তরচলে গোলা বর্ষিত হইয়াচিল। দুর্গের গোলাবর্ষণ বহুক্ষণ স্থায়ী হয় নাই। দুর্গের বর্ষণ থামিল ; কিন্তু দুর্গবাসীরা বশ্তুতা স্বীকার করিল না। কেণ্ট রণপোতে সহপায় নির্দ্ধারণার্থ একটা সতা বসিয়া গেল। সতায় সিদ্ধান্ত হইল,

কাহিবই সৈন্য স্থল-পথে দুর্গ আক্রমণ করিবেন। দুর্গটি সুদৃঢ় ; ঘৃতিকায় নির্মিত ; সলিলপূর্ণ পরিখায় পরিবেষ্টিত। পর দিন দুর্গ আক্রমণ করা আইবে, ইহাই স্থির সঞ্চল হইয়া রহিল। স্থল-ভাগে শিবিরের মধ্যে এবং নদী-বক্ষে পোত-কক্ষে সেনাসমূহ ঘটাকর্তকের জন্য বিশ্রাম লাভার্থ নির্দ্দিয়াইবার উপক্রম করিল।

অকস্মাত নদী-তটে একটা মহা জয়োল্লাসের কোলাহল উথিত হইল। পোতারোহী আর্ডমিরল ওয়াটসন সংবাদ পাইলেন, দুর্গ অধিকৃত হইয়াছে। যে কোশলে দুর্গ অধিকৃত হইয়াছে, তাহা শুনিয়া তিনি চমৎকৃত হইলেন।

শিবিরে প্রগাঢ় শান্তি বিরাজমান। এমন সময় প্রিবান নামে এক “মাল্লা” যদি থাইয়া, “নেশায়” কথাক্ষে উৎফুল্ল হইয়া, দুর্গের কোন ভগ্নাংশ দিয়া, দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করে। সেই সময় দুর্গ কতকগুলি মুসলমান তাহাকে দেখিতে পাইয়া আক্রমণ করে। সেও ‘অসি’ ও ‘পিস্তল’ সাহায্যে সুদৃঢ় বিক্রমে অনেকক্ষণ যুবিয়াছিল। তাহার তরবারীর বাঁট ভাঙ্গিয়া যায় ; কিন্তু তাহাতে সে নিরসাহ

না হইয়া, গভীর গর্জনে, অতুল সাহসে, প্রাণপণে  
যুবিতে লাগিল। সেই সময় দৈবক্রমে আরও  
কয়েকজন সশস্ত্র মালা তথায় গিয়া উপস্থিত হয়  
ক্রমে সমস্ত ব্যাপার ব্রিটিশ শিবিরে বিজ্ঞাপিত  
হইলে, দলে দলে ব্রিটিশ সৈন্য উপস্থিত হইয়া,  
দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করে। দুর্গ অধিকৃত হইল।  
ইতিপূর্বে যখন দুর্গ হইতে গোলাবর্ষণ থামিয়া  
যায়, তখন অনেকে দুর্গ হইতে পলায়ন করিয়া-  
ছিল; কয়েকজনমাত্র দুর্গে অবস্থিতি করিতেছিল।  
তাই বোধ হয়, তত সহজে দুর্গ অধিকৃত হইল।

৩০শে ডিসেম্বর বজবজ, দুর্গ অধিকৃত হয়।  
সেই দিন অপরাহ্নে জল-পথে ব্রিটিশ সেনা এবং  
স্থল-পথে সিপাহী সৈন্য কলিকাতা অভিমুখে  
অগ্রসর হয়।

১৭৫৭ খঃ অক্টোবর ১লা জানুয়ারি টানার ইষ্টক-  
নির্মিত দুর্গটী ইংরেজ কর্তৃক অধিকৃত হয়। এত-  
দ্ব্যতীত আর একটী মুক্তিকা নির্মিত দুর্গও ব্রিটিশ-  
বাহিনীর করতলগত হইয়াছিল।

২রা জানুয়ারি ব্রিটিশ রণপোত কলিকাতায়  
ভাগীরথীর বক্ষে প্রাচীন দুর্গের সম্মুখে উপস্থিত

হয়। দুর্গ হইতে অবিরল ধারে ব্রিটিশ পোতাভিমুখে গোলা বর্ষিত হইতে লাগিল। ব্রিটিশ বাহিনীও বিচ্ছিন্ন বিক্রমে দুর্গের দিকে গোলা বর্ষণ করিল। ওদিকে ক্লাইব স্টল-পথে আসিয়া সহর আক্রমণ করেন। দুর্গাধিকারীরা অত্যন্ত বিপদ বিবেচনা করিয়া, রণে ভঙ্গ দিয়া, পলায়ন করে। এই সময় কতকগুলি প্রাচীন নগরবাসী নদীতট হইতে হস্তসঞ্চালন করিয়া, পোতবাসী ব্রিটিশ সেনাপতিকে বিজয়বাঞ্চা বিজ্ঞাপিত করিল। একটী রংকের উপর একটী ব্রিটিশ পতাকা উড়ীন হইল। আড়মিরল ওয়াটসন দুর্গাধিকার জন্য তদন্তেই কাণ্ডেন কিংকে পাঠাইয়া দিলেন। দুর্গ সুরক্ষিত হইল। কাণ্ডেন কুট এই নববিজয়ে গবরণের নিযুক্ত হইলেন। কয়েক মাস পূর্বে যে দুর্গ হইতে ব্রিটিশ জাতি জয়ন্ত বন্ধ বরাহবৎ বিতাড়িত হইয়াছিল, ধিতার কৃপায় ব্রিটিশ কর্তৃক তাহা পুনরাধিকৃত হইল।

দুর্গ পুনরাধিকৃত হইল বটে; কিন্তু দুর্গের কর্তৃত্বকল্পে একটা মহা গোলযোগ উদ্ধিত হইল। কাণ্ডেন কুক আড়মিরল ওয়াটসন কর্তৃক গবরণে

নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ক্লাইব কিন্তু কর্তৃত্ব চাহেন। ক্লাইবকে ওয়াটসনের লিখিত নিয়োগপত্র দেখান হইল। ক্লাইব তাহা মানিলেন না। আডমি-রল ওয়াটসনের নিকট সংবাদ গেল। ওয়াটসন সাহেব কাপ্টেন স্পেকিকে দিয়া বলিয়া পাঠাই-লেন, ক্লাইবের কর্তৃত্বাধিকার কিসে? তহুতরে ক্লাইব বলিয়া পাঠাইলেন,—“আমি ইংলণ্ডেশ্বরের নিযুক্ত কর্ণেল এবং সকল সেন্ট্রের অধ্যক্ষ; অত-এব কর্তৃত্বাধিকার আমারই।” স্পেকি ওয়াটসনের নিকট ফিরিয়া গেলেন। ওয়াটসন আবার বলিয়া পাঠাইলেন,—“তুমি যদি দুর্গ পরিত্যাগ না কর, তাহা হইলে তোমাকে গুলি করিব।” নিভৌক ক্লাইব তাহাতে বিচলিত হইলেন না। তিনি কর্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করিলেন না। ওয়াটসন সাহেব পুনরায় ক্লাইবের পরম বন্ধু কাপ্টেন লাথেমকে পাঠাইয়া দিলেন। উভয়ে ধৌর ও শান্তভাবে কথাবার্তা হইতে লাগিল। ক্লাইবের নির্বন্ধাতিশয় অনেকটা কমিয়া আসিল। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন,—যদি ওয়াটসন সাহেব স্বয়ং আসিয়া দুর্গাধিকার করেন, তাহা হইলে তাহার কোন আপত্তিথাকিবে না। ওয়াটসন

এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া স্বয�়ং দুর্গমধ্যে আগমন করেন। তখন ওয়াটসনের হস্তে দুর্গের চাবি অর্পিত হইল। বিধাতা স্বপ্নসন্ধি। সকল গোল মিটিয়া গেল। ওয়াটসন সাহেব ভূতপূর্ব গবরণর ডেক ও তদীয় কোঙ্গিলের উপর দুর্গভার অর্পণ করেন। ইহারা ক্লাইবের নির্বাঙ্কাতিশয়ে বাধ্য হইয়া নবাবের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

পূর্বে নবাব যখন কলিকাতার দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন, তখন অনেক বাণিজ্য দ্রব্য দুর্গমধ্যে নিহিত ছিল। এ সব নবাবের ভোগ্য বিবেচনা করিয়া মৈনুগণ তাহা অবিকৃত অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া যায়। এ পর্যন্ত সে সব অবিকৃতাবস্থায় ছিল। সৌভাগ্য-সূচনা আর কাহাকে বলে? বজ্বজ-দুর্গ অন্নায়াসে অধিকৃত হইল; কলিকাতা-দুর্গের পুনরুদ্ধারে তাদৃশ শ্রম স্বীকার করিতে হয় নাই। ইহার পর হগলীও অন্নায়াসে ব্রিটিশ বণিকের করতলস্থ হয়। পলাসী-ফ্রেঞ্চে কেবল চাতুর্য-কোশলে বিজয়-পতাকা উড়ীন হইয়াছিল। ব্রিটিশ বণিকের সে সৌভাগ্যস্তর পাঠকবর্গকে ক্রমে ক্রমে প্রদর্শিত হইবে।

## সিরাজের যুদ্ধ-যাত্রা।

---

বজ্বজ্ব হুগ ইংরেজের অধিকারভুক্ত হইলে মাণিকচাঁদ মুরশিদাবাদের নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে সে সংবাদ প্রদান করেন। ইতিপূর্বে নবাব ইংরেজের আগমন-বার্তা প্রাপ্ত হইয়া বিপুল বল সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন ; এক্ষণে মাণিকচাঁদের নিকট হইতে বজ্বজ্ব হুগ-পতনের সংবাদ পাইয়া তিনি যুদ্ধযাত্রার উদ্দেয়োগ করিতে লাগিলেন।

কলিকাতায় সংবাদ আসিল, নবাব বহু সৈন্য সমত্বব্যাহারে যুদ্ধার্থ আগমন করিতেছেন। তখনই কলিকাতার বিজয়ী ব্রিটিশ বণিক ‘পূর্বাহ্নে’ ই হগলী আক্রমণ করিবার সংকল্প করেন। হগলী আক্রমণার্থ ১৫০ মাল্লা, ২০০ ইউরোপীয় সৈন্য এবং ২৫ শত সিপাহী প্রেরিত হইল। ব্রিটিশের সৌভাগ্যবলে হগলী অল্লায়াসে অধিকৃত হইল। অধিকার-প্রক্রিয়া পুঁজানুপুঁজ বর্ণন এ প্রসঙ্গে নিষ্পত্তিযোজন।

ব্রিটিশ বণিকের এই বিজয়-বার্তা ইংলণ্ডের

কর্তৃপক্ষকে বিদিত করিবার জন্য আড়মিরল  
ওয়াটসন কাণ্ডেন রিচার্ড কিংকে ইংলণ্ডে প্রেরণ  
করেন।

সিরাজুদ্দৌলার ক্ষেত্রে সীমা রহিল না।  
তিনি তখন সৈন্য কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা  
করিলেন। ইতিপূর্বে ওয়াটসন সাহেব তাহাকে  
যে পত্র লিখিয়াছিলেন, এখন নবাব তাহার উত্তর-  
চ্ছলে ৭৫৭ সালের ২৩শে জানুয়ারি তারিখে  
এই মর্মে পত্র লিখেন,—

“তেক আমার আজ্ঞা অবজ্ঞা করিয়া আমার  
শাসনযোগ্য প্রজাকে আশ্রয় দিয়াছিল। সেই  
জন্য আমি কলিকাতা আক্রমণ করি এবং ব্রিটিশ  
কোম্পানীকে তাড়াইয়া দিই। তোমরা যদি শাস্তি  
সওদাগরের মতন ব্যবহার কর, তাহা হইলে  
তোমাদের ভাবনা থাকিবে না; কিন্তু যদি মনে  
কর, আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া, আপনাদের বাণিজ্য-  
স্থাপনে সক্ষম হইবে, তাহা হইলে যথাভিলুচ্চি  
করিতে পার।”

এতদুর্ভাবে ওয়াটসন সাহেব এই ভাবে পত্র  
লিখিয়াছিলেন,—

“আপনি ডেকের ব্যবহার সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃত নহে। স্বকর্ণে সকল শুনিয়া বা স্বচক্ষে দেখিয়া কোন কার্য্য না করা রাজাৰ কৰ্তব্য নহে। আপনাৰ কুপরামশদাতাদিগকে দণ্ড দিন; আমাদিগকে সন্তুষ্ট কৰুন; যাহাৱা আপনাৰ দ্বাৰা অত্যাচারিত ও বঞ্চিত হইয়াছে, তাহাদেৱ সন্তোষ-সাধনে কৃতসংকল্প হউন। ডেকেৱ বিচার কোম্পানী কৱিবেন।”

ওয়াটসন সাহেবেৰ পত্ৰে ব্ৰিটিশ পক্ষেৱ দোষ স্বীকৃত হইতেছে। নবাব অকাৱণে কলিকাতা আক্ৰমণ কৱিয়া ইংৰেজকে কলিকাতা হইতে তাড়াইয়া দেন নাই। পৰে ক্ৰমে ক্ৰমে সিৱাজ-চৱিত্ৰেৰ স্পষ্ট পৱিচয় পাইবেন।

ব্ৰিটিশ বণিক হগলী অধিকাৰ কৱিয়াছিলেন। সিৱাজুদ্দোলাৰ ক্ৰেত্ব হওয়া অস্বাভাৱিক নহে। তবুও তিনি যুক্তে লোকক্ষয় হইবে ভাবিয়া শাস্তিৰ প্ৰত্যাশায় ইংৰেজ বণিকেৱ ক্ষতিপূৰণ কৱিতে ও তাহাদেৱ দাবী দাওয়াৱ প্ৰাৰ্থনা শুনিতে প্ৰস্তুত হন। তিনি পত্ৰে স্বল্পাক্ষৰে লিখিয়াছিলেন,— “পূৰ্বে আমাৰ সৈনিকগণ কৰ্ত্তক কলিকাতা-হুগে

ইংরেজের দ্ব্যাদি লুষ্টিত হইয়াছিল, তাহা হইলেও  
আমি তৎক্ষতিপূরণে অসম্ভব নহি।” কেবল  
ইহাই নহে, ইংরেজ ইতিহাসে নরাকার পিণ্ডচ-  
রূপে বর্ণিত নবাব সিরাজুদ্দোলা বলিয়াছিলেন,—  
“তোমরা খৃষ্টান ; অবশ্যই অবগত আছ, কোন  
রকমে বিবাদ-বিসম্বাদ না রাখাই কর্তব্য। তবে  
যদি তোমরা তোমাদের কোম্পানীর এবং অন্যান্য  
বণিকের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া যুদ্ধ করিতে  
ক্ষতসংকল্প হও, তাহা হইলে দোষ আমার নহে ;  
আমি কিন্তু এমন লোক-ক্ষয়কর যুদ্ধের বাসনা  
করি না।”

এই কি নারকী গৃহংস পাপাচারী নরপিণ্ডচের  
কা ? সিরাজুদ্দোলা শান্তিকামী ; অথচ তেজস্বী  
পত্রে তাহার পরিচয়।

যাহা হউক, ইংরেজ-পক্ষ হইতে নবাব সিরাজু-  
দোলা এ পত্রের আর কোন-উত্তর পান নাই।  
উত্তর না পাইয়া তিনি সঙ্গে কলিকাতাভিমুখে  
অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাহার সঙ্গে ছিল,—  
১৮ সহস্র অশ্বারোহী, ১৫ শত পদাতিক, ১০ সহস্র  
পথপ্রদর্শক, ৪০ সহস্র কুলি, বরকন্দাজ প্রভৃতি,

৫০টী হস্তী এবং ৪০টী কামান। ইংরেজ-পক্ষে  
ছিল,—৭১১ জন ইউরোপীয়, ১০০ জন ওলন্ডাজ  
এবং ১৩ শত সিপাহী। এতদ্ব্যতীত কতগুলি  
কামান ছিল।

ক্লাইব কলিকাতার প্রায় দুই ক্রোশ উত্তরে  
নদীর ধারে ঢাউনি গাড়িয়া নবাবের আগমন-  
প্রতৌক্ষণ করিতেছিলেন। \* ২ৱা ফেব্রুয়ারি আড়-  
মিরল ওয়াটসন ক্লাইবের শিবিরে আহারের  
নিমন্ত্রণ রক্ষণ করিতে আসিয়াছিলেন। আহার  
সাঙ্গ না হইতে হইতে তাহারা সংবাদ পাইলেন  
যে, নবাব অর্ধক্রোশ দূরবর্তী স্থানে আসিয়া উপ-  
স্থিত হইয়াছেন। এই সংবাদ পাইবামাত্র ওয়াট-  
সন সাহেব ফিরিয়া যান। সেই দিন সন্ধ্যার সময়  
ক্লাইবের সঙ্গে নবাবের সামান্যমাত্র সংঘর্ষণ হইয়া-  
ছিল। কোন বিশেষ ফললাভের সন্তান নাই  
দেখিয়া ক্লাইব সে দিন সঙ্গে ফিরিয়া আসেন।  
ইহার পর আর একবার ক্লাইব নবাবের শিবির

\* এই সময় একটী মহিষ ক্লাইবের প্রহরীকে আক্রমণ করিবার উপ-  
ক্রম করে। প্রহরী আত্মরক্ষার্থ মহিষকে গুলি করিয়াছিল। মহিষ কিন্তু  
গুলি খাইয়াও প্রহরীকে আক্রমণ করে। সেই আক্রমণে প্রহরীর প্রাণ  
নষ্ট হয়। মহিষ মরে নাই; প্রহরীকে ঘারিয়া পলাইয়া যায়।

আক্রমণ করিয়াছিলেন । কিন্তু এবারও বিশেষ ফল লাভ হয় নাই । \* ক্লাইব এক্ষণে নানা কারণে নবাবের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন । † প্রথম কারণ, নবাবের ভয়ে তাঁহাকে সহরবাসীরা রসদাদি সরবরাহ করিতে সম্মত হইয়াছিল । দ্বিতীয় কারণ, মাদ্রাজের কর্তৃপক্ষ, তাঁহাকে স্বাধীন সৈন্যাধ্যক্ষ-পদে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন বলিয়া, অনেকে তাঁহার শক্তি হইয়া দাঢ়াইয়াছিল । ‡ সেই শক্তি জন্য রণকার্যে অনেক অন্তরায় ঘটিবার সন্তাননা বিবেচনা করিয়া তিনি নবাবের সঙ্গে সন্ধি করিতে প্রস্তুত হন । নবাবের নিকট সন্ধি-প্রার্থনায় পত্র প্রেরিত হইল । এইখানে ক্লাইবের অবস্থাভিজ্ঞতার পরিচয় ।

---

\* আইবস্ বলেন, নবাব এই সময় সহরের পূর্বভাগে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন । ৬ই ফেব্রুয়ারি ক্লাইব এক জন এদেশীয় পথপ্রদর্শককে সঙ্গে লইয়া নবাবের শিবির আক্রমণ করিতে যাত্রা করেন ; কিন্তু ঘোরতর কুজ্ব-টিকায় পথভ্রান্ত হইয়া স্থানান্তরে গিয়া পড়েন । এরপ না হইলে সেই দিনই সিরাজুদ্দৌলা সৈন্য বিনষ্ট হইতেন । তবুও যে একটু যুক্ত হইয়াছিল, তাহাতে সিরাজুদ্দৌলার বহু লোক হত ও আহত হইয়াছিল ।

† Orm's Hist Vol. II. P. 129.

‡ এই সময় ক্লাইব ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান কোম্পানীর চেয়ারম্যানকে এই কথাটি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন ।

সিরাজুদ্দোলা এই সময় আপনার শক্তির মহম্মদ ইরেজ থাঁ এবং অন্যান্য সহচরগণের সহিত পরামর্শ করিয়া সঞ্চি-স্থাপন করাই কর্তব্য নির্দ্ধা-  
রণ করিলেন। ১৭৫৭ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি নিম্ন-  
লিখিত সর্তানুসারে সঞ্চিবন্ধন হইয়াছিল,—

ঈশ্বর ও তাঁহার দৃতগণ সাক্ষী, অঞ্চ ইংরেজ কোম্পানীর  
সহিত যে সঞ্চি করিলাম, তাহা হইতে বিচ্যুত হইব না। তাঁহাদের  
উপর আমি সর্বদা অগ্রন্থ প্রকাশ করিব। নবাব।

১। বৃদ্দসাহ ফারমান্দ ও হসবালবুকুম ইংরেজ কোম্পা-  
নীকে পাঠাইয়া উহাদিগকে যে সকল অধিকার ও ক্ষমতা দিয়া-  
ছেন, তাহাতে কোন আপত্তি করা হইবে না। তাহা কাড়িয়া  
লওয়া হইবে না। তাহাতে যে সকল রেহাই দেওয়া হইয়াছে,  
তাহাও স্বীকার করা হইবে। ফারমান্দে যে সকল গ্রাম দেওয়া  
হইয়াছে, পূর্ব পূর্ব স্বাদারগণ যদিও তাহা দিতে আপত্তি  
করিয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণে তাহা দান করা হইবে। তবে  
ইংরেজ কোম্পানী এই সকল গ্রামের জমিদারদিগকে বিনা কারণে  
উচ্ছেদ বা তাহাদের ক্ষতি করিতে পারিবেন না।

ফারমান্দের এই সকল সর্ত আমিও স্বীকার করিতেছি।  
নবাব।

২। ইংরেজের দস্তক লইয়া বাঞ্ছালা, বিহার ও উড়িষ্যার  
ভিতর দিয়া যে কোন স্থান দিয়া ইংরেজের মালপত্র গমনাগমন  
করিবে: চৌকিদার, গোলিভা ও জমিদার তাহাদের নিকট  
হইতে টেক্স বা মাঝুল আদায় করিতে পারিবেন না।

ইহা আমাৰ স্বীকাৰ কৰা হইল । নবাৰ ।

৩। নবাৰ কোম্পানীৰ যে সকল কুঠি দখল কৱিয়াছেন, তাহা ছাড়িয়া দিবেন । সেই সঙ্গে কোম্পানীৰ লোকেৱ যে সকল টাকাকড়ি ও দ্ৰব্যাদি লওয়া হইয়াছে, তাহা ফেরত দেওয়া হইবে । আৱ যে সকল দ্ৰব্যাদি লুটপাট কৱিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহাৰ অ্যামুন্ত মূল্য ধৰিয়া দেওয়া হইবে ।

আমাৰ সিঙ্কানি অৰ্থাৎ রাজস্ব ও মাসুল সংক্ৰান্ত কৰ্মচাৱিগণ আমাৰ হকুমত যাহা কিছু অধিকাৰ কৱিয়াছে, তাহা প্ৰত্যৰ্পিত হইবে । নবাৰ ।

৪। আমৱা ইংৰেজ যেৱপ আবশ্যক ও ভাল বুঝিৰ, সেইমত কৱিয়া আমৱা আমাদেৱ কলিকাতা-দুৰ্গ স্থৰ্দৃঢ় কৱিব ।

আমি ইহাতে সম্মত হইলাম । নবাৰ ।

৫। মুৱশিদাবাদে যেৱপ মুদ্ৰা প্ৰস্তুত হয়, সেইৱপ ওজনেৱ সুন্দৰ সিক্কাটাকা ও মোহৰ আমৱা ইংৰেজ প্ৰস্তুত কৱিব । তাহাও দেশে চলিবে এবং তাহাতে কেহ বাটা লইতে পাৱিবে না ।

ইংৰেজ কোম্পানী নিজেৰ ধাতুতে নিজে মুদ্ৰা প্ৰস্তুত কৱিবেন । তাহাতে আমি সম্মত আছি । নবাৰ ।

৬। এই সন্ধিপত্ৰ ঈশ্বৰ ও তাহাৰ প্ৰেৰিত দুতগণেৱ সম্মুখে সই কৱিবেন, সিলমোহৱ কৱিবেন ও শপথপূৰ্বক পালন কৱিবাৰ জন্য নবাৰ নিজে ও তাহাৰ প্ৰধান কৰ্মচাৱিগণ প্ৰতিজ্ঞা কৱিবেন ।

আমি ঈশ্বৰ ও তাহাৰ দুতগণেৱ সমক্ষে ইহাতে সই ও সিল-মোহৱ কৱিলাম । নবাৰ ।

৭। নবাৰেৱ সঙ্গে সন্দৰ্ভ স্থাপন কৱিয়া, ষত বিবাদ-বিসন্দৰ্ভ

দূর করিয়া, নবাব যত দিন এই সন্ধিপত্রের মতামুসারে চলিবেন, তত দিন ইংরেজদিগের পক্ষ হইয়া এডমিরাল চাল্স ওয়াটসন ও কর্ণেল রবাট-ক্লাইব নবাবের সহিত সন্দাব রাখিয়া চলিবেন।

এই সকল প্রতিভায় এই সকল সর্তে যদি গবরণর ও কোঙ্গিল ইহাতে সই দেন ও সিলমোহর করেন, তবে আমি ইহাতে স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইলাম। নবাব।

ইহাতে নবাব, মীরজাফর, রাজা হুম্ভ ও হই জন রাজকর্ম-চারীর সই আছে।

বল্লা বাহল্য, সন্ধি-সর্ত ইংরেজের পক্ষে সম্পূর্ণ সুবিধাজনক। সিরাজুদ্দৌলা চারিদিকের অবস্থা বুঝিয়া সন্ধি-সর্ত স্বীকার করেন। তিনি বুঝিয়া-ছিলেন, এ যাত্রা ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করা সুবিধাজনক নহে; আরও বল্সফ্য়ের প্রয়োজন। ওয়াটসন সাহেবের আদো ইচ্ছা ছিল না, এত তাড়াতাড়ি সন্ধি হয়। তিনি ক্লাইবকে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছিলেন,—“সিরাজুদ্দৌলা চালাকী করিতেছেন। সন্ধিসূত্রে তিনি এখান হইতে প্রস্থান করিবেন এবং সময় পাইয়া বলসফ্য়ে প্রবত্ত হইবেন। ইহার ফল বড় শোচনীয় জানিও। অতএব আমার মতে তাহাকে আক্রমণ করাই উচিত। তাহার রাজনীতিক চতুরতায় তুলিও না।”

ক্লাইবও সিরাজুদ্দৌলার রাজনীতি-চতুরতা  
অবিশ্বাস করিতেন না ; কিন্তু তিনি যেরূপ অব-  
স্থায় পতিত হইয়াছিলেন, তাহাতে আপাততঃ  
সঙ্কি ভিন্ন উপায়স্মর ছিল না ।

সঙ্কি-স্থাপন হইল বটে ; কিন্তু পুনঃসংঘর্ষণের  
আবার নানা কারণ দেখা দিল ।

## সিরাজ ও ফরাসি ।

কলিকাতায় ইংরেজের সঙ্গে সঙ্কি-স্থাপন  
করিয়া নবাব সিরাজুদ্দৌলা সম্মেলন মুরশিদাবাদে  
প্রত্যাবর্তন করেন । এই সম্ময় ফরাসি ও ইংরেজের  
সঙ্কি-বন্ধন ছিন্ন হইয়া পুনরায় ঘোরতর শক্তির  
সঞ্চার হইয়াছিল । ক্লাইব যখন মাদ্রাজ হইতে  
আগমন করিবার উদ্যোগ করেন, তখন তথাকার  
কর্তৃপক্ষ তাহাকে এই পরামর্শ দিয়াছিলেন যে,  
সুযোগ ঘটিলেই যেন চন্দননগর আক্ৰমণ কৰা  
হয় । ক্লাইব এক্ষণে সেই সুযোগই অনুভব করি-  
লেন । অবসরাভিজ্ঞ চতুর ক্লাইব ভাবিলেন, এই  
সময় ফরাসিরা যদি নবাবের সঙ্গে যোগ দেয়,

তাহা হইলে মহা অনর্থ ঘটিবার সন্তান। ; অতএব নবাব ও ফরাসির সম্মিলন সংঘটিত হইবার পূর্বেই চন্দননগর আক্রমণ করা যাউক। তিনি ওয়াটসন সাহেবকে আপনার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। ওয়াটসন সাহেব কিন্তু নবাবের অনুমতি ব্যতিরেকে চন্দননগর আক্রমণ করা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলেন না। ইংরেজ চন্দননগর আক্রমণ করিবেন, এ সংবাদ নবাব ইতিপূর্বেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি ১৯শে ফেব্রুয়ারি ওয়াটসন সাহেবকে এই ভাবে পত্র লিখেন, “চন্দননগর আক্রমণ করিলে সন্ধিসংক্রান্ত মর্যাদা রক্ষা হইবে না ; অনর্থক আমার প্রজাপীড়ন করা হইবে ; অতএব সে কার্য্য যেন না হয়।”

২১শে ফেব্রুয়ারি ওয়াটসন সাহেব এ পত্রের জবাব দিয়াছিলেন। সে পত্রে অবশ্য ফরাসিদের উপর সম্পূর্ণ দোষারোপ করা হইয়াছিল। ওয়াটসন সাহেব চন্দননগর আক্রমণ অহেতুক নহে বলিয়া নবাবকে বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

সিরাজুদ্দৌলা ফরাসি ও ইংরেজের সন্তান-সংরক্ষণে চেষ্টা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রূত হইয়া-

ছিলেন। ইহার পর এ সম্বন্ধে নবাব ওয়াটসন সাহেবকে এবং ওয়াটসন সাহেব নবাবকে অনেক পত্র লিখিয়াছিলেন। ইংরেজ চন্দননগর আক্‌রমণ করেন, এ কামনা নবাবের আদৌ ছিল না ; কিন্তু তাঁহার সম্মতি না পাইয়া, চন্দননগর আক্‌রমণ করিয়া, ইংরেজ সমগ্র চন্দননগর আপনাদের হস্ত-গত করেন।

তাহাতেও ইংরেজ পরিত্পত্তি হন নাই। যে সব ফরাসি চন্দননগর পরিত্যাগ করিয়া নবাবের শরণাগত হইয়াছিলেন, ইংরেজ নবাবের নিকট হইতে তাহাদিগকে চাহিয়া পাঠান !

চন্দননগর ইংরেজের হস্তগত হইলে পর, মুঁসে ল নামক কোন ফরাসি সেনাপতি আপনার দল বল এবং অস্ত্রশস্ত্র সমভিব্যাহারে মুরশিদাবাদে যাত্রা করেন। মুঁসে ল পূর্বে দৈদাবাদ ফরাসডাঙ্গাৰ কুটীর অধ্যক্ষ ছিলেন। নবাবের শরণাগত হইয়া তিনি তদৌয় কৃপায় সেনাবিভাগে কার্য্য প্রাপ্ত হন। সেখানে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি হইয়াছিল। নবাব তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন। এই জন্য তাঁহার অনেক কপটাচারী সভাসদ ল সাহেবের

উপর বিরূপ হইয়া উঠিয়াছিলেন। ল সাহেবকে তাড়াইবার তাঁহাদের সম্পূর্ণ চেষ্টা হইয়াছিল। সুযোগও উপস্থিত হইল। সিরাজুদ্দৌলার উচ্ছেদ-কামী ব্রিটিশ বণিক যখন শুনিলেন, ল সাহেবের গ্রাম এক জন শক্তিশালী সৈনিক পুরুষ সিরাজুদ্দৌলার সৈনিকদলভুক্ত, তখন তাঁহারা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা তখনই সন্ধিসর্তের সূত্র ধরিয়া নবাবকে লিখিয়া পাঠাইলেন,—“ফরাসি আমাদের শক্তি; আপনি ফরাসি ল সাহেবকে আগ্রায় দিয়া সন্ধির অর্ঘ্যাদা করিতেছেন। অতএব এখনই তাঁহাকে তাড়াইয়া দিউন।” নবাব সভাসদগণের সহিত পরামর্শ করিলেন। কপটাচারী সভাসদবর্গ হিতৈষিন্নপে নবাবকে বলিলেন,—“হজুর! ল সাহেবকে আর রাখা বিধেয় নহে; কেননা ইহাতে সন্ধির অর্ঘ্যাদা হয়। ইহাতে ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ হইবার সন্তাবনা; অতএব ল সাহেব এবং তদীয় অনুচরবর্গকে এখনই পদচূজ্য করা হউক।” নবাব কিংকর্তব্য-বিমৃঢ় হইলেন। তিনি তখন ল সাহেবকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। ল সাহেব আসিয়া নবাবের সহিত গোপনে

সাক্ষাৎ করিয়া, ষথন সকল বিষয় অবগত হইলেন,  
তখন তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিলেন,—“হজুর ! যদি  
কতকগুলি ফরাসি পলাতক আশ্রিত জনের জন্য  
সমুদয় ফরাসি কোম্পানীকে সাহায্য করা হয়,  
তাহা হইলে অবশ্য সঞ্চির অর্ঘ্যাদা হইতে পারে ;  
কিন্তু যাহার অধীনে নানা জাতি চাকুরী করিতেছে,  
তিনি যদি তাহাদের মধ্যে কয়েক জন আশ্রিত  
ফরাসিকে চাকুরী দেন, তাহা হইলে নিশ্চিতই  
সঞ্চির অবজ্ঞা হইবে না।”

ল সাহেবের মুখের কথা শুনিয়া নবাব বড়  
সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি ইংরেজকেও একথা জানা-  
ইলেন। ইংরেজ কিন্তু কিছুতেই কিছু শুনিলেন  
না। নবাবের পয়েন্মুখ-বিষকুন্ত সভাসদেরাও  
তাহাকে পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিলেন,—“ল সাহে-  
বকে এখনই পদচ্যুত করুন ; নহিলে ইংরেজের  
সঙ্গে পুনরায় সংঘর্ষণ সংঘটিত হইবে।”

নবাব বুঝিতেছেন, অনুগত আশ্রিত শক্তিশালী  
কিঙ্করকে ত্যাগ করা কখনই কর্তব্য নহে ; কিন্তু  
সভাসদবর্গের নির্বিকাতিশয়ে ল সাহেবকে বলি-  
লেন,—“আপাততঃ তুমি আজিমাবাদে গিয়া

অবস্থিতি কর।” ল সাহেব গদগদ বচনে বলিলেন,—  
 “হজুর ! আমি যাই তায় ক্ষতি নাই ; কিন্তু আপনি  
 জানিবেন, আপনার অধিকাংশ কষ্টচারী, মন্ত্রী  
 এবং সেনাপতি আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছে ।  
 হয় ত তাহারা ইতিমধ্যে ইংরেজের সঙ্গে ঘড়্যন্ত্রে  
 লিপ্ত হইয়াছে । আপনার উপর তাহারা অসন্তুষ্ট  
 বলিয়া তাহারা ফরাসিদিগকে দূরে রাখিতে চাহে ।  
 ফরাসিরা চলিয়া গেলে তাহারা ইংরেজের সঙ্গে  
 ঘড়্যন্ত্র ঘূর্ণীভূত করিয়া তুলিবে । তাহাতেই তাহারা  
 প্রভুর সর্বনাশ করিয়া আপনার আপনার স্বার্থপৃষ্ঠি  
 করিয়া লইবে । কিন্তু যতক্ষণ আমি আমার সহচর-  
 বর্গকে লইয়া আপনার নিকট থাকিব, ততক্ষণ  
 তাহাদের কার্যসিদ্ধি সুদূরপরাহত । এখন হজুর !  
 আপনার যাহা অভিরুচি হয় করুন ।”

ল সাহেবের বাকে নবাব সিরাজুদ্দৌলা বিমো-  
 হিত হইলেন ; কিন্তু তিনি আপাততঃ ইংরেজকে  
 সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য বলিলেন, “ল ! এখন তুমি  
 আজিমাবাদে গিয়া অবস্থিতি কর ; সময় হইলে  
 আবার তোমায় ডাকিয়া আনিব ।” নবাবের কথা  
 শুনিয়া, ল সাহেব একটী দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ

করিয়া বলিলেন ;—“অবাব ! নবাব বাহাদুর  
এই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ ; পুনরায় সম্মিলন  
অসম্ভব” । এই কথা বলিয়াই ল সাহেব নবাব-  
দরবার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান ।

---

### ষড়যন্ত্র ।

---

বুদ্ধিমান् ল সাহেব তবিষ্যত্বাণীরূপে যাহা  
বলিয়া গেলেন, যথার্থই তাহাই সংঘটিত হইল ।  
সেনাপতি মীরজাফর, মন্ত্রী হুম্ভুরাম এবং হই  
সহস্র সেনার অধ্যক্ষ ইয়ার লুৎফখাঁ ইতিপূর্বে ত  
বহুকারণে নবাবের উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন ।  
ক্রমে বিরক্তি চরম-সীমায় উথিত হইয়াছিল ।  
জগৎশেষ এবং অন্যান্য কয়েকজন সভাসদ ও  
শক্তিশালী সন্ত্রাস্ত দেশবাণী নবাবের উপর অসন্তুষ্ট  
হইয়াছিলেন । এই বিরক্তি ও অসন্তুষ্টি নবাব  
সিরাজুদ্দৌলার অধঃপতনের মূল । অনেকেই  
নবাবের নৃশংসতাকেই ইহার মূল কারণ বলিয়া  
নির্দেশ করিয়া থাকেন । আমরা কিন্তু ইহার অন্য  
কারণ নির্দেশ করিয়াছি । মীরমদন ও মোহনলাল

\* নবাবের শক্তিশালী সৈনিক পুরুষ ছিলেন। মীরজাফর, লুৎফ খাঁ + এবং দুল্লভ রাম অপে নবাব, মোহনলাল ও মীরমদনকে অধিকতঃ বিশ্বাস করিতেন। এই জন্যই মীরজাফর, লুৎফ ও দুল্লভরাম নবাবের উপর বিরুদ্ধ হন। জগৎশেষ ও অন্যান্য সন্ত্রাস্ত দেশবাসীরা নবাব আলিবদ্দী খাঁর সময় যেরূপ শক্তি সঞ্চালন করিতেন, সিরাজু-দ্দৌলার সময় সেরূপ করিতে পাইতেন না। এই জন্য তাঁহারাও সিরাজুদ্দৌলার উপর বিরুপ হইয়াছিলেন। কেহ কেহ লিখিয়াছেন,—নবাব সিরাজু-দ্দৌলা জগৎশেষের সুন্দরী পুত্রবধুকে দেখিবার জন্য জগৎশেষকে একান্ত অনুরোধ করিয়াছিলেন। জগৎশেষ নবাবের ভয়ে আপনার পুত্রবধুকে পাঙ্কী করিয়া নবাবের অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

\* মুক্তাক্ষরীণের অনুবাদক বলেন,—“মোহনলাল আপন ভগিনীকে সিরাজুদ্দৌলার হস্তে সমর্পণ করিয়া তাঁহার প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন”। মূলে কিন্তু এ কথা নাই।

+ রায় লুৎফ খাঁ উমিঁচাদের নিকটও বেতন পাইতেন। সেই জন্য উমিঁচাদের বিপদ-আপদে রায় লুৎফ তাঁহাকে রক্ষা করিতেন। রায় লুৎফ উমিঁচাদের এত বাধ্য ছিলেন যে, নবাব বিরুদ্ধাচরণ করিলেও বোধ হয় পার পাইতেন না।

নবাব তাহাকে একটীবার মাত্র দেখিয়া, তাহার বাড়ীতে পাঠাইয়া দেন। ইহাই হইতেছে, জগৎশেষের উপর বিরক্ত হইবার কারণ। আমরা কিন্তু অর্মির ইন্দোস্তানপাঠে অবগত হই, আলিবদ্দী খাঁর পূর্বগত নবাব সরফরাজ খাঁ জগৎশেষের পুত্রবধুকে দেখিতে চাহিয়াছিলেন। তাহারই অন্দর-মহলে পুত্রবধু প্রেরিত হইয়াছিল। \*

হলওয়েলও তাহাই বলিয়াছিলেন। †

মৌরজাফর, দুল্লভরাম প্রভৃতি নবাবের উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন বটে ; কিন্তু ষড়যন্ত্রের কম্মনা করিতে কেহ সাহসী হন নাই। ইংরেজ তাহাদের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাহাদিগকে ষড়যন্ত্র করিবার জন্য উত্তেজিত করিয়াছিলেন। আমাদের কথা নহে, ইংরেজ ইতিহাসলেখক মালিসন সাহেব স্পষ্টাক্ষরে এই কথা বলিয়াছিলেন। ‡

\* Orme's History of Indostan, Vol. II Sec I. P. 30.

† Halwell's Interesting Historical Events.

‡ Whilst the unhappy boy Nawab was the sport of the passion, to which the event of the moment gave mastery in his breast, the Englishman was engaged slowly, persistently and continuously in undermining his position in his own Court in seducing his generals and in corrupting his courtiers.

কেবল ষড়যন্ত্র করিতে উত্তেজিত নহেন,  
মালিসন সাহেবের মতে সেনাপতি এবং সভাসদ-  
গণও কল্যাণিত হইয়াছিলেন ।

ইংরেজের প্ররোচনায় মীরজাফরপ্রমুখ ব্যক্তি-  
বর্গ গোপনে রুক্ষদ্বার গৃহে কাশীমবাজারের কুঠির  
অধ্যক্ষ ওয়াটস্ সাহেবের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হই-  
যাছিলেন । ৭ উমিচাদ এই ষড়যন্ত্রের মধ্যস্থ ব্যক্তি  
ছিলেন । গোপনে গোপনে তিনি উভয় পক্ষের  
কথা সঞ্চালন করিতেন । ইংরেজ ইতিহাসলেখ-  
কেরা বলেন, উমিচাদ অবসর বুঝিয়া ৩০ লক্ষ  
টাকার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন । তাহার উপর  
কাইবের সন্দেহ হইয়াছিল । তিনি বুঝিয়াছিলেন,  
উমিচাদ যাহা চাহিতেছেন, তাহা না দিলে সকল  
রহস্য তেদে হইবে । নবাব যখন পূর্বে কলিকাতা  
আক্রমণ করিয়াছিলেন, তখন উমিচাদের যে অর্থ  
নষ্ট হইয়াছিল, ইংরেজ কোম্পানী তাহাকে

\* মুরশিদাবাদে জগৎ শেঠের ভবনে রাজা মহেন্দ্র, রাজা রামনারায়ণ,  
রাজা কৃষ্ণদাস, মীরজাফর প্রভৃতি সিরাজুদ্দৌলাকে রাজ্যচূত করিবার সংকল্পে  
গোপনে মন্ত্রণা করিয়াছিলেন । দ্রুতবার মন্ত্রণা হইয়াছিল । ক্ষিতীশবংশ  
বলী-চরিত ।

তাহাই দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। উমিচাঁদ  
তাহাতে ভূত হন নাই। ক্লাইব ভাবিলেন, উমি-  
চাঁদকে জব করিতে হইবে। মুহূর্তে তিনি উপায়ও  
কল্পনা করিলেন। উমিচাঁদ বলিয়াছিলেন, মীরজা-  
ফরের সঙ্গে যে সন্ধি হইবে, সেই সন্ধিপত্রে তাঁহার  
প্রাপ্য বিষয়ের উল্লেখ থাকিবে। সে বিষয়ের  
উল্লেখ হইল কি না, উমিচাঁদ তাহা স্বচক্ষে  
দেখিতে চাহেন। এইখানে ক্লাইব চাতুরু খেলি-  
লেন। ছইখানি সন্ধি-পত্র লিখিত হইল; এক-  
খানি সাদা কাগজে; আর একখানি লাল কাগজে।  
প্রথম খানি প্রকৃত; অপর খানি অপ্রকৃত। প্রথম  
খানিতে উমিচাঁদের নামোল্লেখও হইল না; অপর  
খানিতে উমিচাঁদের আকাঙ্ক্ষিত টাকার উল্লেখ  
রহিল। প্রথম খানিতে ক্লাইব ও ওয়াটসন সাহেব  
স্বাক্ষর করেন; দ্বিতীয় খানিতে ওয়াটসন সাহেব  
স্বাক্ষর করিতে সম্মত হন নাই, ক্লাইবই তাঁহার  
স্বাক্ষর করেন, দ্বিতীয় খানি উমিচাঁদকে দেখান  
হইয়াছিল। গোপনে ষড়যন্ত্র হইল; গোপনে  
মীরজাফরের সঙ্গে সন্ধি হইল।

মীরজাফর যে সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন,

## তাহার প্রতিলিপি বাঙালা ভাষায় এইখানে প্রকাশ করিলাম,—

আমি যতদিন বাঁচিব, ততদিন এই সঙ্কি-পত্রের মিয়ম পালন  
করিব। ইহা ঈশ্বর ও তাহার দৃত সমীপে আমি শপথপূর্বক  
প্রতিজ্ঞা করিতেছি।

১। নবাব সিরাজুদ্দৌলার সহিত শান্তির সময় যে সঙ্কি  
হইয়াছিল, তাহার সর্ত আমি পালন করিতে সম্মত হইলাম।

২। দেশীয় হটক বা ইউরোপীয় হটক, যে কেহ ইংরাজের  
শক্ত, সেই আমার শক্ত।

৩। বাঙালা দেশের মধ্যে ফরাসিদিগের যে সকল কুষ্টি,  
সম্পত্তি আছে, তাহা ইংরেজদিগের অধিকারে চলিবে। ফরাসি-  
দিগকে আর কখন এ দেশে বাস করিতে দিবনা।

৪। নবাব কলিকাতা অধিকার করায় ইংরেজদিগের যে  
ক্ষতি হয়াছে, তাহা পূরণ করিবার জন্য ও সৈনিকদিগের ব্যয়ের  
সঙ্কুলান করিবার জন্য আমি ইহাদিগকে এক কোটি টাকা দিব।

৫। কলিকাতার ইংরেজ অধিবাসীদিগের দ্রব্যাদি লুটপাট  
হওয়ায় ক্ষতিপূরণের জন্য আমি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার  
করিলাম।

৬। জেন্ট মুর প্রভৃতির দ্রব্যাদি লুটপাটের ক্ষতিপূরণে  
জন্য ২০ লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে।

৭। আরমাণীদিগের ক্ষতিপূরণের জন্য ৭ লক্ষ টাকা দিব।  
কাহাকে কি পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে, তাহা আড়-  
মিরাল ওয়াটসন, কর্ণেল ফাইব, রোজা ড্রেকর, উইলিয়ম

ওয়াটসন, জেমস কিলপ্যাট্রিক ও রিচার্ড সাহেব বিচারের বিবেচনামত দেওয়া হইবে ।

৮। কলিকাতার চতুর্দিকে যে খাত আছে, তাহার মধ্যে অনেক জমিদারের জমি আছে । খাতের বাহির ৬০০০ গজ জমি ইংরাজ কোম্পানীকে দান করিব ।

৯। কলিকাতায় দক্ষিণ কুলি পর্যন্ত সমুদায় স্থান ইংরাজ কোম্পানীর জমিদারী হইবে । তথাকার সকল কর্মচারী কোম্পানীর অধীন থাকিবে । তাহারা অন্তান্ত জমিদারকে যেক্ষণ খাজনা দেয়, কোম্পানীকে সেইক্ষণ দিতে হইবে ।

১০। যখন আমি ইংরেজদিগের সেনার সাহৃদ্য চাহিব, তখন আমি সেনার খরচ দিব ।

১১। হগলির দক্ষিণে আমি কোথাও দুর্গ প্রস্তুত করিবনা ।

১২। আমি এই প্রদেশের রাজ্যে অধিষ্ঠিত হইলে, এই সর্তের টাকা সমস্ত দিব ।

তারিখ ১৫ই রমজান, ১৭৫৭ ০ খৃষ্টাব্দের জুন ।

ইংরেজ সিরাজুদ্দৌলাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া মৌরজাফরকে নবাব করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন । সেই প্রতিশ্রুতির প্রতিদান এই সন্ধি ।

কথিত আছে, কুষ্ণনগরের মহারাজ কুষ্ণচন্দ্র ও নাটোরের রাণী ভবানী এ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন । রাণী ভবানীর ও কুষ্ণচন্দ্রের কথা কবি নবীনচন্দ্র সেনের পলাশীযুক্তে উল্লিখিত আছে । কুষ্ণচন্দ্রের

কথা ৩কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় প্রণীত ক্ষিতীশবৎশাবলী-চরিতে \* দেখিতে পাই। একথা লইয়া “ফ্রেঙ্গ অব ইঙ্গিয়া” নামক সংবাদপত্রে বাদ-প্রতিবাদ হইয়াছিল।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বা রাণী ভবানী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকুন বা নাই থাকুন, মীরজাফর, লুৎফ, দুল্লভরাম এবং জগৎশেষ যে ছিলেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। মুতাক্ফরাণ পাঠে অবগত হই, সিরাজুদ্দোলার মাতৃস্বসা বা জ্যেষ্ঠতাত-পত্নী ঘাসিটী বেগম ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়াছিলেন। তাহারই উত্তেজনায় এক প্রকার ষড়যন্ত্রের স্থষ্টি।

ইংরেজ গোপনে গোপনে ষড়যন্ত্রের স্থষ্টি ও

\* নবাব সিরাজুদ্দোলার সর্বনাশ করিবার জন্য মীরজাফর প্রভৃতি যে অভিসন্ধি করেন, কৃষ্ণচন্দ্রও তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন। তৎকালৈ তিনি কালীদর্শনচলে কালীঘাটে আসিয়া ক্লাইবের সহিত মাঙ্কাং করিয়া সিরাজের রাজচুতি সম্বন্ধে মন্ত্রণা করেন। কৃষ্ণচন্দ্র নবাবের রাজবিধানের প্রবর্তক মন্ত্রী ও একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন, এজন্য নববৌপের অনেকেই তাহাকে ‘নেমকহারাম’ বলে।

শিবনিবাসনিবাসী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখে শুনিতে পাইযে, কৃষ্ণচন্দ্র নবাবের বিরুদ্ধে ইংরেজের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, এ প্রবাদ এখনও স্মৃতি প্রচলিত আছে। সাধারণের বিশ্বাস, রাজবাটীর দেওঢ়ানখানা-কালীঘাটের দুতের সঙ্গে পরামর্শ মিরাপুরে ছিলেন।

পুষ্টি সাধন করিতেন, বাহিরে কিন্তু নবাবের প্রতি  
সম্মত দেখাইতে ক্রটী করিতেন না ! একটা প্রকট  
প্রমাণও জাঞ্জল্যমান। যে সময় মীরজাফরের সঙ্গে  
ষড়যন্ত্র হইতেছিল, সেই সময় এক ব্যক্তি পেসো-  
য়ার নিকট হইতে এক পত্র লইয়া আসিয়া কলি-  
কাতায় ইংরেজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।  
পত্রে লেখা ছিল,—“মহারাষ্ট্ৰেরা ২ হাজার সৈন্য  
লইয়া বাঙ্গলা আক্ৰমণ কৰিবে। যদি ইংরেজ তাৰা-  
দেৱ সাহায্য না কৰেন, তাৰা হইলে ছয়সপ্তাহেৱ  
মধ্যে, তাৰাদিগেৱ দ্বাৱা কলিকাতা আক্ৰান্ত হইবে।”  
যে লোক পত্র আনিয়াছিল, সে ইংরেজেৱ সম্পূৰ্ণ  
অপৰিচিত। সে কাহাৰ নিকট হইতে কিৰুপে  
পত্র আনিয়াছিল, তাৰা স্পষ্ট কৰিয়া বলিতে পাৱে  
নাই। ইংরেজেৱ ঘোৱ সন্দেছ হইল। তাহাৱা  
বুঝোৱ, ইংরেজেৱ অভিপ্ৰায় অবগত হইবাৰ  
জন্য সিৱাজুদ্দোলা এই খেলা খেলিয়াছেন। পত্র  
প্ৰকৃত হউক বা না হউক, ইংরেজ যে সিৱাজু-  
দোলাৰ হিতাকাঙ্ক্ষী, এই টুকু বুঝাইবাৰ জন্য  
পত্ৰখানি সিৱাজুদ্দোলাৰ নিকট প্ৰেৰিত হয়। পত্র  
পাঠাইবাৰ আৱও এক উদ্দেশ্য এই যে, পত্র পাইয়া

সিরাজুদ্দোলা অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকিবেন, তাহা হইলে ইংরেজও অনেকটা অবসর পাইবেন। ক্রমে অবসর বুঝিয়া, তাঁহারা নবাবকে আক্রমণ করিবেন। ইতিপূর্বে সিরাজুদ্দোলা ইংরেজের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া পলাশীপ্রাঙ্গণে \* সৈন্য সংগ্ৰহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ক্লাইব চন্দননগর হইতে অর্দেক সৈন্য কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। ইহার দ্বারা সিরাজুদ্দোলাকে বুঝান হইল, ইংরেজের কোন দুরভিসন্ধি নাই। ইংরেজ দৃত স্ক্রাফটন পত্র লইয়া, সিরাজুদ্দোলার নিকট গিয়াছিলেন। তিনি ইংরেজের সাধুতার ভাণ দেখাইয়া সিরাজুদ্দোলাকে পলাশী হইতে সৈন্য সরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য পরামর্শ দেন। তিনি নবাবকে বুঝাইলেন, এই-রূপ করিলে, ইংরেজ বুঝিবে, সিরাজুদ্দোলা তাঁহাদের সাধুতা সন্দয়ঙ্গম করিয়াছেন। সিরাজুদ্দোলা পত্র পাইয়া, ইংরেজের উপর সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন বটে; কিন্তু পলাশী হইতে সৈন্য সরাইয়া লইতে সম্মত হন নাই। †

\* পলাশীগ্রাম ভাগীরথীর বাম তটে। কলিকাতার ৪০ ক্রোশ উত্তর এবং বহুমপুরের ১১ ক্রোশ দক্ষিণ।

+ Thornton's History of British India. Vol I. p. 228.

সিরাজুদ্দোলা ইংরেজের গতি-মতির প্রতি  
সতর্ক ও স্বতীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। তিনি  
বুবিয়াছিলেন, ইংরেজ তাহার সম্পূর্ণ উচ্ছেদকামী।  
যে দিন তিনি দেখিলেন, ইংরেজ তাহার মত না  
লইয়া চন্দননগর আক্রমণ করিয়াছেন, সেই দিন  
তিনি বুবিয়াছিলেন, সঙ্গি সর্তানুসারে ইংরেজের  
সকল প্রার্থনা পূর্ণ করিলেও ইংরেজ নিশ্চিন্ত থাকি-  
বার পাত্র নহেন। তবুও কেবল বল্পুষ্টিকল্পে  
সময় পাইবার অভিপ্রায়ে ওয়াটসন সাহেবকে পত্র  
লিখিয়া, অনুভোজত ভাষায় ও ধীর ভাবে আশা  
দিতেন, সঙ্গি-সর্তানুসারে সকল প্রার্থনা পূর্ণ করিব।  
ওয়াটসনকে তিনি এইরূপ অনেক পত্র লিখিয়া-  
ছিলেন।

ইংরেজ সিরাজুদ্দোলার বিপক্ষে ঘড়্যন্ত করি-  
তেছেন, সিরাজুদ্দোলা এ আভাসও পূর্বে পাইয়া-  
ছিলেন। তিনি বুবিয়াছিলেন, মীরজাফর এই ঘড়-  
যন্ত্রের ঘূলাধার। স্কাফটন সাহেব ষথন নবাবের  
নিকট পত্র লইয়া যান, তখন তাহার ইচ্ছা ছিল,  
একবার মীজাফরের সহিত সাঙ্গাং করেন। সিরাজু-  
দোলার স্বতীক্ষ্ণ লক্ষ্য তাহার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ

হয় নাই। মীরজাফরকে ষড়যন্ত্রের মূলাধার ভাবিয়া সিরাজুদ্দৌলা তাহাকে পদচূত করেন। এই সময় ওয়াটস সাহেব সদলবল মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আগমন করেন। তাহার অকস্মাত সহরত্যাগে সিরাজুদ্দৌলার সন্দেহ ঘনীভূত হইল তিনি তখনই মীরজাফরের প্রাসাদ আক্রমণ করিয়া, তাহার ধ্বংসাধনে ক্রত-সংকল্প হইলেন; কিন্তু যথন বুঝিলেন, ষড়যন্ত্র চরম সীমায় উদ্ধিত হইয়াছে, তখন তিনি শক্রভাব পরিত্যাগ করিয়া মিত্রভাবে মীরজাফরকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। মীরজাফর ভয়ে হউক, আর ঘণায় হউক, নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। তখন নবাব স্বয়ং মীরজাফরের বাটীতে যাইয়া উপস্থিত হন সিরাজুদ্দৌলা বিনয়ন ক্রাকে মীরজাফরের তৃষ্ণাধনে প্রয়াস পাইলেন। মীরজাফর নবাবের কথায় তৃষ্ণ হইয়া বিদ্বেষভাব পরিত্যাগ করিলেন। উভয়ে তখন প্রগাঢ় সখ্য সংস্থাপিত হইল। উভয়ে কোরাণ-স্পর্শে শপথ করিলেন, কেহ কাহারও বিপক্ষতাচরণ করিবেন না;

মীরজাফরকে কোরাণ স্পর্শে শপথ করিতে

দেখিয়া সিরাজুদ্দেলা পরম প্রৌতিলাভ করিলেন। মীরজাফর সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন ; কিন্তু ইংরেজের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না। তাহার সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইল, ইংরেজ তাহার একান্ত উচ্ছেদ-কামী। তখন তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া ওয়াটসনকে শেষ পত্র লিখিয়াছিলেন,—

২৫ শে রমজান ( ১৩ই জুন ২৭৫৭ ) আমাদের মধ্যে যে সক্ষি হইয়াছিল, তাহাতেই আমার অঙ্গীকার মত আমি ওয়াটস সাহেবকে সমস্তই দিয়াছি ; অল্পমাত্র বাকি আছে। মাণিকচাঁদের বিষয় প্রায় এক রকম শেষ হইয়াছে। আমি এত করিলাম, তথাপি দেখিতেছি, ওয়াটস সাহেবও কাশীম বাজারের কোন্সিলের সভ্যগণ বাগানে বায়ু সেবনের অচিলায় রাত্রিতে পলায়ন করিয়াছেন। কার্য্যটাতে চাতুরী ও সঁক্ষিভঙ্গের সম্পূর্ণ ইচ্ছা প্রকাশ পাইতেছে। আপনি যে ইহার কিছু জানেন না, অথবা আপনার পরামর্শ না লইয়া যে একার্য হইয়াছে, তাহা কখন সন্তুষ্ট নহে। এরূপ হইবে, ইহা আমি অনেক দিন হইতে জানিতাম। যেরূপ বিশ্বাসঘাতকতার উদ্যোগ দেখিতেছি, তাহাতে পলাশী হইতে আমি সেনা সরাইয়া আনিবার সক্ষম্ভূত ত্যাগ করিলাম।

ঈশ্বরের নিকট ধন্তবাদ যে, সক্ষির সর্ত আমা হইতে ভঙ্গ হয় নাই। ঈশ্বর ও তাহার দুতগণকে সাক্ষী করিয়া আমাদের সক্ষি হইয়াছে। সে সক্ষি যে ভঙ্গ করিবে, তাহাদিগকে ঈশ্বরের শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর কোরাণ পৰ্শে শপথ করিয়াও ষড়যন্ত্রে নিরুত্ত হয় নাই ।

১০ই জুন মীরজাফরের স্বাক্ষরিত সন্ধিপত্ৰ কলিকাতায় পৌঁছায় । অতঃপর চতুর ক্লাইব মুখের মুখস খুলিয়া ফেলেন । প্রতারণার প্রচন্ড মুক্তি প্রকটিত হইল । তিনি প্রকাশে নবাবের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন । কথা ক্রমে মুরশিদাবাদ পর্যন্ত পৌঁছিল । এ লোকসংবাদে নির্ভর করিয়াই নবাবকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে হয় নাই । ক্লাইব নিজ হস্তে নিজ স্বাক্ষরে এই মন্ত্রে পত্র লিখিয়া ছিলেন,—“আপনি সন্ধিস্তৰ্তানুসারে কাজ করেন নাই ; তদ্যতীত নানা চাতুরী খেলিয়াছেন ; শক্রে আশ্রয় দিয়াছিলেন ; অতএব যুদ্ধই শ্রেয়ঃকল্প ।”

### সংঘর্ষণ ।

এক্ষণে উভয় পক্ষে যুদ্ধের তুমুল আয়োজন হইতে লাগিল । সিরাজুদ্দোলার ৪০।৫০ সহস্র সৈন্য যুদ্ধার্থ পলাশীতে প্রস্তুত ছিল । এদিকে

ক্লাইবও সৈন্য পলাশী-অভিমুখে যাত্রা করিবারই  
উদ্দেয়াগ করিলেন ।

১৭ই জুন কর্ণেল ক্লাইব, হুইশত ইউরোপীয়  
সেনা, পাঁচ শত সিপাহী, একটী বড় ও একটী  
ছোট কামানসহ ঘেজের আয়রকুটকে কাটোয়ায়  
পাঠাইয়া দেন । কাটোয়া অধিকার করা আবশ্যক  
হইয়াছিল । কাটোয়ার দুর্গে প্রচুর পরিমাণে চাউল  
এবং সামরিক দ্রব্যাদি ছিল । এখান হইতে পলাশী  
প্রাঙ্গণে সৈন্য-সঞ্চালনের যথেষ্ট সুবিধা ও ছিল ।  
কাটোয়া-দুর্গের দেশীয় সেন্যাধক্ষ একবারমাত্র  
ইংরেজ-সৈন্যের গতিরোধ করিতে যাইয়া ইংরে-  
জের হস্তে দুর্গ সমর্পণ করেন । সন্ধ্যার সময় ক্লাইব-  
সৈন্য তথায় গিয়া উপস্থিত হইয়া, নগর অধিকার  
করে । এখানকার দুর্গ এবং আন্যান্য গৃহাদি  
আশ্রয়স্থল হইয়াছিল ; নহিলে পরদিন শিলাবৃষ্টি-  
পাতে ভয়ানক কষ্ট পাইতে হইত । এখন ক্লাইবের  
ভাবনা হইল, মীরজাফর কি করিবে ; কেননা  
কাটোয়ায় আসিয়া, তিনি মীরজাফরের নিকট  
হইতে সবিশেষ আশাসূচক পত্রাদি প্রাপ্ত হন নাই  
তিনি কেবলমাত্র একখানি পত্রে অবগত হইয়া-

ছিলেন, সিরাজুদ্দোলার সহিত তাহার সন্তাৰ স্থাপন হইয়াছে ; তবুও তিনি ইংরেজের সহায়তা করিতে কৃষ্ণত হইবেন না । ২০শে তারিখে মীরজাফরের নিকট প্রেরিত লোক ফিরিয়া আসিয়া কোন সুনিশ্চিত সংবাদ দিতে পারে নাই । ইহাতে ক্লাইব চিন্তিত হইয়া কর্তব্যনির্দারণার্থ কলিকাতার সিলেক্ট কমিটিতে পত্র লিখেন । এই পত্রে তিনি স্পষ্ট লিখিয়াছিলেন,—মীরজাফর প্রকৃতপক্ষে তাহার সহিত যোগ দিবেন কি না, এ কথা না জানিয়া, তিনি কিছুতেই যুদ্ধ করিতে পারেন না । মীরজাফর যদি যোগ না দেন, তাহা হইলে আপাততঃ পলাশীতে না গিয়া কাটোয়ায় বর্ষার অবসান পর্যন্ত অপেক্ষ করিতে হইবে ।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় মীরজাফরে প্রেরিত এই পত্র পাইয়া ক্লাইব অবগত হইলেন,—মীরজাফর পলাশী অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন । তিনি সিরাজুদ্দোলার সেন্যের এক ভাগে অবস্থিতি করিবেন পলাশী গিয়া সকল সংবাদ স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন । ক্লাইবের মন দ্বারুণ সন্দেহে আন্দোলিত হইতে লাগিল । তিনি কতকটা কিংকর্তব্য

ব্রাবন্ট হইলেন। অবশ্যে কর্তব্যনির্দারণার্থ তিনি কয়েকজন সহকর্মচারীর সহিত পরামর্শ করিলেন। অধিকাংশের মতে সিদ্ধান্ত হইল, আপাততঃ যুদ্ধ স্থগিত থাকুক। ক্লাইবেরও মত হইল। এই সময় ক্লাইব বর্দ্ধমানের রাজাকে এক সহস্র অশ্ব-রোহী সৈন্য সহ যুদ্ধে যোগ দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

ক্লাইব সহচরগণকে বিদায় দিয়া, একটি নিভত বৃক্ষের তলায় বসিয়া, আপন মনে তর্কবিতর্ক করিতে লাগিলেন। বহু বিচারের পর, এখনই যুদ্ধে প্রয়ত্ন হওয়া উচিত বলিয়া সিদ্ধান্ত হইল। সিদ্ধান্তের সঙ্গেই কার্য্যারন্ত। ২১শে জুন তারিখের প্রাতঃকালে ক্লাইব ৯:০ জন ইউরোপীয় পদাতিক, ১০০ ইউরোপীয় গোলন্দাজ, ৫০টী ইংরেজ মাল্লা, কতকগুলি দেশী লক্ষ্মণ এবং ২১:০ দেশী সৈন্য লইয়া ভাগীরথী-তট দিয়া পলাশী অভিমুখে যাত্রা করিয়া নৌকারোহণে নদীপার হন। তাহার দের সঙ্গে ৮টী বড় ও ছোট কাঘান ছিল। বেলা চারিটার সময় তাহারা নদীতটে শিবির স্থাপন করেন। এই সময় মীরজারফরের প্রেরিত একখানি

## ଆତ୍ମକାନନ୍ଦ କ୍ଲାଇବେର ସୈତ୍ ।



গাঠে ক্লাইব অবগত হইলেন, সিরাজুদ্দৌলা  
কাশীমবা গার হইতে তিন ক্রোশ দূরে মনকরা  
গ্রামে অবস্থিতি করিতেছেন। কাশীমবাজারের  
পূর্ব দিক দিয়া যাইয়া নবাবকে আক্রমণ করাই  
সুবিধা। ক্লাইব কিন্তু তাহাতে সুবিধা বুঝিলেন  
না। তিনি বুঝিলেন, ষড়যন্ত্রকারীকে বিশ্বাস নাই;  
পরন্তু তিনি ঘুরিয়া নবাবকে আক্রমণ করিতে  
গেলে নবাব-সৈন্য মোজাম্বিজি তাবে আসিয়া,  
তাহাকে আক্রমণ করিবে। এই সব ভাবিয়া ক্লাইব  
মৌরজাফরের লোককে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন,  
আমি কালবিলম্ব না করিয়া পলাশী অভিমুখে  
যাত্রা করিব; আগামী কল্য ৩ ক্রোশ পথ কুচ  
করিয়া, দাউদপুর গ্রামে উপস্থিত হইব; সেখানে  
যদি মৌরজাফর আমার সহিত যোগ না দেন,  
তাহা হইলে নবাবের সঙ্গে সক্ষি করিব।

যেখানে ক্লাইব শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন,  
সেখান হইতে নবাবের শিবির ১৫ মাইল দূর-  
বর্তী। ২শে জুন সন্ধ্যার সময় যাত্রা করিয়া  
২৩শে রাত্রি একটার সময় ক্লাইব পলাশীতে  
উপস্থিত হন। এই পলাশী গ্রামের কিঞ্চিৎ

দ্রবণ্ডী একটি আত্ম-কাননে গিয়া ব্রিটিশ সৈন্য আশ্রয় গ্রহণ করে।

এই আত্ম-কাননের অন্তর্ক্ষেপণ দূরে নবাবের সৈন্য অবস্থিতি করিতেছিল। আত্ম-কাননটি দৈর্ঘ্যে ১৬০০ হাত এবং প্রস্থে ৬০০ হাত। তাহার চারিদিকে মুক্তিকার বাঁধ এবং পয়ঃ-প্রণালী। ইহার উত্তর-পশ্চিমদিকে প্রায় ১০০ হাত দূরে ভাগীরথী কুলকুল শব্দে প্রবাহিত হইতেছিলেন। আত্ম-কাননের নিকট নবাবের একটি ইষ্টক-প্রাচীর-বেষ্টিত মৃগয়া-মঞ্চ অধিষ্ঠিত ছিল। ক্লাইব মঞ্চটি অধিকার করেন। আত্ম বৃক্ষগুলি সম্রালে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া প্রতিষ্ঠিত ছিল। \* যে সময় ক্লাইব আত্ম-কাননে সৈন্য আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহার ২৪ ঘণ্টা পূর্বে নবাব আসিয়া শিবিরে অধিষ্ঠিত হন।

নবাবের পক্ষে ছিল ৩৫ হাজার পদাতিক কিন্তু তাহারা ইউরোপীয়দের মত সুশিক্ষিত ছিল না; অশ্বারোহী ১৫ সহস্র; তাহারা অপেক্ষাকৃত সুশিক্ষিত; অধিকাংশ অশ্বারোহী পাঠান তরবারি এবং বর্ষায় সুসজ্জিত; কামান-পরি-

চালকগুলি উৎকৃষ্ট ; ৫৩টী কামান ছিল ; ৪০।৫০  
জন সুশিক্ষিত ফরাসি সৈন্য কামানসহ নবাবসৈন্যের  
মূলবর্দ্ধন করিয়াছিল। মুঁসে সেণ্ট ফ্রেঁ এই সকল  
ফরাসির অধ্যক্ষ। ইনি পূর্বে চন্দননগরের এক  
জন “কাউন্সিলার” ছিলেন। ইংরেজ ফরাসিকে  
চন্দননগর হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। আজ  
তাই নবাবসৈন্যভুক্ত ফরাসি সৈনিকেরা বৈর-  
শ্যাতনকল্পে মুহূর্মুর্ত ইংরেজের ধ্বংস কামনা  
করিয়া বৌরদর্পে পলাশীক্ষেত্রে প্রতীক্ষা করিতেছিল।

নবাবের সৈন্য যেমন সুদৃঢ় শক্তিমান, তেমনই  
দুরাক্রম্য সুদৃঢ় স্থান অধিকার করিয়াছিল।  
তাগীরথীতট হইতে গড়বন্দী শিবিরাদি প্রায় চারি  
শত হাজ ভূমি পরিমাণ ব্যাপ্ত। তাহা আবার উত্তর-  
পূর্বে ঘুরিয়া গিয়াছে। তাহাও প্রায় তিনি  
মাইলব্যাপী হইবে। সর্বসৌমান্ত কোণে সুরক্ষিত  
গড়চতুরে একটী বৃহৎ কামান প্রতিষ্ঠিত। গড়ের  
সম্মুখে একটী ঘূর্ণিকাস্তুপ জঙ্গলে আৱত। প্রায়

\* এক্ষণে আৱ একটীও আৱ বুক্ষ দেখা যায় না। যেটী শেষ ছিল,  
অবশিষ্ট সেটী কয়েক বৎসৰ হইল পতিত হইয়া কীটের উদৱসাং হইয়াছে।

১৬ শত হস্ত দূরে দক্ষিণে আন্ত্র-কাননের নিকট  
একটী পুকুরিণী। তাহার নিকট আর একটী বহুত  
পুকুরিণী; এই পুকুরিণী দুইটী মুক্তিকার বাঁধে  
পরিবেষ্টিত। পরে ১৬৫ পৃষ্ঠায় অঙ্কিত চিত্রে স্থান-  
সমাবেশের স্পষ্ট নির্ণয় হইবে। ক চিহ্নিত স্থান  
মুক্তিকা-স্তুপ; খ চিহ্নিত স্থানটী পুকুরিণী।

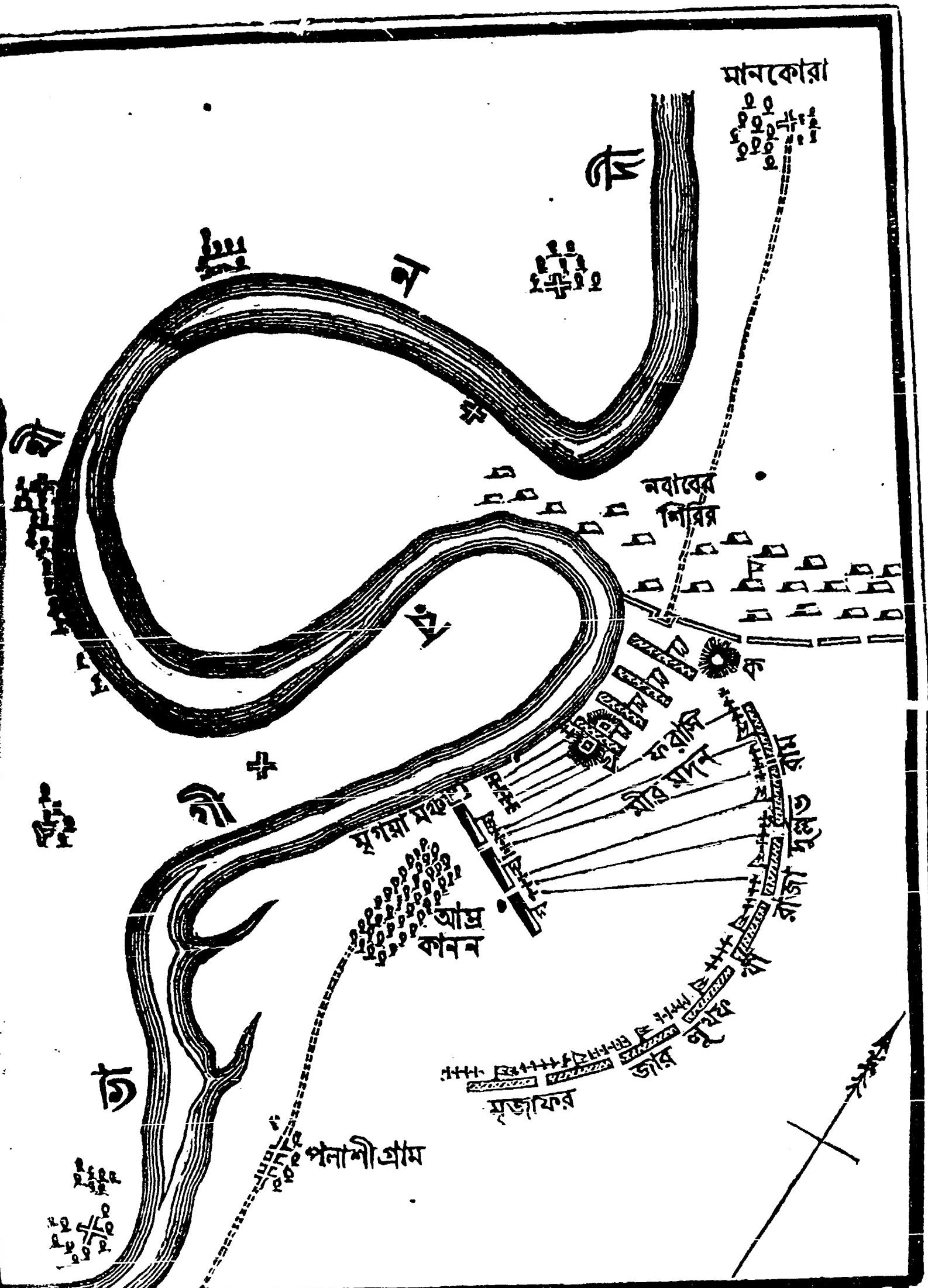
---

## প্রতারণায় পরাজয় ।

---

২৩শে জুন নবাবের সৈন্য গড় হইতে নিঃস্ত  
হইয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইল। সুদৃঢ় ব্যহ রচিত  
হইয়াছিল। ফরাসিয়া চারিটী কামান সহ বহু  
পুকুরিণীর নিকট অবস্থিতি করিলেন। ফরাসিসেন  
এবং ভাগীরথীর মধ্যে দুইটী বড় কামান স্থাপিত  
হইল। এক জন দেশী সৈনিকপুরুষ কাম-  
চালাইবার ভার পাইলেন। তাহাদের পশ্চাত  
ভাগে রহিলেন, বিশ্বাসী সেনাপতি মীরমদন  
সঙ্গে ৫ সহস্র অশ্বারোহী এবং ৭ সহস্র পদাতি  
তাহারই নিকটে বৌর মোহনলাল। মীরমদনের

## যুদ্ধক্ষেত্রের মানচিত্র ।



বহুদূরে অর্দ্ধ-গোলাকার ভাবে অন্তর্যান্য সৈন্য সুসজ্জিত। বামে পলাশীর আশ্র কানন হইতে দক্ষিণে জঙ্গলাবৃত ঘৃতিকা-স্তুপ পর্যন্ত এই সব সৈন্যের সুবিস্তার! ইহার মধ্যে বহুসংখ্যক অশ্বারোহী ও পদাতি দলবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান। তাহার মধ্যে মধ্যে আবার সুদারূণ অগ্নিবর্ষী কামান। অর্দ্ধগোলাকার বৃহস্পত্তায় ৮৫ সহস্র সৈন্য ছিল। মৌরজাফর, ইয়ার লুৎফ থা এবং হুল্লু'ভরাম ইহাদের অধ্যক্ষ। মৌরজাফর বামদিকে, ইয়ার লুৎফ মধ্যভাগে এবং হুল্লু'ভরাম দক্ষিণ ভাগে। ইংরেজ সৈন্য সম্পূর্ণরূপে নবাব-সৈন্য কর্তৃক পরিবেষ্টিত।

ক্লাইব একবার ঘৃণ্যা-মঞ্চের উপর ঢাঁড়াইয়া সতৃষ্ণ নয়নে নবাব-সৈন্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। সমুদ্রবৎ নবাব সৈন্য। ক্লাইব স্তুতিপূর্ণ চকিত। তিনি ভাবিলেন, এই সব সৈন্য কি প্রত্যক্ষ? কিন্তু “আজন্ম সৈনিক” সাহসী ও নির্ভীকীর ক্লাইব বিচলিত হইলেন না। তিনি যুদ্ধ আপন সৈন্য সজ্জিত করিলেন। বাম ভাগে রহিল ঘৃণ্যা-মঞ্চ; মধ্যভাগে ইরোপীয় সৈন্য সুসজ্জিত

তত্ত্ব পার্শ্বে ছয়টী কামান ; বামে দক্ষিণে সম-  
ভাগে দেশীয় সৈন্য। সৈন্যের বামভাগে চারি  
ত হস্ত দূরে একটী ইটের পাঁজা ছিল ; কতক-  
লি সৈন্য দুইটী বড় এবং দুইটী ছোট কামান  
ইয়া তাহা অধিকার করিয়া রাখিল ।

১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে জুন ভারতেতিহাসের  
মরণীয় দিন। এই দিন প্রাতে - ঘটিকার সময়  
ক্রাসি সৈন্যাধ্যক্ষ সেণ্ট ফ্রেঁই সর্বাগ্রে কামান  
লাগিলেন। তাহার কামান গর্জন মাত্রেই নবাব-  
সৈন্য হইতে অবিরল ধারে গোলাবর্ষণ হইতে  
লাগিল। মুহূর্তে রণ-ভূমি কামানের গভীর ধূমে  
আচ্ছন্ন হইল। ক্লাইবের ইঙ্গিতে ইংরেজ সৈন্যও  
শক্রপক্ষে গোলাবর্ষণ করিল। ব্রিটিশ সৈন্য নবাব  
সৈন্য অপেক্ষা অধিকতর হৃদক্ষ ও সুশিক্ষিত;  
কিন্তু অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে ৩০টা ইংরেজ সৈন্য যুদ্ধ-  
ক্ষম হইল। ক্লাইব তখনই ধৌরে ধৌরে সাবধানে  
সৈন্য সরাইয়া লইয়া গিয়া ছায়াপ্রদ আত্ম বৃক্ষ-  
তলে স্থাপন করিলেন। নবাবসৈন্যের নিক্ষিপ্ত  
গোলা বৃক্ষেপণ পতিত হইতে লাগিল। ক্লাইব  
অধিকাংশ সৈন্য ভাগীরথীতে নিম্নভাগে রাখিয়া

দিলেন। কতকগুলি সৈন্য কামান চালাইবার জন্য মাটি কাটিয়া ছোট ছোট সুড়ঙ্গ করিয়া দিল। ইংরেজ সৈন্য নদীতটের নিম্নে; সুতরাং নবা সৈন্যের নিক্ষিপ্ত গোলা তাহাদের মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। ইংরেজের সুড়ঙ্গ-মধ্যস্থ কামানের অব্যর্থ গোলা নবাবসৈন্যের উপর পতিত হইতে লাগিল।

নবাবসৈন্যের অনেকে হত ও আহত হইল। অনেক কামান ফাটিয়া গেল। তিন ঘণ্টা কাল অনবরত যুদ্ধ চলিল। কোন পক্ষের বিশেষ লাভ-ক্ষতি হইল না।

ক্লাইব দেখিলেন, মীরজাফর কোন উচ্চবাচ্য করিতেছেন না। সহযোগিত্বের সঙ্কেতও তিল মাত্র নাই। অপার ভাবনা ;—কি করিবেন! অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সহযোগীদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ক্লাইব সিদ্ধান্ত করিলেন, অদৃষ্টে যাত্র থাকুক, রাত্রি পর্যন্ত যুদ্ধ চালাইব।

যুদ্ধ চলিল। দেখিতে দেখিতে এক পাসলা বাণ্টি হইয়া গেল। ইংরেজ ত্রিপল দিয়া বান্দাদি ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। নবাব পক্ষে মে

ব্যবস্থা হয় নাই ; সুতরাং সমুদায় বারুদাদি  
শুনিয়া গিয়াছিল । ইংরেজ অনার্ড শুন্ধ সতেজ  
কুন্দ প্রয়োগে গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল । নবাব-  
শুন্ধ গোলাবর্ষণে তাদৃশ সতেজ রহিল না । মৌরমদন  
আবিলেন, ইংরেজেরও বুঝি সেই অবস্থা । এই ধারণা-  
বলে তিনি তীব্রবেগে গোলাবর্ষণ করিতে করিতে  
ইংরেজমৈন্যের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ।  
হায় ! ইংরেজের সাংঘাতিক সুতীকৃ গোলার  
প্রাতে বীর মৌরমদন আহত হইয়া পড়িলেন ।

এ সংবাদ শুনিয়া, হতভাগ্য সিরাজুদ্দোলা  
আহত হইলেন । তিনি ভাবিয়াছিলেন, ছারি-  
কের বিশ্বাসঘাতকের ব্যহৃবেষ্টন মধ্যে মহাবীর  
প্রভুতন মৌরমদন তাহাকে রক্ষা করিবেন ; কিন্তু  
এখন হায় ! সেই মৌরমদন আহত হইয়া ধূল্যব-  
স্থিত । তখন নবাব তৌত হইয়া সপুত্র মৌরজা-  
কে ডাকাইয়া আনিলেন এবং মৌরজাফরের  
পদযুগলে আপনার উষ্ণায রক্ষা করিয়া কাতরকণে  
বলিলেন,—“মৌরজাফর ! আমায় রক্ষা কর !”

প্রভুর কাতর ক্রন্দনে প্রভুবিদ্রোহী বিশ্বাস-  
ঘাতক মৌরজাফরের দুরাকাঙ্ক্ষা দূরীকৃত হইল না ।

পাপমতি মনে মনে পুলকিত হইল ; পরন্তু ভাবিল  
নবাবের সর্বনাশ করিবার এই শুভযোগ । দুর্বাণ  
মীরজাফর বাহিরে সরল সাধু পবিত্র বন্ধুবৎস  
হারে দুইটি হস্ত বক্ষঃস্থলে রক্ষা করিয়া বিনয়-বিনয়  
বচনে বলিল,—“হজুর ! ভয় নাই ; আমি প্রাণপণে  
আপনাকে রক্ষা করিব ; অদ্য দিবা অবসানপ্রায় ;  
সৈন্যগণও ক্লান্ত ; অতএব অদ্য যুদ্ধ বন্ধ হউক ;  
কালি হইবে ।” নবাব বলিলেন,—“অদ্য রাত্ৰি-  
কালে যদি ইংরেজ আক্ৰমণ কৰে ?” বিশ্বাসঘাতক  
বলিল,—“তাহার জন্য চিন্তা নাই ।” এই কথা বলি-  
য়াই মীরজাফর মুহূর্ত মধ্যে বিদ্যুদ্বেগে অশ্বারোহণে  
আপন সৈন্য মধ্যে চলিয়া গেল এবং সেইখান  
হইতে ক্লাইবকে সকল অবস্থা লিখিয়া পাঠাইল ;  
অধিকন্তু সতেজে সদ্বলে অগ্রসর হইবার পরামর্শ  
দিল ।

এই পত্র সময়ে ক্লাইবের নিকট পৌছায় নাই ।  
মীরজাফর চলিয়া গেলে, নবাব দুল্লভরামের  
শরণাপন হইলেন । নবাবকে ভীত ঝুঁঝিয়া বিশ্বাস-  
ঘাতক দুল্লভরাম তাহাকে বলিল,—“হজুর ! ভয়  
নাই ; সকল সৈন্যকে শিবিরে ফিরিয়া যাইতে

আজ্ঞা করন ; আর আপনি আমাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া মুরশিদাবাদে চলিয়া যাউন ।” হতভাগ্য নবাব কিংকর্তব্যবিমৃঢ় হইয়া অগত্যা তখনই সকল সৈন্যকে শিবিরে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন ।

বাঙ্গালী বৌর প্রতুতক মোহনলাল এই সময় অতুল বিক্রমে যুদ্ধ করিতেছিলেন । তাহার জুলস্ত অগ্নিময় গোলার আঘাতে শক্রপক্ষ অঙ্গির হইয়া উঠিয়াছিল । সমরকুশল অধীন সৈন্যগণও বৌরভৌর্যে প্রতুর মুখ উজ্জ্বল করিতেছিল । এমন সময় নবাবের দৃত গিয়া তাহাকে রণে নিয়ন্ত্র হইতে বলিল । মোহনলাল সে কথা শুনিলেন না । আবার নবাবের দৃত যাইল । এবারও মোহনলাল কোন কথা গাহ করিলেন না । আবার নিষেধ আজ্ঞা আসিল । এবার মোহনলাল একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, নবাবসৈন্য ছিন-ভিন ; কেহ ফিরিয়াছে ; কেহ ফিরিতেছে ; কেহ ফিরিবার উপক্রম করিতেছে । তখন তিনি বুঝিলেন, নবাবের অধঃপতন অনিবার্য ; বুঝিলেন, বঙ্গের মুদ্লমান রাজত্বের এইবার বিপর্যয়-পরিণাম ; বুঝিলেন,

অদ্যকার এই সূর্য্যাস্তের সঙ্গে মুসলমান নবাবের স্বাধীনতা-সূর্য্য অস্তমিত হইবে। তিনি কাল-বিলম্ব না করিয়া, কাহাকে কিছু না বলিয়া, সৈন্যমণ্ডলীকে সঙ্গে না লইয়া, অভিমানে ক্ষেত্রে রোষে পরিপূর্ণ হইয়া রণভূমি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। তাহাকে রণভূমি পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া সৈন্যগণও রণে ভঙ্গ দিল। হায়! মোহনলালের দুর্জ্য অভিমানে, আর একটু ধৈর্যের অভাবে, হতভাগ্য সিরাজুদ্দোলার সর্বনাশ হইল !

মোহনলাল যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া ফিরিয়া আসিলে পর, নবাব দুই সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য-সমভিব্যাহারে উত্ত্বারোহণে মুরশিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করেন।

মীরজাফর ও দুল্লভরামের আদেশক্রমে সকল সৈন্য রণ-ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া শিবির-অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্লাইব এই সময় মুগয়া-মঞ্চের ভিতর বিশ্রামার্থ নিদ্রা ষাইবার পূর্বে বলিয়া রাখিয়াছিলেন,—“কোন বিআট বুঁকিলে, আমাকে ডাকিয়া দিও !”

অন্যতম ব্রিটিশ সৈনিক মেজর কিলপেট্রি ক  
নবাবের সৈন্যসমূহকে পশ্চাত্পদ হইতে দেখিয়া,  
কাইবের অনুমতির জন্য অপেক্ষা না করিয়াই,  
স্বয়ং কতকগুলি সৈন্যসহ পুকুরিণীর অভিমুখে অগ্  
সর হইতে লাগিলেন। এই সময়ে কাইবকে জাগ-  
রিত করা হয়। তিনি কিলপেট্রি ককে অগ্সর  
হইতে দেখিয়া ভয়ানক ক্রোধান্বিত হইয়াছিলেন;  
কিন্তু পরে প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া, পরম প্রীতি লাভ  
করিয়াছিলেন। \*

কাইব এখন পূর্ণেওসাহে পূর্ণেন্মত। তিনি  
অবশিষ্ট সৈন্যগণকে ডাকিয়া আনিয়া সমস্ত সৈন্য-  
সহ দুর্নিবার্য দুরস্ত বিক্রমে ক্রমে অগ্সর হইতে  
লাগিলেন। তখন রণক্ষেত্র শূন্যপ্রায়। কেবল  
ফরাসী বৌর সেঞ্চ ক্রেঁ স্বদলবল-সহ প্রাণান্তপণে  
যুদ্ধ করিতেছিলেন। তিনি নবাবের আজ্ঞা শুনেন  
নাই; মৌরজাফরের কথায়ও কর্ণপাত করেন নাই;

\* কোন কোন ইতিহাস-লেখক বলেন, কাইব কিলপেট্রি কের কার্য্যে  
আপনার কৃতিত্বগোরব-হানি ঘনে করিয়া, কিলপেট্রি ককে কার্য্যান্তরে পাঠা-  
ইয়!, আপনি সমৈন্য যুক্তাখে-অগ্সর হইয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি পরে  
কৃষ্ণপক্ষের নিকট স্ব মুখে স্বকীয় কৃতিত্বেরই ঘোষণা করিয়াছিলেন।

কিন্তু কয়েক জন সৈন্য লইয়া, দুর্দৰ্শ ব্রিটিশ সৈন্যকের সম্মুখে আর কতক্ষণ ঝুঁকিবেন? তিনি দেখিলেন, ব্রিটিশ সৈন্য অনেকটা অগ্রসর, হইয়াছে তখন তিনি একটু পশ্চাত্ হঠিয়া উচ্চ মুক্তিকান্তপোর নিকট গিয়া, পলকে পলকে শক্ত-সৈন্যের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

এ দিকে মৌরজাফর নবাবের অন্যান্য সৈন্যের সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া নিজ সৈন্য সহ আগ্রাকাননের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কাইব তাহাদিগকে মৌরজাফরের সৈন্য বলিয়া আদোজানিতে পারেন নাই। তিনি মনে করিয়াছিলেন, নবাবের সৈন্য বুঝি তাহাকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইতেছে। তখন তিনি পুরুষরীর পার্শ্ব হইতে সৈন্য সরাইয়া আনিয়া সতেজে সবেগে মৌরজাফর সৈন্যের গতিরোধ করিলেন মৌরজাফর নিজ সৈন্যগুলিকে লইয়া পূর্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। সেখানে তিনি নৌরব ও নিশানুবৎ অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। যখন নৃপস্থিতি ছিলেন, তখন বিশ্বাসঘাতক মৌরজাফর আদো সৈন্যসঞ্চালন করেন নাই; কেবল

ভাবে দুই পক্ষের গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন ; পরন্তু যে পক্ষ প্রবল, সেই পক্ষে যোগ দিবেন বলিয়া সংকল্প করিয়াছিলেন : তাই নবাব মুরশিদাবাদে চলিয়া যাইলে পর এবং মোহনলাল রণজুমি ত্যাগ করিলে পর, মীরজাফর ক্লাইবকে সাহায্য করিবার উদ্দেশে আত্মকাননের অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন ।

ক্লাইব মনে করিয়াছিলেন, মীরজাফর তাহাকে সাহায্য করিবেন না । তিনি ভাবিয়াছিলেন, পলাশী-প্রাঙ্গণ হইতে এ যাত্রা আর একটীও ব্রিটিশ প্রাণীকে ফিরিয়া যাইতে হইবে না । কেবল অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া অসীম সাহসে অনিবার্য বীর্যে তিনি যুদ্ধ করিতেছিলেন । এত চাতুরী ! এত কোশল ! এত প্রতারণা ! এত প্রবক্ষনা ! কলুষ-কালিমায় আগীব নিমজ্জন ! কিন্তু “আজম সৈনিকে”র তেজস্বিতার পরিচয় পদে পদে !

নবাব-সৈন্য কেন ফিরিতেছে, ক্লাইব তাহানিতে পারেন নাই ; কিন্তু ফিরিতে দেখিয়া আপ হার সাহস প্রিণ্ডণ হইয়াছিল । ক্রমে তিনি বুঝি-পুনঃ, মীরজাফর যুদ্ধ করিতেছে না ; শুধু একপার্শ্বে

মৌরবে নিষ্ক্রিয় সৈন্যসহ দণ্ডায়মান আছে। তখন তিনি বৰ্দ্ধিতবিক্রমে ফরাসিদের দিকে অগ্রসর হইলেন। ফরাসিরা প্রস্তুত ছিলেন। তাহারা আবার ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ধন্ত্য বৌর সেগট ক্রেঁ ! কিন্তু হায় ! সেই সেনাপতি-শুণ্য রণক্ষেত্রে সেগট ক্রেঁ কয়েকজনমাত্র সৈন্য লইয়া একা আর কতক্ষণ যুবিবেন ? তিনি রণে ভঙ্গ দিলেন। ব্রিটিশ সৈন্যের আর কোন বিঘ্নবাধা রহিল না। নবাব-সৈন্য পলায়ন করিতে লাগিল। ব্রিটিশ সৈন্য তাহাদের পশ্চাদ্বাবিত হইয়া অনেককে হত করিল। ইহার পর ক্লাইব সৈন্যে স্বচ্ছন্দে সতেজে পরিখার ভিতর প্রবেশ করিয়া শিবির অধিকার করিলেন। ব্রিটিশের জয় হইল ! পলাশীর মুক্তপ্রাঙ্গণে বিজয়-কোলাহলে গগন-মদিনী উথলিয়া উঠিল। সেই ঝুঁধিরপ্লাবিত পলাশীক্ষেত্রে আমাদেরই মঙ্গলার্থ ব্রিটিশের শাসন-শক্তির বৌজ রোপিত হইল।

এখন কত কথা মনে হয়।—সিরাজুদ্দোলা যদি মৌরজাফরের পদগোরব পূর্ববৎ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিতেন, তাহা হইলে সে সাংঘাতিক ঘড়্যন্ত হইত না। মনে হয়, সিরাজ যদি বুদ্ধিমান ফরাসি

বৌর ল সাহেবকে বিদ্যায় না দিতেন, তাহা হইলে ব্রিটিশ বণিক নবাবের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সাহসী হইতেন না । মনে হয়, নবাব যখন বুঝিয়াছিলেন, মীরজাফর বিশ্বাসযাতক, তখন যদি কোন রকমে একেবারে তাহার গতিরোধ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে ইংরেজকে ভয় করিতে হইত না । মনে হয়, নবাব যখন দেখিলেন, বৌর মীরমদন আহত, তখন তিনি বিশ্বাসযাতক মীরজাফরকে না ডাকাইয়া, যদি আপনার অদৃষ্টে নির্ভর করিয়া, মহাবৌর মোহনলালের বৌরত্বে বিশ্বস্ত হইয়া বুক বাঁধিতে পারিতেন, তাহা হইলে নবাবকে মুরশিদাবাদে পলায়ন করিতে হইত না । মনে হয়, মোহনলাল যদি অভিমানে অভিহত না হইয়া আর একটু ধৈর্যসহকারে যুদ্ধ করিতেন, অন্ততঃ যদি রণক্ষেত্র ভ্যাগ করিয়া আসিবার সময় সৈন্যগণকেও সঙ্গে লইয়া আসিতেন, তাহা হইলে পরিণাম এমন হইত না । মনে এমন কত কি হয় ; কিন্তু বিধির লিখন কে খণ্ডাইবে ! বিধির ইচ্ছায় আমাদের সৰ্বাগ্রেয়াদয় । তাই সিরাজুদ্দৌলার অধঃপতন ; রেজের অভ্যর্থন ।

বিধির ইচ্ছা হইলে, তৎক্ষণাতে ভৌম গিরি ছিন্ন-ভিন্ন হয়, মশকপদাঘাতে রুক্ষবক্ষ বিদারিত হয়, গঙ্গাষে বারিধি শুকাইয়া যায়; ফুর্কাতে সূর্য্যতাপ নিবিয়া যায়। যাহার ইচ্ছায় স্ফটিকস্তুতি নিহিত সুশৃঙ্খল মৃত্যুবাণে দুর্জয় বীর রাবণের মৃত্যাছিল, তাহারই ইচ্ছায় সিরাজুদ্দোলার পদ হইল। এই টুকু বুঝিলে মানুষের মোহ রহে ন

## সিরাজের পরিণাম।

---

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩এ জুন পলাশী-প্রাঙ্গণে রুধির-প্লাবিত রণ-ক্ষেত্রে ব্রিটিশ বণিকের বিজয়কেতন উড়ীন হইল। ব্রিটিশ-বাহিনীর শৰ্ব-ভৈরব গগনপৰ্শ্বী সিংহনাদে পলাশীর সে বিজয়বাঞ্চা বিঘোষিত হইতে লাগিল। সে কল্লোল-কোলাহল তাগীরথীর কল কল শব্দে মিশিয়া আশ্রকানন্দের প্রসৃত্তি ছায়াতল মুহূর্হুড়ে প্রকল্পিত করিয়া তুলিল। যাহারই গুণে বা যাহারই ফলে পলাশীর সংঘর্ষণে বিজয় লাভ হউক, সেই “আজন্ম সেনিক,” নির্ভীক, নিত্য-সাহসী, দীর্ঘদশী কিন্তু

ার্থপর, প্রতারণাপটু “ক্লাইবে”রই প্রতিষ্ঠাস্পর্জনা  
ত গুণে পরিবর্দ্ধিত হইল।

যুদ্ধের দিবস রাত্রিতে ক্লাইব যুদ্ধপ্রান্তর হইতে  
তিনি ক্রোশ দূরে দাদপুরে শিবির সন্নিবেশ করেন।  
পরদিন প্রাতঃকালে বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর তথায়  
ক্লাইবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন।  
ক্লাইবের শিবিরে যাইবার সময় তাঁহার মনে  
মনে বড় ভয় হইয়াছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন,  
যুদ্ধকালে সাহায্য সম্বন্ধে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন  
বলিয়া বোধ হয়, ইংরেজ তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট  
হইয়াছেন; স্বতরাং তাঁহাকে শিবির মধ্যে পাইয়া  
তাঁহার প্রতিশোধ লইবেন। বলা বাহ্যিক, পাপীর  
সে আতঙ্ক, পাপ চিন্তার প্রতিষ্ঠাত্মা ; প্রকৃত  
পক্ষে আশঙ্কা ফলবতী হয় নাই। মীরজাফর  
সাহায্য করিবে কি না তাঁবিয়া ক্লাইবের মনে যে  
সংশয় জন্মিয়াছিল, পলাশীবিজয়ের পূর্বেই তাঁহার  
সে সংশয় অপসারিত হইয়াছিল। তাই মীরজা-  
ফরকে দেখিবামাত্র ক্লাইব প্রফুল্ল চিত্তে অতি সমা-  
দর সহকারে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে আপন সন্নি-  
কটে আসন প্রদান করিয়াছিলেন। উভয়েই উচ্চা-

শায় উৎকর্ষিত। অন্তরের কথা অন্তর্যামীই জানেন  
বিশ্বসম্ভাবক নীচাশয় মৌরজাফর এবং পরব্রহ্ম-  
লোলুপ প্রতিষ্ঠাকামী ক্লাইবের হৃদয়ে কথন কো  
ভাবের ক্রিয়া ঘাত-প্রতিঘাত উত্থিত-পতিত  
হইতেছিল, তা অন্তর্যামী ভিন্ন কে বলিতে পারে?  
বাহিরে অবশ্য মৌরজাফর ত্রিটিশের বিজয় জন্ম  
সহাস্যবদনে ক্লাইবের বৌরস্তম্ভাত্ম্যের কৌতু  
করিয়াছিলেন। ক্লাইবও মৌরজাফরকে তাহার  
সাহায্যকারিতার জন্ম সহস্রবার ধন্তবাদ দিয়াছিলেন।  
এই সময়ে উভয়ে বিশ্বস্তালাপে হৃদয়োদ্যোগে  
করিয়া, কি কি কথায়, কি কি প্রস্তাবের উত্থাপন  
ও সমর্থন করিয়াছিলেন, তাহার অক্ষরাঙ্কিত বিবরণ  
কোন ইতিহাসে নাই। সে শতাধিক বর্ষের অতীত  
কাহিনীর প্রত্যক্ষস্বরূপ সাক্ষ্য কে দিবে? তবে  
সে অতীতের সাক্ষী এখন একমাত্র সেই অনন্ত-  
সাক্ষী স্বয়ং ভগবতী ভাগীরথী। তাহার তরঙ্গমালা  
চিরকালই বুক চিরিয়া সেই শোণিতাস্ত্র পলাশী-  
প্রাঙ্গণের ও তাহার নিকটস্থ স্থান সমূহের প্রতি-  
বিষ্ণে সাধক ভক্ত কবিকে পলকে পলকে  
মানব-পরিণামের একটা প্রকট চিত্র প্রদর্শন

কৈবে! তিনিই বলিতে পারেন, মীরজাফরের  
স্থে ব্রিটিশ শিবিরে ক্লাইবের কি কথা হইয়াছিল।  
কল্প জননীর মুখ হইতে সে কথা শুনিবার পুণ্য ত  
দামাদের নাই; সুতরাং ক্লাইব ও মীরজাফরের  
সাক্ষাৎ সংঘটনের পরবর্তী যে সব কার্য মৃতা-  
করীণপ্রমুখ পারস্য এবং ইন্দোস্তানপ্রমুখ ইংরেজি  
ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই বিরত করিব।

ক্লাইবের সহিত সাক্ষাৎকারে মীরজাফর পূর্ব  
সন্ধিসম্মত কার্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন; এবং  
ব্রিটিশ সেনাসমূহকে আপনার সেনাভূক্ত করিয়া  
নাইলেন। ক্লাইবও তাঁহাকে বঙ্গ, বিহার এবং  
উড়িষ্যার নবাব বলিয়া স্বীকৃত করিলেন। দুরা-  
শয়ের দুরভিসন্ধি সিদ্ধ হইল।

দারুণ আশঙ্কা-সন্দেহের এতাদৃশ শুভ পরিণতি-  
সম্পর্কে নীচমতি মীরজাফর পুনর্জীবন পাইলেন।  
শিবিরে প্রবেশ-কালে যখন ব্রিটিশ সৈনিকসমূহ  
তাঁহাকে সামরিক সম্মানে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন,  
খনও মীরজাফর ভাবিয়াছিলেন, বঙ্গের সিংহা-  
নের আশা রথা; সে আশা বুঝি, এই অকিঞ্চিৎ-  
মে সামরিক সম্মানেই পর্যবসিত হইল।

ক্লাইবের প্রসন্নতা-প্রসাদ লাভ করিয়া মীরজাফর সম্মেলনে মুরশিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করেন। মুক্তি-দাবাদে উপস্থিত হইয়া তিনি শুনিলেন, নবাব সিরাজুদ্দেলা নগর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। সত্য সত্যই ইতিপূর্বে হতভাগ্য সিরাজুদ্দেলা? মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া ছিলেন। পলাশীশুক্র-চক্রীদের চক্রান্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া সিরাজুদ্দেলা মুরশিদাবাদে আসিয়া উপস্থিত হন। মুরশিদাবাদে আসিয়া তিনি পুনরায় বল-সঞ্চয়ের সংকল্প করিয়া ছিলেন। কিন্তু হায়! সম্পদে-বিপদে সিরাজুদ্দেলা সহায়হীন। সম্পদে অলঙ্ক্রে ধীরে ধীরে চক্রান্তের স্ফটি হইয়াছিল; বিপদে আত্মীয়সজ্জন, বন্ধু-বান্ধব, ভূত্য, সৈন্য, মেন কি পোষ্য-পাল্য পরিবারবর্গের অনেকেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। নবাব বুঝিলেন, বিধাতা নিতান্ত বাম। তবুও তিনি নিরুৎসাহ হইলেন না। তবুও তিনি বলসঞ্চয়ের সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন না। মুহূর্তে তিনি ধন-ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। অচিরে চারিদিকে ঘোষণা হইল,—“কে কোথায় আছ, ফিরিয়া এস; একবার বিপদাপন্ন

বাবের মুখপানে তাকাও ; কাহারও কিছু প্রাপ্য  
কাকে, কেহ যদি বেতন না পাইয়া অসন্তুষ্ট হইয়া  
থাক ; ফিরিয়া এস, সকলেই সব পাইবে ।” ঘোষণা  
প্রচারের পর দলে দলে লোক আসিতে লাগিল ।  
কেহ পূর্ব পাওনা পাইবার প্রত্যাশায় আসিল ;  
কেহ বা আপাততঃ আত্ম-পরিবার রক্ষার জন্য  
অগ্রিম পাইবার প্রার্থনা করিল ; কতক লোক  
অপর দাবীতেও টাকা চাহিল ; নানা লোকে নানা  
ছলে নানা দাবীতে আসিয়া উপস্থিত হইল । সমস্ত  
রাত্রি ধন-ভাণ্ডার লোকসমাগমে পরিপূর্ণ ছিল ।  
'দেহি' 'দেহি' শব্দের অবিরাম শ্রেত বহিতে  
লাগিল । সিরাজুদ্দোলাও মুক্তহস্ত । কত লোক  
কত কল্পনায় কত প্রকার দাবীর স্থষ্টি করিয়াছিল,  
তাহার ইয়ত্তা নাই ; কিন্তু কেহই বঞ্চিত হয়  
নাই । হা ! ছুরদৃষ্ট ! টাকা পাইয়াও একবার  
য ঘরে ফিরিয়া গেল, সে আর ফিরিয়া আসিল  
না । নবাবের অবারিত দান নিষ্ফল হইল । পরে  
নবাব সারাদিন আপন প্রাসাদ-ভবনে উৎকঢ়িত  
চিত্তে একাকী বসিয়া রহিলেন ।

নবাবপুরী নিঝেন নীরব । এমন একটীও

ক্লাইবের প্রসন্নতা-প্রসাদ লাভ করিয়া শীরজমগি  
ফর সমৈগ্নে মুরশিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করেন। মুরশিদ-রাজ  
দাবাদে উপস্থিত হইয়া তিনি শুনিলেন, নবাব সিরাজুন্নাই  
দেৱলা নগর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন তৎস্থি  
সত্য সত্যই ইতিপূর্বে হতভাগ্য সিরাজুদ্দের ?  
মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পলাশীন্দা  
কু-চক্রীদের চক্রান্ত হইতে নিষ্ক্রিয় পাইয়া সিরাজুন্নাই  
দেৱলা মুরশিদাবাদে আসিয়া উপস্থিত হন।  
মুরশিদাবাদে আসিয়া তিনি পুনরায় বল-সঞ্চয়ের  
সংকল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু হায় ! সম্পদে-বিপদে  
সিরাজুদ্দেলা সহায়হীন। সম্পদে অলঙ্কৃত ধীরে  
ধীরে চক্রান্তের স্থষ্টি হইয়াছিল ; বিপদে আত্মীয়-  
স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, ভূত্য, সৈন্য, এমন কি পোষ্য-  
পাল্য পরিবারবর্গের অনেকেই তাঁহাকে পরিত্যাগ  
করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। নবাব বুঝিলেন, বিধাতা  
নিতান্ত বাম। তবুও তিনি নিরুৎসাহ হইলেন না।  
তবুও তিনি বলসঞ্চয়ের সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন  
না। মুহূর্তে তিনি ধন-ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া  
দিলেন। অচিরে চারিদিকে ঘোষণা হইল,—“কে  
কোথায় আছ, ফিরিয়া এস ; একবার বিপদাপন

নবাবের মুখপানে তাকাও ; কাহারও কিছু প্রাপ্য  
নেইক, কেহ যদি বেতন না পাইয়া অসন্তুষ্ট হইয়া  
হন্তুন ; ফিরিয়া এস, সকলেই সব পাইবে ।” ঘোষণা  
মৌচারের পর দলে দলে লোক আসিতে লাগিল ।  
এতে পূর্ব পাওনা পাইবার প্রত্যাশায় আসিল ;  
তাহ বা আপাততঃ আত্ম-পরিবার রক্ষার জন্য  
গ্রেম পাইবার প্রার্থনা করিল ; কতক লোক  
মাথার দাবীতেও টাকা চাহিল ; নানা লোকে নানা  
নামে নানা দাবীতে আসিয়া উপস্থিত হইল । সমস্ত  
যাত্রি ধন-ভাণ্ডার লোকসমাগমে পরিপূর্ণ ছিল ।  
‘দেহি’ ‘দেহি’ শব্দের অবিরাম শ্রেত বহিতে  
লাগিল । সিরাজুদ্দোলাও মুক্তহস্ত । কত লোক  
কত কল্পনায় কত প্রকার দাবীর স্থষ্টি করিয়াছিল,  
তাহার ইয়ত্তা নাই ; কিন্তু কেহই বঞ্চিত হয়  
নাই । হা ! তুরদৃষ্ট ! টাকা পাইয়াও একবার  
য় ঘরে ফিরিয়া গেল, সে আর ফিরিয়া আসিল  
না । নবাবের অবারিত দান নিষ্ফল হইল । পরে  
বাব সারাদিন আপন প্রাসাদ-ভবনে উৎকঢ়িত  
হতে একাকী বসিয়া রহিলেন ।

নবাবপুরী নিঝেন নীরব । এমন একটীও

বন্ধু ছিল না যে, হইটা সান্ত্বনা-বাকে নবাবে  
সে দারুণ দৃঃখপীড়িত হৃদয়ের ভার কিঞ্চিম্বাত  
লাঘব করে । নবাব নিরূপায় হইলেন । যাহার  
কটাক্ষমাত্রে কোটি লোক সঞ্চালিত হইত, আজ  
তাহার বিপুল বিজয়স্তীপূরী সহায়শূন্ত ! এখন কি  
করিবেন, কোথায় যাইবেন, কাহার শরণাপন  
হইবেন, কে রক্ষা করিবে, ইহাই হইল হতাশ  
প্রাণের বিষম ভাবনা । মুহূর্তে কিন্তু কি যেন একটা  
বৈদ্যতিক স্পর্শে সিরাজুদ্দৌলার মে মুমুক্ষু প্রাণ  
জাগিয়া উঠিল । ভাবনার প্রবাহে সহসা আজিমা-  
বাদের ফরাসি সৈনিক ল সাহেবকে স্মরণ হইল ।  
শক্তিশালী ল সাহেবকে স্মরণ হইবামাত্র নবাব  
তাহার সাহায্য লইবার সংকল্প করিলেন । নবাব  
বুঝিয়াছিলেন, এ বিপদ-পারাবারে এখন ল সাহে-  
বই একমাত্র কাণ্ডারী । ল সাহেবকে স্নাতসী  
ও বিশ্বাসী বলিয়া সিরাজুদ্দৌলার ধারণা ছিল ;  
কেবল কু-লোকের কু-চক্রে পড়িয়াই তাহাকে  
তাড়াইয়াছিলেন বৈত নয় । ল সাহেবের সাহায্য  
পাইবার প্রত্যাশায় নবাব ২৫শে জুন মুরশিদাবাদ  
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ।

সিরাজুদ্দোলার মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ করিবার পর মৌরজাফর সঙ্গে তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। পরে মনশুরগঞ্জের প্রাসাদভবন নির্বিঘ্নে ও নিরাপদে তাহার হস্তগত হইয়াছিল। এই সময় যাবতীয় বিশ্বাসঘাতক আসিয়া মৌরজাফরের সঙ্গে যোগ দিল। সিরাজুদ্দোলা যুদ্ধ-বিরামের আজ্ঞা প্রচার করিলেও যাহারা যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহারা ও একেবারে কৃষ্ণিত হয় নাই, যাহারা বর্তমান বিপর্যয়-বিপ্লবে মনে মনে অসন্তুষ্ট হইয়াছিল, তাহারও নির্যাতন ও অত্যাচার ভয়ে মৌরজাফরের বশতা স্বীকার করিল।

চুল্লভরাম মৌরজাফরের প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। তাহারই সাহায্যে মৌরজাফর সকল লোককে বণীভূত করিয়া শক্ত-মিত্র সকলকে মুক্তির মধ্যে আনিয়া আপনাকে সিরাজের সিংহাসনাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করেন। এই সময় ব্রিটিশ সেনাপতি কর্ণেল ক্লাইব অন্যান্য ব্রিটিশ সেনাপতি এবং মুরশিদাবাদের উচ্চবংশ-

সন্তুত সন্ত্রান্ত অধিবাসী এবং নবাব-বাটীর যাবতীয় কর্মচারী নিম্নলিখিত হইয়াছিলেন। প্রাসাদের স্ববিশাল প্রকোষ্ঠের উত্তর ভাগে সিরাজ-সিংহাসনের চিতাভষ্টের উপর নবীন নবাব মীরজাফরের নামা মণিথচিত সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ২৯শে জুন ক্লাইব স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া, বাহ্যগলে প্রেমালিঙ্গন করিয়া, মীরজাফরকে সিংহাসনে বসাইয়া দেন। \* ইহার পর ইংরেজ এবং অন্যান্য উপস্থিত সন্ত্রান্ত ব্যক্তিবর্গ সন্মানসূচক উপহার প্রদান করেন। ঘন ঘন গভীর কামান-গর্জনে পলকে পলকে বিশ্বাসযাতক মীরজাফরের সিংহাসন-প্রতিষ্ঠার বিজয়রোল বিঘেষিত হইয়াছিল।

সিংহাসনাধিকারের পর মীরজাফর সিরাজুদ্দোলার ধন-ভাণ্ডার অধিকার করেন। ধনভাণ্ডার অধিকারকালে ওয়াটস্ সাহেব, দেওয়ান রাম-

\* অমির বলেন, ক্লাইব যখন মুরশিদাবাদিমুখে অগ্রসর হন, তখন রায় ছল্লভ, মীরণ এবং কদম হোসেন খাঁ, তাহাকে হত্যা করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। ক্লাইব কোন রকমে সে সংবাদ পাইয়া কাশিমবাজারে থাকিয়া যান। তথায় তাহার সকল সন্দেহভয় দুরীভূত হইয়াছিল। কিন্তু কারণে হইল, অমির তাহা বলিতে পারেন নাই।

ঁচাদ এবং মুন্সি নবকৃষ্ণ উপস্থিত ছিলেন। ধন-ভাণ্ডারে ছিল, এক কোটি সত্তর লক্ষ টাকা, দুই কোটি ত্রিশ লক্ষ মোহর, দুই সিন্দুক মোনার বাট, চারি সিন্দুক মণিখচিত অলঙ্কার এবং দুই সিন্দুক মণিমুক্তা। ইহা হইল, বাহিরের ধন-ভাণ্ডারের সম্পত্তি। কথিত আছে, অন্দর-মহলের ধন-ভাণ্ডারে আট কোটি টাকা ছিল। মুক্তাক্ষরীণ অনুবাদক বলেন, \*—মীরজাফর, আমীর বেণ থঁ, রামঁচাদ এবং নবকৃষ্ণ এই টাকা সংগোপনে ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। রামঁচাদ এবং নবকৃষ্ণ কাইবের লোক। তাহারা অন্দর-মহলের ধন-ভাণ্ডারের কথা জানিতেন। পাছে তাহারা প্রকাশ করিয়া দেন বলিয়া মীরজাফর তাহাদিগকে ভাগ দিয়াছিলেন।

---

\* অনুবাদক নিজে বলিয়াছেন যে, তিনি ১৮৫৮ সালে কাইবের বিভাষীর কার্যে নিযুক্ত হন। ইনি বলেন, রামঁচাদ এবং নবকৃষ্ণ প্রত্যেকেই ৫০, টাকা বেতন পাইতেন। রামঁচাদ কিঞ্চ দশ বৎসর পরে মৃত্যুকালে বাহাতুর লক্ষ টাকা নগদ রাখিয়া যান। এতদুপরি আশিটী চৌবাচ্চায় মোনা এবং তিনশত কুড়িটীতে রূপা, আশী লক্ষ টাকার ভূমস্পতি এবং কুড়ি লক্ষ টাকার অলঙ্কার মজুত ছিল। সর্বশুল্ক কোটি টাকার সম্পত্তি হইবে। রাজা নবকৃষ্ণ মাতৃশ্রান্তে সাত লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। এই নবকৃষ্ণ কলিকাতার শোভাবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

এই সময় ব্রিটিশ কোম্পানী সন্ধিসর্তানুসারে আপনাদের প্রাপ্ত টাকার দাবী উত্থাপন করেন। মীরজাফর বাহিরে ধন-ভাণ্ডার হইতে নিম্নলিখিত লোককে নিম্নলিখিত রূপ অর্থ দিয়াছিলেন,— মীরজাফর কোম্পানীকে যে টাকা দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার অর্কেন্দ্র দেওয়া হইল। অবশিষ্ট তিনি বৎসরে দিবার কথা রহিল। ইংরেজ যে অর্কেক টাকা পাইলেন, তাহা সাত শত সিন্দুকে ভর্তি হইয়াছিল। এই সব সিন্দুক নৌকায় তুলিয়া দেওয়া হয়। জন কয়েক ইংরেজ কর্তৃপক্ষ দলবলসহ আনন্দ-কোতুহলে উৎফুল্ল হইয়া সঘন ডগডগ রবে ঝাদ্য বাজাইয়া, সগর্বে নৌকায় নিশান তুলিয়া দিয়া, ধৌরে ধৌরে দক্ষিণ বাহনে কলিকাতা অভিমুখে অগ্রসর হন। কলিকাতায় টাকা পৌঁছাইলে পর, ইতিপূর্বে সিরাজুদ্দৌলা কর্তৃক কলিকাতা আক্রমণ কালে, যাহাদের সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছিল, তাহারা এই টাকা হইতে ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ব্রিটিশ সৈন্যদিগকে পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত কলিকাতার কৌন্সিলের সভাসদবর্গও কিঞ্চিৎ পাইয়া-

ছিলেন। যে সময় মীরজাফরের সঙ্গে সক্ষি হয়, সে সময় ব্রিচ নামে একজন সভ্য প্রস্তাৱ কৱেন যে, সিলেক্ট-কমিটী ষড়ঘন্ট্ৰের মন্ত্ৰী, তাঁহাদিগের বিষয় বিবেচনা কৱিতে হইবে অৰ্থাৎ তাঁহাদিগকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ টাকা দিতে হইবে। সে প্রস্তাৱ ব্যৰ্থ হয় নাই। ক্লাইব পাইয়াছিলেন, দুই লক্ষ আশী হাজাৰ টাকা। সেই পলাতক ড্ৰেকও পাইয়া-ছিলেন, দুই লক্ষ আশী হাজাৰ। এতদ্ব্যতীত সিলেক্ট কমিটীৰ প্রত্যেক সভ্য দুই লক্ষ চল্লিশ হাজাৰ কৱিয়া পাইয়াছিলেন। কোন্সিলেৱ যে সব ভ্য সভাৱ সিলেক্ট কমিটীতে ছিলেন না, যাহাৱা দুই বিবেচনাৰ অন্তভূত হন নাই, তাঁহাৱাও দান-কল্পতৰু “পৱ ধনে পোদ্বার” মীরজাফরেৱ কল্যাণে বঞ্চিত হন নাই। তাঁহাৱাও প্রত্যেকে লক্ষ্য কৱিয়া পাইয়াছিলেন। \*

\* ক্লাইব নিজ মুখে স্বীকাৱ কৱিয়াছেন, তিনি এ সিংহতাগেৱ উপৱত্তি মীরজাফরেৱ নিকট হইতে ষোল লক্ষ টাকা পাইয়াছিলেন; ওয়াটস সাহেব ভাগেৱ ভাগ পাইয়াও

---

\* Beecher's Evidence Select Committee of House of Commons; First Report, page I 45

মীরজাফরের নিকট হইতে অতিরিক্ত আট লক্ষ, মেজর কিল পেট্টি ক তিন লক্ষ, ওয়ালস পাঁচ লক্ষ এবং স্ক্রাফটন দুই লক্ষ পাইয়াছিলেন ।

ক্লাইব সর্বশেষ পাইলেন, আঠার লক্ষ আশী হাজার । পাঠক মনে আছে ত, আরকট-অবরোধ-কালে আরকটের নবাব ক্লাইবকে বহু অর্থ দিতে চাহিয়াছিলেন । ক্লাইব তাহা তুচ্ছ তণবৎ উপেক্ষা করিয়াছিলেন । মীরজাফরের নিকট হইতে টাকা লইয়াছিলেন বলিয়া, পরে বিলাতের কর্তৃপক্ষ এই ক্লাইবের নিকট হইতে কেফিয়ৎ চাহিয়াছিলেন । কেফিয়তে ক্লাইব স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন,— “মীরজাফরের নিকট হইতে টাকা লইয়া আমি কোন অন্যায় কাজ করি নাই ; ইহাতে তাহার বা আমার নিয়োগ-কর্ত্তার কোন ক্ষতি হয় নাই, টাকা না লইলেও কিছু কর্তৃপক্ষের কোন লাভ হইত না ; আমি ব্যবসায়সংক্রান্ত সকল সুবিধা-সুযোগ পরিত্যাগ করিয়া, সামরিক জীবনে আঘোৎসর্গ করিয়াছিলাম ; স্বদেশের সন্মান এবং কোম্পানীর স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমি সকল কার্য সম্পাদন করিয়াছি । লঙ্ঘন অপেক্ষা

মুরশিদাবাদ অধিকতর সুবিস্তৃত সহর ; এখানে  
বহুতর সন্দ্রান্ত ধনাট্যের বাস ; অনেকেই আমাকে  
অর্থাদি নানাংবিধ দ্রব্য উপহার দিবার জন্য প্রস্তুত  
ছিলেন, আমি লই নাই। আমি যদি তাহা লই-  
তাম, তাহা হইলে কত কোটির অধিপতি হইতে  
পারিতাম ; ডাইরেক্টরেরা কিছু তাহা আমার  
নিকট হইতে কাঢ়িয়। লইতে পারিতেন না।  
আমার স্মরণ হয়, যখন আমি মুরশিদাবাদের ধন-  
ভাণ্ডারে প্রবেশ করি, তখন আমার দক্ষিণে ও  
বামে স্তুপাকারে স্বর্ণ-রৌপ্য মণি-মাণিক্য দেখি-  
যাচ্ছিলাম। তাহাতে লোত করি নাই। \* ”

ক্লাইবের এই কৈফিয়তের উত্তরচ্ছলে ইতি-  
হাস-লেখক থরনটন বলিয়াছেন, ক্লাইব যাহাই  
বলুন, তিনি মৌরজাফরের নিকট হইতে টাকা লই-  
বার অধিকারী নহেন ; পুরস্কারের প্রত্যাশা কর্তৃ-  
পক্ষ কোম্পানীর নিকট করিতে পারিতেন ; তিনি  
স্বদেশ এবং কোম্পানীর স্বার্থরক্ষার্থে যুদ্ধ করিয়া-  
ছিলেন ; মৌরজাফরের জন্য নহে ; কোন্ হেতু-  
বাদে তিনি মৌরজাফরের নিকট হইতে টাকা

\* Malcolm's Life of Clive Vol. I. Page 313.

লন? ক্লাইব ভাবিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, কোম্পানীর নিকট হইতে কিছুই পাইবার সন্তা-  
বনা ছিল না। কিন্তু তা বলিয়া কি, সত্যের পথ  
পরিত্যাগ করিতে হইবে? পাপকে প্রশ্ন দিয়া  
যদি মানুষ সত্যের পথ পরিত্যাগ করিতে পারে,  
তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, সংসারে নৈতিক  
সংযমনের অবসান হইল। \*

এইবার উমিঁচাদের পালা। পাপের প্রত্যঙ্গ  
ফল। ইতিপূর্বে উমিঁচাদের সর্বনাশ করি-  
বার জন্য ক্লাইব যে ফাঁদ পাতিয়াছিলেন, যে  
অব্যর্থ ব্রহ্মবাণ জুড়িয়া রাখিয়াছিলেন, উমিঁচাদ  
যুগান্তরেও তাহার সুস্কান পান নাই। সকলকে  
আপন আপন প্রাপ্ত পাইতে দেখিয়া উমিঁচাদ  
আপনার প্রাপ্ত্যের কথা ক্লাইবকে জানাইলেন।  
ক্লাইব এই অবসরে উমিঁচাদকে সাদা কাগজে  
লিখিত প্রকৃত সঙ্কিপত্রখানি প্রদর্শন করেন।  
এ সঙ্কিপত্রে উমিঁচাদের প্রাপ্ত্যের উল্লেখ ছিল না।  
উমিঁচাদ চমকিয়া বলিলেন,—“এ কি! আমি যে  
সঙ্কিপত্র দেখিয়াছিলাম, সে যে লাল।” ক্লাই-

অন্নানবদনে ধৌরে ধৌরে বলিলেন,—“হঁ, সে  
লাল বটে; এখানি সাদা।” উমিঁচাদ কিংকর্ত্য-  
বিমুঢ় হইলেন। কিন্তু যে ক্লাইব অঙ্গুষ্ঠিতে  
জালসন্ধিপত্রে ওয়াটসন সাহেবের স্বাক্ষর করিয়া-  
ছিলেন, সেই ক্লাইব অন্নান বদনে স্ক্রাফটন সাহে-  
বকে দিয়া বলাইলেন \*,—“উমিঁচাদ! লাল  
সন্ধিপত্রখানি জাল; তুমি কিভুই পাইবে না।”  
এই কথা শুনিবামাত্র হতভাগ্য উমিঁচাদ মৃচ্ছিত  
হইয়াছিলেন। তাহার ভূত্যেরা তাহাকে পাক্ষী  
করিয়া বাড়ী লইয়া যায়। বাড়ীতে তিনি অনেক-  
ক্ষণ মৃচ্ছিত অবস্থায় ছিলেন। মুচ্ছায় মৃত্যু হয়  
নাই; কিন্তু জীবনের অবশিষ্ট কাল এক রকম  
অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় অতিবাহিত হইয়াছিল। এই  
ঘটনার দেড় বৎসর পরে তাহার মৃত্যু হয়।

ক্লাইব উমিঁচাদের সঙ্গে যে ব্যবহার করিলেন,  
তৎসমক্ষে আমরা আর অধিক কি বলিব? অনেক  
ইংরেজ ইতিহাস-লেখককেও লজ্জায় বদন ঢাকিয়া  
সেই কলঙ্ককাহিনী লিখিতে হইয়াছে। যে

\* স্ক্রাফটন সাহেব ক্লাইবের অপেক্ষা দেশীয় ভাষা সহজে বুঝিতেন। তিনি  
এই নব্য দ্বিভাষীর কাজ করিয়াছিলেন।

অপরাধে ইংরেজ রাজত্বে কেবল নির্বাসন নহে, পরন্তু  
প্রাণদণ্ড হইয়া থাকে, ক্লাইবের সেই অপরাধ।  
নন্দকুমারের ফাঁসি হইয়াছিল কোন্ অভিযোগে ?  
সে কথা স্মরণ হইলে অধুনা উচ্চশির ত্রিটিশ-  
সন্তানের লজ্জা-ঘণায় মস্তক অবনত হয়। অধুনা  
প্রজাবৎসল ত্রিটিশরাজের শাসন-শাস্তি স্মধার সহস্র  
ধারায় ক্লাইবের অন্যান্য সকল কলঙ্ক প্রক্ষালিত  
হইতে পারে, কিন্তু উমিঁচাদকে প্রতারণারূপ  
কলঙ্কের কালকূট-চিহ্ন বংশ-পরম্পরায় ত্রিপ্তি-  
সন্তানের কঢ়ে কঢ়ে বিরাজমান থাকিবে।

এক জন ইংরেজ ইতিহাস-লেখক লিখিয়া-  
ছেন, যাহারা সিরাজুদ্দৌলার বিপক্ষে ঘড়্যন্ত  
করিয়াছিল, উমিঁচাদের অর্থগৃঘৃতা অপেক্ষা তাহা-  
দের অর্থগৃঘৃতা কি লঘুতর ? উমিঁচাদ অর্থগৃঘৃত  
হইলেও, তিনি ইংরেজের অনেক উপকার করিয়া-  
ছিলেন। পূর্বে উমিঁচাদ তাহার যথেষ্ট প্রি-  
চয়ও দিয়াছিলেন। ইংরেজ যখন চন্দননগর আক্র-  
মণ করিবার সংকল্প করেন, নবাব সিরাজুদ্দৌলা  
তখন উমিঁচাদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—  
“ইংরেজ সন্ধিমত কাজ করিবে ?” উমিঁচাদ তদুত্তে

অম্বান বদনে বলিয়াছিলেন,—“ইংরেজ জগতে  
অতি বড় বিশ্বাসী জাতি বলিয়া বিখ্যাত ; মিথ্যা  
বলিলে, তাহাদের নিন্দার সীমা থাকে না ;  
তাহারা নিশ্চিতই সন্ধির ঘর্য্যাদা রক্ষা করিবেন ।”  
উমিঁচাদের মুখে এই কথা শুনিয়াই নবাব ইংরে-  
জের বিরুদ্ধে চন্দননগরের ফরাসিকে সাহায্য  
করিতে অস্বীকার করেন। সেই হিতকারী উমি-  
চাদের এই পরিণাম ! একেবারে বঞ্চিত ন্য করিয়া  
কিঞ্চিং দিলেও হতভাগ্যের তাদৃশ ভীষণ পরিণাম  
হইত না ।

উমিঁচাদ অর্থপিশাচ হউন বা না হউন,  
উমিঁচাদ ইংরেজের উপকার করিয়া থাকুন বা  
নাহ থাকুন,—উমিঁচাদ রাজদ্রোহী, বিশ্বসঘাতক !  
তাহার পরিণাম অন্তরূপ হইবে কেন ? পাঠক  
বলিতে পারেন, উমিঁচাদের মতন পাপী ত সংসারে  
অনেকেই, তবে উমিঁচাদের শ্যায়, পাপের সঙ্গে  
সঙ্গেই সকল পাপীর ফলভোগ হয় না কেন ? এ  
কথার উত্তর আমি কি দিব ? তবে নিশ্চিতই  
ধারণা, শীত্র হউক বা বিলম্বে হউক, এক বংশে হউক  
বা বহুবংশে হউক, ইহলোকে হউক বা পরলোকে

হউক, পাপীকে পাপের ফল ভুগিতেই হইবে।  
উমিঁচাদের চরিত্র কাব্য-শাসন-নিয়োগের উচ্চ-  
সুযোগ-স্থল।

এইবার পাঠক ! হতভাগ্য সিরাজুদ্দোলার  
জীবন-নাটকের শেষ অঙ্ক। মুরশিদাবাদ পরি-  
ত্যাগ কালীন নবাব প্রিয়তমা পত্নী লুৎফমেসা এবং  
অন্যান্য কয়েকটী প্রিয় জনকে সঙ্গে লইয়াছিলেন।  
সকলে কয়েকখানি আবরিত যানে আরোহণ  
করিয়া রাত্রি তিনটার সময় মুরশিদাবাদ পরিত্যক্ত  
করেন। গাড়ীতে যত কাঞ্চন-মণি ধরিতে পারে,  
সিরাজুদ্দোলা তাহাও সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিলেন।  
সঙ্গে কতকগুলি হস্তী এবং আপনার কতকগুলি  
প্রিয় গৃহ-সজ্জা ছিল।

নবাব প্রথমে রাজমহলে যাইবার সংকল্প করি-  
য়াছিলেন ; কিন্তু সে সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া  
ভগবানগোলায় গিয়াছিলেন। \* এইখানে তিনি  
কালবিলম্ব না করিয়া নোকাৱেহণ করেন। জল-  
পথে না যাইয়া যদি তিনি স্থলপথে যাইতেন, তাহা  
হইলে তাঁহার অনেক সুবিধা হইত। তখনও যে

\* ভগবানগোলা মুরশিদাবাদের সাতে সাত ক্রোশ উত্তর-পূর্বে।

সব সেনিকপুরুষ চক্রান্তকারীদিগের সঙ্গে ঘোগ  
দেয় নাই, তিনি যদি তাহাদিগকে ডাকাইতেন,  
তাহা হইলে বোধ হয়, তাহারা আসিয়া তাহার  
সহিত ঘোগ দিত। এরূপ অবস্থায় নবাব বহুবলে  
বলীয়ান্ত হইতে পারিতেন। তখন কেহই তাহার  
গতিরোধে সাহস করিত না। কিন্তু আসন্ন কালে  
বপরীত বুদ্ধি ! বিধি যারে বাম, তাহাকে কে রক্ষা  
করিবে ?

নবাব ফরাসি সেনাপতি ল সাহেবের সাহায্য-  
প্রত্যাশায় নেকাযোগে আজিমাবাদ অভিমুখে  
অগ্রসর হন। ল সাহেবও সাহায্য করিতে প্রস্তুত  
হইয়াছিলেন। ইংরেজ যথন কলিকাতা পুনরা-  
ক্রমণ করেন, তখন ল সাহেবকে সংবাদ পাঠান  
হইয়াছিল। কিন্তু বিধির বিড়ম্বনা ! নবাব তাহার  
সাহায্যার্থ হওঁনি না পাঠাইয়া আজিমাবাদের  
খাতাঞ্জিখানায় টাকা দিবার জন্য হকুম পাঠাইয়া-  
ছিলেন। সেখানে টাকা পাইতে বড় বিলম্ব হয়।

নবাব তাহার বেগম, কন্যা এবং অন্যান্য সঙ্গী  
ও সঙ্গিনীরা, তিনি দিন অনাহারে ছিলেন। তিনি  
দিন পরে রাজমহলের পরপারে তাহারা সকলেই

এক ফকৌরের আশ্রমে আশ্রম গহণ করেন। এই  
ফকৌরের নাম সাহাদানা। কথিত আছে, এই  
সাহাদানা পুর্বে সিরাজুদ্দোলা কর্তৃক লাষ্টিত ও  
তাড়িত হইয়াছিল। কোন কোন ইতিহাসলেখক  
বলেন, সিরাজুদ্দোলা তাহার কান কাটিয়া দিয়া  
ছিলেন। কিন্তু কি কারণে সে লঙ্ঘনা বা তাড়না,  
তাহার উল্লেখ ইতিহাসে দেখিতে পাই নাই।  
ফকৌর প্রথমতঃ নবাবকে চিনিতে পারে নাই;  
ভাবিয়াছিল, নিত্য যে সব পথিক সে পথ দিয়া  
যায়, অত্যাগত অতিথি তাহাদেরই এক জন;  
কিন্তু নবাবের জুতা দেখিয়া তাহার সন্দেহ হইয়া  
ছিল। সে তখনই নোকার মাঝিকে জিজ্ঞাসা  
করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হয়। ফকৌরের হৃদয়  
প্রতিহিংসায় প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল।

ফকৌর কোন কথা না বলিয়া সপরিবার রেয়া  
বের আতিথ্য সৎকারের যথাযোগ্য বন্দোবস্ত কর্তৃনি  
দিয়াছিল। নবাবপরিবার শুদ্ধাক্ষণ ক্ষুণ্ণিবারণার্থ  
খিচুড়ি রাঁধিবার উদ্দেয়োগ করিয়াছিলেন।

এই সময় ফকৌর গোপনে লোক দিয়া প্র-  
পারে রাজমহলে সিরাজুদ্দোলার শত্রুপক্ষকে সংবাদ

পাঠাইয়া দেয় । সংবাদ পাইয়া মীরজাফরের  
জামতা মীরকাসেম এবং মীরদাউদ থা সদলবল  
তথায় আসিয়া উপস্থিত হন । সিরাজুদ্দোলা  
শক্রসৈন্য কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইলেন । নবাবমহিয়ী  
লুৎফমেসা মীরকাসেমের হস্তগত হইলেন ।  
মীরকাসেম ভয় প্রদর্শন করিয়া তাহার ঘাবতীয়  
অলঙ্কারাদি আহুসাঁ করেন ! মীরকাসেমের  
দেখিয়া মীরদাউদ অন্যান্য রংগীদের অলঙ্কার  
অপহরণ করিল । তাহার দেখাদেখি সেখানে  
নবাবপক্ষের ঘাহারা উপস্থিত ছিল, তাহারও সিরা-  
দোলার সর্বস্ব লুটিয়া লইল ! এক দিন ঘাহারা  
বিপুলবিক্রম নবাবের একটু করুণা কটাক্ষের জন্য  
লালায়িত হইত ; এক দিন ঘাহারা নবাবের সন্ধু-  
খীন হইতেও সাহসী হইত না, আজ তাহারা  
বিপদাপন্ন নবাবের প্রতি ব্যঙ্গ-বিজ্ঞপ্তের অবিরল  
বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল । নবাব নিরূপায় !  
তিনি নিরুৎসাহে নিরাশাসে কাতর কর্ণে বলিলেন,  
—“আমি ধন জন সাম্রাজ্য চাহি না ; আমাকে  
কিছু মাসহারা দিও ; আর এই বিস্তৃত বঙ্গের এক  
পার্শ্বে থাকিবার স্থান দিও ।” নবাবের এ প্রার্থনা

পও হইল। সে কথায় কাহারও প্রাণ গলিল  
না; কেহ সে কথায় কর্ণপাত করিল না। নবাব  
সিরাজুদ্দোলা সপরিবার বন্দী হইলেন।

নবাব সিরাজুদ্দোলা যে দিন মুরশিদাবাদ পরি-  
ত্যাগ করেন, তাহার আট দিন পরে শৃঙ্খলাবন্ধ  
বন্দী-বেশে মুরশিদাবাদে পুনরানীত হন। হায়!  
যদি আর দিন কতক সিরাজুদ্দোলা বন্দী না হই-  
তেন, তাহা হইলে হয়ত তাঁহার ভাগ্যপরিবর্তন  
হইত। ফরাসি সৈনিক ল সাহেব তাঁহাকে সাহায্য  
করিবার জন্য রাজমহল পর্যন্ত আসিয়া উপস্থিত  
হইয়াছিলেন। রাজমহলে আসিয়া তিনি শুনি-  
লেন, নবাব বন্দী হইয়াছেন। তখন তিনি নিরু-  
পায় হইয়া, পলায়ন করেন। তিনি পলাইয়া,  
সিরাজুদ্দোলার রাজ্যের সীমান্ত-পারে বস্তাৱ হইতে  
বহুদূরে গিয়া আশ্রম লয়েন।

আবাল্য সুখ-লালিত বিংশতি বর্ষীয় যুবক  
নবাবের বন্দী-ভিধারীর বেশ দেখিয়া মুরিশিদাবাদ-  
বাসীরা ব্যথিত হইয়াছিল। তাঁহার সেই পূর্ব  
গৌরব স্মরণ করিয়া অনেকেই অঙ্গ বিসর্জন  
করিয়াছিলেন। অনেক নিম্নপদস্থ কর্মচারী

সিরাজের সে দারুণ দুর্দশা এবং সে ভৌষণ নির্যাতন  
যাতনা অসহ ভাবিয়া তদুক্তারে ক্ষতসংকল্প হয় ;  
কিন্তু তাহাদের ধন-প্রলুক্ত কর্তৃপক্ষ তখন মীরজা-  
ফরের সম্পূর্ণ বশীভৃত । তাহারা অধীন কর্মচারীদের  
সংকল্পে প্রতিরোধ করিলেন । নবাবের উক্তার  
হইল না ।

সিরাজুদ্দোলাকে দেখিয়া মীরজাফরের পাষাণ-  
হন্দয়েও দয়ার সঞ্চার হইয়াছিল । আলিবদ্দী  
খাঁর অনুগ্রহে এবং করুণায় মীরজাফরের সম্যক  
শৈবন্ধি হইয়াছিল । আলিবদ্দী খাঁ ভাবিতেন,  
মীরজাফর তাহার দোহিত্রের প্রতি সতত সন্মেহ  
দৃষ্টি রাখিয়া এবং বিশ্বস্ত ভাবে কার্য করিয়া  
তাহার ধৰণ শোধ করিবেন । সেই ধাগের পরি-  
শোধ হইল,—মর্মতেদিনী বিশ্বাসঘাতকতা ! মীর-  
জাফরকে দেখিবামাত্র সিরাজুদ্দোলা ভূমিতলে  
পতিত হইয়া, সত্যচিত্তে সজল নয়নে বলিলেন,  
“আমায় প্রাণ ভিক্ষা দাও ।” দুরাচার নৃশংস  
নামর মীরণ কিন্তু সেই দণ্ডেই সিরাজুদ্দোলার  
প্রাণবধ করিবার জন্য পিতাকে পুনঃপুনঃ অনুরোধ  
করে । মীরজাফর সেই সময় সিরাজুদ্দোলাকে

আপনার সম্মুখ হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া আদেশ করিয়াছিলেন। মীরণের ইঙ্গিতে উপস্থিতি রক্ষিব্ল সিরাজুদ্দোলাকে তৎপৰ হইল লইয়া গিয়া একটী জগন্ন গৃহে বন্দী করিয়া রাখিও এবং প্রত্যেক মুহূর্তে প্রাণদণ্ডজ্ঞার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। যে সব লোক সেই সময় মীরজাফরের নিকট উপস্থিতি ছিলেন, মীরজাফর তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কি করা কর্তব্য ?” তাঁহাদের অনেকেই সিরাজুদ্দোলাকে বন্দী করিয়া রাখিবার পরামর্শ দিলেন। এই সময় পাপমতি মীরণ মীরজাফরকে বলিল, “আপনি এখন অস্তঃপুরে যাউন, আমি বন্দীর যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিব।”

মীরজাফর পুত্রের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। সিরাজুদ্দোলাকে বন্দী করিয়াও তুরাচার মীরণ নিশ্চিহ্ন থাকিতে পারিল না। মুহূর্তে সিরাজুদ্দোলা প্রাণবিনাশের সংকল্প হইল। তাহার সে সংকল্পে কিন্তু তাহার কোন সহচরই মহানুভূতি প্রকাশ করিল না ; বরং অনেকেই ক্রুক্ষ হইয়াছিল।

সংকল্প হইল ; কিন্তু সিরাজুদ্দোলাকে হত্যা করিতে কেহই সম্মত হইল না । মণি-মণ্ডিত মসন্দে বসিয়া প্রবল প্রতাপে ধিনি একদিন বিস্তৃত বঙ্গের শাসন-দণ্ড পরিচালিত করিয়াছিলেন, সেই বিপন্ন মলিন দৌন হান নবাবকে কে হত্যা করিতে সাহস করিবে ? কিন্তু এ জগতে কবে কোন্ দুষ্কর্ম-সাধনের লোকাভাব হইয়াছে ? মহম্মদীবেগ \* নামক এক ব্যক্তি মৃশংস মীরণের দুরভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য স্বয়ং সম্মতি প্রকাশ করিল । এই মহম্মদীবেগ পূর্বে সিরাজুদ্দোলার পিতৃ-গৃহে প্রতিপালিত হইয়াছিল । পরে আলৌবদ্দী-মহিয়ী, স্বয়ং ইহার প্রতিপালনার গ্রহণ করিয়াছিলেন । মহম্মদীবেগ একটী অনাধিনী কুমারীকে বিবাহ করিয়াছিল । আলৌবদ্দী-মহিয়ী তাহাকেও সতত সঘাতনে নানা শিক্ষা প্রদান করিতেন । এই ক্ষতিগ্রস্ত কুকুরাধম মহম্মদীবেগ স্ত্রে সিরাজুদ্দোলার প্রাণবিনাশের ভার লইল ।

‘হই তিন ঘণ্টা পরে মহম্মদীবেগ সিরাজুদ্দোলার

\* ইহার আর এক নাম লাল মহম্মদ । এ ব্যক্তি মীরণের প্রিয়পাত্র

প্রাণবিনাশার্থ মুত্তীক্ষ্ণ তরবারি হস্তে বন্ধি-  
গ্তে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিবামাত্র  
সিরাজুদ্দোলা জিজ্ঞাসা করিলেন,—“তুমি কি  
আমাকে কাটিতে আসিয়াছ ?” মৃত্যু-বিভীষিকার  
বিকট নাদে উত্তর হইল,—“হ্যাঁ !” নবাব বুঝি-  
লেন, তাহার পরমায়ুর শেষ ! বুঝিলেন, ইহজগতের  
সকল সাধ ফুরাইল ! মরণকালে পবিত্র চিত্তে এক-  
বার ভগবানের প্রার্থনা করিবার প্রত্যাশায় তিনি  
হস্তপদ প্রক্ষালনের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন ;  
অনুমতি পাইলেন না ; তৃষ্ণায় কর্তৃ শুক্র ; কাতর  
কর্ণে জল চাহিলেন ; তাহাও মিলিল না ; তখন  
তিনি একবার তুমিতে মস্তক বিলুষ্টিত করিয়া  
বলিলেন,—“দয়াময় ভগবন্ত ! অপরাধ ক্ষমা কর  
পূর্বৰুত্ত পাপের প্রায়চ্ছিত্ত হউক ; আমায় ক্ষম  
কর !”

এইরূপ তৃষ্ণিত কর্ণে, জড়িত জিহ্বায়, কাতর  
বাকে ভগবানের করুণা ভিক্ষা করিয়া সিরাজু-  
দোলা আর একবার সেই অনন্দাস নির্মম মহান্মদী  
বেগের দিকে নিরাশ-নিন্দিগ্রে-কটাক্ষে দৃষ্টিক্ষেপ  
করিয়া বলিলেন,—“তবে তাহারা,—তবে তাহারা

আমাকে বঙ্গের এক পার্শ্বে এক বিন্দুও স্থান দিবে না—আমাকে যৎকিঞ্চিত্তে মাসহারা দিবে না,—তাতেও তাহারে হংসি নাই।” এই কথা বলিয়া, সিরাজুদ্দোলা একটু নৌরব হইলেন ; আবার মুহূর্তের মধ্যে কি যেন স্মরণ করিয়া চমকিয়া বলিলেন,—“মা,—তাহারা তাহাতে হংসি নহে,—আমি অবশ্য মরিব,—হোসেন কুলী খাঁর হত্যার প্রায়চিত্ত হইবে।” আর কিছু বলিবার অবসর হইল না। দেখিতে দেখিতে চকিতে নরাধম অমন্দাসের মেই তোক্ষধার অসি বিহৃত্বেগে সিরাজুদ্দোলার ঘন্টকে নিপত্তি হইল ! যখন তরবারির সেই সুদারূপ সাজ্জাতিক আঘাত সিরাজুদ্দোলার সেই হৃদয়ের মুখ খানির উপর আসিয়া পতিত হইল, তখন সিরাজুদ্দোলা ঘন গভীর অভিশাসে,—“যথেষ্ট,—আমি মরিলাম,—কুলী খাঁর হত্যার—প্রতিশোধ হইল”,—এই কথা বলিতে বলিতে ভূমিতে লুঠাইয়া পড়িলেন। মুহূর্তে প্রাণ-বায়ু নিঃস্থত হইল।

হার পর মহম্মদীবেগ মৃত নবাবের দেহ খন্দি করিয়া কাটিয়া একটী হস্তীর পৃষ্ঠে

চাপাইয়া দেয়। হস্তি-চালক সেই হস্তী লইয়া সহ  
প্রদক্ষিণ করে শুনা যায়, কোনরূপ নিয়োগ-  
নির্দেশ না থাকিলেও হস্তী সহসা হোসেন কুলী  
খার বাড়ীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। যে  
স্থানে কুলী খাঁ হত হয়, ঠিক সেই স্থানে সিরাজু-  
দ্দেলার খণ্ডিত দেহ হইতে কয়েক বিন্দু শোণিত  
পাত হইয়াছিল। সহরপ্রদক্ষিণকালে হস্তী সিরাজু-  
দ্দেলার মাতা আমিনা বেগমের বাড়ীর সম্মুখ  
উপস্থিতি হইলে একটা ঘোরতর শোকময় কোলা-  
হল উঞ্চিত হইয়াছিল। এদিকে এত কাণ্ড হ-  
গিয়াছে, প্রাণের পুতলী সর্বস্বধন সিরাজ জয়ে-  
মত পরিত্যাগ করিয়াছে, হতভাগিনী আঁচি  
বেগম তাহা কিছুই অবগত ছিলেন না। তি-  
নারদেশে গোলযোগ শুনিয়া, জিজ্ঞাসা করিলে  
“কিসের গোল ?” প্রকৃত উত্তর পাইয়া তখন  
হতভাগিনী অন্তঃপুরবাসিনী আমিনা বেগম দিগ-  
বিদিগ-জ্ঞান-শৃঙ্গা হইয়া, লজ্জা-সরম পরিত্যা-  
করিয়া, উম্মাদিনী বেশে, এলোকেশে, অনাবৃ-  
পদে, উর্ধ্বশাস্ত্রে ছুটিয়া বাড়ীর বাহিরে আসি-  
পড়িলেন। অনেকগুলি অন্তঃপুরসহচরীও তাঁহাঁ-

সঙ্গে আসিয়াছিলেন। হস্তীর উপর প্রিয় পুত্রের খণ্ড খণ্ড মাংসপিণ্ড দেখিয়া, হতভাগিনী বেগম ভৃতলে পড়িয়া, বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে উচৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাহার সেই উন্মত্ত শোকভাব অবলোকন করিয়া উপস্থিত দর্শকগণও হাহাকার রবে ক্রন্দন করিয়াছিল। সে সময়ের মে শোকেৰ্ছুস, সে শোক-দৃশ্য বর্ণনা-ত্তীত। হস্তিপরিচালকও সে দৃশ্যে অশ্রু সংবরণ করিতে পারে নাই। তাহার ইঙ্গিতে হউক বা অন্য যে কারণে হউক, হস্তীও মুহূর্তের মধ্যে বসিয়া পড়িল। উপস্থিত দর্শকগণ হস্তীকে বেষ্টন করিয়া দাঢ়াইল। হতভাগিনী আমিনা বেগমও বিদ্যু-  
ত্বের দৌড়িয়া গিয়া, পুত্রের খণ্ডিত মাংসপিণ্ডের উপর পতিত হইয়া, বিকৃত বদনমণ্ডলে মুহূর্ত চুম্বন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মীরজা-  
ফরেজ অনুগত সহচর খাদম হোসেন ঝাঁ আপন  
গ প্রাসাদের ছাদের উপর দাঢ়াইয়া সতৃষ্ণ নয়নে  
ত সিরাজুদ্দোলার মুত দেহে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে-  
য ছিলেন। উপস্থিত লোকবন্দ অধীর হইয়াছে-  
ন দেখিয়া, অনুর্ধ্ব এবং উত্তেজনার আশঙ্কায়, তিনি

তখনই কতকগুলি লোক পাঠাইয়া  
এই সব লোক আমিনা বেগম ও  
সহচরীগণকে বলপূর্বক উঠাইয়া বাড়ীর  
লইয়া যায় ।

পাঠক ! হতভাগ্য নবাব-জীবনের শো  
পরিণাম দেখিলে ! আর একবার এদিকে চাঁ  
দেখ,—বিশ্বাসযাতক মীরজাফরের দিকে এক  
চাহিয়া দেখ । তিনি তখন বিলাসকক্ষে দুঃখফে  
নিভ সুকোমল শয্যায় শায়িত হইয়া ঘোর নি  
অভিভূত । মুতাক্ষরীণের মতে সিরাজুদ্দে  
ষখন মুরশিদাবাদে পুনরানীত হন, তখন মীরজাঃ  
নিদ্রিত ছিলেন । নিদ্রা যাইবার পূর্বে তিনি দ্বিঃ  
মাত্রায় সিদ্ধি সেবন করিয়াছিলেন । সিদ্ধিও দ্বিঃ  
মাত্রায় শক্তি সঞ্চালন করিতেছিল । মীরজাঃ  
মৃতবৎ নিদ্রিত । তাহাকে জাগাইয়া সিরাজুদ্দেল  
আগমন-সংবাদ দিবার সাহস কাহারও হয় ন  
মীরজাফর যখন জাগরিত হন, তখন তিনি মীর  
বলিয়া পাঠান,—“দেখ বৎস ! শক্তির প্রতি  
দৃষ্টি রাখিও ।” মীরণ হাসিয়া প্রত্যুত্তর  
পাঠান,—“পিতঃ খুব সতর্ক আছি ।” দু

উপস্থিত লোকসমূহকে সন্মোধন করিয়া একটু ব্যঙ্গ-  
নহকারে বলিয়াছিল—“বাবা কি অনুত্ত লোক !  
আলিবদ্দীর ভাগিনেয়পুত্র,—আগি এ হেন কাষ্যেও  
অবহেলা করিব ?”

ইংরেজ ঐতিহাসকেরা বলেন যে, সিরাজুদ্দে-  
লার হত্যাভিনয়ে ইংরেজ পক্ষের কোন ইঙ্গিতাত্ত্ব  
ছিল না। মেকলে বলেন,—“সিরাজুদ্দেলা মহা  
ক্রিয়া হইলেও, তাহার হত্যা ইংরেজের অভিপ্রেত  
ছিল না ; এ কথা বুঝিয়া, মীরজাফর ইংরেজের  
কট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন।” মেকলের এ  
ঘাচিত কৈফিয়ৎ সন্দেহোভ্যক হইতে পারে।  
গুরুণ, বিয়জুস সানাতীন. নামক গ্রন্থে লিখিত  
ছুঁচে যে, মীরজাফর ইংরেজ সর্দারের মন্ত্র অনুসারে  
জগৎ শেষের প্ররোচনাক্রমে সিরাজকে বধ করি-  
য়েছিলেন। ইহা কতদূর বিশ্বাস্য, আমরা বলিতে  
পাস্য থাকিলেও, ক্লাইবের কলঙ্ক অপ্রকালনীয়।  
সিরাজের জাল করিতে পারেন, তিনি নরহত্যারও  
ছিলেন করিয়াছিলেন, লোকের মনে এইরূপ সন্দেহ  
দেখিপারে ভাবিয়াই বুঝি, মেকলে তাড়াতাড়ি

কেফিয়ৎ দিয়াছেন। যাহাই হউক, সিরাজের হত্যা সম্বন্ধে ক্লাইব কলঙ্ক-শৃঙ্খলা হইলেও, মেকলে তাহার জালিয়াতী কলঙ্কের অপলাপ করিতে পারেন নাই। ক্লাইব চিরকলঙ্কী রহিলেন। তবে মেকলে সিরাজের যে ভৌষণ চরিত্র-বিত্র অঙ্গিত করিয়াছেন, তাহাতে ক্লাইব-কলঙ্ক কতকটা লম্বু হইয়া পড়ে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সিরাজুদ্দোলা যে মেকলে-বর্ণিত নারকীয়-নরপিশাচ নহেন, পাঠকগণ বোধ হয়, তাহা এক্ষণে অনেকটা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। ক্লাইব অপেক্ষা সিরাজুদ্দোলার চরিত্র উচ্চতর। আমাদের কৃণি নহে, ইংরেজ ইতিহাস-লেখক মালিসন বলিয়াছেন,—“সিরাজুদ্দোলার যত দোষ ও তিনি রাজদ্রোহী নহেন; তিনি স্বদেশের স্বাধীন ক্ষেত্রে করেন নাই। নৃহি ফেক্রয়ারি হইতে ১৮৫৭ পর্যন্ত যে সব ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার আচলনা করিলে নিরপেক্ষ ইংরেজমাত্রকেই স্বীকৃত করিতে হইবে, ক্লাইব অপেক্ষা সিরাজের মর্যাদা অনেক অধিক।” \*

\* Whatever may have been his faults, Siraj, ud-daulah neither betryed his master nor sold his country—nor was he an unbiased Englishman, siting in judgment on the

সিরাজুদ্দৌলার সর্ব ফুরাইল। আমাৰ পলাশী  
পৱিষ্ঠেদেৱও উপসংহার হইল। উপসংহারে বৌৰ  
মোহন লালেৱ পৱিণাম-পৱিচয় দিব। সিরাজু-  
দৌলা যে সময়ে বন্দী হন, মোহনলালও সেই  
সময় বন্দীকৃত হইয়া মুৱশিদাবাদ হইতে ঢাকায়  
প্ৰেৱিত হইয়াছিলেন। ছল্ল'ভৱাম মোহনলালেৱ  
বিপুল সম্পত্তি আগুস্ট কৱিয়াছিলেন। মুতা-  
ক্ষৰীণ-প্ৰণেতা গোলাম হোসেন বলেন, সন্তুষ্টঃ  
মোহনলাল সম্পত্তি রক্ষা কৱিতে গিয়া হত  
হয়েন। \*

which passed in the interval between the 9th February and the 23rd June, can deny that the name of Siraj-ud-daulah stands higher in the scale of honour than does the name of Clive. Decisive Battles of India.

\* কেহ কেহ বলেন, মীৱজাফৱেৱ আদেশক্ৰমে মোহনলাল হত হন।  
জ কেহ কেহ বলেন, শক্তিশালী মোহনলাল বন্দী অবস্থায়ও অনৰ্থ বাধাইতে  
পাৱে ভাবিয়া, ছল্ল'ভৱাম তাহাকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়াছিলেন।

+ মুতাক্ষৰীণে লিখিত আছে, মীৱণ ঘাসিটী বেগম এবং আমিনা-  
বেগমকে হত্যা কৱিয়াছিল। আৱও কয়েকজনকে হত্যা কৱিবাৰ তাহাৰ  
প্ৰাসংকলন ছুল। সংকলন কিন্ত কাৰ্য্যে পৱিণত হয় নাই। অমি' বলেন,  
সিৱানন্দেৱ আদেশে সিরাজুদ্দৌলার শিশু ভাতাকে হত্যা কৱা হইয়াছিল।  
গানসিটাট লিখিয়াছেন, ঘাসিটী বেগম, আমিনা বেগম, সিৱাজ-মহিষী লুৎ-  
ছিলেন্নেসা, তাহাৰ কন্যা এবং অপৱ ৭০টী স্ত্ৰীলোককে মীৱণ ডুবাইয়া মারিয়া-  
দেখিয়েছিল। ১৬৬৫ সালে ১লা অক্টোবৰ বাঙ্গালা গবৰনেণ্ট কোট অব ডাইৱেষ্ট-

English settled in your country, I doubt not you will consent to make them a reasonable satisfaction for the losses and injuries they have suffered, and by that means put an amicable end to the troubles, and secure the friendship of my King, who is a lover of peace, and delights in acts of equity. What can I say more ?

From on board his Britanic Majesty's ship Kent, at Fulta, the 17th of December 1756.

---

*Sent by Serajh Doulah to the Admiral,*

*Dated 23rd, January 1757.*

You write me, that the King your master sent you into India to protect the Company's settlements, trade, rights, and privileges : the instant I received that letter, I sent you an answer ; but it appears to me that my reply never reachd yours, for which reason I write again. I must inform you that *Roger Drake*, the company's chief in Bengal acted contrary to the orders I sent him, and encroached upon my authority : he gave protection to the king's subjects, who absented themselves from the inspection of the *Durbar*, which practice I did forbid ; but to no purpose. On this account I was

determined to punish him, and accordingly expelled him from my country. But it was my inclination to have given the *English* campany permission to have carried on their trade as formerly had another chief been sent here. For the good, therefore, of these provinces and the inhabitants, I send you this letter ; and if you are inclined to re-establish the company, only appoint a chief, and you may depend upon my giving currency to their commerce, upon the same terms they heretofore enjoyed : If the *English* behave themselves like merchants, and follow my orders, they may rest assured of my favour, protection, and assistance.

If you imagine that by Carrying on a war against me, you can establish a trade in these dominions, you may do as you think fit.

The slave of *Allum-gueer*, king of *Indostan*, the mighty Conqueror, the Lamp of Riches, *Shah Kuly Khan*, the most valiant among warriors.

*Sent by Admiral Watson to the Nawab.*

*Dated, 27th January 1757.*

Your letter of the 23rd of this month I this day recievied. It has given me the greatest pleasure, as it informs me you had written to me before ; a circumstance I am glad to be assured of under your hand, as the not answering my letter, would have been such an affront as I could not have put up with.

unnoticed, without incurring the anger of the king my master.

You tell me in your letter, that the reason of your expelling the *English* out of these countries, was the bad behaviour of Mr. *Drake*, the company's chief in *Bengal*. But besides, that princes, and rulers of states, not seeing with their own eyes, nor hearing with their own ears, are often misinformed, and the truth kept from them by the arts of crafty and wicked men ; was it becoming the justice of a prince to punish all for one man's sake ? Or to ruin and destroy so many innocent people, as had no way offended, but who, relying on the faith of the royal *Phirmaund*, expected protection and security both to their property and lives, instead of oppression and murder which they unhappily found ? Are these actions becoming the Justice of a prince ? Nobody will say they are. They can only then have been caused by wicked men, who have misrepresented things to you through malice, or for their own private ends ; for great princes delight in acts of justice, and in shewing mercy.

If therefore you are desirous of meriting the love of a great prince and lover of justice, shew our abhorrence of these proceedings, by punishing those evil counsellors who advised them ; cause satisfaction to be made to the company, and to others who have been deprived of their property ; and by these acts turn off the edge of

the sword which is ready to fall on the heads of your subjects.

If you have any cause of complaint against Mr. *Drake*; as it is but just the master alone should have a power over his servant; send your complaints to the company, and I will answer for it, they will give you satisfaction.

Although I am a Soldier as well as you, I had rather received satisfaction from your own inclination to do justice, than be obliged to force it from you by the distress of your innocent subjects.

---

*Sent by Serajh Dowlah to the Admiral.*

You have taken and plundered *Houghley*, and made war upon my subjects : these are not actions becoming merchants !

I have therefore left Muxsabadab, and am arrived near *Houghley*; I am likewise crossing the river with my army, part of which is advanced towards your camp. Nevertheless, if you have a mind to have the company's business settled upon its ancient footing, and to give a currency to their trade ; send a person of confidence to me, who can make your demands, and treat with me upon this affair. I shall not scruple to grant a *Perwannah* for the restitution of all the company's factories, and permit them to trade in my country upon the same terms as formerly. If the *English*, who are settled in those provinces, will behave like merchants, obey my

orders, and give me, no offence, you may depend upon it, I will take their losses into consideration, and adjust matters to their satisfaction. You know how difficult it is to prevent soldiers from plundering in war ; therefore if you will on your parts relinquish something of the damages you have sustained by being pillaged by my army, I will endeavour to give you satisfaction even in that particular, in order to gain your friendship, and preserve a good understanding for the future with your nation. You are a *Christian*, and know how much preferable it is to accommodate a dispute, than to keep it alive ; but if you are determined to sacrifice the interest of your company, and the good of private merchants, to your inclinations for war, it is no fault of mine ; to prevent the fatal consequences of such a ruinous war, I write this letter.

—

*From the Admiral to the Nawab.*

*Dated Feb. 6th 1757.*

The letter, which you will receive with this, was written the day before yesterday \* ; but before

---

\* The enclosed letter was as follows : The letter which you sent me in answer to my reply to your former letter, I received the day before yesterday. But as I was sitting down to write an answer to it, intelligence was brought to me, that part of your army had entered Calcutta, and that the remainder was advancing in great haste towards our camp. I had no sooner heard these things, than looking towards the town the smoke and flames which I saw ascending from it, confirmed

that I could get it translated into the Persian language in order to its being sent to you, I was informed by Colonel Clive, that you had treated his deputies with disrespect, and that you was within the bounds of *Calcutta*, from which you had refused to retire.

their truth. Wherefore, from such appearances, looking upon all treating as at an end, I gave over the thoughts of writing. Since this, I hear from Colonel Clive that you have again made offers of treating, and that in consequence there of he has sent to you Messrs Walsh and Srafton with proposals of accomodation ; a proof so demonstrative of our pacific inclinations, that nothing, can be added to it. For my own particular sentiments if you will look upon my letters, you will find that they always proposed amicable methods ; and my actions always corresponded with them, for it was not till after despairing of peace by having no answer to my letters, that I could prevail on myself to commit any hostilities ; to which I was always so averse, that even in the midst of victory, I stop short to listen to the voice of peace. I am still incined to it, notwithstanding the little prospect of its taking place. However, to take away all blame from me, both in the eyes of God and man, and to convince the world how much rather I wish to see the happiness of mankind than their misery, I write this.

If you really and sincerely mean to treat of peace, listen to the proposals which will be made by the gentleman who are now with you. They ask nothing but justice, nor mean anything more than the mutual good of both nations. If you refuse it, remember that princes are only placed at the head of mankind to procure their happiness ; and that they must one day give a very severe account, if through ambition, revenge or avarie, they fail in their duty. I have done mine in giving you my advice.

Evidences so full and positive, of your bad intentions towards us, that however strong my inclinations might be towards peace, I could no longer entertain any resonable hopes of seeing it accomplished. I therefore desired Colonel Clive to show you what an army of *Englishmen* was capable of doing, that before it was too late you might agree to the proposals, which would be made to you. He yielded to my desire, and marched through your whole camp, as if it had not been filled with armed men ; after which he returned to his own, where he will remain yet a little while, in hopes of seeing you accede to the reasonable proposals, which are now offered to you for the last time, from the secret committee. If you are wise, you will grant them the justice that is their due ; otherwise, the sword is going to be drawn that never will be sheathed again.

---

*From the Nawab to the Admiral.*

*Dated 9th February 1757.*

The Colonel's letter I have received, with the agreement of the governor and council signed and sealed. He desires me to get the *articles* of the treaty now made, ratified by my great men and principal officers. I have complied with his request it will be proper likewise for you and the Colonel on one part, and myself on the other, to execute an agreement, that hostilities between us shall cease ; that the *English* will always remain my

friends and allies ; and that they will assist me against my enemies. For this purpose, I send a person of distinction and confidence who will speak at large the sentiments of my heart, and I hope you will inform him of your disposition toward me. The articles which were sent to me, I have returned, singed by myself, the king's *Daun* my own *Daun*, and the *Bukhshi* of my army. I should be glad if you would confirm this taeaty by a paper under your hand and seal, as the Colonel has done. I have in the most solemn manner called God and the *Prophets* to witness, that I have made peace with the *English*. As long as I have life I shall esteem your enemies as enemies to me, and will assist you to the utmost of my power whenever you require it. Do you likewise, and the Colonel, and chiefs of the English factory swear in the presence of the Almighty God to observe and perform your part of the treaty, and to esteem my enemies as your own, and always be ready to give me your assistance against them and though you may not come yourself, I flatter myself you will send the aid I shall at any time ask for. God is the witness between us in this treaty.

God and his Prophets are witness, that I never will deviate from the terms of the treaty I have now made with *English* company, and that I will on all occasions shew them my favour, relying on your faith to observe inviolably your part of the treaty.

*The Admiral made the following return to the Nawab.*

I received the letter, you have done me the honour to write me, by *Runjel Roy*, who has given me the greatest satisfaction by acquainting me with your good disposition towards our nation ; and your sincere desire to live with us in the strictest terms of friendship and alliance.

Before this letter can come to your hands, he will have made known to you, how much I agree in the same sentiments ; the sincerity of which I hope every day to manifest more and more, that you may be thereby convinced how much the *English* have been wronged by those who have represented them to you, as an ambitious, troublesome people. I trust you will live to see by their conduct henceforward, that their character is the very reverse ; and that there is not in the world a more peaceable people, when not oppressed ; although I confess there are none more ready to draw the sword, when greatly injured.

The paper of agreement to the treaty in my part, I send you herewith, done in the manner you desired it, signed with my hand and sealed with my seal. And I call upon the Almighty, whom we both worship, to bear witness against and punish me, if I ever fail in observing to the utmost of my power, every part of the treaty, concluded between yourself and the *English* nation, so long as you

shall faithfully observe your part, which I make no doubt will be as long as you have life. What can I add more ? but my wishes, that your life may be long and crowned with all manner of prosperity.

I *Charles Watson, &c. &c.* in the name of his *Britonnic Majesty*, and in the presence of God and *Jesus Christ*, do solemnly declare, that I faithfully observe and maintain the peace concluded on the 9th of *February, 1757*, between the *Soubahdar, &c,* and the *English*, in every part and article there of. And that so long as the *Soubahdar &c* shall abide by his promises, and the articles singed by him I will always look upon his enemies as the enemies of my nation, and when called upon, will grant him all the assistance in my power.

---

*From the Admiral to the Nawab.*

*Dated 16th February 1757.*

*Omichund* has informed me of the particulars you was pleased to instruct him with. The advice you have received of a fleet of *French* men of war, and a large land-army under the command of Monsr. *Bussy*, being in their way to these provinces, I believe is true ; I have likewise heard that they are coming here to commit hostilities against us. In regard to your desire, that I would do all in my power, to prevent their coming into these territories ; you may assure yourself, I will use my

best endeavours to prevent it, in order to manifest my friendship for you. A request of this nature I shall always take pleasure in granting, and by my readiness to comply with your desire, you will be sufficiently convinced of the sincerity of my friendship and esteem, and be satisfied with my actions. What has been destroyed and ruined by your anger and resentment, I trust will again flourish under your favour and protection. Mr. *Watts* is now sent to wait upon you, in behalf of the governor and council, and I flatter myself you will consent to the petitions he may have to make.

---

*From the Nawab to the Admiral.*

*Dated the 19th February 1757.*

To put an end to the hostilities in my country and dominions, I consented and agreed to the treaty of peace with the *English*, that trade and commerce might be carried on as formerly ; to which treaty you have agreed and a firm accommodation between us is settled and established : you have likewise sent me an agreement, under your own *hand* and seal, not to disturb the tranquility of my country ; but it now appears that you have a design to besiege the *French* factory near *Houghley*, and to commence hostilities against that nation. This is contrary to all rule and custom, that you should

bring your animosities and difference into my country ; for it has never been known since the days of *Timur*, that the *Europeans* made war upon one another within the king's dominions. If you are determined to besiege the *French* factories, I shall be necessitated in honour and duty to my king to assist them with my troops. You seem inclined to break the treaty so lately concluded between us ; formerly the *Maharattas* infested these dominions, and for many years harrassed the country with war but when the dispute was accommodated, and a treaty of peace with that people concluded, they never broke, nor will they ever deviate from, the terms of the said treaty. It is a wrong and wicked practice, to break through and pay no regard to treaties made in the most solemn manner ; you are certainly bound to abide by your part of the treaty strictly, and never to attempt or be the occasion of any troubles or disturbances in future within the provinces under my jurisdiction. I will on my part observe most punctually what I have promised and consented to.

I will maintain and preserve on my part the treaty of peace I have made with the *English*, which with the permission of God I hope will continue for ever. You may have heard, that for seven years, we had constant wars with the *Maharattas*, but when a treaty of peace was concluded with them, they strictly observed the terms, and never

deviated from them. It is but just and reasonable that your nation should pay regard to the late treaty and commit no hostilities in my country nor disturb its tranquility with any differences, that may subsist between you and other *European* powers.

---

*To this the Admiral sent the following reply.*

*Dated the 21st of February 1757.*

Your letter at the 19th, I was honoured with this morning, and observe that you disapprove of our committing hostilities against the French settled in these provinces. Had I imagined it would have given you any umbrage, I should never have entertained the least thoughts of disturbing the tranquility of your country, by acting against that nation within the Ganges ; and am now ready so desist from attacking their factory, or committing other hostilities against them in these Provinces, if they will consent and agree to a solid treaty of neutrality and if you as *Soubahdar* of Bengal will under your hand guarantee this treaty, and, promise to protect the English from any attempts made by that nation against our settlements during my absence. I am persuaded you have heard of no people in the world who pay a stricter regard to their word, and to the faith of treaties, than the English ; and I do sincerely assure you, that I will inviolably preserve the peace we have concluded

and I dare answer for the Colonel and the company's representatives, that they will not attempt to infringe any part of it.

I have ratified the late treaty between you and the *English* with my hand and seal ; and I now repeat my assurances, made in the presence of *God* and of *Jesus Christ*, that I will maintain and preserve inviolably my part of the said treaty, not doubting of your sincerity in performing such articles as you have consented to. I likewise promise that I will not disturb the tranquility of your country, by committing any hostilities against the *French* provided you will be answerable for their observance of a strict neutrality with us.

*From the Nawab to the Admiral.*

*Dated the 20th February 1757.*

The letter I wrote to you yesterday, I imagine you have received ; since which I have been informed by the French Vackeel that five or six additional ships of war have arrived in the river, and that more are expected. He represents likewise, that you design commencing hostilities against me and my subjects again, as soon as the rains are over. This is not acting agreeable to the character of a true soldier, and a man of honour, who never violated their words. If you are sincere in the treaty concluded with me, send your ships of war out of the

river, and abide steadfastly by your agreement, will not fail in the observance of the treaty on my part. Is it becoming or honest to begin a war, after concluding the peace so lately and solemnly ? The Maharattas are bound by no *Gospel*, yet they strict observers of treaties. It will therefore be matter of great astonishment, and hard to be believed, if you, who are enlightened with the *Gospel*, should not remain firm, and preserve the treaty you have ratified on the Presence of God and *Jesus Christ.*

*From the Admiral to the Nawab.*

*Dated 25th February 1757.*

Your letter of the 25th instant I received two days ago ; but being just in the height of my dispatches for England, I was not able to answer it till now. I know not how to express to you my astonishment, at finding myself taxed with having a design to break the peace on so slight a foundation as a base fellow's having dared to tell you so, without any one action of mine being produced to support so extravagant and impudent an accusation, which has not the least shadow of probability to render it credible. You tell me. "It is unworthy the character of a *soldier*, and man of *honour*, to violate their words !" In what single instance since my being here, have I acted so unworthily as to make

You think me capable of violating mine ? Yourself can answer for me, *in none*. My dealing with you hath always been full of that frankness and sincerity for which my conntrymen are remarkable throughout the known world. From you, Sir, I expect justice on that base man, who has dared falsely to accuse me, and to impose upon you. In the meantime, I have complained to the French of our *Vockeel's* behaviour ; who have promised me to write to you their knowledge of the falsity of his accusation. You may rest assured, that I will always religiously observe the peace ; and I beg you to believe, that people who raise reports to the contrary, can only do it to create jealousies, which they hope will break the friendship they are sorry to see between us.

The letter you wrote me about the *French* affair, I have received and perused you may depend upon it, that I neither have nor will assist the *French*. If they begin any troubles or commit any hostilities in my territories, I will oppose them with my whole force, and punish them very severely. I was informed you designed to attack *Chandernagore*, which made me write you what I thought was reasonable and just upon that head. The forces I sent down were to guard and protect the King's subjects and not to assist the *French*. If the purport of my letter has been the occasion of your desisting from the attack of *Chandernagore*, it

gives me great satisfaction. I have written *French* likewise, what I thought was proper, in der to make them apply for a neutrality ; I supp they will act conformably. I will send a person consideration to bring me the treaty you may cclude with them, and will order it to be registe in my books. Assure yourself that I have no ot design or inclination than to live upon terms good understanding and friendship with the Engli By the grace of God, I never intend to do anythi that you will not esteem just ; this rely upon, an do not expect a failure. Do you likewise remai fixed to your treas' word, and give no credi to the reports of people of no consideratio figure. If you have anything to write about, please to address me, and no body else ; I will always send a fair and unreserved answer.

*The van of the King of Dehli's army is advanc ing towards these provinces ; upon this intelligence I design marching towards Patna to meet them. If at this critical juncture you will be my friend, and send me assistance, I will pay your forces a Lack of Rupees monthly, while they remain with me. Send me an immediate answer.*

*From the Admiral to the Nawab.*

I this moment received your letter, which gives me the greatest satisfaction. I own I had a

picion, from your so easy crediting French re-  
 ts, that you entertained a partiality for that  
 ion to the prejudice of mine : your letter has  
 oved all my doubts, so that henceforward I shall  
 with confidence on your friendship, and every  
 study to give you the strongest proofs of mine.  
 The ready obedience I paid to your desire in not  
 attacking the *French*, will, I persuade myself, con-  
 ice you that nothing but the strongest necessity,  
 uld make me again apply to you on that subject.  
 beg you will give your most serious attention to  
 hat I am going to say : immediately on the re-  
 pt of one of your past letters, I not only gave  
 er all, thoughts of attacking the *French*, but invited  
 them to enter into a treaty of neutrality and to  
 end people here to settle the terms ; but judge what  
 must have been my surprize, when, after they were  
 in some manner settled, the *French* deputies owned  
 hat they had no power to secure to us the obser-  
 ance of the treaty, in case any commander of thes  
 should come with a great power after my depar-  
 ure ! you are too reasonable not to see, that it is  
 mpossible for me to conclude a treaty with people  
 who have no power to do it ; and which beside,  
 while it ties my hands, leaves those of my enemies  
 t liberty to do me what mischief they can. They  
 have also for a long time reported, that Monsieur  
 Bussy is coming here with a great army. Is it to  
 attack you ? Is it to attack us ? you are going to

Patna—you ask our assistance—Can we with the least degree of prudence march with you, and leave our enemies behind us ? You will be then too far off to support us, and we shall be unable to defend ourselves. Think what can be done in this situation. I see but one way. Let us take *Chandernagore*, and secure ourselves against any apprehensions from that quarter, and then we will assist you with every man in our power, and go with you even to *Dacca*<sup>1</sup> if you will. Have we sworn reciprocally, that friends and the enemies of the one should be regarded as such by the other ? And will not the avenger of perjury punish us, if we do not fulfil our oaths ? What can I say more ? Let me request your favour of your speedy answer.

You tell me the van of the King of *Delhi*'s army is advancing towards these provinces, and that you are going towards *Patna* to meet them ; in consequence of which you ask me to be your friend, and give you assistance. Have we not already sworn a friendship ? Put it but in my power to assist you, by yielding to my request, and you shall find I will support you to the utmost of my ability. Believe me, and most assuredly you will not be deceived. If you doubt me, look back into all my dealings towards you, and judge from them. I esteem you now to be such a friend to my nation, that I think it would be doing injustice to your good inclination towards me to keep any occurrence from

your knowledge ; therefore I take this earliest opportunity to tell you, the troops which should have come here with me, are now arrived in the river, a circumstance that will be beneficial to your interest if you will but give me the means of making it so.

---

*From the Admiral to the Nawab,  
Dated 4th March, 1757.*

I answered your letter of the 20th of last month some days past ; I suppose you have ere now received it and are there by fully convinced of the falsehood of the *French Vackel's* informations of my intention to break the peace. If you still will want farther proofs of the sincerity with which I made it, and the desire I have to preserve it, you will find them in my *Patience* ; which has not only suffered your part of the treaty to be thus long unexecuted, but has even borne with your assisting my enemies the *French* with men and money, contrary to your faith pledged to me in the most solemn manner, "that my enemies should be yours.

"Is it thus that soldiers and men of honour never violate their words ?" But it is time now to speak plain : if you are really desirous of preserving your country in peace, and your subjects from misery and ruin ; in ten days from the date of this, fulfill your part of the treaty in every articles, that I may not have the least cause of complaint :

otherwise, remember, you must answer for the consequences, and as I have always acted the open unreserved part in all my dealings with you ; I now acquaint you, that the remainder of the troops, which should have been here long since ( and which I hear the Colonel told you he expected ) will be at *Calcutta* in a few days ; that in a few days more I shall dispatch a vessel for more ships and more troops ; and, that I will kindle such a flame in your country as all the water in the *Ganges* shall not be able to extinguish. Farewel ; remember that he promises you this, who never yet broke his word with you, or with any man whatsoever."

---

*From the Nawab to the Admiral.*

*Dated 9th March, 1757.*

I have already answered the letter you wrote me some days ago. Be so good as to consider the purport of what I wrote, and send me a speedy reply. I am fixed and determined to abide by the terms of the treaty we have concluded, but have been obliged to defer the execution of the articles on account of the *Hooly*, during which holidays my *Banians*, and ministers do not attend the *Durbar*. As soon as that is over, I will strictly comply with everything I have signed. You are sensible that there is no avoiding this delay, and I flatter myself it will not be thought much of. It is not my

custom to break any treaty I make, therefore be satisfied that I will not endeavour to evade that which I have made with the English. I rely on your friendship and bravery in giving me the assistance I asked against the van of the Pytan army, who are advancing this way, and that you will oblige me with a compliance to the request I made in my last letter. What shall I say more ?

I beg you will be sensible of my sincerity. I promise you in the most faithful manner, that I will never break or infringe my part of the treaty I have made with your nation.

Enclosed in this letter came a small paper with these lines.

This you may be sure of, that if any person or persons attempt to quarrel with you, or become your enemies, I have sworn before God that I will assist you. I have never given the *French* a single *Cowry*, and what forces of mine are at Houghley, were sent to *Nandcomar* the *Fougedar* of that place : the *French* will never dare to quarrel with you ; and I persuade myself that you will not, contrary to ancient custom, commit any hostilities within the *Ganges*, or in the provinces of which I am Soubahdar.

*From the Nawab to the Admiral.*

*Dated 10th March, 1757.*

Your obliging answer to my letter I have received, wherin you write, that your suspicions

are at an end, that on the receipt of my letter you forbore attacking *Chandernagor*, and sent ~~for~~ their people to make peace, and wrote out the terms of agreement ; but when they were about signing them, they declared that if they signed the articles, and any other commander should arrive, they could not be answerable for his adhering to them ; and that on this account there was no peace. You also write many other particulars, of which I am well acquainted. It is true, if it is the custom of the *French*, that if one man makes an agreement, another will not comply with it, what security is there ? My forbidding war on my borders, was, because the *French* were my tenants, and upon this affair desired my protection : on this I wrote you to make peace, and no intentions had I of assisting or favouring them, *You have understanding, and generosity; if your enemy with an upright heart claims your protection, you will give him his life, but then you must be well satisfied of the innocence of his intentions; if not, whatever you think right that do.*

*From the Admiral to the Nawab.*

*Dated 26th March, 1757.*

*I have the honour of several of your letters, which I would have paid due attention to, and answered immediately, had not the service I came here upon engaged all my time : I hope you will accept*

this as a reasonable excuse for my long silence. I have now the pleasure to acquaint you, that on the 23rd of this month, after two hours fighting, we, by the blessing of God, and the happy influence of your fortune and friendship, subdued and took possession of the *French* fort, making our enemies prisoners, except a small number who fled up the river with their effects. I have sent a few armed men to seize them ; and I persuade myself you will not be displeased at this step, since I have given the strictest orders nor to molest or disturb any of your subjects.

I have often declared to you my unalterable resolution of strictly adhering to the treaty made between us ; and as we have sworn reciprocally that the enemies of either should be esteemed the enemies of both, I hope, by your favour, the enemies I have now remaining will be delivered into my hands, together with their effects.

The moment I received your letter complaining of Mr. *Drake's* having addressed himself to *Monich chund* in a manner displeasing to you, I wrote to Mr. *Drake*, and desired he would make an apology to you for the expressions he had made use of to *Moni-chchund* ; which he has done, and I hope you are satisfied there with. You may rest assured, you will have no cause of such complaint for the future.

I observe by your letter of the 22nd of this month, that you were under a necessity of sending your brother Raja Roy *Dullubram Bahader* into the

*Burdwan* country to collect the revenues which Monichchund excused himself from paying : as you have given me your word, that this is the purpose of his march, it is not in the power of any artful designing villain to make me believe the contrary ; and as it will be ever more my first principle to promote and establish the friendship made between us, I shall be very cautious how I give credit to any idle stories, tending to break the unity, which I hope will endure for ever between you and the *English*. I am sensible our nation has many enemies at your court ; but as you are a wise and prudent Prince, I hope you will in time discover all the wickedness of those, who by asserting for positive truths what have appeared to be notorious falsehoods, have attempted to injure us in your opinion. As I know your ears have been filled with evil reports of us, and you will still be subject to hear the stories of such deceivers, the Major will be sent to you : receive what he may say, as my sentiments, and be assured you shall not be deceived. What can I say more ?

*From the Admiral to the Nowab.*

*Dated 31st March, 1757.*

I have already informed you of our conquest of *Chandernagore*, and making all the *French* our prisoners, except some fugitives who fled up the river, after whom, I told you I had sent some

armed men in boats. I am sorry I should be under a necessity of sending you another letter ; but having receivd information that you have not as yet performed your agreement, I must take leave to acquaint you, that from the repeated promises you have made of keeping your word in every respect, I now expect you will act conformable to the oath you have taken before God and your *Prophet*, and comply *immediately* with all the articles of the treaty. Deliver also the cannon to Mr. *Watts* which you now have belonging to the company ; and strictly keep to the oath we have both sworn, of living in friendship, and esteeming each other's enemies our own ; and deliver up into my hands all the *French* in your dominions, with their effects. This will be keeping your oath, and behaving like a prince, whose pursuit is justice, and whose utmost glory as a soldier, is preserving his word inviolable. Depend upon it, if there are any about you bold enough to advise you to act contrary to these just demands, thay are your enemies, and want to see your country involved in a ruinous war, which nothing but your breach of promise, of faith, and of honour, shall ever prevail on me to engage in. Nothing will give me more satisfaction, than the being assured that continual peace and friendship will for ever last between you and the *English*.

Since I began this letter, I am informed the fugitive *French* have offered to enter into your

service. If you accept this offer, I shall conclude that you intend to favour the French and desire to live no longer in friendship with me; especially as you have declined the assistance of the English troops, after strongly soliciting them.

---

*From the Admiral to the Nawab,*  
*Dated 2nd April, 1757.*

I have been informed, that you express some uneasiness at your ships remaining at this settlement, and at your army being encamped near *Houghly*. I find that our enemies have taken the advantage of your uneasiness, and endeavoured to persuade you our troops propose marching up in a hostile manner against you to *Muzudbad*. It is amazing to me, that any one should dare to impose so grossly on your understanding, without trembling at the consequence, should his villainous arts be discovered. And it also surprizes me, that you should hearken to such idle stories. You, as a soldier, must know, that while I have enemies yet in your dominions, it would be very impolitic in me not to pursue them. Yet, if you will deliver up my enemies and their effects to me, my ships and troops, shall immediately return to *Calcutta*; and then, and not before, shall I be convinced of your sincerity and resolution in abiding by the oath you have taken, of regarding my enemies as your own.

---

*From the Nawab to the Admiral.*  
*Dated 22nd March, 1757.*

What I have promised, and set my hand to, I will fit maintain, nor in any respect deviate therefrom. All Mr. W<sup>a</sup> demands, and whatsoever he has represented to me, I have complied with, and what remains, shall be given up by

15th of this Mo.n. This, Mr. Watts must have written to you, with all the particulars ; but notwithstanding all this, it appears to me from many instances, that you seek to obliterate your agreement with me. The country within the territories of *Houghly, Ingely, Burdwan* and *Nuddea* have been ravaged by your troops. For what cause is this ? Add to this that *Covendram Metre* wrote to *Nundacumar* by the son of *Ramdhen Ghose*, requiring him to deliver *Colligant* as belonging to the districts of *Calcutta* into his the said Metre's possession. What is the meaning of this ? I am sure this has been done without your knowledge. In confidence of your engagement, I made peace ; with the view of procuring the welfare of the country, and to prevent the ruinous consequences which would befall the royal territories from both armies, and not that the people shculd be trampled upon, and the revenues obstructed.

Your endeavours should be daily to strengthen more and more the friendship which has t.ken root betwixt us, and to that end put a stop to the influence of this mischief-maker and discountenance the aforesai i Metre in such manner, that he may not dare to say these things, nor be guilty of such false proceeding for the future. By the will of God, the agreement shall never be infringed upn my part. I have spoken to Mr. Watts fully on t.his subject ; the particulars of which you will have in his letter.

P. S. I have just learned that the *French* are bringing a large force fro.n the Deccan, to make war agaiust you ; for ever reason I write to you, that if you stand in need of any assistance of the government for your support, you will immediatly acquaint me, and they shall be ready to join you whenever you shall have occasion for them.

*From the Admiral to the Nawab.  
Dated Calcutta 3rd April 1757.*

The letter you did me the honour to write the 22nd of this month, did not come to my hands till this day. As the object of it required an answer as soon as possible, I make no doubt but you have been surprized at not having found anything in my three last letters relating thereto. But this informs you of the true reason, and I hope will satisfy you of my readiness always to acknowledge the receipt of your favours. The assurances you continue to give me, of firmly maintaining the agreement between us ; makes me hope you will listen to all the just demands I have made in my last letters, as the delivering up my enemies into my hands with their effects, and complying with all the articles of the treaty the latter part, you promise me shall be done the 15th of this *Moon*, which will be to-morrow when I hope Mr. *Watts* will be able to write, and assure me you have fulfilled your promise. You tell me, that notwithstanding the order you have given for every thing being complied with and fixing the day for its being done, yet it appears to you from many instances that I intend to break my agreement. You must suffer me to tell you, that your apprehension of my not strictly abiding by the treaty I have made, are founded on false representations made to you by *Maniqchhnnd*, to excuse himself from paying the revenues of the several countries you say have been pillaged by the *English*. How can this possibly be ? When the *English* troops, since the happy peace made with you, have penetrated no farther into the *Burdwan* country than marching from *Bankebusar* to *Chundernagore* along the *Ganges* and since the conquest of the *French*, a few armed men were sent after some fugitives a little way, but they have been ordered back some time since and are returned. Of this upon very little reflection you must be sensible ; why then will you hearken to those who seek every opportunity to mislead you.

deceive you, and make you believe such things as are in their nature impossible ? For how could the territories of *Houghley Ingely*, Burdawan and Nuddea, be ravaged by our troops, when the troops have been no farther than I have assured you ? I am afraid the person who dares attempt the imposing on you so gross a falsehood as this, has reason to think you may be easily persuade into the belief of anything, that would serve as a pretence for your displeasure against the *English* ; otherwise, I think no one would presume to fill your ears with such false and idle stories. What you tell me relating to Govendram Metre, you do me great justice in believing he has acted in manner he did, without my knowledge. You may be assured, I will take pains to enquire into every circumstance of that matter and will see that strict justice is done to you, and give Metre a severe rebuke for his late behaviour.

Need I give you any farther assurances of my immovable resolution strictly to regard our treaty and every moment to improve the friendship growing up between us ? I hope not. It would willingly believe you now know me sufficiently to place a confidence in what I say without having any doubts of being deceived ; which you may depend upon you never shall by me : deceit is detestable in the heart of an honest man and much too low a practice for the true soldier to stoop to.

Give me to render you my thanks for your intelligence concerning the French from the *Deccan* and your readiness in offering me assistance, if I should have occasion. Should the *French* leave the *Deccan*, and come into this country with such a number as to make the junction of our troops necessary. I then will do myself the honour to write to you on that business. In the meantime if you would wish preserve peace in your country deliver up my enemies into my hands and by that means they will be less able to oppose me, if such a force should arrive. This will convince me of the

sincerity of your offer. It is now in your power to :  
everlasting peace in your country and if you suffer the opportunity to slip it may never offer again. You see that God by whose power all human events are determined has given me the victory over my enemies. He seeth the justness of my cause and therefore fighteth for me. Hesitated then no longer about the things I have written to you but openly fulfil the oath you made before God and your Prophet of making my enemies your own ; and let us evermore become as one people. Then we shall see peace and tranquility will flourish ; for our enemies beholding us cemented in unity, will not venture to bring war into the country.

Reflect on what I have written, and be assured nothing is so much my desire, as to see peace and concord perfectly settled throughout the whole kingdom ; and to give the strongest proof of my sincerity I have ordered the ships down to Calcutta, as I heard such a measure would be acceptable by you. What can I say more ?

*From the Nawab to the Admiral.*

*Dated 14th April 1757.*

Your letters at several times, I have read with the news of your helth, which has given great pleasure. The purport of them I have understood, and for your satisfaction, and in o  
vance of the agreement between us, to look upon others enemies as our own, I have expelled him with all his adherents from my country and have given strict orders to all my Naibs and Fouged not to permit them to remain in any part of dominions. I am ready upon all occasions to grant you my assistance. If the French ever enter

province with a great or small force, with a design of making war upon you ; God and his *Prophets* are between us, that whenever you write to me, I will be your ally, and join you with all my force. Rest satisfied in this point, and be assured of my resolution to remain inviolably by the promises which I have made in my letters, and in the treaty concluded betwixt us. With regard to the *French* factories and merchandize, I must acquaint your excellency, that I have been informed, the *French* company are indebted to the natives, and have several *Lacks* belonging to my subjects in their hands ; should I comply with your demands in delivering up the effects, how can I answer it to the creditors of the French ? Your excellency is my well wisher and my friend ; weigh all this affair, and return me your answer, that I may act accordingly.

I have written before, and now repeat, that if the *English* company want to establish their trade, do not write me what is not conformable to our agreement, by the instigation of self interested and designing men who want to break the peace between us. If you are not disposed to come to a rupture with me, you have my agreement under my hand and seal ; when you write, look upon that, and write accordingly. Mr. *Watts* will inform you fully of all particulars. What shall I write more ?

If you desire to maintain the peace, write nothing contrary to the treaty.

*From the Admiral to the Nawab.*

*Dated 19th April 1757.*

I am honoured with your letter of the 14th of this month, acquainting me with your having received at several times the letters I lately wrote you. Your forbearance and not writing to me, hath not the appearance of that friendship, you would persuade me you have for my countrymen; and with regard to myself, I must take the liberty to say, I was more particularly entitled to a speedy answer to my letters, from my high rank and station; and I cannot help looking upon your neglet in this respect but as a slight offerd to the *King* my master, who sent me into *India* to protect his subjects, and demise and justice wheresoever they were oppressed.

I observe in your letter the following particulars, viz. "That for my satisfaction and according to our mutual agreement to look upon each others enemies as our own. You have expelled Monsieur *Law* and his adherents from your dominions, and given strict orders, &c &c." My brother Mr. *Watts*, who is entrusted with all the company's concerns, always writes me the particulars of your intended favour towards us; but I have never found that what he writes is put in execution, neither do I find that what you wrote me in your letter dated the 1<sup>st</sup> *Rujub* ( 22d of *March* ) is yet complied with. You therein assured me, that you would fulfil all the articles you had agreed to, by the 15th of that *Mo<sup>h</sup>*

Have you ever yet complied with them all ? No. How then can I place any confidence in what you write, when your actions are not correspondent with our promises ? Or how can I reconcile your telling me in so sacred a manner, you will be my ally, and assist me with your forces against the *French* ? When you have given a *Perwannah* to Mr. Law and his people to go towards *Patna*, in order to escape me, and tell me it is for my satisfaction, and in observance of the mutual agreement, you have taken this measure. Is this an act of friendship ? Or is it in this manner I am to understand you will assist me ? Or am I to draw a conclusion from what you write, or from what you do ? You are too wise not to know when a man tells you one thing, and does the direct contrary, which you ought to believe. Why then do you endeavour to persuade me you will be my friend, when at the same time you give my enemies your protection, furnish them with ammunition, and suffer them to go out of your dominions with three pieces of canon ? Their effects I esteem a trifling circumstance, and as far as they will contribute to do justice to your people, who are creditors to the *French* company, I have no objection to your seizing them for their use, for money is what I despise, and accumulating riches to myself is what I did not come here for.

But I have already told you, and now repeat it again, that while a *Frenchman* remains in this king-

dom, I will never cease pursuing him ; but if they will deliver themselves up, they shall find me merciful : and I am confident those who have already fallen into my hands, will do me the justice to say, they have been treated with a much greater generosity, than is usual by the general custom of war.

If you will reflect upon the oath you have taken, you cannot but join with me in what follows : As soon as Cassimbuzar is properly garrisoned, to which place our troops will speedily begin their march, I desire you will grant a *Dustuck* for the passage of two thousand of our soldiers by land to *Patna*. You may be assured they will do no violence, nor commit the least injury to the natives : the only design of sending them is to seize the *French*, and restore tranquility and perfect peace in your kingdom, which can never be truly established in these dominions, while a war continues between us and them. If you are apprehensive of any injury arising to your subjects from the march of our troops to *Patna*, send some of your trusty *Hircars* to go with them, with orders to acquaint you from time to time of their transactions, and I dare answer you will find their reports agreeable to what I now write you.

Instead of sending Mr. *Watts* only ten guns why did you not deliver up all that belonged to the company ? I will not write you what is not conformable to our agreement, and which you supp-

by the instigation of self interested and designing men : I must take the liberty to say, I never yet have writren a syllable contrary to our agreement, and the oath and promise I have made ; and be assured it is not in the power of any artful or designing men to make me write anything inconsistent with my honour. I ask nothing more than your fulfilling the articles of your agreement, and abiding by the oath you have taken : This I have strongly urged you to do, because you have been very slow in the execution, and this surely I have a right to demand, so long as you neglect to perform it. If it is disagreeable to you to hear these things, put it out of my power ever to ask again, by your immediate compliance ; and as you have desired me when I write, to look upon our agreement, and take that for my guide, let me request you to compare my letters with my agreements, and with what you have promised, and when you find me differ from that, or ask anything contrary to it, then tax me there with ; point out to me expressly, wherein I have deviated from this rule, and you shall find me ready to confess it as an error ; but till then, you must excuse me for insisting on your having charged me wrongfully, and which upon an examination of my letters I make no doubt will appear to you too plain to be contradicted.

Let me again repeat to you, I have no other views than that of peace. The gathering together

of riches is what I despise ; and I call on G who sees and knows the spring of all our action and to whom you and I must one day answer, witness to the truth of what I now write ; therefore if you would have me believe that you wish peace as much as I do, no longer let it be the subject of our correspondence, for me to ask for the fulfilment of the treaty, and you to promise and not perform it ; but immediately fulfil all our engagements : thus let peace flourish and spread throughout all your country, and make your people happy in the re-establishment of their trade, which has suffered by a ruinous and destructive war. What can I say more ?

*From the Nawab to the Admiral.*

*Dated 13th June 1757.*

According to my promises, and the agreement made between us, I have duly rendered everything to Mr. *Watts*, except a very small remainder, and had almost settled Monichchund's affair : Notwithstanding all this, Mr. *Watts* and the rest of the council of the factory at Cassimbazar, under pretence of my going to take the air in their gardens, fled away in the night. This is an evident mark of deceit, and of an intention to break the treaty I am convinced it could not have happened without your knowledge, nor without your advice. I all al-

S<sup>t</sup>arted something of this kind, and for that reason could not recall my forces from Plassy, expecting some treachery.

I praise God, that the breach of treaty has not been on my part : God and his *Prophet* have been witnesses to the contract made between us, and whoever first deviates from it will bring upon themselves the punishment due to their actions.

---

## সন্ধি-সত্ত্ব

---

### নবাব ও ইংরেজের সন্ধি।

Articles acceded to, signed and sealed by the Nawab, 9th of February 1757.

I. Whatever rights and privileges the King hath granted to the *English* company in the *Phirmaunds* and *Husbalhookums* sent from *Delhi*; shall not be disputed, or taken from them, and the immunities therein mentioned stand good and be acknowledged. Whatever villages are given by the *Phirmaunds* to the company, shall likewise be granted notwithstanding they have denied them by former *Soubadhrs*, but the Zemindars of these villages are not to be hurt or displaced without cause.

*I do agree to the terms of the Phirmaund.*

II. All goods passing and repassing through the country by land or water in *Bengal, Behar, and Orissa* with *English Dustucks*, shall be exempt from any tax, fee or imposition from *Choquedans, Gaulivahs, Zemindars* or any others.

*I agree to this.*

III. All the company's factories seized by

*Nawab* shall be returned. All the money, goods and effects belonging to the company, their servants and tenants, and which have been seized and taken by the *Nawab*, shall be restored. What has been plundered and pillaged by his people shall be made good by the payment of such a sum of money as justice shall think reasonable.

*I agree to restore whatever has been seized and taken by my orders, and accounted for in my Sincany Government books )*

IV. That we have permission to fortify *Calcutta* such a manner as we think proper without interruption.

*I consent to it.*

V. That we shall have liberty to coin *Siccas* both of gold and silver, of equal weight and fineness to those of *Muzadabad*, which shall pass current in the province, and that there be no demand made or a deduction of *Batta*.

*I consent to the English company's coining their own Bullion into Siccas.*

VI. That the treaty shall be ratified by signing, sealing, and swearing in the presence of God and his *Prophets* to abide by the articles therein contained, not only by the *Nawab* but his principal officers and ministers.

*I have sealed and signed the articles in the presence of God and his Prophets.*

VII. That Admiral *Charles Watson* and Colonel

*Robert Clive, on the part and behalf of the English nation and of the company, do agree to live in a good understanding with the Nawab, to put an end to our troubles, and be in friendship with him, whilst these articles are observed and performed by the Nawab.*

*I have signed and sealed the foregoing articles upon these terms, that if the governor and council will sign and seal them with the company's seal, and will swear to the performance on their part, I then consent and agree to them.*

*The Governor and Council's agreement  
with the Nawab of Bengal.*

We the English East India company, in presence of his Excellency the Nawab Munserow, *Muluk Serajah Dowlah, Soubahdar of the province of Bengal, Behar and Orissa*, by the hands and seal of the council, do agree and promise in the most solemn manner ; that the business of the company's factories, which are in the jurisdiction of the Nawab, shall be transacted as formerly ; that we will never do violence to any persons without cause ; that we will never offer protection to any persons having accounts with the government, to any of King's Fuluckdars or Zemindars, to any murderers or robbers, nor will ever act contrary to the tenor of the articles granted by the Nawab ; we will carry on our trade in the former channel and never in any respect deviate from this agreement.

## মীরজাফর ও ইংরেজের সন্ধি ।

---

Treaty executed by Meer Maho  
Med Jaffier Khan Bhador. With  
admiral Watson, Colonel Clive,  
and the Counsellors Drake and  
Watts.

I swear by God, and the Prophet of God, to  
abide by the terms of this treaty while I have life.

I. whatever articles were agreed upon in the  
time of peace with the *Nawab Serajahdowlah*, I agree  
comply with.

II. The enemies of the *English* are my enemies,  
whether they be *Indians* or *Europeans*.

III. All the effects and factories belonging to  
the *French* in the province of *Bengal*, ( the paradise  
of nations ) and *Behar*, and *Orissa*, shall remain in  
the possession of the *English*, nor will I ever allow  
them any more to settle in the three provinces.

IV. In consideration of the losses which the  
*English* company have sustained by the capture and  
plunder of *Calcutta* by the *Nawab*, and the charges  
occasioned by the maintenance of the forces, I will  
give them one Crore of *Rupees* [ 1, 250000 £. ]

V. For the effects plundered from the *English* inhabitants at *Calcutta*, I agree to give fifty *Lacs* of *Rupees* [ ১৬২৫,০০০ £. ]

VI. For the effects plundered from the *Gentoos Moors* and other inhabitants of *Calcutta*, Twenty lack of rupees shall be given, [ ২৫০,০০০ £. ]

VII. For the effects plundered from the *Armenian* inhabitants of *Calcutta*, I will give the sum of seven lack of rupees, [ ৮৭, ৫০০ £ ] The distribution of the sums allotted to the *English*, *Gentoo*, *Moor* and other inhabitants of *Calcutta*, shall be left to *Admiral Watson*, *Colonel Clive*, *Roger*, *Drake*, *William Watts*, *James Kilpatrick*, and *Richard Becher*, *Esquires*, to be disposed of by them, whom they think proper.

VIII. Within the ditch which surrounds the borders of *Calcutta*, are tracts of land belonging to several *Zemindars*; besides these, I will grant the *English* company six hundred yards without the ditch.

IX. All the land lying south of *Calcutta*, as far as *Culpee*, shall be under the *Zemindary* of the *English* company; and all the officers of those parts shall be under their jurisdiction. The revenue to be paid by the Company in the same manner as other *Zemindars*.

X. Whenever I demand the assistance of the *English*, I will be at the charge of the maintenance of their troops.

XI. Will not erect any new fortifications  
the river *Ganges*, below *Houghley*.

As soon as I am established in the three  
Ganges, the aforesaid sums shall be faithfully paid.

*the 15th of the month Ramazun, ( June 1757 )*  
*fourth year of the present reign.*

---

# চিঠি-পত্র ।

( বঙ্গানুবাদ )

## আডমিরাল ওয়াটসনের পত্র ।

১৭ই ডিসেম্বর ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দ ।

পৃথিবীর রাজন্তবর্গ কর্তৃক সম্মানিত আমার প্রভু ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসায়-বাণিজ্য, দাবি-দাওয়া ও অধিকারক্ষা করিবার জন্য আমায় বহু সৈন্য দিয়া এতদেশে করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, আমার প্রভুর প্রজাগণ মোগল-র যেরূপ সুবিস্তৃত ব্যবসায়-বাণিজ্য চালাইতেন, তাহাতে মোদিগের সর্বিশেষ সুবিধা হইত। শুনিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যা হইলাম যে, আপনি বহু সৈন্য সহ কোম্পানীর কুঠী-আক্রমণ করিয়া বলপূর্বক তাঁহাদিগের লোকজনকে তাড়া দিয়াছেন, অনেক টাকার সামগ্ৰী লুঁঠিয়া লইয়াছেন এবং আরাজাৰ বহু প্রজা নষ্ট করিয়াছেন।

আমি কোম্পানীর লোকদিগকে তাহাদের পূর্বতন বাড়ীতে পুনৱায় প্রতিষ্ঠিত করিবার সংকল্পে আসিয়াছি। করি, আপনি তাহাদের পূর্বের ক্ষমতা ও সুবিধা সকলাখিতে সম্মত হইবেন। কারণ, ইংরেজেরা এতদেশে করাতে আপনার যে উপকার হয়, তাহা আপনি বিশেষজানেন। আপনি তাঁহাদিগের ক্ষতিপূরণ করিয়া দিলে আগোলযোগ থাকিবেন। আমার রাজা শান্তি চাহেন। পরতায় তাঁহার প্রীতি। আপনি তাঁহার প্রজাসমূহের ক্ষণ করিয়া দিলে, তাঁহার সহিত সন্তোষ সংস্থাপিত হইবে।

এবং  
ষদি  
পাল  
তাহা

## নবাব সিরাজুদ্দৌলার পত্র।

২৩শে জানুয়ারি ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দ।

মি আপনার পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, ইংরেজ বণিক-বাণিজ্য, অধিকার, কুঠী প্রভৃতি রক্ষার্থে আপনার প্রভু ভারতে প্রেরণ করিয়াছেন। পত্র পাইয়াই আমি তাহার উত্তর পাঠাইয়াছি; কিন্তু উহা বোধ হয়, আমান নাই। তজ্জন্ম আমি আপনাকে পুনরায় পত্র লিখি-কোম্পানীর বঙ্গদেশস্থ প্রধান কর্মচারী রজার ড্রেক আজ্ঞা অবহেলা করিয়াছিলেন; অধিকন্তু আমার রাজ্য হিসেবে করিয়াছিলেন। যে সকল লোক দরবারে<sup>\*</sup> অনুপস্থিত মানুষদিগকে তিনি আশ্রয় দিয়াছিলেন। আমি তাহাকে আশ্রয় করিতে নিষেধ করি; কিন্তু তাহার কোন ফল নাই। সেই কারণে, শাস্তি দিবার অভিপ্রায়ে, আমি কে দেশ হইতে বহিস্থিত করিয়া দিই। যদি তাহাকে পদচুত করা অন্ত কোন লোককে প্রধান কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়, তাহার হইলে ইংরেজ বণিকগণ পূর্বের ত্বায় এ দেশে বাণিজ্যাদি কর্তৃত পারিবেন, আমার এইরূপ অভিপ্রায় ছিল। দেশের এবং বর্গের উপকারার্থে আমি আপনাকে এই পত্র পাঠাইতেছি। পুনরায় আপনাদের বাণিজ্য সংস্থাপন করিতে ইচ্ছা থাকে, তাহার হইলে আর একজন নৃতন কর্মচারী নিযুক্ত করিবেন আমিও আপনাদিগকে পূর্বের ত্বায় বাণিজ্য করিতে দিব। ইংরেজগণ বণিকের ত্বায় বাবহার করেন এবং আমার আজ্ঞা করেন, তাহা হইলে আমি তাহাদিগকে রক্ষা করিতে এবং বিগের বাণিজ্যের সুবিধা করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত রহিলাম।

আৱ যদি আপনি মনে কৱেন যে, আমাৰ সঙ্গে যুক্ত  
আপনাৱা এখানে বাণিজ্য চালাইতে পাৰিবেন, তাহা  
আপনাৰ বিবেচনায় যাহা ভাল হয়, তাহা কৱিবেন।

ধনকুবেৰ ভূবন-বিজেতা, হিন্দুস্থানেৰ সন্ধাট আলমগীৱে  
সাহসী এবং বিখ্যাত ঘোন্ধা, সা কুলি থঁ॥

---

### আডমিৱালেৰ পত্ৰ ।

২৭শে জানুয়াৰি ১৯৫৭ খণ্ঠাদ ।

আপনাৰ এই মাসেৰ ২৩শে তাৰিখেৰ পত্ৰ পাইয়া  
অত্যন্ত প্ৰীত হইয়াছি। কাৰণ, পত্ৰ পাঠে জানিতে পাৰিল়  
আপনি আমাৰ পূৰ্ব পত্ৰেৰ উত্তৰ দিয়াছিলেন। আপনি  
পত্ৰ লিখিয়াছেন, বড় আনন্দেৰ কথা ; কিন্তু যদি পত্ৰেৰ  
না দিতেন, তাহা হইলে আমাৰ বড় অপমান হইত। সে  
অগ্রাহ কৱিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে, আমাৰ আমাদিগেৰ  
ৱাজাৰ কোগ-দৃষ্টিতে পতিত হইতে হইত।

আপনি পত্ৰে বলিয়াছেন যে, ডেক সাহেবেৰ কুব  
আপনি ইংৱেজদিগকে দেশ হইতে বহিস্থিত কৱিয়া  
আমি বলি যে, ৱাজাৰা কোন বিষয় স্বচক্ষে দেখেন না—এবং  
কথা স্বকৰ্ণে শ্ৰবণ কৱেন না। শষ্ঠ ও চতুৰ লোকেৱা  
দ্বাৰা তাঁহাকে কোন বিষয়েৰ তথ্য অবগত হইতে  
একেৱে দোষে সমন্বয় লোককে শাস্তি দেওয়া কথনই ৱাদ  
কৰ্ম নহে। যে সকল নিৰ্দোষ প্ৰজা সন্দৰ্ভ-পত্ৰেৰ উপৰ

না নিশ্চিন্ত ছিল, তাহাদিগকে ধনে-প্রাণে মারা কখনই উচিত  
নাই। ইহা কি রাজোচিত কার্য্য হইয়াছে? কখনই নহে।  
লাকেরা কুমন্দুণা দ্বাৰা আপনাদিগের স্বার্থসাধনার্থে আপ-  
এই কার্য্যে প্ৰবৃত্ত কৱাইয়াছে। আয়বান রাজা নিষ্ঠুর  
কথন আনন্দ উপভোগ কৱেন না।

তপি আপনি জগৎ-সমক্ষে আয়বান এবং মহৎ রাজা বলিয়া  
ত লাভ কৱিতে ইচ্ছা কৱেন, তাহা হইলে এই সকল  
যামৰ্শদাতা লোকদিগকে শাস্তি দিয়া, আপনার অনিছায় যে  
দের অনিষ্টপাত হইয়াছে, তাহা প্ৰতিপন্ন কৰুন। আৱ  
আ বণিকদল এবং যে যে লোক এই সকল কার্য্যের জন্মে  
ম অন্ত হইয়াছেন, তাহাদের ক্ষতিপূৰণ কৱিয়া দিউন। এইরূপ  
বলে আপনার প্ৰজাসমূহের বিপক্ষে যে অসি উত্তোলিত  
হয়াছে, তাহা নিবারিত হইবে।

ডেক সাহেবের বিৰুদ্ধে আপনার যদি কিছু বক্তব্য থাকে,  
তাৰা হইলে বণিক-সম্প্ৰদায়কে লিখিয়া পাঠাইবেন। কাৰণ,  
তু ব্যতীত ভূত্যের শাসন কৱিতে আৱ কেহই সক্ষম নহে।  
ণিক-সম্প্ৰদায় যাহাতে এই বিষয় আপনাকে সন্তোষ প্ৰদান  
কৱিতে পাৱেন, তজ্জন্ম আমি প্ৰতিশ্ৰুত রহিলাম।

আপনি আপনার ইচ্ছাহুসারে ন্যায় বিচাৰ কৱিয়া আমা-  
নোৱ ক্ষতিপূৰণ কৱিবেন। জোৱ জবৱদস্তীতে আপনার নিৱৌহ  
আগণকে বিপন্ন কৱিয়া ক্ষতিপূৰণ আদায় কৱা প্ৰাৰ্থনীয় নহে।

---

## নবাবের পত্র ।

আপনারা হগলি আক্রমণ ও লুঠন করিয়া আমার প্রজার  
বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছেন। আপনাদিগের বণিকেচিত কার্য  
হয় নাই। তজ্জন্য আমি মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া হগলিতে  
উপস্থিত হইয়াছি এবং সৈন্য নদী পার হইবার উপক্রম করি-  
তেছি। আমার সৈন্যের একাংশ আপনাদিগের শিবিরের দিকে  
অগ্রসর হইয়াছে। তথাপি, যদি পূর্বের ন্যায় আপনাদিগের  
বাণিজ্য চালু হইবার অভিপ্রায় থাকে, তাহা হইলে আপনাদিগের  
একজন বিশ্বস্ত লোককে আমার নিকট প্রেরণ করিবেন। তাহা  
হইলে তাহার নিকট হইতে আপনাদিগের প্রার্থিত বিষয়-সমূহ  
অবগত হইয়া, আমি এ বিষয়ের একটা মীমাংসা করিতে পারিব।  
আমি বণিক-সম্প্রদায়কে তাঁহাদিগের কুঠী-সমূহ পুনঃপ্রাপ্ত হইতে  
এবং পূর্ব অঙ্গীকার মত বাণিজ্য চালাইবার অধিকার দিতে  
কৃষ্টিত হইব না। যে সকল বণিক এ দেশে বাস করিবেন,  
যদি তাঁহারা এখন বণিকের ন্যায় ব্যবহার করেন এবং আমার  
মতের কোন প্রকার বিরুদ্ধাচরণ না করেন, তাহা হইলে আমি  
অবশ্যই তাঁহাদের ক্ষতিপূরণ করিয়া দিব। আপনি জানেন যে,  
যুক্তের সময় সৈন্যদিগকে লুঠন-কার্য হইতে নিরুত্ত কর্তৃক উ-  
হুরহ ব্যাপার আমার সৈন্যেরা লুঠ করিয়াছিল বলিয়া আপনাদের  
যে ক্ষতি হইয়াছিল, আপনারা যদি সেই ক্ষতির দাবী করক  
ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে আমি আপনাদিগকে  
সন্তুষ্ট করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। আপনারা জাতিতে খৃষ্টান,  
এবং অবশ্যই জানেন, কলহ রাখা অপেক্ষা কলহ মিটান ভাল।

কিন্তু যদি আপনারা বণিক-সম্পদায় ও অগ্রান্ত বণিকদিগের  
স্বার্থের উপর দৃষ্টি না রাখিয়া, যুদ্ধলিপ্তি হন, তাহা হইলে আর  
আমার প্রতি দোষারোপ করিতে পারিবেন না। এইরূপ  
ধৰ্মসকারী যুদ্ধ নিবারণার্থে আমি আপনাকে এই পত্র লিখিতেছি।

### আড়মিরালের পত্র ।

আপনি এই পত্রের সহিত যে আর একখানি পত্র প্রাপ্ত  
হইবেন, তাহা পরশ্বদিবস লেখা হইয়াছে। \* কিন্তু উহা মহাশয়ের

\* পত্রের মৰ্ম্ম—এইরূপ—আমি আপনার পত্রের জবাব দিবার পর,  
আপনি যে পত্র সেখেন, তাহা আমি গত পরশ্ব দিবসে পাই। এইমাত্র  
পত্রের জবাব লিখিতে বসিয়াছি। শুনিলাম, আপনার কতক সৈন্য রাজধানী  
কলিকাতা নগরী প্রবেশ করিয়াছে ও অবশিষ্ট অংশ দ্বরায় তাঁবুর দিকে  
অগ্রদূর হইতেছে। শুনিবামাত্র আমি দহরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি,  
সর্বত্র অগ্নিশিখা ও ধূমরাশি পরিপূর্ণ। বুঝিলাম ঘটনা সত্য। আনুসঙ্গিক  
সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া বোধ হইল যে, শান্তির আশা বৃথা। সঙ্গে সঙ্গে পত্র  
লেখার আশাও পরিত্যাগ করিলাম। শুনিতেছি, আপনি কর্ণেল ক্লাইবের  
কাছে পুনরায় সঙ্কিরণ প্রস্তাব করিয়াছেন। সেই হেতু মিষ্টার ওয়ালস ও  
ক্লেফটন নামক দুই ব্যক্তিকে কর্ণেল ক্লাইভ আপনার নিকট প্রেরণ করিয়া  
ছেন। ইহা আপনার শান্তিকামনার পরিচায়ক। আমার নিজস্ব মত যদি  
শুনিতে চান, তাহা হইলে আমার পুর্বতন পত্রগুলি দেখিলেই বুঝিতে পারি-  
বেন যে, আমি সেই সব চিঠি পত্রে সৌহার্দস্তুক বন্দোবস্তের কথা বলিয়া  
আনিয়াছি ও তদন্ত্যায়িক কার্য্যও করিয়াছি। কিন্তু যখন দেখিলাম, আর  
শান্তি অসম্ভব, যখন দেখিলাম—আমার একখানি পত্রেরও জবাব দিলেন না,  
তখন কাজেই বিরুদ্ধাচরণে বাধ্য হইলাম। আমি এরপ শক্ততাচারণের

নিকট প্রেরিত হইবার জন্য পারস্পর ভাষায় অনুবাদিত হইবার পূর্বে, আমি কর্ণেল ক্লাইভের নিকট শুনিলাম যে, আপনি তাঁহার দৃতসময়ের অবমাননা করিয়াছেন এবং আপনি কলিকাতার সীমানার ভিতর উপস্থিত হইয়াছেন ও তথা হইতে চলিয়া যাইতে অস্বীকার করিয়াছেন।

আপনার অভিপ্রায়ের একপ নির্দ্ধারিত প্রমাণ পাইয়া, আমার সংক্ষিপ্তনের ইচ্ছা বলবতী থাকিলেও, আমি এক্ষণে তাহার আশা করিতে পারি না। একদল ইংরেজ-সৈন্য কিরূপ বলধারণ করে, তাহা আপনাকে জানাইবার জন্য, আমি কর্ণেল ক্লাইভকে অনুরোধ করি। কারণ, তাহা হইলে দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা-স্মত্রে আবন্দ হইবার পূর্বে আপনি সাবধান হইতে পারিবেন। তিনি আমার ইচ্ছান্বৃক্ষ কার্য করেন এবং সৈন্য আপনার তাঁবুর বিরোধী। যুক্তে জয়ী হইলেও আমি শাস্তি প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিয়াছিলাম। আমার এখনও সংক্ষিপ্তনের ইচ্ছা আছে; জানি না কতদূর সফল হইব। আমি কি ইশ্বর কি মহুষ্য উভয়ের কাছে নির্দোষ থাকিতে ইচ্ছা করি। আমি মনুষ্যের মুখ চাই, কষ্ট দেখিতে পারি না; ইহাই প্রতিপন্থ করিবার জন্য এই পত্র লিখিলাম। যদি আপনার সংক্ষিপ্তনের বাস্তু থাকে, তাহা হইলে আপনার নিকট প্রেরিত ভদ্রসন্তানগণের পরামর্শ শুনিলেই যথেষ্ট হইবে। তাঁহারা ন্যায় বিচার বই আর কিছু চাহেন না। উভয় জাতির ভসাধনই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। যদি আপনার অমতের কান কারণ হয়, তাহা হইলে শ্বারণ রাখিবেন, রাজাৱা মানবের মঙ্গলসাধন জন্যে মানব শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন, তাঁহারা যদি দ্বেষ-হিংসা পরায়ণ হইয়া কর্তব্যপরাজ্য হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে এক দিন জগৎপিতা সর্বশক্তিমানের নিকট জবাব দিতে হইবে। আমি আপনার বন্ধু। সহপদেশ দান আমার কর্তব্য। তদন্তুষ্যায়িক কার্যও করিলাম।

মধ্য দিয়া এইরূপ তাবে থাত্রা করিয়া স্বীয় ছাউনীতে প্রত্যাবর্তন করেন, যেন তাঁহার গতিরোধ করিতে আপনার ছাউনীতে এক জনও সশস্ত্র পুরুষ ছিল না। তিনি এক্ষণে তাঁহার ছাউনীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং আমাদিগের গুপ্ত সমিতির দ্বারা শেষ বার প্রেরিত অ্যায় প্রস্তাবে আপনি সম্মত হন কি না, সেই আশায় আরও কিছু দিন থাকিলেন। যদি আপনি স্মৃবিবেচক হন, তাহা হইলে আপনি তাহাদিগের স্মৃবিচার করিবেন; নতুবা যে অসি নিষ্কোষিত হইবার উপক্রম হইয়াছে, তাহা আর নিবারিত হইবে না।

## নবাবের পত্র ।

১৫ ফেব্রুয়ারি ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ ।

শাসনকর্তা ও তাঁহার সভার স্বাক্ষরিত ও মোহরাক্ষিত সন্ধি-পত্র আমি কর্ণেলের পত্রের সহিত প্রাপ্ত হইয়াছি। তিনি ইচ্ছা করেন যে, এক্ষণে যে সন্ধি সংস্থাপিত হইল, তাহার সর্ত সকল আমার দেশের প্রধান লোকদিগের দ্বারা এবং আমার প্রধান প্রধান কর্মচারীদিগের দ্বারা স্বীকৃত হউক। আমি তাঁহার ইচ্ছারূপ কার্য্য করিয়াছি। এক্ষণে আমাদিগের উভয় পক্ষের এমন একটি লেখাপড়া থাকা উচিত, যদ্বারা আমাদিগের মধ্যে যুদ্ধ নিবারিত হয়, ইংরেজগণ আমার চিরবক্তু হন এবং আমার শক্ত-দমনে তাঁহারা সহায়তা করেন। তজ্জন্ত আমি আমার একজন বিশ্বস্ত ও বিখ্যাত লোককে আপনাদিগের নিকট প্রেরণ করিতেছি। তিনি আমার মনের ভাবসমূহ আপনাদিগের নিকট বিশদরূপে বুঝাইয়া দিবেন এবং আমিও আশা করি, আপনারা

তাহার সম্মুখে আপনাদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন। যে সকল প্রস্তাব স্বাক্ষরিত হইবার নিমিত্ত আমাৰ নিকট প্ৰেৰিত হইয়াছিল, তাহা আমি স্বয�়ং স্বাটোৱে দাওয়ানেৰ দ্বাৰা, আমাৰ দাওয়ানেৰ দ্বাৰা এবং আমাৰ সৈন্যেৰ বক্তী দ্বাৰা স্বাক্ষৰ কৰাইয়া পাঠাইয়া দিয়াছি। আপনি যদি একথানি কাগজে এই সঞ্চি-পত্ৰ স্বীকাৰ কৰিয়া, আপনাৰ শিলমোহৰ এবং স্বাক্ষৰ সংযুক্ত কৰিয়া, কৰ্ণেলেৰ ত্তায় আমাৰ নিকট পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইব। আমি যথাবিহিতকুপে ঈশ্বৰ এবং তাহার দৃতকে সাক্ষ্য মানিয়া ইংৰেজদিগেৰ সহিত এই সঞ্চি-সংস্থাপন কৰিয়াছি। যতদিন আমাৰ দেহে প্ৰাণ থাকিবে, ততদিন আমি ইংৰেজদিগেৰ শক্তকে নিজেৰ শক্ত বলিয়া মনে কৰিব এবং আবশ্যক হইলে ষথাসাধ্য সাহায্য কৰিব। আপনি কৰ্ণেল, এবং ইংৰেজদিগেৰ কুঠীৰ অন্যান্য প্ৰধান কৰ্মচাৰী ঈশ্বৰসমক্ষে শপথ কৰুন যে, আপনাৰা এই সঞ্চি অনুযায়ী কাৰ্য্য কৰিবেন, আমাৰ শক্তকে আপনাদিগেৰ শক্ত বলিয়া বিবেচনা কৰিবেন, আবশ্যক হইলে আপনাদিগেৰ সাধ্যমত আমাকে সাহায্য কৰিবেন এবং যদিও আপনাৱা স্বয়ং আসিয়ৎ আমাকে সাহায্য কৰিতে না পাৱেন, তত্ত্বাপি আমি ইহা আশা কৰিতে পাৱি যে, আবশ্যক হইলে সৈন্যপ্ৰেৱণ দ্বাৰা আপনাৱা আমাৰ সাহায্য কৰিবেন।

আমাৰে এই সঞ্চি-পত্ৰে ঈশ্বৰ সাক্ষী রহিলেন। ঈশ্বৰ এবং তাহার দৃতগণ সাক্ষী রহিলেন যে, আমি ইংৰেজ সম্প্ৰদায়েৰ নিকট যে সঞ্চি-স্মত্ৰে আবদ্ধ রহিলাম, তাহা কদাচ ভঙ্গ কৰিব না। আপনাৱা এই সঞ্চি-সৰ্তানুযায়ী কাৰ্য্য কৰিবেন, এই স্থিৱ বিশ্বাসে আমি আপনাদিগকে বক্ষণাৰ্বেক্ষণে সতত যন্ত্ৰণ কৰিব।

## আঁড়মিরালের পত্র।

রঙ্গল রায় মাঃ আপনি যে পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহা আমি পাইয়াছি এবং তাহার নিকট হইতে আমাদিগের জাতির সহিত বন্ধুত্ব সংস্থাপন করিতে আপনার একান্ত ইচ্ছা। আছে জানিয়া অত্যন্ত আঙ্গুলাদিত হইয়াছি। তাহার মাঃ এই যে পত্র পাঠাইতেছি, উহা পাইবার পূর্বে আপনিও তাহার নিকট হইতে আমাদিগের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইতে পারিবেন। আপনার ত্বায় আমাদিগেরও একান্ত ইচ্ছা যে, আমরা আপনার সহিত সন্তোষে বাস করি এবং আপনিও তাহার নিকট হইতে জানিতে পারিবেন যে, কিরূপে কুলোকে মিথ্যা করিয়া আপনার কাছে ইংরেজ জাতিকে লোভী এবং কলহপ্রিয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছে। কিন্তু আপনি আমাদিগের সহিত কিছুদিন ব্যবহার করিলেই এ কথার সত্যাসত্য জানিতে পারিবেন। অত্যাচারিত না হইলে, ইংরেজ কাহারও অনিষ্ট করে না। ইংরেজ জাতির তুল্য শান্তিপ্রিয় জাতি আর বেধ হয় পৃথিবীতে নাই; কিন্তু ইংরেজের ক্ষতি হইলে, ইংরেজ ক্ষণবিলম্ব নাকরিয়া অস্তি উন্মুক্ত করে। এ সম্বন্ধে ইংরেজের তুলনা নাই।

আমাকে সক্ষি সম্বন্ধে লেখা পড়া করিয়া যে একখানি কাগজ পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাহা আমি পাঠাইতেছি। ইহঁ আপনার ইচ্ছামত লিখিত, এবং আমার স্বহস্তে স্বাক্ষরিত ও মোহরাক্ষিত করা হইয়াছে। যাঁহাকে আমরা উভয়ে পূজা করি, সেই ঈশ্বরকে সাক্ষ্য করিয়া বলিতেছি যে, আপনি যদি আজীবন আপনার অঙ্গীকারমত চলেন, তাহা হইলে আমি ও ইংরেজ জাতি,

আপনার সহিত যে সঙ্কি করা হইয়াছে, তাহা রক্ষা করিতে যথা�সাধ্য চেষ্টা করিব। যদি না করি, তাহা হইলে ঈশ্বর আমাকে সাজা দিবেন। আর অধিক কি লিখিব? আমি কায়মনোবাকে প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি দীর্ঘ জীবন ও প্রভূত সম্পদ লাভ করুন।

আমি চাল'স ওয়াটসন, ঈশ্বর এবং যীশুখৃষ্টকে প্রত্যক্ষ জানিয়া ব্রিটিশ সন্মাটের পক্ষ হইতে শপথ করিতেছি যে, ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের ১ই তারিখে ও স্বাধারের সহিত ইংরেজের যে সঙ্কি সংস্থাপিত হইল, তাহার আমি প্রত্যেক সর্ত মানিয়া চলিব এবং যদবধি স্বাধার তাহার অঙ্গীকারমত কার্য করিবেন, এবং গ্রি সঙ্কি-সর্ত মানিয়া চলিবেন, তদবধি আমরা তাহার শক্তকে আমাদিগের শক্ত বলিয়া বিবেচনা করিব এবং আবশ্যক হইলে আমরা সাধ্যমত তাহার সাহায্য করিব।

### আড়মিরালের পত্র।

১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দ।

উমিঁচাদের দ্বারা আপনি যে সকল বিষয় বলিয়া পাঠাইয়া ছিলেন, তিনি আমাকে উহার সমুদায় বলিয়াছেন। বুসীর কর্তৃত্বাবলীনে একদল ফরাসী নৌ-সেনা ও বড় একদল স্তল-সেনা আসিয়া বার্তা আপনি যাহা পাইয়াছেন, তাহা আমার বিবেচনায় সত্যবোধ হইতেছে। আমি ইহাও শুনিয়াছি যে, তাহারা আমাদিগের সহিত শক্তাচরণ করিতে এখানে আসিতেছে। তাহাদিগের এখানে আগমন নিবারণ করিতে আপনি যে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া-

ছেন, সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। তাহাতে আমার কদাচ যহের ক্রটি হইবে না। আর আপনি যথনই আমাদিগকে এইরূপ বিষয়ে অনুরোধ করিবেন, তখনই তাহা আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত প্রতিপালন করিব। ইহাতেই আপনি জানিতে পারিবেন, আমরা আপনার প্রকৃত বস্তু কিনা। যাহা আপনার কোপ-দৃষ্টিতে পড়িয়া একবার ধ্বংশপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা আপনার শুভদৃষ্টিতে আবার বর্দ্ধিত হইবে। লাট সাহেবের পক্ষ হইতে ওয়াট সাহেবকে আপনার নিকট প্রেরণ করা যাইতেছে। আমি আশা করি, তিনি যে সকল বিষয় ঘাঙ্কা করিবেন, তাহা পূরণ করিতে আপনি কুণ্ঠিত হইবেন না।

---

### নবাবের পত্র ।

১৯শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭ খ্রীকান্দি।

দেশের মধ্যে বিবাদবিসম্বাদ মিটাইবার জন্যই আমি ইংরেজ-দিগের সহিত এই সক্ষি করিয়াছি যে, তাহারা ব্যবসায়-বাণিজ্যাদি পূর্বের গ্রাম চালাইবেন। আপনি সেই সক্ষিপ্তে স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং আপনিও সে বিষয়ে একটা লেখা পড়া করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে প্রতীয়মান হইতেছে যে, হগলীর সন্নিকটস্থ ফরাসী-দিগের কুঠী লুঠন করিবার এবং তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার আপনার অভিপ্রায় আছে। দেশের মধ্যে পরম্পর দুই দলে গোলযোগ উপস্থিত করা সর্বনীতিবিরুদ্ধ। টাইয়ুরের সময় হইতে এতাবৎকাল পর্যন্ত কেহ কখন শুনেনাই, ইউরোপবাসিগণ পরম্পর বিবাদ করিয়াছেন। আপনি যদি ফরাসী কুঠী লুট

করিতে মনস্ত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাৰ প্ৰভুৰ পক্ষ হইতে আমাকে সৈতেৱ দ্বাৰা তাৰাদিগকে সাহায্য কৱিতে হইবে। সম্প্রতি যে সন্ধি কৱা হইয়াছে, তাহা ভঙ্গ কৱিতে আপনি উদ্ধৃত হইয়াছেন। একবাবে মহারাষ্ট্ৰীয়েৱা এদেশ আক্ৰমণ কৱিয়াছিল এবং অনেক দিন ধৰিয়া যুদ্ধ চালাইয়াছিল ; কিন্তু তাৰাদিগেৱ সহিত সন্ধি স্থাপিত হইলে, তাৰা কখনও উহা ভঙ্গ কৱে নাই। অকপটভাৱে যে সন্ধি সংস্থাপিত হয়, তাহা ভঙ্গ কৱা অতিশয় গৰ্হিত এবং অন্তায়। আপনাৰা সন্ধিপত্ৰে যেন্নপ অঙ্গীকাৰ কৱিয়াছেন, তাহা আপনাদেৱ মানিয়া চলা উচিত এবং দেশে যাহাতে কোনৱপ গোলযোগ না হয়, সে বিষয়ে সাবধান থাকা উচিত এবং আমি আমাৰ অঙ্গীকাৰমত কাৰ্য্য অবশ্য কৱিব। আমি আমাৰ পক্ষ হইতে বলিতেছি যে, ইংৰেজদিগেৱ সহিত যে সন্ধি আমি কৱিয়াছি, তাহা প্ৰতিপালন কৱিতে সাধ্যমত চেষ্টা কৱিব এবং আমি আশা কৱি, ইশ্বৰানুকম্পায় বোধ হয়, উহা চিৰকাল বজায় থাকিবে। আপনাৰা বোধ হয় শুনিয়াছেন যে, মহারাষ্ট্ৰীয়দিগেৱ সহিত সাত বৎসৱ ধৰিয়া আমাদেৱ যুদ্ধ হইয়াছিল ; কিন্তু যখন আমৱা পৱন্পৱ সন্ধিস্থত্ৰে আবক্ষ হইয়াছিলাম, তখন তাৰা সন্ধিসৰ্ত্তানুযায়ী চলিয়াছিল এবং কখনও উহা হইতে বিচলিত হয় নাই। আপনাদিগেৱ আগেকাৰ সন্ধি মানিয়া চলা, আমাদিগেৱ সহিত যুদ্ধ না কৱা এবং আমাদিগেৱ এবং অন্তান্ত ইউৱেপীয় সম্প্ৰদায়েৱ সহিত কোনৱপ গোলযোগ না বাধাইয়া দেশেৱ শান্তি রক্ষা কৱা একান্ত উচিত।

---

## আড়মিরালের পত্র ।

১৯শে ফেব্রুয়ারি ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দ ।

আপনার ১৯শে তারিখের পত্র আমি আজ সকালে  
পাইয়াছি। পত্রে দেখিলাম যে, এদেশীয় ফরাসীদিগের সহিত  
আমাদিগের যুদ্ধ করা আপনি অন্তায় বিবেচনা করেন। আমি যদি  
আগে জানিতাম যে, আপনি ইহাতে ঝুঁষ্ট হইয়াছেন, তাহা হইলে  
কথনই আমি গঙ্গার উপকূলবর্তী ফরাসীদিগের সহিত যুদ্ধ বাধা-  
ইয়া আপনার দেশের শান্তিভঙ্গ করিতাম না। এক্ষণে যদি তাহারা  
আমাদিগের সহিত আর প্রতিযোগিতাচরণ করিবে না, এইরূপ  
মর্মে একখানি অঙ্গীকার-পত্র লিখিয়া দেয় এবং আপনি (বাঙ্গালার  
স্বীকার্তা) যদি ঐ অঙ্গীকার-পত্রে তাহাদিগের জামিন স্বরূপ  
স্বাক্ষর করেন ও আমার অনুপস্থিতিতে আমাদিগের উপনিবেশ-  
গুলি তাহাদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রূত হন,  
তাহা হইলে আমরা আর কথন তাহাদিগের কুটী লুঁঠন কিন্তু  
তাহাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গমন করিব না। আমি বিশ্বাস করি,  
আপনি জ্ঞাত আছেন যে, ইংরেজদিগের অন্তায় বাক্য রক্ষা এবং  
অঙ্গীকার রক্ষা করিতে আর বোধ হয় পৃথিবীতে কোন জাতি  
নাই, এবং আমি আপনাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে, আমরা  
আপনার সহিত যে সম্বন্ধ করিয়াছি, সেই সম্বন্ধসর্তানুযায়ী চলিতে  
যতদুর সাধ্য চেষ্টা করিব এবং আমি সহাস করিয়া বলিতে পারি  
যে, কর্ণেল কিন্স কোম্পানীর অন্তান্ত কর্মচারিগণ এই সম্বন্ধের  
একটি সর্তও ভঙ্গ করিতে চেষ্টা করিবে না।

আপনার সহিত ইংরেজ জাতির যে সম্বন্ধ করা হইয়াছে, সেই

সন্ধিপত্র আমি স্বহস্তে ঘোহরাক্ষিত করিয়াছি এবং আমি ঈশ্বর  
এবং যীগুখুষ্টের সমক্ষে যে অঙ্গীকার একবার করিয়াছি, সেই  
অঙ্গীকার অনুসারে নিশ্চয় করিয়া আমাদিগের পক্ষ হইতে বলি-  
তেছি যে, আমি ঐ অঙ্গীকার রক্ষা করিতে যতদুর সাধ্য চেষ্টা  
করিব এবং আমি বিশ্বাস করিয়ে, আপনি ও ঐ সন্ধির একটি  
সর্তও ভঙ্গ করিবেন না । আমি আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে,  
ফরাসীরা আমাদিগের সহিত আর কোনরূপ গোলম্বেগ করিবে  
না, এই বিষয়ে যদি আপনি জামিন থাকেন, তাহা হইলে  
আমরাও আর ফরাসীদিগের বিপক্ষে যুদ্ধ যাত্রা করিয়া আপনার  
দেশের শান্তিভঙ্গ করিব না । \*

### নবাবের পত্র ।

২০শে ফেব্রুয়ারি ১৭৫৯ খ্রিষ্টাব্দ ।

আমি কল্য আপনাকে যে পত্র লিখিয়াছিলাম, তাহা বোধ হয়  
আপনি পাইয়াছেন । ইতিমধ্যে আমি ফরাসী উকিলের নিকট  
শুনিলাম যে, তাহাদিগের পাঁচ ছয়খানি রণতরী নদীতে আসিয়া  
উপস্থিত হইয়াছে, এবং আরও জাহাজ আসিবার কথা আছে ।  
তিনি বলিলেন যে, বর্ষবাদে আপনি আমার ও আমার প্রজাবর্গের  
বিরুদ্ধে শক্রতাচরণ করিবেন বলিয়া মনস্ত করিয়াছেন । ইহা  
কথন ভদ্র সৈনিকের গ্রাম ব্যবহার নহে ; সৈনিক পুরুষ কথনও  
তাহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না । যদি আপনার সরল ব্যবহার  
করিতে এবং সন্ধি বজায় রাখিতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে শীঘ্ৰই  
নদী হইতে যুদ্ধের জাহাজগুলি স্থানান্তরিত কৰুন । সেইরূপ

\* আড়মিরালের পত্র পাইবার পূর্বে নবাব নির্বলিখিত পত্র লিখিয়াছিলেন ।

করিলে আমার পক্ষে কোন ক্রটী পাইবেন না । সঙ্গি করিয়া এত  
শীঘ্ৰ ভঙ্গ কৰা কথনই সৎ লোকেৰ কাৰ্য্য নহে । মহাৱাস্ত্ৰীয়েৰা খৃষ্ট-  
ধৰ্ম মানে না, •অথচ তাহারা সঙ্গি কথন ভঙ্গ কৰিতে জানে না ।  
অতএব ইহা অত্যন্ত আশৰ্য্যেৰ বিষয় যে, আপনি এতদূৰ উন্নত  
হইয়া, জীৰ্ণৰ এবং যৌগিকখৃষ্টকে সাক্ষ্য মানিয়া, যে সঙ্গি কৰিয়াছেন,  
তাহা ভঙ্গ কৰিতে উদ্ধত হইয়াছেন ।

---

### আড়মিৱালেৰ পত্ৰ ।

২৫শে ফেব্ৰুয়াৱৰি ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দ ।

আপনাৰ ২০শে তাৰিখেৰ পত্ৰ আমি দুই দিবস পূৰ্বে  
পাইয়াছি । কিন্তু ইংলণ্ডে চিঠি লিখিবাৱ দৰুণ ব্যস্ত থাকাতে  
আমি এতাৰেকাল পৰ্য্যন্ত উহার উত্তৰ দিতে পাৱি নাই ।  
আমৱা সঙ্গি কৰিতে উদ্ধত হইয়াছি, ইহা আপনি যৌৱন  
সামান্য কাৱণে মনে কৰিয়াছেন, তাহাতে আমি অত্যন্ত  
আশৰ্য্যাবিত হইয়াছি । আমাৰ একটিও অন্তায় কাৰ্য্য না দেখিয়া  
কেবলমাত্ৰ এক জন শৰ্ট লোকেৰ কথাৰ উপৰ নিৰ্ভৰ কৰিয়া  
আমাদিগকে দোষী সাব্যস্ত কৰা অত্যন্ত আশৰ্য্যজনক । সৈনিক-  
পুৰুষ কথন তাহার প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হন না । আমাৰ এখানে  
আসা অবধি, আপনি আমাৰ একুপ একটিও কাৰ্য্য কি দেখিয়া-  
ছেন যে, তাহাতে আমাৰ দ্বাৰা একুপ কাৰ্য্য সন্তুষ্ট হইতে পাৱে ?  
আপনি বলিবেন, না । ইংৰেজ জাতি জগতে সৱলতাৰ জন্ম  
বিখ্যাত এবং আপনি আমাৰ নিকট হইতে সৱল ব্যবহাৰ ব্যতীত  
আৱ কিছুই পান নাই । যে লোক প্ৰবঞ্চনা কৰিয়া মহাশয়েৰ

নিকট আমার অথবা নিন্দা করিয়াছে, তাহার যথার্থ বিচার করুন। ইত্যবসরে আমি ফরাসীদিগের নিকট তাহাদের উকিলের চরিত্রের বিষয় লিখিয়া পাঠাইয়াছি। তাহারা আমার প্রতি এই অন্যায় দোষাবোপ সম্বন্ধে আপনাকে লিখিয়া পাঠাইতে প্রতিশ্রূত হইয়াছেন। আপনি স্থির জানিবেন, আমি সত্য প্রতিজ্ঞা হইতে কখন বিচলিত হইব না। আপনি জানিবেন যে, যে সকল লোক ইহার বিরুদ্ধে কথা রটাইয়া বেড়ায়, আমাদের বন্ধুত্ব নষ্ট করাই তাহাদের উদ্দেশ্য।

---

### নবাবের পত্র ।

ফরাসীদিগের সম্বন্ধে আপনি যে পত্র পাঠাইয়াছেন, সেই পত্র আমি পাঠ করিয়াছি। আপনি স্থির জানিবেন যে, আমি ফরাসীদিগকে সাহায্য করি নাই, কিন্তু করিব না। যদ্যপি তাহারা কোন গোলযোগ উপস্থিত করে, কিন্তু আমার সাম্রাজ্যে কোনরূপ শক্রতাচরণ করে, তাহা হইলে আমি সম্মত তাহাদিগের আক্রমণ প্রতিরোধ করিব এবং তাহাদিগকে বিশেষরূপে শাস্তি দিব। আমি শুনিয়াছিলাম যে, আপনি চন্দননগর আক্রমণ করিবেন। তাহা ঠিক কিনা, তাহা জানিবার জন্য আপনাকে পত্র লিখিয়াছিলাম। আমাদিগের প্রজারক্ষণ করিবার বাসনায় আমি তথায় সেন্ট পাঠাইয়াছিলাম, ফরাসীদিগকে সাহায্য করা আমার অভিপ্রায় ছিল না। আপনি আমার পত্র পাইয়া যদি চন্দননগর আক্রমণে বিরত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইব। ফরাসীরা আর যাহাতে কোনরূপ উপদ্রব না করে, আমি সেই জন্য তাহাদিগকে পত্র লিখিয়াছি এবং আমি

বিশ্বাস করিযে, তাহারা আমার কথা রাখিবে। ফরাসীদিগের সহিত আপনার যে সঙ্গি হইবে, আমি সেই সঙ্গিপত্র আনিতে একজন সন্তুষ্ট লোককে পাঠাইব এবং আমার খাতায় উহা রেজেষ্টেরি করিতে অনুমতি দিব। ইংরেজদিগের সহিত বন্ধুত্ব করা ব্যতীত আর আমার কিছুই উদ্দেশ্য নাই। ঈশ্বরানুকম্পায় আমি যে কার্য্য করিতে মনস্ত করিয়াছি, সেই কার্য্য আপনি বোধ হয় উচিত বিবেচনা করিবেন এবং সেই কার্য্য অবগু সাধিত হইবে ও কখন বিকল হইবে না। আপনিও আপনার সঙ্গি ও প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিবেন এবং নীচ লোকের কথায় বিশ্বাস করিবেন না। যদ্যপি আপনার কোন বিষয় লিখিবার অভিপ্রায় থাকে, তাহা হইলে আমাকে লিখিবেন, আর কাহাকেও লিখিবেন না। আমি আপনাকে সরল ভাবে তাহার উত্তর দিব।

দিল্লীসন্ধানের সৈতে এই প্রদেশাভিযুক্তে অগ্রসর হইতেছে, এই সমাচার পাইয়া আমি পাটনাভিযুক্তে তাহাদের সহিত যুক্তাভিপ্রায়ে যাইতেছি। যদ্যপি এই বিপদের সময় প্রকৃত বন্ধুর স্থায়, আপনি আমাকে সাহায্য করেন, তাহা হইলে আমি আপনার সৈতে যতদিন তাহারা আমার নিকট থাকিবে, ততদিন বেতন স্বরূপ মাসিক এক লক্ষ টাকা দিব। শীঘ্র উত্তর লিখিবেন।

### আড়মিরালের পত্র ।

আমি এই মাত্র আপনার পত্র পাইয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি। আপনি যেকূপ সহজে ফরাসীদের কথায় বিশ্বাস করেন, তাহাতে আমার সংশয় হইয়াছিল যে, আমাদিগের অপেক্ষা

ফরাসীদের উপর আপনার বেশী টান । কিন্তু আপনার পত্র আমার সকল সন্দেহ দূর করিয়াছে। আজ হইতে আমি আপনাকে একজন অকপট ও সরল বন্ধু বলিয়া বিশ্বাস করিব এবং প্রতিদিবস আমার অকপট বন্ধুত্বের নির্দর্শন দেখাইতে চেষ্টা করিব :

আপনার ইচ্ছাহৃসারে আমি ফরাসীদিগকে আক্রমণ করিনাই। তাহাতেই আপনি বুঝিয়াছেন, গুরুতর প্রয়োজন নাহিলে, এ সম্বন্ধে আপনাকে আর কোন কথা বলিব না। এক্ষণ যাহা বলি, অনুগ্রহপূর্বক তাহা মনোযোগের সহিত শুনুন। আপনার পত্র পাইয়াই আমি ফরাসীদিগকে আক্রমণ করিবার বাসনা পরিত্যাগ করি ; পরন্তু যাহাতে তাহারা নিরপেক্ষভাবে বন্ধুত্ব করেন, তৎসম্বন্ধে সম্ভি করিবার জন্যে অনুরোধ করি ; অধিকন্তু বন্দোবস্ত মীমাংসা করিবার জন্যে লোক পাঠাই। কিন্তু অশ্চর্যের বিষয়, এক রকম একটা স্থির সিদ্ধান্ত হইলেও, ফরাসী প্রতিনিধিরা বলেন, আমি চলিয়া যাইলে পর, তাহাদের কোন শক্তিশালী নৃতন সেনাধ্যক্ষ আসিলে, সম্ভি-সর্তে কাজ চলিবে না। অতএব মহাশয় বুঝিতেছেন যে, এরূপ লোকেদের সহিত সম্ভি করা কত দুর্ভাব্যপূর্ণ। আমার হাত পা বাঁধা রহিল। তাহারা যেরূপ ইচ্ছা, আমার উপর অত্যাচার করিলে, আমার একটিও কথা বলিবার ক্ষমতা থাকিবে না। তাহারা পূর্বেই বলিয়া-ছেন যে, মনসিয়ার বুসি বড় একদল সৈন্য লইয়া এখানে আগমন করিতেছেন। তিনি আসিয়া আমাদিগকে না আপনাকে আক্রমণ করিবেন ? এরূপ স্থলে আমি আমাদিগের কুঠী পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে মহাশয়ের সাহায্যার্থ পাঠনায় যাই ? শক্তকে পশ্চাতে বাখিয়া যাওয়া অতি মৃচ্যের কার্য। বুসি যখন আসিয়া পৌঁছিবেন,

তখন আপনি এখানে থাকিবেন না ; স্বতরাং আপনার পক্ষে তখন আমাদিগকে সাহায্য করা নিতান্ত অসম্ভব হইবে ; আর আমরাও আহুরক্ষণে সমর্থ হইব না । এক্ষণে যদি আমরা পূর্বে হইতে সাবধান হইয়া চন্দননগর হস্তগত করিতে পারি, তাহা হইলে আমরা অনেকটা নিশ্চক্ষ হইতে পারিব এবং এরূপ হইলে আমরা আমাদিগের প্রত্যেক লোক দ্বারা মহাশয়ের সাহায্য করিতে পারিব ; পরন্তু পাটনা কি দিল্লী পর্যন্তও মহাশয়ের সঙ্গে যাইতে পারিব । আমরা কি প্রতিজ্ঞা করি নাই, পরম্পরের শক্তিকে পরম্পরে শক্তি-জ্ঞান করিব ? সে প্রতিজ্ঞা যদি ভঙ্গ করি, তাহা হইলে ঈশ্বর অবগুহ্য আমাদিগকে সাজা দিবেন । অধিক আর কি লিখিব, পত্রের শীঘ্ৰ উত্তৰ প্রদানে বাধিত করিবেন ।

আপনি লিখিয়াছেন যে, দিল্লীরাজের সৈন্যেরা আপনার সাম্রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিতেছে এবং আপনি পাটনা-অভিমুখে তাহাদিগের বিপক্ষে যুদ্ধ যাত্রা করিতে যাইতেছেন । এই জন্য আপনি আমাকে প্রকৃত বন্ধুর গ্রায় সাহায্য করিতে লিখিয়াছেন । আমরা কি আপনার সহিত পূর্বে বন্ধুস্থত্বে আবদ্ধ হই নাই ? আপনি যদি আমার কথানুযায়ী কার্য্য করেন, তাহা হইলে আমিও প্রাণপণে আপনার সাহায্য করিব । আপনি আমার উপর নির্ভর করুন, তাহা হইলে আপনাকে কখন ঠকিতে হইবে না । আপনার যদি আমার উপর সন্দেহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার পূর্ব কার্য্যের বিষয় একবার স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিবেন । তাহা হইলে আর সন্দেহের কোন কারণ থাকিবে না । আমি এক্ষণে আপনাকে ইংরেজ জাতির এরূপ বন্ধু বিবেচনা করি যে,

আপনার নিকট কোন বিষয় গোপন করা অত্যন্ত অনুচিত । অত এব মহাশয়ের জ্ঞাতার্থে আমি নিবেদন করিতেছি, যে সৈন্যদল আমার সহিত আসিবার কথা ছিল, তাহারা এক্ষণে নদীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ; আর আপনি একটু মনোযোগ করিলে, তাহারা আপনার সাহায্যার্থে নিয়োজিত হইতে পারে ।

---

### আড়মিরালের পত্র ।

৪ঠা মার্চ ১৯৫৭ খ্রষ্টাব্দ ।

আমি আপনার পতমাসের ২০শে তারিখের পত্রের জবাব প্রেরণ করি । তাহা বোধ করি, আপনি ইতিপূর্বে পাইয়াছেন । এখন আপনি নিশ্চয় বুঝিতে পারিবেন যে, ফরাসী উকীলেরা আপনাকে যে বলিয়াছিল, আমি সন্ধিভঙ্গ করিতে চাহি, তাহা সর্বেব মিথ্যা । যদি আমার সৎ উদ্দেশ্যের আর কিছু অধিক প্রমাণ চাহেন, তাহা হইলে আমার সহিষ্ণুতা দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন । আমি সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিবার কতদিন পরে আপনি তাহাতে স্বাক্ষর করেন । তাহা আমি সহ করিয়াছিলাম । আপনি আমার শক্ত ফরাসীদিগকে লোকবল ও অর্থের দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন । আপনি আমাকে যে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছিলেন, আমাদের শক্ত আপনার শক্ত,—ফরাসীদিগকে সাহায্য করায় সে প্রতিজ্ঞার বিপরীত কার্য্য করা হইয়াছে । তাহাও আমি সহ করিয়াছি । সত্যপ্রতিজ্ঞ বীরপুরুষ এক্রম করিয়া কি তাঁহাদের বাক্য রক্ষা করেন ? কিন্তু এক্ষণে সকল কথা স্পষ্ট করিয়া বলা চাল । যদি আপনার দেশের শান্তি ভঙ্গ না করিতে এবং

প্রজাবর্গকে দুঃখে এবং কষ্টে না ফেলিতে আপনার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে পত্রপ্রাপ্তির দশ দিবসের মধ্যে সম্ভিল প্রত্যেক প্রস্তাৱ একুপ ভাবে কার্য্যে পরিণত কৰুন যে, আমাৰ যেম আপনার বিৱৰণে আৱ কোন কথা বলিবাৰ না থাকে। আৱ আপনি যদি একুপ না কৰেন, তাহা হইলে আপনাকে তাহাৰ ফলভোগ কৱিতে হইবে। আমি পূৰ্বাপৰ আপনার সহিত অকপট ব্যবহাৰ কৱিয়া আসিতেছি এবং এক্ষণে আপনাকে নিবেদন কৱিতেছি যে, যে সৈন্যদলেৱ অনেকদিন পূৰ্বে এখানে আসিবাৰ কথা ছিল এবং যাহাৰ কথা কৰ্ণেল আপনাকে বলিয়াছিলেন, তাহাৱা শীঘ্ৰই কলিকাতায় আসিবে এবং আমিও শীঘ্ৰ আৱও কিছু বেশী জাহাজ ও সৈন্য আনাইবাৰ জন্য একখানি জাহাজ ইংলণ্ডে প্ৰেৱণ কৱিব। আমি আপনার দেশে একুপ সময়াগ্রি প্ৰজলিত কৱিব যে, স্বয়ং গঙ্গা আসিলেও তাহা নিৰ্বাপিত কৱিতে সক্ষম হইবেন না। এই পৰ্যন্ত শেষ। আপনি স্মৰণ রাখিবেন যে, যে লোক আপনার কাছে এই অঙ্গীকাৱ কৱিতেছে, সে আপনার নিকট কিঞ্চিৎ জগতেৱ অন্ত কোন লোকেৱ নিকট তাহাৰ প্ৰতিজ্ঞা ভঙ্গ কৱে নাই।

### নবাবেৱ পত্ৰ ।

বহু দিবস পূৰ্বে আপনি যে পত্ৰ লিখিয়াছিলেন, তাহাৰ উত্তৰ আপনাকে প্ৰেৱণ কৱিয়াছি। আমি যে বিষয় আপনাকে বলিয়াছি, তৎসম্বন্ধে আমাৰকে শীঘ্ৰ একটী জবাৰ দিবেন। আমৱা পৱন্পৰ যে সম্ভি কৱিয়াছি, তদনুযায়িক কাৰ্য্য কৱিতে দৃঢ়প্ৰতিষ্ঠা

## পরিশৃষ্টি ।

হইয়াছি ; কিন্তু আমদিগের হোলীপর্ব উপস্থিত হওয়াতে এতাবৎকাল পর্যন্ত তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই । পর্বের সময় মুচ্ছদী ও আমার মন্ত্রিবর্গ দরবারে আমেন না । পর্ব শেষ হইয়া গেলে আমি অঙ্গীকারমত সমস্ত কার্য্য করিব । অতএব বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া আপনি কিছু মনে করিবেন না । আমি কখন অঙ্গীকার ভঙ্গ করি না এবং ইংরেজদিগের সহিত যে সঙ্গি করিয়াছি, তাহা ভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিব না । আমি আপনাদিগের বন্ধুত্ব ও সাহসের উপর নির্ভর করি । অতএব মহাশয় পাঠান সৈন্যদলের সহিত যুদ্ধকালে আমাকে সাহায্য দানে বাধিত করিবেন । অধিক আর কি লিখিব ?

আমি যে অকপটভাচরণ করিতেছি, মহাশয় তাহা অনুগ্রহ-পূর্বক স্মরণ রাখিবেন এবং আমি সরলভাবে মহাশয়ের নিকট অঙ্গীকার করিতেছি যে, ইংরেজের সহিত যে সঙ্গি করিয়াছি, তাহা কদাচ ভঙ্গ করিব না ।

আপনি নিচয় জানিবেন যে, শত্রুদমনে আপনার সাহায্য করিতে আমি ঈশ্বর সমক্ষে প্রতিশ্রুত হইয়াছি । আমি ফরাসীদিগকে এক কপর্দিকও দান করি নাই ; আর হগলৌতে যে আমার সৈন্য আসিয়াছিল, তাহা ফৌজদার নন্দকুমারের জন্য । ফরাসীরা কখন আপনার সহিত কলহ করিতে সাহস করিবে না । আমার বিশ্বাস যে, আপনি আমার স্ববেদারীর অন্তভুর্ত গঙ্গার উপকূলবর্তী দেশসমূহে গোলযোগ উপস্থিত করিবেন না ।

## নবাবের পত্র ।

১০ই মার্চ ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দ ।

আপনি অনুগ্রহপূর্বক আমার পত্রের যে জবাব দিয়াছিলেন, তাহা আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। পত্রপাঠে জানিলাম যে, এখন আমার উপর আর সন্দেহ নাই। আপনি আমার বাক্য অনুযায়ী চন্দননগর আক্রমণ করিতে বিরত হন এবং তাহাদের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠান। আপনি লিখিয়াছেন,— চন্দননগরবাসী ফরাসৌরা বলে যে, তাহাদের সন্ধি করিবার কোন ক্ষমতা নাই। ফরাসৌদিগের এ রীতি চিরপ্রসিদ্ধ বটে। একজন কর্মচারী সন্ধি করিল, তাহার উর্দ্ধতন কর্মচারী আসিয়া বলিলেন, আমি এ সন্ধির দ্বারা বাধ্য হইব না। অতএব এরূপ লোকদিগের সহিত সন্ধি করিয়া কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকা যাইতে পারে? আমি ফরাসৌদিগকে সাহায্য করিবার অভিপ্রায়ে মহাশয়কে তাহাদিকে আক্রমণ করিতে নিষেধ করি নাই। শুন্ধ মাত্র তাহারা আমার প্রজা বলিয়াই, এবং দেশে গোলযোগ হইবে না, এই ভাবিয়াই মহাশয়কে তাহাদের সহিত সন্ধি করিতে বলি। শক্ত যদি ক্ষমাভিক্ষা করে, দয়ালু লোক তাহা দিতে কুণ্ঠিত হয় না। মহাশয় অতিশয় দয়ালু ও সবিবেচক লোক। অতএব আপনার বিবেচনায় যাহা ভাল হয় তাহা করিবেন।

## আড়মিরালের পত্র ।

২৬শে মার্চ ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দ ।

আপনি আমাকে অনেকগুলি পত্র লিখিয়াছেন; কিন্তু আমি কুঠীর কার্য্যে ব্যস্ত থাকাতে তাহার উত্তর দিতে অবকাশ পাই

নাই। সে অপরাধ মহাশয় মার্জনা করিবেন। এক্ষণে অত্যন্ত আনন্দের সহিত মহাশয়কে জানাইতেছি যে, গতমাসের ২৩শে তারিখে ছাই ঘণ্টা কাল ঘোরতর ঝুঁকের পর মহাশয়ের আশীর্বাদে এবং ঈশ্বরের অনুকল্পায় আমরা ফরাসিকেল্লা দখল করিয়া লইয়াছি। অধিকাংশ শক্তি আমাদিগের হস্তে বন্দী হইয়াছে। কেবল তাহাদের অল্লসংখ্যক লোক জিনিষপত্র লইয়া পলায়ন করিতে সক্ষম হইয়াছে। পলাতকদিগের অনুসরণার্থ একদল সৈন্য প্রেরণ করিয়াছি। আমি আশা করি, মহাশয় আমার কার্য্য রুষ্ট হইবেন না, আর যাহাতে আমার সৈন্যগণ আপনার প্রজাবর্গের অনিষ্ট না করে, তাহার জন্য আমি কড়া ভকুম দিয়াছি।

আমি যে সক্ষি অনুযায়ী ঠিক কার্য্য করিব, তাহা আমি মহাশয়কে অনেকবার বলিয়াছি এবং পরম্পরারের শক্তদমনে সহায়তা করিতে আপনিও প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। অতএব আমার যে সকল শক্তি মহাশয়ের নিকট বাস করিতেছে, তাহাদিগকে জিনিষপত্রসমেত আমার নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

আপনি ড্রেক সাহেব সম্বন্ধে আমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার বিষয় আমি তাঁহাকে জানাই। মাণিকচাঁদের নিকট ড্রেক সাহেব আপনার সম্বন্ধে যে সকল অসন্তোজনক কথা ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাতে আপনি তাঁহার প্রতি রুষ্ট হইয়াছেন, একথা তাঁহাকে ( ড্রেক সাহেবকে ) জানাই ও আপনার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলি। তিনি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন এবং এক্ষণে আপনি বোধ হয়, তাঁহাকে ক্ষমা করিতে সম্মত হইবেন। তবিষ্যতে যাহাতে আর এক্রূপ ব্যবহার না হয়, সে বিষয়ে আমি যত্নবান् থাকিব।

আপনার এই মাসের ২২শে তারিখের পত্র পাঠে অবগত হইলাম যে, মাণিকচান্দ বর্দ্ধমান বিভাগের রাজস্ব দিতে অসমত হওয়াতে, আপনি রায় দুল্লভরাম বাহাদুরকে তথায় পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন ; তাহার যাত্রার কারণ আপনি যখন স্বয়ং নির্দেশ করিয়াছেন, তখন আমি আর শঠলোকের কুমন্ত্রায় ভুলিব না । আপনার সহিত আমাদিগের বন্ধুত্ব বজায় রাখাই আমার উদ্দেশ্য । আমি কখনও প্রবক্ষক লোকের কথায় আর বিশ্বাস করিব না । আমাদিগের পরম্পরারের ভিতর বিবাদ বাধাইয়া দেওয়াই তাহাদিগের উদ্দেশ্য । আপনার রাজ-সভায় আমাদিগের অনেক শক্ত আছে । মহাশয় সবিবেচক লোক, ত্রি সকল দৃষ্টি লোকের কথার উপর বিশ্বাস করিয়া আমাদিগকে দোষী সাব্যস্ত করিবেন না । যাহাতে ভবিষ্যতে ঐরূপ লোক আপনার সাক্ষাতে আমাদিগের নিন্দা করিয়া আপনাকে প্রতারিত না করিতে পারে, তজ্জন্ত আমি মেজরকে আপনার নিকট প্রেরণ করিতেছি । তিনি আপনার নিকট আমার মনোভাব ব্যক্ত করিবেন । তাহার কথায় বিশ্বাস করিলে, আপনাকে আর কখন প্রতারিত হইতে হইবে না । অধিক আর কি বলিব ?

### আড়মিরালের পত্র।

৩১শে মার্চ ১৯৫৭ খ্রীকান্দ।

চন্দননগর আক্রমণ বিষয়ে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা সমস্তই আমি আপনাকে লিখিয়া পাঠাইয়াছি । মহাশয় আপনার অঙ্গীকার মত কার্য্য করেন নাই শুনিয়া আমাকে পুনরায় পত্র লিখিতে হইল । অঙ্গীকারমত কার্য্য করিবেন বলিয়া আপনি যেরূপ

বারংবার স্বীকার করিয়াছেন, এক্ষণে আপনার সেইরূপ কার্য্য করা উচিত। কোম্পানির যে কামান আপনার নিকট আছে, তাহা আপনি ওয়াট সাহেবকে ফিরাইয়া দিন; অত্থবা যে সকল ফরাসী আপনার নিকট আছে, তাহাদিগকে বন্দী করিয়া আমার নিকট প্রেরণ করুন। তাহা হইলে, আমাদের বন্ধুত্ব বজায় থাকিবে এবং আপনার রাজোচিত কার্য্য হইবে। আপনি নিশ্চয় জানিবেন যে, যে ব্যক্তি ইহার বিপরীত পরামর্শ আপনাকে দেয়, সে আপনার শক্ত। দেশে যুদ্ধ বাধাইয়া দেওয়াই তাহার উদ্দেশ্য। আপনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ না করিলে, আমি কখনই আপনার শক্ত হইব না। আপনার সহিত চিরকাল সন্তাব রাখিয়া বাস করাই আমাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য।

আমি যখন এই পত্র লিখিতেছিলাম, তখন শুনিতে পাইলাম যে, পলাতক ফরাসীরা আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। যদি আপনি তাহাদিগকে আশ্রয় দেন, তাহা হইলে আমি এই সিদ্ধান্ত করিব যে, আপনি তাহাদিগের উপর ক্ষপাদৃষ্টি করেন এবং ইংরেজদিগের সহিত বন্ধুত্ব করা আর আপনার অভিপ্রেত নহে। আপনি কি একবার আমাদের সৈন্যের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পুনরায় সাহায্যপ্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করেন নাই?

### আড়মিরালের পত্র।

২ৱা এপ্রিল ১৭৫৭ খ্রীক্ষণ।

( চন্দননগর। )

আমি শুনিলাম যে, আমাদিগের জাহাজগুলি এখানে রহিয়াছে বলিয়া এবং আমাদিগের সৈন্যগণ তৃণাত্মক রহিয়াছে

বলিয়া, আপনি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। আমি দেখিতে পাইতেছি যে, আমাদিগের উপর আপনার রাগ আছে বলিয়া, শক্ররা বোধ হয় বুঝাইতেছে যে, আমাদের সৈন্যগণ আপনার সহিত যুদ্ধ করণার্থ মূরশিদাবাদ যাইতে মনস্ত করিয়াছে। কিন্তু তাহারা কি জানে যে, যদি তাহাদের চাতুরী একবার জগতসমক্ষে প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে সবিশেষ লাঞ্ছিত হইতে হইবে? আপনি এই সকল মিথ্যা কথা বিশ্বাস করিয়াছেন শুনিয়া আমি অত্যন্ত আশ্চর্যাবিত হইয়াছি। আপনি বীর পুরুষ এবং বীর পুরুষের ইহা জানা উচিত যে, যতদিন আপনার সাম্রাজ্যে আমাদের শক্র থাকিবে, ততদিন তাহাদিগকে অনুসরণ করিতে কখনও আমরা বিরত হইব না। যদ্যপি আপনি আমাদিগের শক্রসমূহ ও তাহাদিগের ধনসম্পত্তি আমাদিগের নিকট পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে আমাদিগের জাহাজ ও সৈন্যগণ কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবে এবং তাহা হইলে আমি জানিতে পারিব যে, আপনি যথার্থ ই আমাদিগের শক্রকে আপনার শক্র বলিয়া মনে করেন।

### নবাবের পত্র ।

২২শে মার্চ ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দ ।

আমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি এবং যাহাতে আমি একবার হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তাহা সম্পন্ন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। ওয়াট সাহেব যাহা চাহেন, তাহা করিয়াছি এবং যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহা ১৫ই তারিখের ভিতর শেষ করিব। এ কথা ওয়াট সাহেব আপনাকে জানাইয়াছেন; কিন্তু তথাপি দেখিতেছি,

আপনি আপনার অঙ্গীকার ভঙ্গ করিতেছেন। আপনার সৈন্যদল হগলী, ইন্গলি, বর্দ্ধমান, নদীয়া প্রভৃতি স্থানে লুটপাট করিতেছে। এ ছাড়া গোবিন্দরাম মিত্র, রামধন ঘোষের পুঁজের দ্বারা নন্দকুমারকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে, কালিঘাট কলিকাতার অন্তভুক্ত; স্ফুতরাং এ স্থানটি তাঁহার দখলে থাকিবে। আমার বোধ হয়, এই স্থানটি আপনার অঙ্গাতসারেই দখল করা হইতেছে। অন্তায় যুদ্ধবিগ্রহে উভয় পক্ষের কতকগুলি সৈন্যনাশ না হয় এবং প্রজাবর্গের অনর্থক উৎপীড়ন না হয়, এই কারণেই আপনার সঙ্গে সক্ষি করিয়াছিলাম। আপনার সঙ্গে আমার বন্ধু-ভাব যাহাতে দিন দিন বৃদ্ধি পায়, সে পক্ষে আপনার চেষ্টা থাক। উচিত এবং আপনার যদি ইহা অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে উক্ত গোবিন্দরাম মিত্র ভবিষ্যতে যাহাতে আর কোন অন্তায় কার্য্য না করেন, এরূপ বন্দোবস্ত করিবেন। আর জীৱনকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, আমি কখনই সক্ষি ভঙ্গ করিব না। এ বিষয়ে ওয়াট সাহেবের সহিত যে কথাবার্তা হইয়াছে, তাহা আপনি তাঁহার পত্রে অবগত হইবেন।

পুনশ্চ। আমি শুনিতেছি যে, ফরাসীরা দাক্ষিণাত্য হইতে অনেক সৈন্যসাম্ভ্রন্ত লইয়া আপনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আসিতেছে। যদি আপনি সাহায্যার্থ আমার সৈন্যসাম্ভ্রন্ত চাহেন, তবে আমাকে তাহা জানাইবেন। তাহারা আপনার সাহায্যার্থ প্রস্তুত রহিল।

---

## আড়মিরালের পত্র ।

৩০ এপ্রিল ১৯৫৭ খন্তিক ।

আপনি অনুগ্রহ করিয়া গত মাসের ২২শে তারিখে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা আমি সবে মাত্র আজ পাইলাম । আপনি এই পত্রের শীঘ্র জবাব দিবার জন্য যেকোন বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যাইতেছে যে, আপনি যাহা জানিতে চাহেন, তাহা আমার লিখিত শেষ তিন তিনখানি পত্রে কিছুই পান নাই । আপনার এই পত্রের উত্তর পাঠাইতেছি । ইহাতে আপনি সমস্ত বিষয় অবগত হইবেন এবং ইহাও বুঝিতে পারিবেন যে, আমি কত শীঘ্র আপনার পত্রপ্রাপ্তি স্বীকার করি । আপনি অঙ্গীকার অঙ্গুষ্ঠ রাখিবেন, ইহা বরাবর জানাইয়া আসিয়াছেন বলিয়া, আমার আশা হইয়াছে যে, আপনি আমার শক্তদিগকে তাহাদের ধনসম্পত্তি সমেত আমার হস্তে সমর্পণ করিবেন এবং সক্ষিপ্তে উল্লিখিত বিষয়গুলি স্বীকার করিবেন । সক্ষি সম্বন্ধে যাহা বাকি আছে, আপনি ১৫ই তারিখের তিতর তাহা সম্পন্ন করিবেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন । কাল ১৫ই তারিখ । আশা করি, কাল ওয়াট সাহেবের মুখে শুনিতে পাইব যে, আপনি অঙ্গীকার প্রতিপালন করিলেন । আপনি লিখিয়াছেন যে, আপনি যতই আমাদিগের সহিত সক্ষি বজায় রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন, আমি ততই তাহার ভঙ্গ করিতে চেষ্টা করিতেছি । আমি বলিতেছি যে, আপনি এ বিষয়ে প্রতারিত হইয়াছেন । সে প্রতারক মাণিক-চাঁদ ভিন্ন আর কেহই নহে । আপনি বলেন, আমরা হগলী, নদীয়া প্রভৃতি স্থান লুটঠপাট করিয়াছি । আমার বোধ হয়, মাণিকচাঁদ

এই সব স্থানের রাজস্ব হইতে অব্যাহতি পাইবার প্রার্থনায় আপনাকে আমার নামে মিথ্যা কথা বলিয়াছে। আপনার সহিত সক্ষি হইবার পর আমাদিগের সৈতেরা স্থলপথে ধাঁকিখুসার হইতে চন্দননগর পর্যন্ত গিয়াছিল। তাহারা বৰ্কমান পর্যন্তও যায় নাই। ফরাসীদিগকে জয় করিবার পর যদিও তাহারা ফরাসী-দিগকে অনুসরণ করিবার নিমিত্ত কিছু দূর বেশী গিয়াছিল; কিন্তু আজ্ঞা পাইবামাত্রই তৎক্ষণাত্মে ফিরিয়া আসিয়াছিল। ইহা হইতে কি আপনি সিদ্ধান্ত করিতে পারেন যে, আমাদিগের সৈতেরা হগলি, ইন্গলি, বৰ্কমান, নদীয়া প্রভৃতি স্থানসমূহ ঝুটপাট করিতেছে? সেই জন্ত বলিতেছি যে, আপনি প্রত্যারিত হইয়াছেন। আমাদিগের উপর আপনার বিরক্তি জন্মানই প্রত্যারকের উদ্দেশ্য। আমাদিগের নামে এইরূপ মিথ্যা বলিবার আর কি উদ্দেশ্য হইতে পারে? আর গোবিন্দরাম মিত্র যথার্থ আমার আজ্ঞাতসারে এই সকল কার্য করিয়াছে। এ সম্বন্ধে আমি তদন্ত করিব।

গোবিন্দরাম মিত্র পুনরায় ঘাহাতে এক্লপ কার্য না করে, তজ্জন্ত আমি বিশেষ চেষ্টা করিব এবং তাহার এই উপস্থিত কার্যের জন্ত তাহাকে ভৎসনা করিতে কৃষ্ণত হইব না।

আর বোধ হয় বেশী বলিতে হইবে না,—সক্ষি অঙ্গুষ্ঠি রাখিতে আমার কিরূপ অটল প্রতিজ্ঞা এবং প্রতিমুহূর্তেই আমাদের সন্তান-প্রীতি কিরূপ সম্বন্ধিত হইতেছে। এখন বোধ হয় আপনি আমার কথা বিশ্বাস করিতে পারিবেন এবং আমাকে পূর্বে প্রবঙ্গক বলিয়া যে আপনার ভুল বিশ্বাস হইয়াছিল, উহা বোধ হয়, এখন অপস্থিত হইয়াছে। আমি কথন আপনার সহিত প্রবঙ্গনা করিব না। সজ্জন লোক কথন প্রবঙ্গনা করেন না এবং যিনি যথার্থ

বীর তিনি প্রবঞ্চনাকে গার চক্ষে দেখেন। আপনি আমাকে দাক্ষিণাত্য-ফরাসী-বার্জ। পাঠাইয়া অতিশয় বাধিত করিয়াছেন এবং আমাকে সময়মত সাহায্য করিবেন বলিয়া যে আশ্বাস দিয়াছেন, তাহার জন্য আমি আপনাকে আন্তরিক ধন্তবাদ প্রদান করিতেছি। দাক্ষিণাত্য হইতে যদি ফরাসী এত অধিক সংখ্যক সৈন্য লইয়া আইসে যে, তাহাদিগের সম্মুখীন হওয়া আমাদের পক্ষে দুরুহ হইবে, তাহা হইলে তখন আপনার সাহায্য প্রার্থনা করিব। উপস্থিত আপনার দেশের শান্তিরক্ষার্থ কয়েদী ফরাসী-দিগকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিন। বন্দী ফরাসীগণ আমার নিকট থাকিলে, আগন্তুক ফরাসীগণ আর আমাদিগের সহিত কোনরূপ গোলযোগ করিতে পারিবে না। বন্দী ফরাসীদিগকে যদি আমার নিকট পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে আপনার সততার পরিচয় পাইব। চির-শান্তি সংস্থাপনের এই সুযোগ। যদি আপনি সুযোগ নষ্ট করেন, তাহা হইলে উহা পুনরায় ফিরিয়া পাইবেন না। মনুষ্যের কার্য্যের উপর যাঁর অসীম ক্ষমতা, সেই পরম কারুণিক ঈশ্঵রই যেন আমাকে শক্ত-জয় করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন। আমি যে আয়তঃ যুদ্ধ করিতেছি, তিনিই তাহা দেখিতেছেন এবং আবশ্যকমত আমাকে সাহায্য করিতেছেন। আমি যে সকল প্রস্তাব করিবাছি, তাহা সম্পৰ্ক করিতে বিলম্ব করিবেন না। ঈশ্বর এবং তাহার দুতগণকে সাক্ষী মানিয়া, আপনি আমার শক্তকে আপনার শক্ত বলিয়া মনে করিবেন বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা রক্ষা করিবার এই উপযুক্ত সময়। আস্তুল, আমরা দুই দলে এক হইয়া যাই। তাহা হইলে আমাদিগের ভিতর চির-শান্তি বিরাজ করিবে এবং আমাদিগের

শক্রবর্গ আমাদিগকে একত্রীভূত দেখিয়া কখনই আমাদিগের  
বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে সাহস করিবে না। আমি যাহা লিখিলাম,  
তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন। যাহাতে দেশের একতা ও শান্তি  
বিরাজ করে, তাহাই আমার আন্তরিক বাসন। আমার সাধুতার  
নির্দর্শন স্বরূপ আপনাকে জানাইতেছি যে, আমি আমাদিগের  
জাহাজগুলি কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতে আঙ্গা করিয়াছি।  
ইহাতে বোধ হয়, আপনি সন্তুষ্ট হইবেন। আর অধিক কি  
লিখিব ?

---

### নবাবের পত্র।

১৪ই এপ্রিল ১৯৫৭ খ্রীক্রীক।

আপনার পত্র অনেকবার পাইয়াছি। আপনি শারীরিক ভাল  
আছেন জানিতে আরিয়া আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমি  
আপনার সমস্ত পত্রের মর্ম গ্রহণ করিতে পারিয়াছি। আপনার  
সন্তোষের জন্য এবং আমরা একজনের শক্রকে অপরের শক্র  
বলিয়া মনে করিব বলিয়া, আমাদিগের পরস্পরের যে সম্বন্ধ  
হইয়াছে, তাহা প্রতিপালন করিবার জন্য আপনাকে জানাইতেছি  
যে, আমি ল সাহেব এবং তাহার সমস্ত অনুচরবর্গকে দেশ হইতে  
বহিস্থিত করিয়া দিয়াছি এবং আমার নায়েব ও ফৌজদারদিগকে  
বিশেষরূপে সতর্ক করিয়া দিয়াছি যে, তাহারা যেন ফরাসীদিগকে  
আমার রাজ্যের কোন অংশে থাকিতে না দেয়। আমি প্রত্যেক  
মুহূর্তে আপনাদিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি। যদি  
ফরাসীরা বলসংখ্যাক কিঞ্চিৎ অল্পসংখ্যক মৈত্র লইয়া আপনার

বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে আইসে, তাহা হইলে ঈশ্বর এবং তাহার দৃতগণকে সাঙ্কী করিয়া বলিতেছি যে, আপনি পত্র লিখিবা-মাত্রই, আমি সঙ্গে আপনার সাহায্যার্থে গমন করিব,—আপনি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি আমার পত্রে এবং সঙ্কি-পত্রে যে সর্ত স্বীকার করিয়াছি, তাহা পালন করিতে যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিব। আপনি যে ফরাসীকুঠী ও বাণিজ্য-দ্রব্যের কথা লিখিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমার বক্তব্য শুনুন। আমি শুনেতেছি, ফরাসী বণিকদল দেশীয় লোকদিগের নিকট হইতে টাকা ধার করিয়াছে এবং তাহাদিগের হস্তে আমার প্রজার অনেক টাকা পড়িয়া রহিয়াছে। আমি যদি ফরাসীদিগের ধনসম্পত্তি আপনার নিকট পাঠাইয়া দিই, তাহা হইলে তাহাদিগের পাওনাদারদিগকে কি বলিয়া বুঝাইব ? আপনি আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ও বন্ধু ! আপনি আমাকে সৎ পরামর্শ দিয়া বাধিত করুন।

আমি পূর্বে বলিয়াছি এবং এখনও পর্যন্ত বলিতেছি যে, ইংরেজদিগের যদি যথার্থ বাণিজ্য করিবার অভিপ্রায় থাকে, তাহা হইলে আপনি আর কপট লোকের দ্বারা চালিত হইয়া অঙ্গীকার-বিরুদ্ধ প্রস্তাব করিবেন না। শাস্তিভঙ্গ করা ভিন্ন এই সকল কপট লোকের আর কিছুই উদ্দেশ্য নহে। আমার স্বহস্তে লিখিত ও মোহরাঙ্কিত অঙ্গীকার-পত্র ত আপনাদিগের হস্তে রহিয়াছে। যদ্যপি আপনাদিগের কলহ করিবার অভিপ্রায় না থাকে, তাহা হইলে আমাকে কোন বিষয় লিখিবার আবশ্যক হইলে, আপনার সেই সঙ্কিপত্রে একবার দৃষ্টিপাত করিবেন।

ওয়াট সাহেবের মুখে আপনি অন্তর্ভুক্ত বিষয় জানিতে পারিবেন। অধিক আর কি লিখিব ? যদ্যপি আপনার যথার্থ সঙ্কি-

বজায় রাখিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে সঙ্গি-সর্তের বিরুদ্ধ হয়,  
এমন কোন পত্র লিখিবেন না।

---

### আড়মিরালের পত্র।

১৯শে এপ্রিল ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দ।

আপনার এই মাসের ১৪ই তারিখের পত্র পাইয়া জানিতে  
পারিলাম যে, আপনি আমার পূর্ব পত্রগুলি পাইয়াছেন। আমার  
পূর্ব পত্রগুলির সময়মত উভয় না দেওয়াতে আমি বুঝিতে পারি-  
তেছি যে, আপনার আমাদিগের জাতির উপর পূর্বে যেরূপ স্থ্য-  
তাৰ ছিল, তাহা ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। আমার পদগৰ্ভেৰ  
সম্মানার্থ পত্রের শীঘ্ৰ শীঘ্ৰ উভয় দেওয়া উচিত ছিল। আপনার  
এ সন্দেহে তাঙ্গল্য তাৰ আমাদিগের স্বদেশীয় রাজাকে অপমান  
কৰা ব্যতীত আৱ কিছুই নহে। তিনিই আমাকে প্রজাদিগের  
কষ্ট দূৰীকৰণার্থ ভাৱতবৰ্ধে পাঠাইয়াছেন।

আমি আপনার পত্র পাঠ কৱিয়া নিম্নলিখিত বিষয়টি অবগত  
হইলাম। আপনি লিখিয়াছেন যে, আমাদিগের সন্তোষবিধানার্থ  
এবং একেৱ শক্তকে অপৱেৱ শক্ত মনে কৱিব বলিয়া আমৱা  
পৱল্পৱ যে অঙ্গীকাৰ কৱিয়াছি, সেই অঙ্গীকাৰ প্রতিপালন  
কৱিবাৰ নিমিত্তে আপনি ল সাহেবকে তাহাৰ অনুচৱবৰ্গেৱ সহিত  
দেশ হইতে বহিস্থিত কৱিয়া দিয়াছেন এবং বিশেষৱৰূপে নিষেধ  
কৱিয়াছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। আপনি যে আমাদিগের উপৱ  
কুপা-দৃষ্টি কৱেন, কোল্পানিৰ কৰ্মচাৰী এবং ওয়াট সাহেব তাহাৰ  
বিষয় আমাকে সদাসৰ্বদা লিখিয়া থাকেন। তিনি যে সকল

বিষয়ের কথা লিখিয়া থাকেন, তাহা কখন কার্যে পরিণত হয় নাই এবংআপনি ১লা রাজব ( ২২শে মার্চ ) তারিখের পত্রে যে বিষয় লিখিয়াছেন, তাহাও এখন পর্যন্ত কার্যে পরিণত হয় নাই। আপনি ঐ পত্রে ১৫ই তারিখের তিতর সমস্ত সন্ধিসর্ত স্বীকার করিবেন বলিয়া লিখিয়াছিলেন। আপনি কি সমস্ত সর্ত স্বীকার করিয়াছেন ? বোধ হয়, না। তাহা হইলে, আপনার কার্যগুলি অঙ্গীকার-বিরুদ্ধ দেখিয়া, আপনার সকল কথায় কেমন করিয়া বিশ্বাস করিতে পারি ? যখন আপনি লসাহেব এবং তাঁহার অনুচরবর্গকে পাটনায় যাইবার নিমিত্তে প্রত্যয়ান্বিত দিয়াছেন, আপনি যে ফরাসীদিগের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করিবেন, তাই বা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিতে পারি ? এই কি বক্তুরের নির্দর্শন ? এইরূপে কি আপনি আমাকে সাহায্য করিবেন ? আপনি একক্রম বলিয়া অন্তক্রম কার্য করেন। আপনি আমাকে সাহায্য করিবেন বলিয়া আমার শক্রবর্গকে আশ্রয় এবং বারুদ প্রভৃতি যুক্তের উপকরণ সামগ্ৰী প্ৰদান করেন নাই কি ? আপনি কি তাহাদিগকে তিনটী কামান লইয়া যাইতে অনুমতি দেন নাই ? আপনি ফরাসীদিগের ধন-সম্পত্তি তাহাদিগের পাওনাদারদিগকে দিবার সম্ভল করিয়াছেন। তাহা অতি উত্তম হইয়াছে। ধনসম্পত্তিকে আমি তুচ্ছ বলিয়া জ্ঞান করি এবং উহার নিমিত্তে আমি ভাৱতবৰ্ষে আসি নাই। আমি অনেকবাৰ বলিয়াছি এবং এখন পর্যন্ত বলিতেছি যে, যতদিন পর্যন্ত একজন ফরাসী এদেশে থাকিবে, ততদিন আমি তাহাকে অনুসৰণ করিতে বিৱৰত হইব না। কিন্তু যদৃপি তাহারা স্বয়ং আসিয়া আম-সমৰ্পণ কৰে, তাহা হইলে আমি তাহাদিগের উপর

দয়া প্রদর্শন করিব। আম সাহস করিয়া বলিতে পারিযে, যাহার আমার হস্তে পড়িয়াছে, তাহারা স্থুত্যন্তে বাস করিতেছে। এইরূপ দয়া প্রদর্শন করা কিন্তু যুক্তের রীতি নহে।

যদ্যপি আপনি অঙ্গীকারের বিষয় বিস্মিত হইয়া নাথাকেন, তাহা হইলে আমার নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি অনুমোদন করিবেন। কাশিমবাজারে শীঘ্ৰই আমাদিগের সৈন্য যুদ্ধ-যান করিবে এবং ত্রিস্থানটি সৈন্যবৃহৎ দ্বারা যথোচিত বেষ্টিত হইলেই, আমি ইচ্ছা করি, আপনি পাটনাতে স্থলপথে দুই সহস্র সৈন্যের নিরাপদে পৌঁছিবার জন্য একখানি দস্তক দিবেন। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে, ত্রি সৈন্য যাত্রাকালে তদেশবাসীদিগের উপর কোনোরূপ অত্যাচার করিবে না। ফরাসীদিগকে অবরোধ করা এবং আপনার রাজ্য শান্তি সংস্থাপন করাই এই সৈন্য পাঠাইবার একমাত্র উদ্দেশ্য। যতদিন ফরাসীদিগের সহিত আমাদিগের যুদ্ধ বিগ্রহ চলিতে থাকিবে, ততদিন আপনার রাজ্য শান্তির সন্তাবনা নাই। পাটনায় সৈন্য পাঠাইবার দরুণ, আপনার প্রজাবর্গের কোন অনিষ্টপ্রাপ্ত হইবে, যদি এরূপ আশঙ্কা করেন, তাহা হইলে ত্রি সৈন্যদলের সঙ্গে আপনার বিশ্বস্ত কয়েকজন হরকরা পাঠাইতে পারেন। তাহারা সময়ে সময়ে সৈন্য-দলের গ্রায় অন্তায় আচরণের বিষয় আপনাকে জ্ঞাত করিতে পারিবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন যে, তাহাদিগের নিকট হইতে কোন মন্দ খবর শুনিতে পাইবেন না।

কোম্পানীর অধিকারে যে কামানগুলি আছে, তাহা না পাঠাইয়া ওয়াট সাহেবকে কেবল দশটি কামান পাঠাইলেন কেন? আপনি মনে করিতেছেন, কোন স্বার্থপর দুষ্ট লোকের পরামর্শে

আমি আপনার নিকট অঙ্গীকার-বিরুদ্ধ কোন অযথা প্রস্তাৱ কৰিয়াছি। তহুতৰে আমায় বলিতে সাহস দিন যে, আমি এপৰ্যন্ত অঙ্গীকারবিৰুদ্ধ কোন প্রস্তাৱ কৰি নাই এবং আপনি ইহাও জানি বেন যে, স্বার্থপৰ দৃষ্টিলোকেৱ পৱামৰ্শ গ্ৰহণ কৰা আমি অযশক্তৰ মনে কৰি। আপনি অঙ্গীকার মানিয়া চলিবেন। এতদ্ব্যতীত অধিক কিছু আপনার নিকট প্ৰত্যাশা কৰি না। যতক্ষণ পৰ্যন্ত আপনাকে অঙ্গীকার-প্ৰতিপালনে শ্ৰেণিল্য প্ৰকাশ কৰিতে দেখিব, ততক্ষণ পৰ্যন্ত গ্ৰন্থ বিষয়ে আপনার মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিতে বাধ্য হইব। আপনাকে একুপ লিখিলে, যদি বিৱৰণ বোধ কৰেন, তবে অঙ্গীকাৰাহুকুপ কাৰ্য্য কৰিয়া আমাকে ওকুপ ভাবে লেখা হইতে বিৱৰণ কৰুন। আপনি লিখিয়াছেন যে, আমাকে পত্ৰ লিখিবাৰ পূৰ্বে আমাদেৱ অঙ্গীকার-পত্ৰেৱ প্ৰতি লক্ষ্য রাখা উচিত। তহুতৰে আমি বলি যে, তদ্বিষয়ে আমাৱ বিশেষ লক্ষ্য আছে। সন্দিপত্ৰেৱ বিৱৰণ প্ৰস্তাৱ আমি কখন কৰিয়াছি, যদি আপনি দেখাইতে পাৱেন, তাহা হইলে আমাৱ ভ্ৰমস্বীকাৱ কৰিতে প্ৰস্তুত আছি। যতদিন পৰ্যন্ত তাহা দেখাইতে না পাৱেন, ততদিন পৰ্যন্ত আপনি যে আমাৱ প্ৰতি অযথা দোষাবোপ কৰিতেছেন, তাহাই প্ৰমাণিত হইবে।

দেশেৱ শান্তি-ৱৰক্ষা কৰা ব্যতীত আমাৱ দ্বিতীয় উদ্দেশ্য নাই। কতকগুলি অৰ্থ সংগ্ৰহ কৰা আমি ঘৃণাজনক বোধ কৰি। সৰ্বান্ত-ৰ্যামী ঈশ্বৰকে সাক্ষী কৰিয়া আমি বলিতেছি যে, আমি যাহা লিখিতেছি, তাহা সত্য ভিন্ন মিথ্যা নহে। এই জন্ত আপনাকে বলিতেছি যে, দেশেৱ শান্তি-ৱৰক্ষা কৰা যদি আপনাৱ বাঞ্ছনীয় হয়, তবে অঙ্গীকাৱ কৰিতে প্ৰতিশ্ৰুত হইয়া অঙ্গীকাৱ ভঙ্গ কৰিবেন

না এবং অঙ্গীকার রক্ষা করিবার জন্য আপনাকে আমায় যেন  
আর অনুরোধ করিতে না হয়। আপনার রাজ্য শাস্তি বিরাজে  
করুক; পরম অহিতকর যুদ্ধবিগ্রহ স্থগিত হইয়া বাণিজ্য-ব্যবসায়  
পুনঃপ্রেবত্তিত হউক এবং প্রজাবর্গ শাস্তিস্থুথ উপভোগ করুক;  
ইহা ভিন্ন আমার অন্য উদ্দেশ্য নাই এবং এই উদ্দেশ্য যাহাতে  
সফল হয়, আপনিও তাহাই করুন।

## নবাবের পত্র ।

১৫ই জুন ১৭৫৯ খ্রিষ্টাব্দ ।

প্রতিজ্ঞানুসারে ওয়াট সাহেবকে যাহা যাহা দিবার কথা ছিল,  
প্রায় সমস্তই দিয়াছি, কিছু অবশিষ্ট আছে। মাণিকচাঁদের  
সম্বন্ধীয় বিষয়ের প্রায় বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিয়াছি। এ সকল  
স্বেও ওয়াট সাহেব, কাশিমবাজার ফ্যাকটরির কাউন্সিলের  
অপরাপর সাহেবগণ, বাপানে হাওয়া খাইবার ছল করিয়া,  
নিশিয়োগে পলায়ন করিয়াছেন। ইহা অবশ্য শর্তাপরিচায়ক  
এবং সন্ধিভঙ্গের স্তুত্রপাত বলিতে হইবে। এই সকল কার্য  
আপনার জ্ঞাতসারে ও পরামর্শানুসারে হইয়াছে বলিয়া আমার  
উপলব্ধি হইতেছে। এই প্রকার যে হইবে, আমি ইতি পূর্বেই  
তাহা এক রকম ভাবিয়াছিলাম এবং এই রকম বিশ্বাসঘাতকতা  
করা হইবে মনে করিয়াই পলাশী হইতে সৈন্যদল প্রত্যাখ্যান  
করিতে আমার ইচ্ছা ছিল না। আমার পক্ষ হইতে যে সন্ধিভঙ্গ  
হয় নাই, ইহার জন্যে আমি ঈশ্বরকে সর্বান্তঃকরণে ধন্তবাদ দিই।  
আল্লা এবং মোল্লা এ বিষয়ে সাঙ্গীস্বরূপ রহিলেন। যিনি প্রথমে অঙ্গী-  
কার ভঙ্গ করিবেন, তিনিই তাহার কার্যের জন্য শাস্তি পাইবেন

## সন্ধি-সর্ত

সিরাজুদ্দোলার সহিত ইংরেজের যে সন্ধিসর্ত হইয়াছিল, স্থানান্তরে তাহার বাঙালা অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। এই সন্ধি স্বীকার করিয়া কোম্পানী যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা এইখানে প্রকাশিত হইল,—

“বাঙালা, বিহার এবং উড়িষ্যার স্বীকার নবাব মুন্সিরুদ্দ মুল্লুক সিরাজুদ্দোলার সমক্ষে আমরা ( ইংরেজ ইণ্ট.ইণ্ডিয়া বণিক সম্পদায় ) আমাদিগের লাটসাহেবের সভাসদবন্দের স্বাক্ষর করিয়া এই সন্ধিপত্রে অঙ্গীকার করিতেছি যে, এই বণিক সম্পদায়ের কুঠির কার্ষ্য ( যাহা নবাবের এলাকাভূক্ত ) পূর্বের অঙ্গীকার মত চালান হইবেক, আমরা বিনা কারণে কোন লোকের অনিষ্ট করিব না, নবাবের এলাকাধীন কোন জমিদার, তালুকদার, দস্তু কিন্তু খুনী লোকের বিচার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিব না এবং আমাদের পূর্ব অঙ্গীকার ভঙ্গ করিব না।

আড়মিরাল ওয়াটসন, কর্ণেল ক্লাইভ এবং কাউন্সিলের মেম্বর ড্রেক এবং ওয়াটের সহিত মীর মহম্মদ জাফরখাঁ বাহাদুর নিম্নলিখিত সন্ধিস্মত্রে আবক্ষ হন,—

আল্লা এবং মোল্লাকে প্রত্যক্ষ জানিয়া শপথ করিতেছি যে, আমি নিম্নলিখিত সন্ধির প্রস্তাব সকল আজীবন মানিয়া চলিব।

১ম। শাস্তির সময় নবাব সিরাজুদ্দোলা যে সব সন্ধিসর্ত স্বীকার করিয়াছিলেন, আমি সেই সব সর্ত স্বীকারে অঙ্গীকৃত বহিলাম।

২য়। ভারতবাসী হউন বা ইউরোপবাসী হউন, যিনি ইংরাজের শক্তি, তিনি আমারও শক্তি।

৩য়। ভারতের স্বর্গ স্বরূপ বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যাতে ফরাসীদিগের যে যে কারখানা ও বিষয়সম্পত্তি আছে, তৎসমূদায় ইংরেজাধিকারে থাকিবে। পুনরায় আমি ফরাসীদিগকে ঐ তিনি প্রদেশে ব্যবসায় করিতে দিব না।

৪র্থ। নবাব কর্তৃক কলিকাতা সহরটি আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হওয়ায় ইংরাজের যাহা লোকসান হইয়াছে এবং একদল সৈন্য রাখিতে তাহাদের যাহা খরচ হইয়াছে, তাহার ক্ষতি-পূরণ স্বরূপ আমি তাহাদিগকে এক কোটি টাকা দিব (১,২৫০০০০ পাউণ্ড)।

৫ম। কলিকাতাবাসী ইংরেজদিগের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠিত হওয়ায় তাহাদিগের ক্ষতিপূরণস্বরূপ আমি পঞ্চাশলক্ষ টাকা দিব (১২৫০০০ পাউণ্ড)।

৬ষ্ঠ। কলিকাতাবাসী জেন্ট (হিন্দু), মুর (মুসলমান), এবং অন্য বাসিন্দাদের দ্রব্যজাত লুণ্ঠিত হওয়ায় ক্ষতিপূরণস্বরূপ বিশ লক্ষ টাকা দিব (২৫০,০০০ পাউণ্ড)।

৭ম। কলিকাতাবাসী আরমেনিয়ানদের দ্রব্যজাত লুণ্ঠিত হওয়ায় আমি ক্ষতিপূরণ স্বরূপ সাত লক্ষ টাকা (৮৭,৫০০ পাউণ্ড) কলিকাতাবাসী ইংরেজ, হিন্দু, মুসলমান ও অন্যান্য জাতিদের মধ্যে উক্ত টাকা বিভাগ করিয়া দিবার ভাবে আড়মিরাল ওয়াটসন, কর্ণেল ক্লাইভ, বজার ড্রেক, উইলিয়াম ওয়াটস্, জেমস কিল-পাট্টুক, রিচার্ড বেকার প্রভৃতি সাহেব মহোদয়গণের উপর রহিল।

৮ম। পরিখাবেষ্টিত কলিকাতার অন্তভুক্ত জমিদার দিগের

যে সকল বিষয় সম্পত্তি আছে, তাহা তিনি পরিখার অপর পারে ইংরেজদিগকে বার শত বর্গ হন্ত প্রমাণ জমি দান করিলাম।

৯ম। ১০. কলিকাতার দক্ষিণে কুলী পর্যন্ত বিস্তৃত যে সকল জমি আছে, তাহা ইংরেজদিগের জমিদারীর অন্তভুক্ত হইল এবং তত্ত্ব কর্মচারিগণ অন্য হইতে ইংরেজের তাঁবে কার্য করিতে থাকিবে। অন্ত্য জমিদারদিগের আয় উক্ত কোম্পানি সরকারে কর সরবরাহ করিবেন।

১০ম। যখন আমি ইংরেজদিগের সৈন্যসাহায্য লইব, তখন উক্ত সৈন্যরক্ষার ব্যয়ভার বহন করিব।

১১। হগলির দক্ষিণে গঙ্গার উপকূলে আমি কোন দুর্গ নির্মাণ করিব না।

১২। আমি উপরোক্ত তিনটি প্রদেশের দখল-অধিকার পাইলেই উল্লিখিত টাকা ইংরেজদিগকে কড়ায় গওয়ায় হিসাব করিয়া দিব।

ইতি তারিখ ১৫ই রমজান, (জুন ১৭৫৭) মিরজাফরখার শাসনের ৪৬ বৎসর।

---

## উপসংহার

পলাশীক্ষেত্রে বিজয়-লক্ষ্মী ইংরেজের অঙ্গতা। পলাশীর যুদ্ধেই ইংরেজের সৌভাগ্য স্ফুচিত। বাণিজ্য বিশ্ববিজয়ী বণিক ইংরেজ এই সময় হইতেই বঙ্গদেশের, ক্রমে সমগ্র ভারতের শাসনকর্তা। এই সময় হইতেই ভারতের রাজদণ্ড,—মানদণ্ডধারী ইংরেজ বণিকের হস্তগত; ভারতের স্বর্ণ-সিংহাসন,—বিদেশীয় শৃঙ্খলের অধিকৃত। পলাশী-প্রাঙ্গণেই ভারতে ইংরেজ-রাজত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। ছল-চাতুর্যে রণজিত হইলেও, পলাশী-সমরে ইংরেজের বিজয়-গোরব বিঘোষিত। স্মৃতরাঃ পলাশী-যুদ্ধের ইতিহাসও বহুতর।

ইতিহাসের মহৎ দোষ,—ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ। কিন্তু পলাশীর ইতিহাস লিখিতে যাইয়া, অনেক ইংরেজ ঐতিহাসিক স্ব স্ব পক্ষ সমর্থনের জন্য বহু অলীক সিদ্ধান্ত এবং ভিত্তিশূন্য ঘটনায় ইতিহাসের উজ্জ্বল পৃষ্ঠা চিরকলঙ্কিত করিতে কুষ্টিত হয়েন নাই। ইংরেজ লিখিত পলাশীর ইতিহাসে ‘ল্যাক-হোল’ বা ‘অঙ্ককূপ’ একটি প্রধান পরিচ্ছেদ। ইংরেজি ইতিহাসে বর্ণিত সেই সার্দি শতাব্দী পূর্বে সংঘটিত অঙ্ককূপ হত্যার বিবরণ পাঠ করিলে, এখনও ভয়ে বিশ্বয়ে অভিভূত হইতে হয়—শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে! ইংরেজ ঐতিহাসিকগণের

এই অঙ্ককৃত-বর্ণনায়, পলাশীর যুক্তে ইংরেজের বিজয়-গৌরব কিঞ্চিন্মাত্রও বর্ণিত হইয়াছে কি না, কিন্তু ঐতিহাসিকগণের স্বজাতি-মর্যাদার মাত্রা কিছু পরিমাণেও বৃদ্ধি পাইয়াছে কি না, — তাহা ইংরেজ ঐতিহাসিকগণই বলিতে পারেন ; কিন্তু সাধারণবুদ্ধিসম্পন্ন সকল ব্যক্তিই নিঃসংশয়ে বলিবেন,— ইহাতে ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষিত হয় নাই। বাস্তবিকই পলাশীর ইতিহাসে অঙ্ককৃতের অস্তিত্ব বিষয়ে সংশয় হইয়া থাকে। মনে হয়,— ‘অঙ্ককৃত’-কাহিনী হলওয়েল সাহেবের স্বকপোল কল্পিত। হলওয়েল লিখিত ইতিহাসেই এই অমূলক অঙ্ককৃত-কাণ্ডের নৃসংশ অভিনয়-বিবরণ লিপিবদ্ধ। অঙ্ককৃতে আবদ্ধ ১৪৬ জনের মধ্যে ১২৩ জনের মৃত্যু হইয়াছিল। অবশিষ্ট ২৩ জনের মধ্যে হলওয়েল একজন। অর্থাৎ হলওয়েল সাহেব অঙ্ককৃতের অস্তিত্ব নির্দেশে মূর্ত্তপ্রমাণ। সুতরাং তাহার লিখিত বিবরণ মিথ্যা হইতে পারে না। এইরূপ ভয়ে পড়িয়া অপর ইংরেজ ঐতিহাসিক-গণ হলওয়েল কল্পিত এই অমূলক ঘটনার আমূল বৃত্তান্তে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছেন। অঙ্ককৃতহত্যা অমূলক,— তর্ক-যুক্তি-বিচারে এই গ্রন্থে তাহা বিশেষরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। উপসংহারে সে কথার পুনরুল্লেখ নিষ্পত্তিযোজন।

এক কথা বলিবার আছে। লিখিত ইতিহাস অপেক্ষা, প্রকাশ্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত স্বতিস্তন্ত,— কৌর্তি ঘোষণার বিশেষ বিজ্ঞাপন। অলৌক ইতিহাসের বিবরণ অপেক্ষা, তাহার অভিনয়ন অধিকতর অনিষ্টকর। শুধু বিদ্বৎ-সমাজেই ইতিহাস পরিচিত ; — সাধারণ জনসমাজের কয়জন ইতিহাসের সন্কান্ত রাখে ? কিন্তু উচ্চশীর্ষ স্বত্ত্বস্তন্ত সর্গকৰ্বে প্রকাশ্য পথে দাঁড়াইয়া,

শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল পথিকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অঙ্ককূপের কোন স্মৃতিস্তম্ভ এতদিন ছিল না; কেবল কয়েকজন ইংরেজ লিখিত কয়েকখানি ইতিহাসই এতদিন এই অলীক কাহিনী বিঘোষিত করিতেছিল। কালবশে এবং প্রতিবাদ-মূলক গ্রন্থাদির প্রকাশে, লোকের মন হইতে অঙ্ককূপের ক্ষীণ স্মৃতি ক্রমেই অপসারিত হইয়া আসিতেছিল দেখিয়া, ভারতের ভূতপূর্ব বড়লাট লর্ড কর্জন, বুটিশ-ভারতের রাজধানী মহানগরী কলিকাতার বুকের উপর প্রকাশ রাজপথে অঙ্ককূপের স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপনের অভিলাষ করেন। “ইংরেজের জয়ে”র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত ‘হইবার ছয় বৎসর পরে, ইংরেজি ১৯০২ সালের ডিসেম্বর মাসে, সহরের দক্ষিণ অঞ্চলে মর্ম্মর স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্তম্ভ কর্জনের নিজব্যয়ে নির্মিত। স্তম্ভ প্রতিষ্ঠাকালে, আবরণ উন্মোচনের সময়, বক্তৃতায় লর্ড কর্জন বলেন,—‘যাহারা হৃদয়ের তপ্তশোণিত দানে ভারতে বুটিশ-রাজবংশের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে,—আমার স্বজ্ঞাতি সেই সাহসী বীরগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন জন্য এবং তাহাদের আত্মোৎসর্গের স্মৃতি-নির্দর্শন স্বরূপ আমি এই মর্ম্মরস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করিলাম।’ লালদীঘির উত্তর পশ্চিমে, রাইটাস’ বিল্ডিং-বাড়ীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে, দৃঢ় কলেবরে দাঁড়াইয়া কর্জন-প্রতিষ্ঠিত প্রস্তরস্তম্ভ বুটিশের বীরস্বত্ত্ব গৌরব বিঘোষিত করিতেছে—পলাশীর পরিচয় জাপন করিতেছে—অঙ্ককূপের স্মৃতি, তথা কর্জনের কৌর্ত্তি রক্ষা করিতেছে। স্তম্ভটী শ্বেতপ্রস্তরে নির্মিত, অষ্টকোণ, নাতিদীর্ঘ ; শ্বেতপ্রস্তর নির্মিত অষ্টকোণ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ভিত্তিপ্রস্তর-অঙ্গে উত্তর, উত্তর-পশ্চিম, পশ্চিম, দক্ষিণ-পশ্চিম

এবং পূর্ব,—এই ছয় দিকে ছয় প্রকার বিজ্ঞাপন খোদিত।  
ছয়থানি বিজ্ঞাপনের লিখিত বিবরণ নিম্নে উক্ত হইল।

উত্তর।

The names inscribed on the tablet  
On the reverse side of this  
Are the names of those persons  
Who are known to have been killed,  
Or to have died of their wounds,  
During the Siege of Calcutta,  
In June, 1756.

And who either did not survive  
To enter the Black Hole prison  
Or afterwards succumbed to its effects.

উত্তর-পঞ্চম।

To the Memory of  
Edward Eyre, William Baillie,  
Revd. Jervas Bellamy, John Jenks,  
Roger Reveley, John Carse, John Law,  
Thomas Coles, James Valicourt,  
John Jebb, Richard Toriano,  
Edward Page, Steplen Page,  
William Grub, John Street,  
Aylmer Harrod, Patrick John stone,  
George Ballard Nathan Drake,  
William Knapton, Francis Gosling,  
Robert Byng, John Dodd,

Stair Dalrymple, David Clayton,  
 John Buchanan, and Lawrence Witherington,  
 Who perished in the Black Hole prison.

## পশ্চিম ।

This Monument

Has been erected by

Lord Curzon, Viceroy and Governor

General of India,

In the year 1902,

Upon the site

And in reproduction of the design

Of the Original monument

To the memory of the 123 persons

Who perished in the Black Hole prison

Of old Fort william.

On the night of the 20th of June, 1756.

The former memorial was raised by

Their surviving fellow-sufferer,

J. Z. Holwell, Governor of Fort william,

On the spot where the bodies of the dead

Had been thrown into the ditch of the ravelin.

It was removed in 1821.

## দক্ষিণ-পশ্চিম ।

To the Memory of—

Richard Bishop, Francis Hayes,

Collin Simson, John Bellamy,

William Scott, Henry Hastings,

Charles Wedderburn, William Dumbleton,  
 Bernard Abraham, William Cartwright,  
 Jacob Bleau, Henry Hunt,  
 Michael Osborne, Peter Carey,  
 Thomas Leach, Francis Stevenson,  
 James Guy, James Porter,  
 William Parker, Eleanor Weston and  
 Messrs. Cocker, Bendall, Atkinson, Jennings,  
 Reid, Barnet, Frere, Wilson,  
 Burton, Lyon, Hillier, Tilley and Alsop,  
 Who perished in the Black Hole prison.

দক্ষিণ ।

To the memory of—

Peter Smith, Thomas Blagg,  
 John Francis Pickard, John Pickering,  
 Michael Collings, Thomas Best,  
 Ralph Thoresby, Charles Smith,  
 Robert Wilkinson, Henry Stopford,  
 William Stopford, Thomas Purnell,  
 Robert Talbot, William Tidecomb,  
 Daniel Macpherson, John Johnson and  
 Messrs. Whitby, Surman, Bruce,  
 Montrong, and Janniko, who perished  
 During the Seige of Calcutta.

পূর্ব ।

The names of those who perished  
 In the Black Hole prison,  
 Inscribed upon the reverse side

Of this monument,  
 Are in Excess of the list  
 Recorded by Governor Holwell  
 Upon the Original Monument.  
 The additional names, and  
 The Christian names of the remainder,  
 Have been recovered from oblivion  
 By reference to cotemporary documents.

বাঙ্গালা ১৩০৯ সালের ১২ই পৌষ তারিখের “বঙ্গবাসী”তে  
 প্রকাশিত “অঙ্ককৃপ” নামক প্রবন্ধে কর্জনের এই স্মতিস্তম্ভ  
 প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা হইয়াছিল। প্রবন্ধটি নিম্নে  
 উন্নত করিয়া দিলাম :—

“জয় লর্ড কর্জনের জয় ! এতদিন পরে “অঙ্ককৃপের” স্মতি-  
 স্তম্ভ লর্ড কর্জনের কৌর্তিস্তম্ভরূপে যুগে যুগে জাগিয়া রহিবে।

লর্ড কর্জন কলিকাতার লালদিঘীর উত্তর-পশ্চিম কোণে  
 “অঙ্ককৃপের” স্মতি-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। প্রতিষ্ঠা অনেক  
 দিনই হইয়াছিল ; গত সপ্তাহের শুক্রবারে সাধারণের দৃষ্টি-  
 গোচরার্থ লর্ড কর্জন কর্তৃক ইহার আবরণ উন্মোচিত  
 হইয়াছে।

এইরূপ একটী স্মতি-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠার যে প্রয়োজন আছে,  
 আজ কয়েক বৎসর পূর্বে লর্ড কর্জন বাহাদুরের মনোমধ্যে  
 এই ভাব জাগিয়া উঠে। সেদিন স্মতি-স্তম্ভের আবরণ উন্মোচন-  
 কালে তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন। তাঁহার কথায় বুঝিলাম,  
 তাঁহার ভারতাগমন সময়ে বস্তিদৃ সাহেব-কৃত পুরাতন কলিকাতা-  
 তত্ত্ব সম্বন্ধীয় পুস্তকখানি তাঁহার সঙ্গে ছিল। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে

নবাব সিরাজুদ্দৌলা কর্তৃক যে কথিত “অঙ্কুপ-হত্যা” কাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়, লর্ড কর্জন বন্দিদের পুস্তক পড়িয়া ইহার সবিশেষ বিবরণ জানিয়াছেন। সেদিন তিনি নিজ মুখে এ কথা বলিয়াছিলেন।

লর্ড কর্জন বন্দিদের পুস্তক পড়িয়া প্রথম সেই অঙ্কুপ হত্যার বিবরণ সবিশেষ জানিতে পারেন, ইহা শুনিয়া আমরা যেন একটু আশ্চর্য্যাবিত হইয়াছি। বন্দিদের পূর্বে ইংরেজ-লিখিত ইতিহাসে এই অঙ্কুপ-বিবরণ লিখিত হইয়াছে। স্বয়ং হলওয়েল সাহেব তাঁর “India Tracts” নামক গ্রন্থে অঙ্কুপ হত্যার বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়াছেন। অন্তান্ত ইংরেজ ইতিহাস-লেখক হলওয়েলের লিখিত গ্রন্থ হইতে এই অঙ্কুপ-বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। “অঙ্কুপ-হত্যার” অনুষ্ঠান যে সময় হইয়াছে বলিয়া কথিত, সেই সময় হলওয়েল সাহেব কলিকাতার ছুর্গে উপস্থিত ছিলেন। তাঁকেও অঙ্কুপে বন্দী করা হইয়াছিল। এইরূপ লিখিত আছে যে, ইনি “অঙ্কুপ”-হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইবার পর বিলাত যাইবার সময় জাহাজে অঙ্কুপের বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়াছিলেন। তৎকালিক আর কোন লোকের মুখে এ অঙ্কুপ হত্যাকাণ্ডের কথা আর কেহ শুনিয়াছেন কিনা, তাহার কিঞ্চিত্মাত্র প্রকাশ নাই। যে সব ইংরেজ-ঐতিহাসিক স্ব স্ব লিখিত ইতিহাসে অঙ্কুপ-হত্যার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁরা সকলেই হলওয়েলের দোহাই দিয়া থাকেন। এরূপ অবস্থায় লর্ড কর্জন প্রথমে বন্দিদের পুস্তক পড়িয়া অঙ্কুপের সবিশেষ বিবরণ জানিয়াছেন,—এ কথা শুনিলে একটু আশ্চর্য্যাবিত হইতে হয় না কি? লর্ড কর্জন সুশিক্ষিত,

বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি-প্রাপ্ত। তিনি বস্তিদের পুস্তক পড়িয়াই অঙ্ককৃপ-হত্যার বিস্তৃত বিবরণ জানিতে পারিয়াছেন, ইহা শুনিয়া একটু আশ্চর্য্যাভিত হইতে হয় না কি ? •

সেদিন লর্ড কর্জন বাহাদুরের মুখে শুনিলাম, হলওয়েল সাহেব বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতায় অঙ্ককৃপে হত ব্যক্তিদিগের স্মরণার্থ স্মৃতি-স্তম্ভের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে, অথবা সেই বৎসরই এই স্মৃতি-স্তম্ভ অপসারিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার রচিত “ইংরেজের জয়” নামক পুস্তকে এ বিষয় লিখিত আছে। বিহারী বাবু ঐতিহাসিক প্রমাণাভাবে “অঙ্ককৃপ-হত্যার” অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছেন। তিনি প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—“হলওয়েল সাহেব,—অঙ্ককৃপ-হত্যার যে স্মৃতি স্তম্ভের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে, সে স্মৃতিস্তম্ভের লোপ হইল কেন ?” সে দিন বড় লাট বাহাদুরও বলিয়াছিলেন,—“No one quite knows why.”—অঙ্ককৃপের স্মৃতি-স্তম্ভ অপসারিত কেন হইল, এ কথা কেহ জানে না।

বড় লাট বাহাদুরের মুখেই প্রকাশ, বস্তিদের পুস্তক পাঠ করিয়া তিনি যথন জানিতে পারেন, হলওয়েল সাহেব কর্তৃক একটী স্মৃতি-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তখন এতৎসম্বন্ধে সকল বিষয়ের পুজ্জানুপুজ্জ তত্ত্ব জানিবার জন্য তাঁর ঔৎসুক্য হয়। কলিকাতার কোন্ স্থানে পুরাতন দুর্গ ছিল, কোন্ স্থানে সেই অঙ্ককৃপটী ছিল, সেই অঙ্ককৃপের হত ব্যক্তিগণ যে পয়ঃপ্রণালীতে নিষ্ক্রিয় হইয়াছিল, কোন্ স্থানে তাহা ছিল, কোথায় হলওয়েল সাহেব স্মৃতি-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, ইত্যাদি সকল

বিষয়েরই বড়লাট বাহাদুর তথ্যানুসন্ধান লইতে প্রবৃত্ত হন। তথ্যানুসন্ধানের ফলে তিনি অনেক বিষয় জানিতে পারেন। বড় লাট বাহাদুরের মুখেই প্রকাশ,—“এখন যেখানে কলিকাতার বড় ডাকঘর, সেইখানে পুরাতন ছর্গের মধ্যে অঙ্ককূপ ছিল।” এই স্থানটী বড়লাট বাহাদুর সাধারণের দৃষ্টিগোচরে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সেদিন বড় লাট বাহাদুর যেখানে স্মৃতি-স্তম্ভের আবরণ উন্মোচন করিয়াছেন, বড় লাট বাহাদুরের মতে তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বভাগে হলওয়েল কুত স্মৃতি-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত ছিল। যে পয়ঃপ্রণালীতে অঙ্ককূপ-হত ব্যক্তিগণ নিষ্কিপ্ত হইয়াছিল বলিয়া কথিত, বড়লাট বাহাদুর বলেন, সে পয়ঃপ্রণালী বর্তমান স্মৃতি-স্তম্ভের কিঞ্চিৎ পূর্বদিকে ছিল।

বড় লাট বাহাদুর এত তথ্যানুসন্ধান করিলেন, তথ্যানুসন্ধানে এটা ঠিক করিতে পারিলেন না, হলওয়েল সাহেব কুত স্মৃতি-স্তম্ভ অপসারিত হইল কেন? এটুকু নির্দ্বারণ করিতে পারিলে, অনেকের মন হইতে একটা সংশয় দূর হইয়া যাইতে পারিত। কাহারও কাহারও মনে এখন সংশয় আছে, এ স্মৃতি-স্তম্ভ কাল্পনিক; অথবা একপ স্মৃতি-স্তম্ভ রাখিবার মতন ঘটনা হয় নাই বলিয়া, ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান কোম্পানি ইহা রাখিবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন নাই; তাই তাহারা ইহা অপসারিত করিয়া-ছিলেন। যদি বল, বাতবজ্জে ইহার লোপ-সাধন হইতে পারে, তাহা হইলে ইহার পুনরুদ্ধার হইল না কেন? ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানির ভিতর স্বজ্ঞাতিপ্রিয় কোন লোক ছিলেন না?

বড়লাট বাহাদুর বলিয়াছেন,—“হলওয়েল সাহেব যে স্মৃতি-স্তম্ভের প্রতিষ্ঠা করেন, তাহাতে পঞ্চাশ জন মাত্র লোকের নাম

লিখিত ছিল। আমি আরও কুড়িটি লোকের নাম সংগ্রহ করিয়াছি। ইহারা অঙ্ককৃপে জীবন বিসর্জন করিয়াছিল। এতদ্যতীত অঙ্ককৃপ হইতে বাঁচিয়া বাহির হইয়াছিল, পরে অঙ্ককৃপের নির্যাতন-ফলে মারা গিয়াছিল, এমন কুড়িটী লোকের নাম আমি সংগ্রহ করিয়াছি। ফলে সর্বশুন্দর আশীর্বাদ লোকের নাম এই মৎস্য প্রতিষ্ঠিত স্মৃতি-স্তম্ভে লিখিত হইল।”

কথিত আছে, অঙ্ককৃপে ১৪৬টী লোক বন্দী ছিল। ২৩টী কেবল বাঁচিয়া ছিল। ২৩টী যদি বাঁচে, তাহা হইলে ১২৩টী মরিল। নাম রহিল স্মৃতি-স্তম্ভে ৮০টী মাত্র লোকের। বড়লাট বাহাদুর সকল নামগুলির আবিষ্কার করিতে পারিলেন না? করিলে কিন্তু অনেকে সিঃসন্দেহ হইত। হলওয়েল সাহেবের আবির্ভাব-কালের বহু পরে লর্ড কর্জনের আবির্ভাব হইয়াছে। হলওয়েল সাহেব ঘটনাকালে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সকলকে নিশ্চিতই জানিতেন। তিনি পঞ্চাশটীর অধিক সাম সংগ্রহ করিতে পারেন নাই কেন, সে দিন বড় লাট বাহাদুরের তাহার একটা মীমাংসা করিয়া দেওয়া উচিত ছিল। যে খাতা-পত্র দেখিয়া বড়লাট-বাহাদুর চলিশটী লোকের নাম বেশী সংগ্রহ করিয়াছেন, হলওয়েলের সময় ত' তাহা টাটকা ছিল। সে খাতাপত্রে কি এ সব নাম ছিল না? সে দিন বড় লাট বাহাদুর অনেক কথাই বলিয়াছিলেন, এ কয়টা কথার প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিলে, অনেকেই নিঃসশয় হইতে পারিত।

সেদিন এই স্মৃতি-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠাকালে বড়লাট বাহাদুর উপসংহারে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে মন দুঃখ হইয়া যায়।

তিনি স্পষ্টই এই মর্মে বলিয়াছিলেন,—“ব্যক্তি বিশেষকে অঙ্ক-কুপ হত্যার জন্তু দায়ী করিতে পারা যায় না। আমার দেশের যে সকল লোক ভারতে ব্রিটিশ রাজস্ব প্রতিষ্ঠা কল্পে বুকের শোণিত দিয়া বৌরহের পরাকার্ষা দেখাইয়াছেন,—আমি তাঁহাদের স্মৃতি-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করিয়া আপন কর্তব্য পালন করিলাম। আমি এইরূপ প্রাচীন স্মৃতি-স্তম্ভের পুনরুদ্ধারের বা সংরক্ষণের পক্ষপাতী।”

এই কথা বলিয়া উদার লর্ড কর্জন আর একটা কথার উল্লেখে উদারতার পরাকার্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—

“I have been strictly impartial in carrying out this policy, for I have been equally keen about preserving the relics of Hindoo and Musulman, of Brahman and Buddhist, of Dravidian and Pathan. European and Indian, Christian and non-Christian, are to me absolutely alike in the execution of this solemn duty.”

কি উদার সাম্য-নীতি ! লর্ড কর্জন বলেন—“স্মৃতি-রক্ষা-রূপ পবিত্র কার্য্যে কি ইউরোপীয়, কি ভারতীয়, কি খৃষ্টান, কি অখ্রষ্টান কি ব্রাহ্মণ, কি মুসলমান ইত্যাদি সকল জাতিকে, সকল বর্ণকে আমি সমান চক্ষে দেখি।” অঙ্ককুপ-হত্যার নিষ্ঠুরতা হইতে লর্ড কর্জন, নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে একরূপ অব্যাহতি দিয়াছেন। ইতিপূর্বে ইতিহাস লেখক টরেন্স সাহেব সিরাজুদ্দৌলাকে অব্যাহতি দিয়া রাখিয়াছেন। বড় লাট বাহাদুর এপক্ষে পোষকতা করিয়া উদারতা দেখাইয়াছেন।

লর্ড কর্জন, স্বদেশপ্রিয়,—স্বজাতি প্রিয়; তাই তিনি স্বজাতীয় ব্যক্তিগণের স্বতিস্তম্ভের প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাহার ধারণা, তাহার দেশবাসীরা বীরধর্ম্ম রক্ষা করিতে গিয়া অতি নিষ্ঠুর ভাবে হত হইয়াছিলেন; তাই তিনি সেই বীরগণের স্বতিস্তম্ভের প্রতিষ্ঠা করিলেন। তিনি সকল ধর্মের মহৎ ব্যক্তির স্বতি-রক্ষার পক্ষপাতী। এমন উদার বড় লাট আর হইয়াছে কি ?

আর একটী কথা আমাদের বলিবার আছে। তিনি যেন্নপ মহৎ, তিনি যেন্নপ উদার, তাহাতে মনে করিয়াছিলাম, তিনি আর একদিকে দৃষ্টি করিয়া তাহার একটা সুমীমাংসা করিবেন। শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার প্রভৃতির পুস্তক পড়িয়া, অনেকেরই মনে অঙ্ককৃপ হত্যার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ হইয়াছে। তাহারা ভাবিতে পারেন, এই স্বতিস্তম্ভে অকারণ এদেশবাসীদের একটী বিষম নিষ্ঠুরতার নির্দর্শন প্রতিষ্ঠিত হইল।

অঙ্ককৃপ হত্যার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ কেন ? সিরাজুদ্দৌলার সাময়িক গোলাম হোসেন কুতু “মুতাক্ষরীণ” পুস্তকে ও সেই সময়ের অন্তর্গত মুসলমান লেখকের পুস্তকে “অঙ্ককৃপ” হত্যার বিবরণ আদো লিখিত নাই। সুক্ষ্মালোচনায় প্রমাণ হইবে এবং প্রকাশও এইরূপ,—মুতাক্ষরীণ ইংরেজের ইচ্ছায় লিখিত, অথবা ইংরেজের অনুমোদিত। গোলাম হোসেন ইষ্ট ইঙ্গিয়ান কোম্পানীর চাকুরী করিয়াছিলেন, এরূপও বুঝা যায়। এই মুতাক্ষরীণে সিরাজুদ্দৌলার দোষের কথা লিখিত আছে; সুতরাং ইহাকে নিরপেক্ষ বলা যাইতে পারে। ইংরেজের ইচ্ছায় লিখিত বা অনুমোদিত পুস্তকে অঙ্ককৃপের কথা লিখিত হয় নাই কেন ?

ক্লাইব বা ওয়াটসন কাহারও চিঠিপত্রে এই অঙ্ককুপের কথার ইঙ্গিত মাত্রও নাই কেন? সিরাজুদ্দৌলার সহিত ইংরেজের যে সঙ্ক্ষি হয়, তাহাতে সকল ক্ষতিপূরণ ধরিয়া লওয়া হইল, অঙ্ককুপের কথার আদৌ উল্লেখ হইল না কেন? অঙ্ককুপের গৃহের যে মাপটী দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে ১৪৬টী নরপ্রাণীকে প্রবেশ করাইতে পারা যায় কি? ১২৩ জন মরিল; কিন্তু হলওয়েল ৫০টী মাত্র লোকের নাম প্রকটিত করিলেন কেন? এত বড় একটা কাণ্ড হইয়া গেল, তৎকালিক কলিকাতার কোন লোক জানিতে পারিল না কেন? হলওয়েল সাহেব এদেশে থাকিবার সময় পুস্তক না লিখিয়া, বিলাত যাইবার সময় জাহাজে বসিয়া লিখিলেন কেন? ইত্যাদি প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে, অনেকের মনে অঙ্ককুপ হত্যার ভীষণতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়। ইতিপূর্বে “সিপাহী-বিদ্রোহে” হত ব্যক্তিদিগের স্বতিস্তন্ত্র রক্ষা সম্বন্ধে লর্ড কর্জন বলিয়াছিলেন, এ সন্দেহ অমূলক; কিন্তু তিনি এ সব কথার খণ্ডন করিবার কোন প্রয়াস পান নাই। অঙ্ককুপের স্বতিস্তন্ত্র প্রতিষ্ঠায়ও তিনি এ সম্বন্ধে কোন কথার উল্লেখ মাত্র করেন নাই। যাহারা ঐতিহাসিক প্রমাণাভাবে অঙ্ককুপের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান, তাহারা আন্ত হইতে পারেন; তবে যাহার জন্ত তাহাদিগের সন্দেহ, লর্ড কর্জন তাহার খণ্ডন করিয়া দিলে, তাহাদের আন্ত নিরসন হইত; দেশের অনেকেই নিঃসংশয়ও হইতে পারিত। তত্ত্ব ভারতবাসীর ভূম-নিরসন করাই ত উদার যুক্তিমান বড়লাট কর্জন বাহাদুরের কর্তব্য।”

লর্ড কর্জন যখন ভারতের রাজপ্রতিনিধিপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, মেই সময় তিনি এই স্বতিস্তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান।

ভারতের রাজপ্রতিনিধিগণের শাসনকাল পাঁচ বৎসর মাত্র। লর্ড কর্জন প্রায় সাত বৎসর কাল ভারতের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। এমন সৌভাগ্য সকলের ঘটে না। ভারত-শাসন-সময়ে সৌভাগ্যবান লর্ড কর্জন অনেক বিষয়ে আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। শুভাদৃষ্ট ফলেই হউক, অথবা তাহার দোর্দণ্ড প্রতাপ প্রভাবেই হউক,— তিনি যে উদ্দেশ্যে যখন যে কার্যে হস্তক্ষেপ করিতেন, সেই কার্যেই ক্঳তকার্য হইতেন। আপন অভীষ্ট সাধনেদেশে কর্জন একলক্ষ্যে কর্ম করিতেন,— আয়-অন্তায় বিচার ছিল না ; প্রজার সুখ-দুঃখ, মঙ্গল-অঙ্গলের দিকে দৃষ্টি ছিল না। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ তাহার সজীব দৃষ্টান্ত। কোটি কোটি প্রজার কাতর কন্দনে কর্ণপাত না করিয়া, কোটি কোটি প্রজার আবেদন-নিবেদন অগ্রাহ করিয়া,— বঙ্গচ্ছেদ-ব্যবস্থায় কর্জন আপন জিদ বজায় রাখিয়া গিয়াছেন। কর্জন বঙ্গবাসীর,— সমগ্র ভারতবাসীর বুকে শেল হানিয়াছেন,— কিন্তু ভারতবাসী কথনও তাহার অসম্মান করে নাই। শাসনকাল ফুরাইয়াছিল, তাই কর্জন ভারত-সিংহাসন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন,— নতুবা কে জানে, ভারতবাসী আরও কত নিশ্চিহ্ন-নির্যাতনে জর্জেরিত হইত ? বিলাতে গিয়াও কর্জন আপন অভ্যাস ভুলিতে পারেন নাই। কিন্তু সেখানে তাহাকে মানে কয় জন ;— সেখানে তাহার প্রতাপ কতটুকু ? এখানে কর্জন অঙ্কুপের স্মৃতিসন্ত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন,— বিলাতে কথা তুলিয়াছেন, ক্লাইবের প্রস্তর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিবেন। পূর্বের আয় পূর্ণশক্তিতে কর্জন তাহার এই অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। প্রথম যখন কর্জন

## উপসংহার।

এই প্রস্তাব তুলিয়াছিলেন, তখন বিলাতের অনেক লোক তাঁহার এ প্রস্তাবে সহানুভূতি প্রকাশ করে নাই। স্বয়ং সন্ত্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড স্বযুথে ব্যক্ত করিয়াছিলেন,—“ক্লাইবের প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠাবিষয়ে আমার সমানুভূতি নাই।” আমরা ভাবিয়াছিলাম, বুঝি বা কর্জনের সকল পরিশ্রমই ব্যর্থ হইল—সকল চেষ্টাই বিফল হইল,—আপন-অভীষ্ট-সাধনে বুঝি বা কর্জন এইবার কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না! মনে হইয়াছিল,—দান্তিক কর্জন কোটি কোটি ভারতবাসীর অন্তরে ব্যথা দিয়া বঙ্গচেদ বিধান করিয়াছিলেন, তাঁহার এই অপমান বুঝি তাহারই পাপ-পরিণাম। কিন্তু, প্রত্যক্ষ-অধ্যবসায় লড় কর্জন এবারেও স্বাভীষ্ট-সাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন,—এখন এইরূপই আশা হয়। সপ্তম এডওয়ার্ডের মত-পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কর্জনের চূড়ান্ত চেষ্টার ফলেই হউক, অথবা তাঁহার পূর্বে জন্মের স্মৃক্তি ফলেই হউক,—সন্ত্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডও কর্জনের উদ্দেশ্য সাধনে সহায় হইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে বিলাতে “ক্লাইব-মেমোরিয়াল-ফণ্ড” নামে এক তহবিল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সপ্তম এডওয়ার্ড এই তহবিলে একশত গিনি বা পনের শত টাকা দান করিয়াছেন।

ক্লাইবের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে,—পলাশীর স্মৃতি জাগিবে,—ইংরেজের কলঙ্ক-কথা জীবন্ত মূর্তিতে জাগিয়া রহিবে,—কর্জনেরও কৌতুর্ণি রক্ষা হইবে, এখন এইরূপই মনে হয়। যাহাই হউক, কলঙ্কী কর্জন সমন্বে আর বেশী কথা বলিতে ইচ্ছা করিনা। তবে, ক্লাইবের নামে অনেক পুরাতন স্মৃতি জাগিয়া উঠে। বাঙালা ১৩১৩ সালের ২১শে আষাঢ় তারিখের “বঙ্গবাসী” হইতে “পলাশীর পূর্ব স্মৃতি” শীর্ষক প্রবন্ধটি উদ্বৃত্ত করিয়া দিলাম।

এই প্রবন্ধে ক্লাইবের প্রতিমুর্তি প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে।

---

### পলাশীর পূর্ব স্মৃতি।

---

“কি শুভক্ষণে শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার বঙ্গবাসী-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত ‘জন্মভূমি’তে পলাশীর প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন! কি শুভক্ষণে এই প্রবন্ধ পরে বহারী বাবুর রচিত “ইংরেজের জয়” নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছিল! কি শুভক্ষণে এই গ্রন্থে প্রমাণিত হইয়াছিল, ইংরেজি ইতিহাসে বর্ণিত অন্ধকৃপ হত্যার বিবরণ অমূলক!

এইরূপ গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছিল বলিয়াই ত' ভারতের ভূত-পূর্ব বড়লাট লর্ড কর্জন অন্ধকৃপের স্মৃতি-স্তম্ভ খাড়া করিয়া ছেন। সত্য ঐতিহাসিক প্রমাণে সিদ্ধান্ত হইয়াছে, অন্ধকৃপের বিবরণ অমূলক। লর্ড কর্জন যখন এই স্মৃতি-স্তম্ভ খাড়া করিয়া তুলেন, তখন এই বঙ্গবাসীতেই আমরা ঘুর্ঞকর্ত্ত্বে বলিয়াছিলাম, যে সকল প্রমাণে অন্ধকৃপের বিবরণ অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, লর্ড কর্জন তাহার একটিও খণ্ডন করিতে পারেন নাই; স্ফুরাং লর্ড কর্জন স্মৃতি-স্তম্ভ খাড়া করিলেও, এদেশের অনেকেই এই অন্ধকৃপের অস্তিত্ব স্বীকার করে না।

ইংরেজি ইতিহাসে অন্ধকৃপ হত্যার ঘোর বিত্তীষ্ঠিকাময় বিবরণ পাঠ করিয়া, এ দেশে অনেকেরই বিশ্বাস দৃঢ়বন্ধ হইয়াছিল যে, সত্য সত্যই অন্ধকৃপ হত্যার বিবরণ সমূলক; কিন্তু যে দিন প্রথমে

বিহারী বাবু ইহার অমূলক প্রমাণিত করিয়া তুলেন, সেই দিন হইতে অনেকের ঐ বিশ্বাস টলিয়া যায়। এ দেশীয় লোকের ঐ বিশ্বাস টলিয়াছে বলিয়াই ত লর্ড কর্জনের সিংহাসন টলিয়াছে। বাঙ্গালী ইতিহাস-লেখক অঙ্কুপের অস্তিত্ব উড়াইয়া দিল, ইহা কি সেই বলদপৰ্ণ আত্মস্তরী লর্ড কর্জনের সহ হইতে পারে? নবাব সিরাজুদ্দৌলা নিষ্ঠুরতার কলঙ্কদায় হইতে অব্যাহতি পাইল, ইহা কি হইতে পারে? নবাব সিরাজুদ্দৌলার কলঙ্ক-কালিমা মুছিয়া গেলে ইংরেজের কলঙ্ক-কালিমা ঘোর ঘনাকারে ফুটিয়া উঠিবে, ইহা কি লর্ড কর্জন বুঝেন নাই? ইংরেজ একজন নিরীহ নির্বিবাদ নির্দোষ নিশ্চিন্ত নবাবকে অকারণ রাজ্যচ্যুত করিয়াছে বলিয়া নিন্দার ঢাক আবার তৈরবনাদে বাজিয়া উঠিবে, ইহা কি লর্ড কর্জন বুঝেন নাই? তাইত তিনি তাড়া-তাড়ি অঙ্কুপের স্মৃতি-স্তম্ভ খাড়া করিয়া তুলিলেন।

“ইংরেজের জয়” নামক গ্রন্থে বিহারী বাবু এই ভাবে লিখিয়া-ছেন,— অঙ্কুপের বিবরণ হলওয়েলের কল্পনা প্রস্তুত। পাছে তাঁহার প্রতি বিলাতের লোকেরা সমবেদনা প্রকাশ না করেন, পাছে তিনি কলিকাতার দুর্গ রক্ষা করিতে পারেন নাই বলিয়া ইংরেজের নিকট নিন্দিত হন, সেই ভয়ে বিলাতী লোকের চিন্তা আকর্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে তিনি “অঙ্কুপে”র কল্পনা করিয়া-ছিলেন। এই হলওয়েল সাহেবই স্বয�়ং অঙ্কুপের স্মৃতি-স্তম্ভ খাড়া করিয়াছিলেন; কিন্তু কই কোথায় সে স্মৃতি-স্তম্ভ! এই স্মৃতি-স্তম্ভ খাড়া হইতে না হইতেই, কে জানে—কে কোন্ মূহুর্তে ইহা মাটীতে লুটাইয়া ধূলার অগুকণায় মিশাইয়া দিয়াছিল। যদি অঙ্কুপের বিবরণ অমূলক না হইত, যদি এই অঙ্কুপের অস্তিত্বে ইংরেজের

বিশ্বাস থাকিত, তাহা হইলে, হলওয়েলের ঐ কৌত্তিবিভূতি স্মৃতি-সন্তের পুনরুদ্ধার নিশ্চিতই হইত। ঐ স্মৃতি-সন্ত আপনি পড়িয়া লুটাইল, কি আর কেহ অবিশ্বাসে উহা লুটাইয়া দিল, এখনও কেহ কিন্তু তাহা বলিতে পারে না। সত্যসত্যই যদি লোমহর্ষণ হৃদয়-বিদারক ঘটনা ঘটিত, তাহা হইলে ইংরেজের এমন প্রকৃতি নয় যে, ঐ স্মৃতি-সন্তের পুনরুদ্ধার না করিয়া তাহারা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন।

বিহারী বাবু আগুন জ্বালাইয়া তুলেন, অপর ইতিহাস-লেখক সে আগুনে ফুঁকার দেন। তাহাতেই দেশের লোকের চক্ষু ফুটিয়াছে। তাহাতেই লর্ড কর্জন নাচিয়াছেন। নহিলে, কি আবার অঙ্কুপের স্মৃতি-সন্ত উচিত? বেশ হইয়াছে! এদেশের লোকে যতই সে স্মৃতি-সন্ত দেখিবে, পলাশীর সেই পূর্ব স্মৃতি ততই তাহাদের মনে জাগিয়া উঠিবে!

কেবল অঙ্কুপের স্মৃতি-সন্তে নহে,—পলাশীর স্মৃতি-চিত্রে আর লর্ড ক্লাইবের স্মৃতিনির্দর্শন প্রতিষ্ঠ। প্রস্তাবে, লর্ড কর্জন আরও কীভিমান হইয়া উঠিতেছেন। এই পলাশীর স্মৃতি-সন্তে আর লর্ড ক্লাইবের স্মৃতি-নির্দর্শন-প্রতিষ্ঠাপ্রস্তাবে একে একে পলাশীর সেই পূর্ব স্মৃতি জাগিয়া উঠিতেছে।<sup>১</sup> ইংরেজ পলাশীক্ষেত্রে কিসের বলে জয়ী হইয়াছিলেন, কিসের জন্ত লর্ড ক্লাইবের জয়ড়ক। বজ্জিয়া উঠিয়াছিল, একে একে সেই সব কথা মনে পড়িতেছে।—সে সব কথা কেবল বিহারী বাবুরই নহে, ইংরেজ ইতিহাস লেখক মাত্রেরই। হে লর্ড কর্জন! বলিহারি তোমার সাহস! বলিহারি তোমার বেহায়ামি! পলাশীক্ষেত্রে স্মৃতি-সন্ত খাড়া করিবার প্রস্তাব তুমি কোন মুখে করিলে? অথবা ইহুসংসারে তোমার অকথ্যও

কিছু নাই, অকার্যও কিছু নাই ! সত্য সত্যই কি ইংরেজের তরবারি-বলে পলাণীক্ষেত্রের যুক্তে জয়লাভ হইয়াছিল ! তাহা হইলে এ স্মৃতি-স্মৃতি সাজিত । তরবারি বলে ভারত লাভ হয় নাই, কেবল তরবারির বলে ভারত রাখিতে পারিবে না । ইংরেজের শাসনে যাহা ভুলিয়া যাইতেছিলাম, আজ কর্জন আবার তাহা জাগাইয়া তুলিয়াছেন । সব ভুলিতে পারি ; কিন্তু ভুলিতে পারিব না,— মিরজাফরের সেই বিশ্বাসঘাতকতা, আর ক্লাইবের সেই জাল-প্রতারণা ! ভুলিতে পারিব না,—সেই বাঙালী বৌর মোহনলালের রণ-গুণপণ ; আর সেই নৌ-সেনাপতি আডমিরাল ওয়াটসনের ধর্মপরায়ণতা । এক বৃক্ষে দুই ফল । এক ফল সুমিষ্ট, আর একফল কটুতিক্ত । একই ইংরেজবংশে ক্লাইবও জন্মিয়াছিলেন, ওয়াটসনও জন্মিয়াছিলেন । ক্লাইব জুয়াচোর, আর ওয়াটসন ধর্মপরায়ণ । যখন উমিচান্দকে ঠকাইবার জন্য ক্লাইব ওয়াটসনকে জাল সন্ধিপত্রে সহি করিতে বলিয়াছিলেন, তখন ওয়াটসন বিশ্বারিত নেত্রে চাহিয়া বলিয়াছিলেন,—“এ জুয়াচুরি আমি করিতে পারিব না ।” ক্লাইব কিন্তু অম্বানবদনে অকুণ্ঠিতচিত্তে সেই জাল পত্রে ওয়াটসনের জাল সহি করিয়া-ছিলেন ! অহো ! এই ক্লাইবেরই স্মৃতি-নির্দর্শন !

কি গুণে এতদিন পরে লর্ড ক্লাইবের স্মৃতি-নির্দর্শনের প্রস্তাৱ বল দেখি ? প্রতারণা-জুয়াচুরির কথা ছাড়িয়া দাও, তাহার বৌর-ত্বেরই বা কি পরিচয় পাইয়াছ ? যে পলাণী যুক্তের বিজয়-ধোষণা সম্বন্ধে স্মৃতি-স্মৃতি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাৱ উঠিয়াছে, মনে পড়ে কি, সেই পলাণীযুক্তের সময় সেই ক্লাইব মৃগয়ামক্ষের আশ্রয় লইয়া ঘোর নির্দায় স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন ? যখন মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায়

পলশীক্ষেত্রে ইংরেজের জয় হইল, তখন এই ক্লাইব ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। তিনি নিদ্রাখৃত হইয়া দেখেন যে, ইংরেজের জয় হইয়াছে। মরি, মরি, এই ক্লাইবেরই স্মৃতি-নির্দর্শন!

আর ইতিহাসের আলোচনা করিতে চাহি না, এই ক্লাইব নবাবের সহিত যুক্তে পদে পদে ভীতির নির্দর্শন প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মনে পড়ে কি, এই ক্লাইবই প্রথমতঃ বাঙালায় আসিয়া বজবজের ক্ষুদ্র দুর্গের সম্মুখে উন্মুক্ত প্রান্তরে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন? মনে পড়ে কি, সিরাজুদ্দৌলা যখন দ্বিতীয় বার কলিকাতা আক্রমণ করেন, তখন ক্লাইব সিরাজুদ্দৌলার সহিত যুক্তে পরাভূত হইয়া অলিনগরে সক্ষি স্থাপন করেন? মরি, মরি, এই ক্লাইবেরই স্মৃতি-নির্দর্শন! ক্লাইব বিলাতে ইংরেজের নিকট এক দিনের জন্য বীর-পূজা পান নাই, পরন্ত ক্লাইব তাহার কাপুরুষতার জন্য ইংরেজ ঐতিহাসিকের নিকট বার বার ডেস্টিনেট হইয়াছেন। সত্য সত্যই যদি ক্লাইবের কিছু গুণ থাকিত, তাহা হইলে কি এত দিনে তার স্মৃতি-নির্দর্শন প্রতিষ্ঠিত হইত না? ক্লাইব বিশ্বাসযাতকতায় জয়লাভ করিয়াছিলেন। সেই জয়ের ফলে ইংরেজ রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন; তবুও কিন্তু ক্লাইবের নামে ইংরেজ জাতির নাসিকা সঙ্কুচিত হইত। অধম্বীর প্রতারণাকৌশলে অধম্বের উপর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, ইহার পরিণাম কি জানি না; কিন্তু ইংরেজ জাতি এত বড় রাজ্যলাভ করিয়াও একদিনও ক্লাইবের প্রতি বীরসম্মান প্রশংসন করিতে পারেন নাই। মরি! মরি! এই ক্লাইবেরই স্মৃতি দিনর্শন!

ইতিহাসে প্রস্ফুট না থাকুক, মেকলের অযাচিত কৈফিয়তে এখনও অনেকেরই সংশয়, এই ক্লাইবেরই প্ররোচনায় সিরাজ-

দৌলাৰ হত্যা হইয়াছিল । কেহ কিছু জিজ্ঞাসা কৱে নাই ; কেহ কিছু বলে নাই ; মেকলে তাড়াতাড়ি বলিলেন,—সিৱাকুদৌলাৰ হত্যাকাণ্ডে ক্লাইবেৰ কোন সম্পর্ক ছিল না । সংশয় আছে বলিয়া, ক্লাইবেৰ অধাৰ্শ্বিকতা স্মৰণ কৱিয়া এখনও বিলাতে অনেক ইংৰেজ ক্লাইবেৰ স্মৃতিনিৰ্দৰ্শনেৰ পক্ষপাতী নহেন । এ কেবল গ্ৰুচকী কূট-নীতিক কৰ্জনেৱই কল্পনা ।

বেশ হইয়াছে ! হয়ত এদেশেৰ লোকেৱা একে একে সে সব কথা ভুলিয়া যাইতেছিল । আজ পলাশী যুদ্ধেৰ স্মৃতিস্তম্ভে ও লড় ক্লাইবেৰ স্মৃতি-নিৰ্দৰ্শন-প্ৰতিষ্ঠা প্ৰস্তাৱে মেঁই সব কথা জাগিয়া উঠিবে ।

বেশ হইয়াছে ! আজ পলাশী ক্ষেত্ৰেৰ এই স্মৃতি-স্তম্ভে ও লড়-ক্লাইবেৰ স্মৃতি-নিৰ্দৰ্শন-প্ৰতিষ্ঠা প্ৰস্তাৱে অনেক চৱিত্ৰ-বৈচিত্ৰ্য বাঙালীৰ প্ৰাণে জাগিয়া উঠিবে । তাহাতে ফলও আছে, লাভও আছে ।

### কৰ্জনেৱ বক্তৃতা ।

কলিকাতাৰ লাল দীঘিৰ ধাৱে কৰ্জন কৰ্ত্তৃক যে অন্ধকৃপেৱ স্মৃতিস্তম্ভ প্ৰতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইংৰেজি ১৯০২ সালেৰ ১৯শে ডিসেম্বৰ তাৰিখে এই স্মৃতিস্তম্ভৰ আবৱণ উন্মোচন কালে লড় কৰ্জন এইৱৰ্ক বক্তৃতা কৱিয়াছিলেন, —

“I dare say that the worthy citizens of Calcutta may have been a good deal puzzled on many occasions during the past four years to see me rum-

maging about this neighbourhood and that of the adjoining Post Office in the afternoons, poking my nose into all sorts of obscure corners, measuring, marking, and finally ordering the erection of marble memorials and slabs. This big pillar which I am now about to unveil, and the numerous tablets on the other side of the street, are the final outcome of these labours. But let me explain how it is that they have come about and what they mean.

When I came out to India in this very month four years ago, one of the companions of my voyage was that delightful book *Echoes of Old Calcutta*, By Mr. Busteed, formerly well known as an officer in the Calcutta Mint, and now living in retirement at home. There I read the full account of the tragic circumstances under which the old Fort William, which stood between the site where I am now speaking and the river, was besieged and taken by the forces of Siraj-ud-Dowlah in 1756 ; and of the heroism and sufferings of small band of survivors who were shut up for an awful summer's night in June in the tiny prison known as the Black Hole, with the shocking result that of the 146 who went in only 23 came out alive. I also read that the Monument which had been erected shortly after the disaster by Mr. Holwell, one of the survivors, who wrote a detailed account of that night of horror, and who was after-

wards Governor at Fort William, in order to commemorate his fellow-sufferers who had perished in the prison, had been taken down, no one quite knows why, in or about in the year 1821 ; and Mr. Busteed went on to lament, as I think very rightly, that whereas for sixty years after their death Calcutta had preserved the memory of those unhappy victims, ever since that time, now eighty years ago, there had been no monument, not even a slab or an inscription, to record their names and their untimely fate.

It was Mr. Busteed's writings accordingly that first called my attention to this spot, and that induced me to make a careful personal study of the entire question of the site and surroundings of old Fort William. The whole thing is now so vivid in my mind's eye that I never pass this way, without the Post Office and Custom House and the modern aspect of Writer's Buildings fading out my sight, while instead of them I see the walls and bastions of the old Fort exactly behind the spot where I now stand, with its Eastern gate, and the unfinished ravelin in front of the gate, and the ditch in front of the ravelin, into which the bodies of those who had died in the Black Hole were thrown the next morning, and over which Holwell erected his monument a few years later.

Nearly twenty years ago Mr. Roskell Bayne of the East Indian Railway, made a number of digg-

ings and measurements that brought to light the dimensions of the old Fort, now almost entirely covered with modern buildings ; and I was, fortunate enough when I came here to find a worthy successor to him and coadjutor to myself in the person of Mr. C. R. Wilson, of the Indian Education Department, who had carried Mr. Bayne's inquiries a good deal further, cleared up some doubtful points, corrected some errors, and fixed with accuracy the exact site of the Black Hole and other features of the fort. All of these sites I set to work to commemorate while the knowledge was still fresh in our minds. Wherever the outer or inner line of the curtain and bastions of old Fort William had not been built over I had them traced on the ground with brass lines let into stone --you will see some of them on the main steps of the Post Office—and I caused white marble tablets to be inserted in the walls of the adjoining buildings with inscriptions stating what was the part of the old building that originally stood there. I think there are some dozen of these tablets in all, each of which tells its own tale.

I further turned my attention to the site of the Black Hole, which was in the premises of the Post Office, and could not be seen from the street, being shut off by a great brick and plaster gateways. I had this obstruction pulled down, and an open iron gate and railings erected in its place. I had the

site of the Black Hole pave with polished black marble, and surrounded with a neat iron railing, and finally, I placed a black marble tablet with an inscription above it, explaining the memorable and historic nature of the site that lies below. I do not know if cold weather visitors to Calcutta, or even the residents of the city itself, have yet found out the existence of these memorials. But I venture to think that they are a permanent and valuable addition to the possessions and sights of the Capital of British rule in India.

At the same time I proceeded to look into the question of the almost forgotten monument of Holwell. I found a number of illustrations and descriptions of it in the writings of the period, and though these did not in every case precisely tally with each other, yet they left no doubt whatever as to the general character of monument, which consisted of a small pillar or obelisk rising from an octagonal pedestal, on the two main faces of which were inscriptions written by Holwell, with the names of a number of the slain. Holwell's monument was built of brick covered over with plaster, like all the monuments of the period in the old Calcutta cemeteries ; and I expect that it must have been crumbling when it was taken down in 1821, for I have seen a print in which it was represented with a great crack running down the side from the top to the base, as though it had been

struck by lightning. I determined to reproduce this memorial with as much fidelity as possible in white marble, to re-erect it on the same site, and to present it as my personal gift to the city of Calcutta in memory of a never-to-be-forgotten episode in her history, and in honour of the brave men whose life-blood had cemented the foundations of the British Empire in India. This pillar accordingly, which I am about to unveil is the restoration to Calcutta of one of its most famous landmarks of the past, with some slight alteration of proportion, since the exact dimensions of Holwell's original pillar were found to be rather stunted when placed in juxtaposition to the tall buildings by which it is now surrounded. There is some reason to think, from the evidence of old maps, that the ditch in which the bodies were interred and the earlier monument above them were situated a few yards to the eastward of the site of the new monument : and I had excavations made last summer to see whether we could discover either the foundations of Holwell's obelisk, or any trace of the burial below them. The edge of the old ditch was clearly found, but nothing more. However, that we are within a few feet of the spot where those 123 corpses were cast on the morning of the 21st of June 1756, there can be no shadow of a doubt, and their memory is now preserved, I hope for ever, within a few yards of

the spot where they suffered and laid down their lives.

There are, however, two very material alterations that I have made in the external features of the monument. Holwell's inscriptions, written by himself with the memory of that awful experience still fresh in his mind, contained a bitter reference to the personal responsibility for the tragedy of Siraj-ud-Dowlah, which I think is not wholly justified by our fuller knowledge of the facts, gathered from a great variety of sources, and which I have therefore struck out as calculated to keep alive feelings that we would all wish to see die. Further, though Holwell's record contained less than 50 names out of the 123 who had been suffocated in the Black Hole, I have, by means of careful search into the records both here and in England, recovered not only the Christian names of the whole of these persons, but also more than 20 fresh names of those who also died in the Prison. So that the new monument records the names of no fewer than 60 of the victims of that terrible night.

In the course of my studies, in which I have been ably assisted by Mr. S. C. Hill, of the Record Department, who is engaged in bringing out a separate work on the subject. I have also recovered the names of more than 20 other Europeans who, though they did not actually die in the Black-

Hole, yet were either killed at an earlier stage of the Seige, or having come out of the Black Hole alive, afterwards succumbed to its effects. These persons seem to me equally to deserve commemoration with those who were smothered to death in the prison, and accordingly I have entered their names on the remaining panels of this monument. We therefore have inscribed on this memorial the names of some 80 persons who took part in those historic events which established the British dominion in Bengal nearly a century and a half ago. They were the pioneers of a great movement, the authors of a wonderfel chapter in the history of mankind : and I am proud that it has fallen to my lot to preserve their simple and humble names from oblivion, and to restore them to the greatful remembrance of their countrymen.

In carrying out this scheme I have been pursuing one branch of a policy to which I have deliberately set myself in India, namely, that of preserving, in a breathless and often thoughtless age, the relics and memorials of the past. To me the past is sacred. It is often a chronicle of errors and blunders and crimes, but it also abounds in the records of virtue and heroism and valour. Anyhow, for good or evil, it is finished and written and has become part of the history of the race, part of that which makes us what we are. Though human life is blown out as easily as the flame of a

candle, yet it is something to keep alive the memory of what it has wrought and been, for the sake of those who come after ; and I dare say it would solace our own despatch into the unknown if we could feel sure that we too are likely to be remembered by our successors, and that our name was not going to vanish altogether from the earth when the last breath has fled from our lips.

I have been strictly impartial in carrying out this policy, for I have been equally keen about preserving the relics of Hindu and Musulman of Brahman and Buddhist, of Dravidian and Pathan. European and Indian, Christian and non-Cristian are to me absolutely alike in the execution of this solemn duty. I draw no distinction between their claims. And therefore, I am doing no more here than I have done elsewhere, if I turn to the memories of my own countrymen, and if I set up in the capital of the Indian Empire this tardy tribute to their sacrifice and suffering.

How few of us ever pause to think about the past, and our duty to it, in the rush and scurry of our modern lives. How few of us who tread the streets of Calcutta from day to day ever turn a thought to the Calcutta Past. And yet Calcutta is one great grave yard of memories. Shadows of departed Governors-General power about the marble halls and corridors of Government House, where I do my daily work. Forgotten worthies

in ancient costumes haunt the precincts of this historic square. Strange figures, in guise of peace or war, pass in and out of the vanished gateways of the vanished fort. If we think only of those whose bones are mingled with the soil underneath our feet, we have but to walk a couple of furlongs from this place to the churchyard where lies the dust of Job Charnock, of Surgeon William Hamilton, and of Admiral Watson, the founder, the extender, and the saviour of the British dominion in Bengal. A short drive of two miles will take us to the most pathetic site in Calcutta, those dismal and decaying Park Street Cemeteries where generations of by-gone Englishmen and Englishwomen, who struggled and laboured on this stage of exile for a brief span, lie unnamed, unremembered, and unknown. But if among these forerunners of our own, if among this ancient and unconscious builders of Empire, there are especially any who deserve commemoration, surely it is the martyr band whose fate I recall and whose names I resuscitate on this site; and if there be a spot that should be dear to the Englishmen in India, it is that below our feet which was stained with the blood and which closed over the remains of the victims of that night of destiny, the 20th of June 1756. It is with these sentiments in my heart that I have erected this monument, that I now hand it over to the citizens of Calcutta, to be kept by them in perpetual remembrance of the past."

( সংক্ষিপ্ত মর্মান্বাদ )

গত চারি বৎসর কাল প্রায় মধ্যে মধ্যেই কলিকাতার অধিবাসিগণ আমাকে এই অঞ্চলে কোন তথ্যের অনুসন্ধানে ব্যস্ত তাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়া থাকিবেন। হয়ত অনেকে ইহাতে বিশ্বিত হইয়াছিলেন। আমি ঐ পোষ্ট-আফিসে, আফিস-পরের অঙ্ককারময় সামগ্র্য কোণাগুলি পর্যন্ত খুঁজিয়া দেখিয়াছি,— কত দাগ দিয়াছি, মাপিয়াছি। এই যে প্রকাণ্ড স্তুতি, এবং রাস্তার চারিদিকে এই যে প্রস্তর-ফলক, ইহা আমার সেই পরিশ্রমের ফল। এখন, কি জন্ত এই গুলির অবতারণা এবং এইগুলি কি অর্গবোধক, — এসম্বন্ধে কিছু বলিতেছি।

চারি বৎসর পূর্বে ঠিক এই মাসে যখন আমি এদেশে আসি, তখন জাহাজে আমার নিকট একখানি পুস্তক ছিল, তাহার নাম “ইকোস্ অব ওল্ড ক্যালক্যাট” অর্থাৎ “কলিকাতার পুরাবৃত্ত।” মিঃ বস্তিদ এই পুস্তকের প্রণেতা। মিঃ বস্তিদ কলিকাতা টাকশালের ভূতপূর্ব কর্মচারী; তিনি এখন বিলাতে। পূর্বে এই স্থানেই পুরাতন “ক্লেট উইলিয়ম” কেল্লা ছিল, ১৭৫৬ সালে সিরাজুদ্দৌলার সৈন্যদল কর্তৃক ‘কিরণে সেই কেল্লা অধিকৃত হয়, তাহার বিস্তৃত বিবরণ এবং জুন মাসের দারুণ গ্রীষ্মের রাতে “ব্র্যাকহোল” বা “অঙ্ককৃপ” নামক স্বল্পায়তন কারাকক্ষে আবদ্ধ ১৪৬ জনের মধ্যে মৃতাবশিষ্ট মাত্র ২৩ জনের বিষম যন্ত্রণা ও তাহাদের সাহসিকতার উপাখ্যান আমি এই পুস্তকে পড়িয়াছি। আরও এই পুস্তকে পড়িয়াছি যে, এই দুর্ঘটনার পরেই মিঃ হলওয়েল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্বতিস্তুতী ১৮২১ খন্তাদে কিন্তু কিছু পূর্বে অপসারিত হয়। ইহার কারণ কি,

কেহ বলিতে পারে না। মিঃ হলওয়েলও অন্কুপে আবদ্ধ হইয়াছিলেন; যাহারা রক্ষা পাইয়াছিলেন, ইনি তাহাদের মধ্যে একজন। শেষে মিঃ হলওয়েল ফোটউইলিয়মের গবরণে হইয়াছিলেন। ইনি অন্কুপে মৃত ব্যক্তিগণের শরীরার্থে সেই ভয়াবহ রজনীর বিস্তৃত বিবরণ লিখেন এবং হত ব্যক্তিগণের একটী স্মৃতিস্তুতি প্রস্তুত করেন। অন্কুপের হত্যার পর ৬০ বৎসর পর্যন্ত এই দুর্ঘটনায় হতব্যক্তিগণের স্মৃতিস্তুতি রক্ষিত হয়। তাহার পর প্রায় ৮০ বৎসর অতিবাহিত হইল, হতভাগ্যদিগের অকাল মরণের কোন স্মৃতি নির্দর্শন, এমন কি, একথানি প্রস্তুর-ফলক পর্যন্ত প্রস্তুত হয় নাই—মিঃ বস্তিদের ইহার জন্য বিশেষ শোক প্রকাশ করিয়াছেন। মিঃ বস্তিদের একান্ধাক-প্রকাশ আয় সঙ্গতই হইয়াছে।

বস্তিদের পুস্তক পাঠেই আমার এই স্থানে মনোযোগ আকৃষ্ণ হয় এবং আমি পুরাতন ফোর্ট উলিয়ম কেল্লার কোথায় কি ছিল তাহার তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। তাহার ফলে সেই কেল্লার সমস্ত অবয়ব আমার মানস-চক্ষুতে একপ উদ্ভাসিত হইয়াছে যে, যখন আমি এই পথ দিয়া যাই, তখন এই পোষ্ট-আফিস, কষ্টম-হাউস এবং এই রাইটাস-বিল্ডিং-বাড়ী আমার চর্জ চক্ষু হইতে অপস্থিত হয়, তৎপরিবর্তে কেবলই সেই পুরাতন কেল্লা, সেই গেট, সেই নর্দামা, - সেই পুরাতন দৃঢ় সকল আমার চক্ষে প্রতিফলিত হইতে থাকে। অন্কুপে মৃত ব্যক্তিগণ এই নর্দামায় সমাধি পাইয়াছিল। এই নর্দামার উপরই হলওয়েল সাহেব কিছু দিন পরে এক স্মৃতিস্তুতি প্রতিষ্ঠিত করেন।

বিশ বৎসর পূর্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলের মিঃ রসেল বেন এক-

বাব কয়েকটি স্থান খনন করিয়াছিলেন ; তাহার চেষ্টায় সেবার পুরাতন কেল্লার পরিমাণ জানিতে পারা যায় । তাহার পর শিক্ষা-বিভাগের মিঃ সি আর উইলসন আরও কয়েকটি বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়ের উদ্ধার করেন ; কয়েকটি ভুল ছিল, তাহারও শেধন হয় । মিঃ উইলসনের বিশেষ অনুসন্ধানে অঙ্ককূপের যথার্থ স্থান বাহির হইয়া পড়ে । যতদূর স্মরণ ছিল, আমি পুরাতন কেল্লার সকল ভগ্নাংশেরই এক একটি স্মৃতিচিহ্ন রাখিয়াছি । যে যে স্থানে সেই পুরাতন কেল্লার ঝিলিমিলি বা কোণ ছিল, সেই সেই স্থানের মধ্যে যে যে স্থান এখন খোলা পড়িয়া আছে, তাহাতে মাটির উপর পিতল-রেখা খচিত প্রস্তর বসাইয়া আমি তাহার চিহ্ন রাখিয়া দিয়াছি, আর যে যে স্থানে অট্টালিকা নির্মিত হইয়াছে, সেই সেই স্থানে অট্টালিকা-গাত্রে এক এক খানি শ্বেত প্রস্তর-ফলক আঁটিয়া দিয়া তাহাতে লিখিয়া দিয়াছি । অনুমান, বাবো খানি এইরূপ প্রস্তর-ফলক আছে ; ইহারা সকলেই আপন আপন পরিচয় প্রদান করিবে ।

এখন যেখানে জেনারেল পোষ্ট-আফিস নির্মিত হইয়াছে, তা স্থানেই ‘অঙ্ককূপ’ ছিল । পোষ্ট-আফিস বাড়ীর সে অংশটি রাজপথ হইতে দেখা যাইত না ; একটা গাথনিতে আড়াল পড়িত । এই গাথনিটা ভাঙ্গিয়া দিয়া, সেখানে এখন লোহার খোলা ফটক বসানো হইয়াছে । যে স্থানে ‘অঙ্ককূপ’ ছিল, সে স্থানটি কালো পাথরে বাধানো হইয়াছে ; তাহার চারিদিকে লোহার রেলিং দেওয়া হইয়াছে । অঙ্ককূপের কিছু বিবরণ খোদিত একখানি কালো প্রস্তরফলক আমি এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি । শাওকালে যাঁহারা কলিকাতায় আসেন, তাহারা

কিন্তু এই সহরের অধিবাসিগণ এই সকল স্মতিচিহ্ন এখনও দেখিয়াছেন কি না, আমি জানিন। তবে আমি বলিতে পারি, এ স্মতিচিহ্নগুলি বৃটিশ-ভারতের রাজধানীর স্থায়ী এবং মহামূল্য সম্পদ।

হলওয়েল-প্রতিষ্ঠিত স্মতিস্তম্ভের কথা একরকম লোকে ভুলিয়া গিয়াছিল। আমি সেই সময়ের ছবি এবং লিখিত বিবরণ কিছু কিছু পাইয়াছিলাম। এই সকল বিবরণাদির পরপর ঠিক মিল নাথাকিলেও, এই টুকু মিল আছে যে, সেই নাতি-দীর্ঘ স্তম্ভটা একটি অষ্টকোণ বিশিষ্ট বেদিকার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহার দুই পাশে অঙ্ককূপ-নিহত কয়েকজনের নাম খোদিত ছিল। এই স্তম্ভ ইষ্টকনির্মিত ; উপরে চূণকাঘ করা। একটি লিখিত বিবরণ হইতে বুঝা যায়, স্তম্ভটা আগাগোড়া ফাটিয়া গিয়াছিল, দেখিলে বোধ হইত যেন বজাধাতে উহা ফাটিয়াছিল। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে যখন এই স্তম্ভটি অপসারিত হয়, আমার অনুমান, তখন স্তম্ভটি খসিয়া পড়িয়াছিল। আমার সকল ছিল, যতদূর সন্তুষ্ট, হলওয়েল-স্তম্ভের অনুরূপ করিয়া শ্বেত প্রস্তরে এই স্মতি-স্তম্ভটি গড়িয়ঁ তুলিব ; যতদূর সন্তুষ্ট, যে স্থানে অঙ্ককূপ ছিল, ঠিক সেই স্থানে স্তম্ভটি স্থাপন করিব। কলিকাতার ইতিহাসের চির-স্মরণীয় ঘটনার স্মতি-নির্দশন স্বরূপ এবং যাহারা বুকের রক্ত দিয়া ভারতে বৃটিশ-রাজস্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, সেই—সাহসী বৌরগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন জন্য —আমি এই স্মতি-স্তম্ভ দান করিতেছি। এই স্তম্ভ কলিকাতার পুরানো ইতিহাসের একটি প্রধান ঘটনার স্মতিরক্ষা করিবে। এখন যে স্থানে স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইল, প্রাচীন মানচিত্র সকল দেখিলে বুঝা যায়, এই

স্তম্ভের কয়েক গজ মাত্র পূর্বে হলওয়েল ফুত পুরাতন স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত ছিল, যে পরিধায় অন্ধকৃপে মৃত ব্যক্তিদিগের সমাধি হইয়াছিল, সেই পরিধার উপর হলওয়েল সাহেব স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন। হলওয়েল-স্তম্ভের কোন ভিত্তি-নির্দর্শন কিন্তু কোন একটি কবরের চিহ্নমাত্র আবিষ্কার করা যায় কিনা দেখিবার জন্য, আমি গত গ্রীষ্মকালে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলাম। পুরানো পরিধার প্রান্তভাগ মাত্র দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল; আর কিছুই দেখা যায় নাই। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ২১শে জুন সকাল বেলা যেস্থানে ১২৩ জনের মৃতদেহ সমাধি পাইয়াছিল, ঠিক সেই স্থানে না হউক, সেই স্থানের কয়েক ফুট মাত্র দূরে তাহাদের স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইল,—আমি আশা করি, চিরদিনের জন্য এই স্মৃতি জাগিয়া রহিবে।

বহিরঙ্গে আমার এই স্মতি-স্তন্ত্রের বিশেষ পরিবর্তন ঘটিয়াছে।  
হলওয়েল স্বয়ং তাঁহার স্তন্ত্র-অঙ্গে বিবরণী লিখিয়াছিলেন। তিনি  
নিজে ভুক্তভোগী। লিখিবার সময় তাঁহার মনে সেই বীভৎস  
দৃশ্যের জ্বলন্ত স্মতি জাগরিত ছিল। এই দুর্ঘটনা সম্বন্ধে হলওয়েল  
সিরাজুদ্দৌলা'র ব্যক্তিগত দায়িত্বেয় বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন।  
কিন্তু আমার বিবেচনায়, ইহা পূরাপূরি অ্যায়সঙ্গত নহে। অন্ধকূপে  
মৃত ১২৩ জনের মধ্যে হলওয়েল-লিখিত বিবরণে পঞ্চাশটিরও  
কম নামের উল্লেখ ছিল; আমি বিলাতে এবং এখানে পুরানো  
কাগজ-পত্র দেখিয়া শুনিয়া যথেষ্ট চেষ্টায় ইহাদের সকলের খৃষ্টান-  
নাম—অধিকস্তু ২০টি নৃতন নাম সংগ্ৰহ কৰিয়াছি। এই নৃতন  
স্মতি-স্তন্ত্রে অন্ধকূপে মৃত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনুয়ন ৬০ জনের নাম  
সন্তুষ্টিবেশিত হইল।

এই কার্যে আমি রেকড'-ডিপার্টমেন্টের থঃ এস সি হিলের নিকট বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি। এই বিষয়ে তিনি একখন নৃতন গ্রন্থ প্রণয়নে নিযুক্ত আছেন। আমি অতিরিক্ত ২০ জন ইউরোপীয়ানের নাম পাইয়াছি। ইহারা কেহ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অঙ্ককৃপে পচিয়া মরে নাই; তবে, কেহ অবরোধের প্রথমাবস্থায় হত হয়, কেহ বা অঙ্ককৃপ হইতে জীবিতাবস্থায় বাহির হইয়া, বিষম যন্ত্রণার ফলে মারা পড়িয়াছিল। অঙ্ককৃপে শ্বাসবন্ধ হইয়া যাহারা প্রাণ হারাইয়াছিল, তাহাদের স্থায় এই ২০ জনেরও স্মৃতিচিহ্ন রাখা সঙ্গত বলিয়া আমার মনে হয়। এই কারণে আমি এই স্মৃতিস্তুতে তাহাদেরও নাম খোদিত রাখিয়াছি। প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে যাহারা বঙ্গদেশে বৃটিশ-রাজত্ব সংস্থাপনের শুভ অনুষ্ঠানে অক্লান্ত পরিশ্রমে কার্য করিয়াছিল, আমি সেই ৮০ জনের নাম এই স্তুত-অঙ্গে খোদিত করিয়া রাখিয়াছি। ঘটনাচক্রের একটা মহৎ আবর্তনে ইহারাই অগণী। মানব-ইতিহাসের একটি অদ্ভুত অধ্যায়ের ইহারাই প্রণেতা। বিশ্বতির গর্ভ হইতে তাহাদের নাম কয়ট উক্তার করিবার শুভাদৃষ্টি আমার ঘটিয়াছে, ইহাতে আমি গৌরবান্বিত।

এই কর্মসূল প্রাণহীন চিন্তাশূল্য যুগে অতীতের স্মৃতি সংরক্ষণই আমার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যেই আমি এই কাজ করিয়াছি। অতীত ঘটনা আমার নিকট পরম পবিত্র। কখনও কখনও ইহা ভূম-ভাস্তি বা পাপের ইতিহাসকূপে পরিচিত হয় বটে, তথাপি ইহা অনেক সনয়ে পুণ্য, বৌরহ এবং সাহসিকতারও যশোকীর্তন করে। ভালই হউক বা মন্দই হউক, ইহা ঘটিয়াছে, ইহার বিবরণও লিখিত হইয়া মানব জাতির ইতিহাসের অংশ-

ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। দীপশিখার গায় মানুষের জীবন-  
লোক ফুঁকারে নিভিয়া যায়; কিন্তু তাহার কার্য ও  
পরিচয়ের খাতিরে, ভবিষ্যতে যাহারা আসিবে, তাহাদের জন্য  
এই মানব-জীবনের স্মৃতিরক্ষা কর্তব্য। আমাদের জীবন  
শাসকুন্ড হইবামাত্র আমাদের নাম লোপ হইবে না, উক্তর  
পুরুষগণ আমাদের স্মৃতি রক্ষা করিবে,—ইহা নিশ্চিন্ত  
জানিতে পারিলে, আমরা আমাদের কার্যে সন্তোষ লাভ  
করিতে পারিব।

এই নিয়মে কার্য করিতে আমি সম্পূর্ণ অপক্ষপাত ; কারণ,  
হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ- ব্রাহ্মণ, ড্রাবিড়িয়ান-পাঠান প্রভৃতি সকলে-  
রই স্মৃতিরক্ষায় আমার সমান আগ্রহ। ইউরোপীয়, ভারতীয়,  
খৃষ্টান, অখৃষ্টান—এ কর্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন সময়ে আমার চক্ষে  
সকলেই সমান। ইহাদের মধ্যে কাহারও দাবীতে আমি পার্থক্য  
দেখিনা, স্বতরাং আমি যদি আমার স্বদেশবাসিগণের প্রতি দৃষ্টি-  
পাত করি, কিন্তু ভারতসাম্রাজ্যের রাজধানীতে তাহাদের  
আত্মদানের জন্য আমার অসাময়িক দান—এই স্মৃতি স্মন্তের  
প্রতিষ্ঠা করি, তাহা হইলে, আমি অন্যস্থানে যাহা করিয়াছি,  
এখানেও তাহা অপেক্ষা বেশী কিছু করিব না।

অতীতের কাহিনী এবং আমাদের কর্তব্যের কথা এখন কয়  
জন চিন্তা না করিয়া থাকে ? আধুনিক কলিকাতায় পথে চলিতে  
চলিতে কয়জন কলিকাতার পুরোবঙ্গার বিষয় ভাবিয়া থাকে ?  
তাহাদের সংখ্যা বড় কম। এখনও কলিকাতা একটি অতীত  
স্মৃতির সমাধি-ক্ষেত্র। আমি প্রতিদিন যেখানে বসিয়া আমার  
দৈননিক কার্য করিয়া থাকি- সেই গবরনেন্ট-হাউসের প্রস্তর-

প্রস্তুত অট্টালিকা, বারান্দা, চতুরাদিতে ভূতপূর্ব বড়লাটগণের  
প্রেতাঙ্গা এখনও নিঃশব্দে ঘূরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে ।

প্রাচীন পরিচ্ছদ পরিহিত মহাপ্রাণ ব্যক্তিগণ—যাঁহাদের নাম  
বিশ্঵ত-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা এই ঐতিহাসিক  
ঘটনা সম্পর্কিত স্থানে সর্বদাই গতিবিধি করিতেছেন, শান্তি এবং  
সমরের বেশে অঙ্গুত আকৃতি সকল বিখ্বস্ত দুর্গের বিখ্বস্ত দ্বারের  
ভিতর দিয়া গমনাগমন করিতেছে । আমাদের পদতলে ধূলার  
সহিত যাঁহাদের অঙ্গ মিশ্রিত, তাঁহাদের কথা স্মরণ করিলে—  
বঙ্গদেশে বুটিশ-রাজস্বের প্রতিষ্ঠাতা, প্রসারক এবং রক্ষক সেই  
যব চার্ণক, সার্জিন উইলিয়ম হামিল্টন এবং এডমিরাল ওয়াট-  
সনের, নামও আপনা হইতেই স্মৃতিপথে আসিয়া পড়ে । এখান  
হইতে কিছু দূরে, ত্রি সমাধিক্ষেত্রে তাঁহাদেরও অঙ্গরাশি মাটীতে  
মিশিয়াছে । কত ইংরেজ-পুরুষ ও ইংরেজ-রমণী—যাহারা এই  
বিদেশে আসিয়া মানবজীবনের স্বল্প সময়ের জন্য কঠোর সংগ্রামে  
প্রবৃত্ত হইয়াছিল,—পুরুষ পরম্পরায় এই সহরের পার্কস্টোন  
সমাধিক্ষেত্রে সমাধি লাভ করিয়াছে; তাহাদের নাম নাই, স্মৃতি  
রক্ষিত হয় নাই, জগতে তাহারা অপরিচিত । আমাদের পূর্ব-  
বর্তী পুরুষগণের মধ্যে—এই সাম্রাজ্যের অঙ্গাতনামা নির্মাণ-  
কর্ত্তাদিরে মধ্যে—যদি কাহারও স্মৃতি রক্ষিত হইবার উপযুক্ত  
হয়, তবে, এই স্থানে আমি যাহাদের নাম লিপিবদ্ধ রাখিলাম,—  
সে তাহাদেরই । ভারতের মধ্যে যদি ইংরেজদিগের কোন প্রিয়-  
স্থান থাকে, তাহা হইলে, ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ২১শে জুন তারিখের  
সেই ভয়াবহ রাত্রিতে হত ব্যক্তিগণের রক্তে সে স্থান রঞ্জিত  
হইয়াছিল,—আমরা আজ সেই স্থানে দণ্ডয়মান । আমার

অন্তর্ভুক্ত  
১৯০৬

এই ভাব জাগৰিত হওয়াতেই আমি এই স্মৃতিস্তম্ভ  
করিলাম। আমি সেই অভীতের অন্তস্থুতি চির-  
করে রক্ষা করিবার' জন্য কলিকাতার অধিবাসিগণের হস্তে  
একসমর্পণ করিতেছি।

ইংরেজি ১৯০৭ সালের ১৯শে এপ্রিল তারিখে দিল্লীতে  
“মিউটিনি-টেলিগ্রাফ-মেমোরিয়াল” নামক স্মৃতি-স্তম্ভের আবরণ  
উন্মোচনকালে লর্ড কর্জন এইরূপ বক্তৃতা করিয়াছিলেন,—

“I have heard it argued by some that incidents like the Black Hole of Calcutta, the Cawnpore massacre, the defence of the Residency at Lucknow, the fighting and seige of Delhi, in which the British and Native races of India have been in conflict, ought not to be commemorated, but ought, so to speak, to be slurred over and wrapped up in oblivion. Indeed, one ingenious gentlemen wrote a long work to prove that the Black Hole incident at Calcutta had never taken place, because some people, who were not there, have in their writings not said anything about it. - I hold precisely the opposite view about all these cases. Tragedies and horrors and disasters do occur in the history of men, and it is useless to pretend that they do not. In the history of India they have not been wanting; and, as in the case of the Mutiny there have been instances where the racial element was introduced, and where there were deeds of blackness and shame. But that is

reason for ignoring them. Pass over them like a sponge of forgiveness ; blot them out with the finger of reconciliation. But do not pretend they did not take place, and do not, for the sake of a false and mawkish sentiment, forfeit your chance of honouring that which is worthy of honour. All these events are wayside marks in the onward stride of time. God Almighty placed them there ; and if some of the stepping-stones over which the English and the Indian people in this country have marched to a better understanding, and a truer union, have been slippery with human blood, do not ignore or cast them away. Rather let us wipe them clear of their stains, and preserve them intact for the teaching of those that come after.

( মর্মান্বাদ )

“আমি শুনিযাছি, অনেকে বলেন,—কলিকাতার অন্ধকৃপহত্যা, কাণপুরের হত্যাকাণ্ড, লক্ষ্মী সহরে রাজকর্মচারীর প্রাসাদেরক্ষা এবং দিল্লীর যুদ্ধ ও বিজয় প্রভৃতিয়ে সকল ঘটনায় ভারতবাসীর সহিত ইংরেজের সংঘর্ষ সংঘটিত হইয়াছিল,—সেই সকল ঘটনার স্মৃতিরক্ষা কল্পে কোন অনুষ্ঠান না হওয়াই উচিত ; বরং এই সকল ঘটনা যাহাতে বিস্মৃতির ক্ষেত্রে চিরকালের জন্য লৌন হইয়া যায় তাহারই চেষ্টা করা কর্তব্য। অনেকে যুক্তি-প্রমাণ গ্রয়ে, ১ বিষয়ে তর্ক-বিতর্কও করিয়াছেন। কোন অতিবুদ্ধি বাতি শদ প্রবক্ষে প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে, কলিকাতার অন্ধকৃপ হত্যা অলৌক অর্থাৎ অন্ধকৃপ হত্যা আর্দ্ধে ঘটে নাই।

অন্তরে  
গাঁথ

আগ  
কা

উপস্থিত ছিলেন না তাঁহারা বা এই ঘটনার  
য সকল লোক ইতিহাস লিখিয়াছেন তাঁহারা  
একপ কোন ঘটনার উল্লেখ করেন নাই,—ইহাই তাঁহার হেতু-  
বাদ। এ সবক্ষে আমার অভিমত সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট। ভীষণ দুর্ঘটনা  
মানব-ইতিহাসের অঙ্গ, বিপদ-বিভীষিকা ত ঘটিয়াই থাকে;  
এ সকলের অস্তি স্বীকার না করা বৃথা ভাগ মাত্র। ভারতের  
ইতিহাসে একপ এ বার অভাব নাই; যেখানেই জাতিগত বিদ্বেষ,  
সেইখানেই এইর নির্মম কঠোর এবং লজ্জাকর কুকার্যের  
অনুষ্ঠান হইয়াছে। সিপাহীবিদ্রোহ তাহার দৃষ্টান্ত। কিন্তু  
তাই বলিয়া এই সকল ঘটনা অস্বীকার করিবার কোন  
কারণ নাই। ক্ষমাগুণে সেই বিদ্বেষ মুছিয়া ফেল, শমগুণে সেই  
বিদ্বেষ অপস্থিত কর—কিন্তু একটা অলৌক ঘণ্ট্য সংকলনের বশবত্তী  
হইয়া, তাহা অস্বীকার করিয়া, সম্মান-যোগ্য ব্যক্তিগণের  
সম্মান প্রদর্শনের স্থূল্যোগ ত্যাগ করিও না। এই সকল ঘট  
কালগতির পথ চিত্ত। সর্বনিয়ন্ত্রণ পরমেশ্বরই ইহাদের নিয়ন্ত্রণ।  
সোপানধার্গ অবলম্বনে আজ ইংরেজ এবং ভারতবাসী একতা  
বন্ধুতার সঙ্গমে সন্মিলিত হইতে চলিয়াছে, সে সোপানপৎ<sup>১</sup>  
কোন অংশ বা ধাপ যদি নরবৃক্ষে পিছিল হইয়া গাঁকে, ত  
হা কদাপি উপেক্ষনীয় বা পরিবর্জনীয় নহে, বরং কলঙ্ক  
অঙ্গুণভাবে তাহা রক্ষা করা কর্তব্য; যেন আমাদের প্ৰ  
লোকগণ ইহা হইতে শিক্ষালাভ করিতে পারে।

সমাপ্ত।

**Hitesranjan Sanyal Memorial Collection**  
**Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta**

Record No.	CSS 2000/35	Place of Publication:	Calcutta
		Year:	1314b.s (1907)
		Language	Bangla
Collection:	Indranath Majumder	Publisher:	Gurudas Chattopadhyay, 201 Cornwallis Street.
Author/ Editor:	Biharilal Sarkar	Size:	11x17.5cms
		Condition:	Brittle
Title:	Ingrejer Jay ba "Arkot Abarodh" o "Palashi"	Remarks:	